বিষয় ভিত্তিক মু'জিযাতুর রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

হাফেজ মাওলা

Click Here

www.sahihaqeedah.com

www.sunni-encyclopedia.blogspot.com

PDF by Masum Billah Sunny

বিষয় ভিত্তিক

মু'জিযাতুর রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ ওসমান গণি

আরবি প্রভাষক

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া

ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

মোবাইল: ০১৮১৭-২৩২৩৬৪

বিষয় ভিত্তিক

মু'জিযাতুর রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ ওসমান গণি

প্রকাশক : আলহাজ্ব রশিদ আহমদ

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশকাল : জুলাই ২০১২ ঈসায়ী

চিশ্‌তি প্রকাশনী, বালুচরা, বায়েজীদ, চট্টগ্রাম।

কম্পোজ : এট্যাচ এ্যাড, চট্টগ্রাম।

মূল্য : (১৭০/-) একশত সত্তর টাকা মাত্র

BISHOY BHITTIK MUJEZATUR RASUL (SM.)

Writer : Hafez Mawlana Mohammad Osman Gani

Published by Chishty Prokashoni, Baluchara, Bayezid, Chittagong, Bangladesh. Price: 170/- only, US$ 5

উৎসর্গ

আমার জান্নাতবাসী পিতা-মাতা

যথাক্রমে-মরহুম আহমদ জরিফ

মরহুমা আল্‌হাজ্বাহ্‌ আনোয়ারা বেগম

ও

প্রকাশকের জান্নাতবাসী পিতা

মরহুম তোফায়েল আহমদ

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ, ওয়াশ শুকরু লিল্লাহ। ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আ'লা রাসূলিল্লাহ।

বিশ্ব সভ্যতার ক্রমবিকাশ আর তথ্য প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষতার যুগে পৃথিবী ক্রমাগত উন্নতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। উন্নতির চাবিকাঠি হল শিক্ষা। আর শিক্ষার অন্যতম উপকরণ হল বই। আল্লামা আবু ওসমান জাহেয বলেন, 'বই নিঃসঙ্গ মুহূর্তের শ্রেষ্ঠ সঙ্গী, অচেনা দেশে উত্তম গাইড, বই উত্তম বন্ধু ও উপদেশদাতা।' তাইতো আল্লাহ তায়ালা রাসূল প্রেরণের সাথে সাথে কিতাবও নাযিল করেছেন। অথচ এই চরম প্রতিযোগিতার যুগেও বই লেখা ও বই পড়ার ক্ষেত্রে অন্যদের তুলনায় আমরা অনেক পশ্চাদে অবস্থান করছি নিঃসন্দেহে।

আল্লাহ তায়ালা দিশেহারা পথভ্রষ্ট মানবজাতির হেদায়েতের জন্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেন এবং সাথে তাদের সত্যতার প্রমাণস্বরূপ মু'জিযাও দান করেন। পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফে এসব মু'জিযার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। অমুসলিমদের কাছে ইসলামের সত্যতা, বাস্তবতা ও মর্যাদা প্রমাণ এবং মুসলমানদের ঈমান, আকীদা ও আমল মজবুত করার উদ্দেশ্যে মহানবী ﷺ'র মুজিযা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা একান্ত প্রয়োজন।

আরবী ভাষায় এ বিষয়ে অসংখ্য নির্ভরযোগ্য কিতাব রচিত হলেও বাংলা ভাষায় নির্ভর ও গ্রহণযোগ্য কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি। বন্ধুবর হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ ওসমান গনি কুরআন, হাদিস এবং সর্বজন স্বীকৃত বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে রেফারেন্সসহ এ বিষয়ের উপর বিষয় ভিত্তিক 'মু'জিযাতুর রাসূল ﷺ' নামক একখানা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করে শূন্যতা পূরণ করেছেন।

গ্রন্থটির গুরুত্ব বিবেচনা করে পাঠকের হাতে উপহার দেওয়ার লক্ষ্যে বইটি প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। আশা করি বইটি পাঠক মহলে সমাদৃত হবে। বইখানা প্রকাশের অন্তরালে যাদের অবদান রয়েছে সকলের শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

বইটির গুণগত মান বৃদ্ধিতে সচেতন বিজ্ঞ পাঠক ও সুধীজনের যে কোন গঠনমূলক পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে এবং সে মোতাবেক যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে আমরা সর্বদা সচেষ্ট থাকব।

–আলহাজ্ব রশিদ আহমদ

লেখকের কথা

ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামীন, আহকামুল হাকেমীন, নিখিল বিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা, সর্বময় ক্ষমতার একক অধিকারী আল্লাহ'র জন্য, যিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আশরাফুল মাখলুকাত- মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে যুগে যুগে সময়ের দাবী অনুযায়ী অসংখ্য মু'জিযার ধারক-বাহক বানিয়ে নবী-রাসূল প্রেরণ করে মানবজাতির উপর বড়ই এহসান করেছেন। নতশিরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি তাঁর, যিনি আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ নবীর শ্রেষ্ঠ উম্মত বলে সম্মানিত করেছেন।

অসংখ্য দুরূদ-সালাম পেশ করছি সৃষ্টির উৎস, মানবতার অগ্রদূত, সভ্যতার জনক, ইমামুল আম্বিয়া, সায়্যিদুল মুরসালিন, রাহমাতুল লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ﷺ'র পাক চরণে যার আপাদ-মস্তক ছিল অসংখ্য মু'জিযা'র প্রকাশস্থল। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সাহাবায়ে কেরাম ও আহলে বাইতে রাসূল ﷺকে যারা স্বচক্ষে মহানবীর মু'জিযা দেখে নিজেদের ঈমান-আকীদা মজবুত করার সুযোগ লাভে ধন্য হয়েছিলেন।

মানব জাতির স্বভাব হল, দলীল-প্রমাণ ছাড়া কোন দাবী মানতে চায়না। তাই নবী-রাসূলগণ যখনই তাদের সম্প্রদায়ের কাছে আল্লাহর একত্ববাদের বাণী ও কোন দর্শন নিয়ে আগমণ করতেন তখনই তারা যুক্তি-প্রমাণ বিশেষত কোন চাক্ষুস প্রমাণ দাবী করত। আবার একেক যুগে একেক বিষয়ের প্রচলন ও চর্চা ছিল। যেমন হযরত মুসা (আ.) ও সোলাইমান (আ.)'র যুগে যাদু বিদ্যার চর্চা ছিল বেশী। তাই তাদেরকে যাদুর ন্যায় এমন মু'জিযা দেয়া হয়েছিল যা প্রচলিত যাদু বিদ্যাকে হার মানায়। অনুরূপভাবে হযরত ঈসা (আ.)'র যুগে চিকিৎসা বিদ্যার চর্চা তুঙ্গে ছিল বিধায় হযরত ঈসা (আ.)কে চিকিৎসা বিষয়ক মু'জিযা প্রদান করা হয়েছিল, যার সামনে সমস্ত চিকিৎসা বিজ্ঞান অক্ষম ও অসার হয়ে পড়েছিল। সুতরাং প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তায়ালা যুগের চাহিদা মোতাবেক তাঁর নবী-রাসূলগণকে এমন এমন মু'জিযা দান করেছেন যা সাধারণ মানুষের সাধ্যের বাইরে ছিল এবং যা দেখে প্রত্যেক বিবেকবান মানুষ নবী-রাসূলগণের দাওয়াত মেনে নিতে অনুপ্রাণিত হয়েছিল।

পবিত্র কুরআনে আয়াত, বুরহান, বাইয়্যিনাত ইত্যাদি শব্দ মু'জিযা অর্থে ব্যবহৃত। যেমন-

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَٰتٍۭ بَيِّنَٰتٍ ۖ فَسْـَٔلْ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُۥ فِرْعَوْنُ إِنِّى لَأَظُنُّكَ
يَٰمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿١٠١﴾ الإسراء: ١٠١

"আপনি বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞেস করুন, আমি মুসাকে নয়টি প্রকাশ্য মু'জিযা দান করেছি। যখন তিনি তাদের কাছে আগমন করেন, তখন ফেরাউন তাঁকে বলল, হে মুসা! আমার ধারণায় তুমিতো যাদুগ্রস্থ।" (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত নং ১০১)

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٤٥﴾ المؤمنون: ٤٥

"অতঃপর আমি মুসা ও তাঁর ভাই হারুনকে প্রেরণ করেছিলাম আমার নিদর্শনাবলী ও সু স্পষ্ট সনদ (দলীল) সহ।" (সূরা মু'মিনুন, আয়াত-৪৫৬)

وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴿١٠١﴾ الأعراف: ١٠١

"ওদের কাছে রাসূলগণ গিয়েছিলেন নিদর্শন তথা মু'জিযা সহকারে। অতঃপর কস্মিনকালেও এরা ঈমান আনায়নকারী ছিলনা, ইতিপূর্বেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল তারা।" (সূরা আল আ'রাফ, আয়াত নং ১০১)

وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ﴿٥٩﴾ الإسراء: ٥٩

"পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক নিদর্শন তথা মু'জিযা অস্বীকার করার ফলেই আমাকে মু'জিযা সমূহ প্রেরণ থেকে বিরত থাকতে হয়েছে।" (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত নং ৫৯)

এভাবে হাদিস শরীফে নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন-

ما من الانبياء نبي الا اعطى من الايات ما مثله اومن اوامن عليه البشر وانما كان الذى اوتيه وحيا اوحاه الله الىّ

"আম্বিয়ায়ে কেরামগণের প্রত্যেককে (নবুয়তের) নিদর্শন স্বরূপ মু'জিযা দেওয়া হয়েছে, যা দ্বারা মানুষ ঈমান এনেছে। আর আমাকে মু'জিযা স্বরূপ যা দেওয়া হয়েছে তা হল ওহী।"[১]

মু'জিযা শব্দটি আরবী। এর আভিধানিক অর্থ পরাভূতকারী, অক্ষমকারী। সর্বজন স্বীকৃত আরবী অভিধান 'আল মুনজাদ' গ্রন্থে মু'জিযার পারিভাষিক সংজ্ঞায় বলা হয়েছে- المعجزة امر خارق للعادة يعجز البشر عن ان يأتوا بمثله "এমন অস্বাভাবিক কাজ করা বা প্রকাশ হওয়া যা করতে মানুষ অক্ষম।"[২]

আল মু'জামুল ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে-

المعجزة امر خارق للعادة يظهره الله على يدى نبى تأييدًا لنبوته وما يعجز البشر ان يأتوا بمثله

"এমন অস্বাভাবিক কিছু কাজ যা আল্লাহ তায়ালা নবীর নবুয়তের সত্যায়নে নবীর হাতে (মাধ্যমে) প্রকাশ করেন।"[৩]

১. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (২৫৬হি.), সহীহ বুখারী শরীফ, আরবী, ইউপি, ইন্ডিয়া, পৃ:১০৮০, হাদিস নং ৬৭৭৮
২. আল মুনজাদ, আরবী, বৈরুত, পৃ:৪৮৮
৩. আল মু'জামুল ওয়াসীত, আরবী, পৃ:৫৮৫

মীর সৈয়্যদ শরীফ (র.) বলেন-

المعجزة امر خارق للعادة داعية الى الخير والسعادة مقرونة بدعو النبوة قصدبه اظهار صدق من ادعى انه رسول من الله

"নবুয়তের দাবী সহকারে কল্যাণ ও সৌভাগ্যের প্রতি আহ্বানকারী অস্বাভাবিক ঘটনা সংঘটিত হওয়াকে মু'জিযা বলা হয়। আর এর উদ্দেশ্য হল আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত রাসূলের দাবীর সত্যতা প্রমাণ করা।"[৪]

আল্লামা তাফতাযানী (র.) বলেন-

وهى امر يظهر بخلاف العادة على يد مدعى النبوة عند تحدى المنكرين على وجه يعجز المنكرين عن الاتيان بمثله

"মু'জিযা বলা হয়, নবুয়ত অস্বীকার কারীদের সাথে চ্যালেঞ্জ করার সময় নবুয়ত প্রাপ্ত ব্যক্তি হতে এমন অলৌকিক কাজ সংঘটিত হওয়া, যার মুকাবিলা করতে অবিশ্বাসী সম্প্রদায় অক্ষম।"[৫]

ড. মুস্তফা মুরাদ বলেন-

المعجزة فى اللغة مأخوذ من الاعجاز وحقيقة اثبات العجزفى الغير ثم استعير لاظهاره ثم استد مجازا الى ما هو سبب العجز وجعل اسماله ، وهو الامر الخارق للعادة والتاء فيه للمبالغة والمعجزة اصطلاحًا امر خارق للعادة يظهره الله على يدى مدّعى النبوة فى دار التكلف سالم من المعارضة يقصد بها تحدى المنكرين

"মু'জিযা শব্দটি الاعجاز থেকে নির্গত। এর উদ্দেশ্য হল অপরকে অক্ষম করা। অতঃপর রূপক অর্থে অক্ষমতা প্রকাশ ও এর কারণের জন্যে ব্যবহার হয় এবং রূপক অর্থেই এর নামকরণ করা হয়েছে। অস্বাভাবিক কাজকে মু'জিযা বলা হয়। এখানে ة অক্ষরটি মুবালাগা তথা সর্বোচ্চ বা অতিমাত্রা অর্থে ব্যবহৃত।

পরিভাষায়- এই পৃথিবীতে যে সব অস্বাভাবিক ঘটনা নবীর নবুয়তের প্রমাণস্বরূপ আল্লাহ তায়ালা নবী'র মাধ্যমে প্রকাশ করেন তাকে মু'জিযা বলা হয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল বিরোদ্ধ বাদীদেরকে চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে অক্ষম করা।"[৬]

৪. আলী ইবনে মুহাম্মদ জুরজানী (র.) (৮১৬হি.), কিতাবুত তা'রীফাত, আরবী, বৈরুত, লেবনান, পৃ:২১৯ ও মুফতি আমীমুল এহসান (র.) (১৯৭৪খৃ:), কাওয়ায়েদুল ফিকহ, আরবী, পৃ:৪৯৪
৫. আল্লামা সা'দ উদ্দিন তাফতাযানী (র.) (৭৯১হি.), শরহুল আকায়েদ নসফিয়্যাহ, আরবী, পৃ:১৩৪
৬. ড. মুস্তফা মুরাদ, মু'জিযাতুল রাসূল ﷺ, আরবী, কায়রো, মিশর, পৃ:১২

'আন নিবরাস' গ্রন্থে স্বভাববিরোধী কাজকে সাতভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে-

اقسام الخوارق سبعة احدها المعجزة من الانبياء ثانيها الكرامة للاولياء ثالثها المعونة لعوام المؤمنين ممن ليس فاسقًا ولاوليا رابعها الارهاص للنبى قبل ان يبعث كتسليم الاحجار على النبى صلى الله عليه وسلم وادرجه بعضهم فى الكرامة وبعضهم فى المعجزة مجازًا خامسها الاستدراج للكافر والفاسق المجاهر على وفق غرضه سمى لانه يوصل بالتدريج الى النار سادسها الاهانة للكافر والفاسق على خلاف غرضه كما ظهر عن مسيلمة الكذاب اذ تمضمض فى ماء فصارملحًا ومس عين الاعور فصار عمى سابعها السحر لنفس شريرة تستعمل اعمالاً مخصوصة باعانة الشياطين -

"অলৌকিক বা স্বভাব বিরোধী কাজ হল সাত প্রকার। যথা: এক. মু'জিযা, যা আম্বিয়ায়ে কিরাম থেকে প্রকাশ পায়। দুই. কারামাত, যা আউলিয়ায়ে কিরাম থেকে প্রকাশ পায়। তিন. মা'উনাত, যা সাধারণ মু'মিন ব্যক্তি থেকে প্রকাশ পায় যারা ফাসিকও নয় আবার অলীও নয়। চার. ইরহাছ, যা নবুয়ত প্রাপ্তি বা প্রকাশের পূর্বে নবীগণ থেকে প্রকাশ পায়। যেমন- পাথরে নবী ﷺকে সালাম করা নবুয়ত প্রকাশের পূর্বে। তবে কেউ কেউ এই প্রকারকে কারামাতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন আবার কেউ কেউ রূপকভাবে এটাকে মু'জিযা'র অন্তর্ভুক্ত করেছেন। পাঁচ. ইসতিদরাজ, যা কাফির ও প্রকাশ্য ফাসেক ব্যক্তি থেকে তার উদ্দেশ্য বা চাহিদা মোতাবেক প্রকাশ হয়। এটাকে ইসতিদরাজ করে নামকরণের কারণ হল এটি ধীরে ধীরে তার প্রকাশককে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। ছয়. এহানত যা কাফির ও ফাসিক ব্যক্তি থেকে তার উদ্দেশ্যের বিপরীত প্রকাশ পায়। যেমন- ভণ্ড নবী মুসায়লামাতুল কাজ্জাব থেকে প্রকাশ হয়েছিল। সে যখন কোন পানিতে কুলি করত তা লবণাক্ত হয়ে যেত আর যখন কোন বাঁকা চোখ স্পর্শ করত তা অন্ধ হয়ে যেতো। সাত. যাদু, যা অসৎ লোকদের থেকে প্রকাশ হয়। তা এমন কিছু বিশেষ আমল বা কাজ যা শয়তানের সাহায্যে সংঘটিত হয়।[৭]

মু'জিযা ও যাদু'র পার্থক্য

১. যাদুবিদ্যা শিক্ষার মাধ্যমে হাসিল করা হয় কিন্তু মু'জিযা শিক্ষার মাধ্যমে হাসিল করা যায় না। বরং আল্লাহ তায়ালা যখন ইচ্ছা করেন তখন তিনি নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটান।

২. যাদুর মোকাবিলা করা সম্ভব। তাই এক যাদুকর অন্য যাদুকরের যাদুকে নস্যাত করে দিতে পারে। কিন্তু মু'জিযার মোকাবিলা করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

৩. যাদুর কোন বাস্তবতা নেই। বরং যাদু হচ্ছে একটি দৃষ্টিবিভ্রম ও সম্মোহন জনিত বিষয়। পক্ষান্তরে মু'জিযা কোন দৃষ্টিবিভ্রম বা কাল্পনিক বিষয় নয়। বরং মু'জিযা হচ্ছে বাস্তব ঘটনা, যা আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন।

[৭]. মুহাম্মদ আব্দুল আজিজ ফারহারী (র.), আন নিবরাস, আরবী, পৃ:২৭২ ও মুহাম্মদ আমজাদ আলী (র.) (১৩৬৭হি.) বাহারে শরিয়ত, উর্দু, বেরেলী শরীফ, খণ্ড:১ম, পৃ:১৭ ও গোলাম রাসূল সাঈদী, শরহে মুসলিম, উর্দু, গুজরাট, খণ্ড: ৬ষ্ঠ, পৃ:৬৭৯

৪. যাদু প্রদর্শন করা হয় পার্থিব স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য। আর মু'জিযার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো হয় দ্বীনের সত্যতা প্রকাশের জন্য।

৫. যাদুকর তার ইচ্ছানুযায়ী যাদু প্রকাশ করতে পারে, কিন্তু মু'জিযার প্রকাশ নির্ভর করে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার উপর।

৬. যাদু মানুষকে অহংকারী ও গোমরাহ বানায়, পক্ষান্তরে মু'জিযা আল্লাহর আনুগত্যে ও বন্দেগীতে পূর্ণতা আনে।

৭. যাদুতে শয়তানী প্রভাব থাকে কিন্তু মু'জিযায় খোদায়ী প্রভাব থাকে। তাই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ যাদুকর প্রধান হবে দাজ্জাল পক্ষান্তরে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ মু'জিযা'র অধিকারী হলেন খাতেমুন নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ﷺ।[৮]

মু'জিযা ও কারামাতের পার্থক্য

১. মু'জিযার উদ্দেশ্য হল নবুয়ত অস্বীকারকারী লোকদের নিকট নবীর সত্যতা প্রকাশ এবং অস্বীকার কারীদের তা থেকে অক্ষম প্রকাশ করা। আর কারামাতের উদ্দেশ্য হচ্ছে ওলীগণের সম্মান বৃদ্ধি করা।

২. মু'জিযা নবী ও রাসূলগণের মাধ্যমেই প্রকাশ ঘটে। আর কারামাত ঘটে থাকে ওলীগণের মাধ্যমে।

৩. মু'জিযা প্রকাশ করা জরুরী। কিন্তু কারামাত গোপন রাখা উত্তম।

৪. ওলী তাঁর কারামাত সম্বন্ধে অবগত নাও থাকতে পারেন। কিন্তু নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে প্রকাশিত মু'জিযা সম্পর্কে তাঁরা অবহিত থাকেন।[৯]

প্রকৃতপক্ষে মু'জিযা হল আল্লাহ তায়ালার অপরিসীম কুদরতের অন্যতম নিদর্শন। এর মাধ্যমে যেমনি আল্লাহর অসীম কুদরতের প্রকাশ ঘটে, ঠিক তেমনি এর দ্বারা সংশ্লিষ্ট নবীর নবুয়তও প্রমাণিত হয়। মু'জিযা অস্বীকার করা প্রকারান্তরে আল্লাহর কুদরতকে অস্বীকার করার সমতুল্য আর তা নিঃসন্দেহে কুফুরী।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রেরিত রাসূলগণের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মু'জিযা দান করেছেন তাঁর প্রিয় শেষ নবী মুহাম্মদ ﷺকে। মূলত প্রিয় নবী থেকে প্রকাশিত মু'জিযার সংখ্যা নিরূপণ করা অসম্ভব। ইমাম সুয়ূতী (র.)'র প্রসিদ্ধ কিতাব আল খাসায়েসুল কুবরা ১ম খণ্ডের ১৯৭ পৃষ্ঠায় বলেছেন- শুধু পবিত্র কুরআনের মধ্যেই ষাট হাজারের অধিক মু'জিযা বিদ্যমান।

ইমাম নববী (র.) শরহে মুসলিমের ভুমিকায় বলেন- নবী করিম ﷺ'র মু'জিযার সংখ্যা বারশ'র বেশী। ইমাম বায়হাকী (র.) 'মাদখাল' গ্রন্থে এর সংখ্যা এক হাজার বলেছেন। হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত ইমাম যাহেদী (র.) বলেন, রাসূল ﷺ'র হাত

[৮]. দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, বাংলা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃ:৭৫ ও বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য কিতাব

[৯]. প্রাগুক্ত

মোবারকে একহাজার মু'জিযা প্রকাশ পেয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে এর সংখ্যা তিন হাজার বলা হয়েছে।

ইমাম যুরকানী (র.) শরহে মাওয়াহেব গ্রন্থে বলেন- রাসূল ﷺ'র মু'জিযার সংখ্যা এক হাজার কিংবা তিন হাজার যে বলা হয়েছে, তাতে কুরআনী মু'জিযা অন্তর্ভুক্ত নেই। কুরআনী মু'জিযা ব্যতীত এ সংখ্যা নির্ণয় করা হয়েছে। কেননা শুধু কুরআনে হাকীমে প্রায় ষাট হাজার মু'জিযা বিদ্যমান।[১০]

দেওবন্দী মওলভীদের গ্রহণযোগ্য শায়খ মাওলানা আশরাফ আলী থানভী তার রচিত কিতাব 'নাশরুত তীব ফী যিকরিন নাবিয়্যিল হাবীব' এর ১৯৯ পৃষ্ঠায় বলেছেন, রাসূল ﷺ'র মু'জিযা এবং অলৌকিক ঘটনা অসংখ্য। এর মধ্যে অত্যন্ত প্রকাশ্য সংখ্যা দশ হাজারের অধিক।

এ অসংখ্য মু'জিযা সমূহকে যুগে যুগে শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসীনে কেরাম বিশাল গ্রন্থ রচনা করে একত্রিত করার চেষ্টা করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েক জন হলেন- ১. হাফেজ আবু বকর বায়হাকী (র.), ২. আবু নঈম ইস্পাহানী (র.), ৩. আবুস শায়খ ইস্পাহানী (র.), ৪. আবুল কাশেম তাবরানী (র.), ৫. আবু যুরআ রাযী (র.), ৬. আবু বকর ইবনে আবিদ দুনিয়া (র.), ৭. আবু ইসহাক হারবী (র.), ৮. আবু জা'ফর ফারয়াবী (র.) ও আবু আব্দুল্লাহ মুকাদ্দাসী (র.)। এদের সকলের লিখিত কিতাবের নাম হল- দালায়েলুন নবুয়্যত। এছাড়াও আবুল ফরজ ইবনে জওযী (র.)'র কিতাবুল ওয়াফা ফি ফাযায়েলিল মোস্তফা, আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.)'র আল খাসায়েসুল কুবরা, ইবনে কাসীর (র.)'র মু'জিযাতুর রাসূল ﷺ, আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (র.)'র হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন ও ড. মুস্তফা মুরাদ'র মু'জিযাতুর রাসূল ﷺ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

সাধারণত মু'জিযার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিত তিনটি। যথা: এক. নবী-রাসূলগণের নবুয়ত ও রেসালতের সত্যতা প্রমাণ করা। দুই. কাফির, মুশরিক ও বেঈমানদের ঈমান গ্রহণ করা ও তিন. ঈমানদারগণের ঈমান আরো মজবুত করা। যেহেতু নবী আগমনের কোন অবকাশ নেই সেহেতু প্রথমটির প্রয়োজনীয়তাও বর্তমান নেই তবে শেষ দু'টির প্রয়োজনীয়তা এখনো বিদ্যমান। নবী-রাসূলগণের মু'জিযা পড়ে ও শুনে ঈমান আনার ঘটনা সংখ্যায় কম হলেও দূর্বল ঈমানদারের ঈমান মজবুত ও সুদৃঢ় হওয়ার অসংখ্য দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। কালের বিবর্তনে মানুষের ঈমান ক্রমান্বয়ে দূর্বল হয়ে আসছে। এই সব বাস্তব, সত্য ও বিশুদ্ধ মু'জিযা সমূহ পাঠে নিশ্চয়ই পাঠকের ঈমান মজবুত হবে। এই মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিশেষত 'আল খাসায়েসুল কুবরা' সহ বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য আরবী-উর্দু কিতাব থেকে নবী মুহাম্মদ ﷺ সহ অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামের মু'জিযাসমূহকে বাংলা ভাষায় সংকলন করার প্রয়াস পেয়েছি।

তাছাড়া ইতিপূর্বে অধমের প্রকাশিত 'বিষয় ভিত্তিক কারামতে আউলিয়া' গ্রন্থটি পাঠক সমাজে বিপুল সমাদৃত হওয়া ও পাঠকের ভালোবাসাই মূলত এই গ্রন্থটি সংকলনের প্রতি

[১০]. আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০হি.), হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, উর্দু, গুজরাট, খণ্ড: ১ম, পৃ: ১৫৯-১৬০

উদ্বুদ্ধ করেছে। গ্রন্থটির নামকরণ করা হয়েছে 'বিষয় ভিত্তিক মু'জিযাতুর রাসূল ﷺ'। গ্রন্থটি যদি পাঠকের অন্তরে সামান্যতমও স্থান লাভ করে এবং পাঠক সন্তুষ্ট হয়ে দোয়া করে তবে তাই হবে আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় পাওনা।

উল্লেখ্য যে, এ পুস্তকে বর্ণিত মু'জিযা সমূহ কোন কল্পিত কাহিনী কিংবা মনগড়া বর্ণনা নয় বরং সবগুলো মু'জিযা পবিত্র কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা সমর্থিত। প্রতিটি মু'জিযা বর্ণনার শেষে লেখকের নাম, মূল কিতাবের নাম, সূরার নাম, হাদিস নম্বর, পৃষ্ঠা নম্বর ও আয়াত নম্বর সহ উদ্ধৃতি দিতে কার্পণ্য করিনি। তবে যে কিতাবের রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে ঘটনাটি শুধু সেই কিতাবেই সীমাবদ্ধ নয় বরং আরো বহু কিতাবে ঐ ঘটনা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু অধমের ক্ষুদ্র জ্ঞান; সাধ্য ও সংগ্রহ স্বল্পতার কারণে এবং পুস্তকখানা কলেবর বৃদ্ধি হওয়ার আশঙ্কায় উদ্ধৃতি দু'একটি গ্রন্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হয়েছে, রেফারেন্স গ্রন্থের স্বল্পতার কারণে নয়।

মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়, তবুও সাধ্যমত চেষ্টা করেছি নির্ভুল করতে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোন ত্রুটি বিজ্ঞ পাঠকের দৃষ্টিগোচর হলে মার্জিত দৃষ্টি কাম্য। যদি আমাদেরকে অবহিত করেন তবে কৃতজ্ঞ হবো এবং পবরর্তী সংস্করণে সংশোধনের চেষ্টা করবো।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক বন্ধুবর আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ মুরশেদুল হক ও জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া'র সহকারী শিক্ষক মুহাম্মদ আবু তাহের সাহেবকে গ্রন্থটির প্রুফ দেখে সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পরিশেষে যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং বিশেষত প্রকাশক বন্ধুবর আলহাজ্ব রশিদ আহমদ'র অর্থায়নে গ্রন্থখানি পাঠকের হাতে পৌঁছেছে, সকলের পরিশ্রম ও সহযোগিতাকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ও তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সাথে সাথে মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করছি যেন তিনি এই ক্ষুদ্র প্রয়াস কবুল করে উভয় জগতের কামিয়াবী দান করেন। আমীন, বিহুরমতি খা-তামুন নাবিয়্যীন।

সূচীপত্র

নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
	আল কুরআন	
০১.	আল কুরআনের চ্যালেঞ্জ	২৫
০২.	কুরআন স্থায়ী মু'জিযা	২৬
০৩.	ওলীদ ইবনে মুগীরা'র স্বীকারোক্তি	২৬
০৪.	কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহর	২৭
	মে'রাজ	
০৫.	মে'রাজ সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিযা	২৯
	রেসালতের সাক্ষ্যদান	
০৬.	নবজাতক শিশুর সাক্ষ্যদান	৩২
০৭.	বাঘের সাক্ষ্যদান	৩২
	চন্দ্র-সূর্য্যের আনুগত্য	
০৮.	চাঁদের সাথে কথা বলা	৩৩
০৯.	চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করা	৩৩
১০.	চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া বহিরাগতদের সাক্ষ্য	৩৪
১১.	সূর্য্যের আনুগত্য	৩৪
১২.	অস্ত যাওয়া সূর্য্য পূন উদিত হওয়া	৩৫
১৩.	সূর্য্য স্থির থাকা	৩৫
১৪.	বক্ষ বিদীর্ণ	৩৬
	অদৃশ্যের সংবাদ প্রদান	
১৫.	খেয়ানতের পরিণতি সম্পর্কে সংবাদ প্রদান	৩৭
১৬.	খাবারে বিষ মিশানোর সংবাদ প্রদান	৩৭
১৭.	ইসলামের বিপক্ষে উৎসাহিত করার সংবাদ প্রদান	৩৮
১৮.	নিজের মৃত্যুর আভাস প্রদান	৩৮
১৯.	ওফাত লাভের প্রতি ইঙ্গিত	৩৮
২০.	জান্নাতী খাবার কি হবে?	৩৯
২১.	তারকারাজির নাম বলা	৩৯
২২.	শত্রুর অবস্থা বর্ণনা করা	৪০
২৩.	হারিয়ে যাওয়া উটের সংবাদ ও সমালোচনার তথ্য ফাঁস করা	৪০
২৪.	লুকিয়ে রাখা উটের সংবাদ প্রদান	৪১
২৫.	লুকিয়ে রাখা সরঞ্জামের সংবাদ প্রদান	৪১
২৬.	মুনাফিকের সমালোচনার সংবাদ প্রদান	৪২
২৭.	গোশত পাথর হয়ে যাওয়া	৪২

২৮.	চোর শয়তান	৪৩
২৯.	শয়তানের সাথে কুস্তি	৪৩
৩০.	হযরত আব্বাস (রা)'র গুপ্তধন	৪৪
৩১.	প্রেরিত চিঠির সংবাদ প্রদান	৪৪
৩২.	নাজ্জাসীর মৃত্যু সংবাদ প্রদান	৪৫
৩৩.	মিশর দখলের সংবাদ প্রদান	৪৫
৩৪.	জান্নাতের সুসংবাদ	৪৬
৩৫.	চুক্তিপত্র সম্পর্কে সংবাদ প্রদান	৪৬
৩৬.	শাহাদতের সংবাদ	৪৭
৩৭.	হারিয়ে যাওয়া উটের সংবাদ	৪৭
৩৮.	মৃত্যুর সংবাদ	৪৮
৩৯.	হযরত ফাতেমা (রা)'র মৃত্যুর সংবাদ	৪৮
৪০.	জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ	৪৮
৪১.	গোপন সম্পদের সংবাদ	৪৯
৪২.	গোপন চুক্তি প্রকাশ করা	৪৯
৪৩.	গোপন পরামর্শ সম্পর্কে অবহিত হওয়া	৫০
৪৪.	হারানো জন্তুর সন্ধান	৫১
৪৫.	মুনাফিকের ষড়যন্ত্র ফাঁস	৫১
৪৬.	ভণ্ডনবী আসওয়াদ আনসীর মৃত্যু সংবাদ	৫২
৪৭.	কবর আযাবের সংবাদ	৫২
৪৮.	মুনাফিকের স্বরূপ উন্মোচন	৫২
৪৯.	কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত ঘটনার বর্ণনা	৫৩
৫০.	ওফাতের দিন সম্পর্কে সংবাদ প্রদান	৫৩
৫১.	পথে সংঘটিত ঘটনার সংবাদ প্রদান	৫৩
৫২.	অগ্রিম সংবাদ প্রদান	৫৩
	ভবিষ্যত বাণী	
৫৩.	হযরত আম্মার (রা)'র শাহাদতের সংবাদ প্রদান	৫৪
৫৪.	পরবর্তী খলীফা সম্পর্কে ইঙ্গিত প্রদান	৫৪
৫৫.	হযরত আলী (রা.) খলীফা ও শহীদ হবেন	৫৪
৫৬.	হযরত মুয়াবিয়া সম্পর্কে ভবিষ্যত বাণী	৫৪
৫৭.	ইমাম হোসাইন (রা.)'র শাহাদত সম্পর্কে অগ্রিম সংবাদ	৫৫
৫৮.	হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত ও অন্ধ হওয়া	৫৫
৫৯.	উম্মতে মুহাম্মদী তিয়াত্তর দলে বিভক্ত	৫৫
৬০.	বাতিল ফের্কার আগমন	৫৬
৬১.	বদর ময়দানে কাফেরদের মৃত্যুর স্থান নির্ণয়	৫৬
৬২.	উকবা ইবনে আবি মুয়ীত'র মৃত্যু সংবাদ	৫৬

৬৩. আগমনের পূর্বেই সংবাদ প্রদান ৫৭
৬৪. হযরত মুহাম্মদ বিন হানফিয়্যা (র)'র জন্ম সংবাদ ৫৭
৬৫. মদীনায় বসে হাউযে কাউসার দেখা ৫৭
৬৬. ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী ব্যক্তি ৫৮
৬৭. ভণ্ড নবীর আবির্ভাব ৫৮
৬৮. হযরত হাসান (রা.) সমঝোতাকারী হবে ৫৯
৬৯. খায়বার যুদ্ধের অগ্রিম বিজয় সংবাদ ৫৯
৭০. উমাইয়্যা ইবনে খালফের মৃত্যু সংবাদ ৫৯
৭১. হাদিস অস্বীকারকারীর আগমন প্রসঙ্গে সংবাদ প্রদান ৬০
৭২. আশেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার আগমন ৬০
৭৩. কূফা ও বসরা সম্পর্কে ভবিষ্যত বাণী ৬১
৭৪. মুজাদ্দিদের আগমন ৬১

কুদরতী নিরাপত্তা

৭৫. রাসূল ﷺকে কাফেরের দৃষ্টি থেকে আড়াল রাখা হত ৬২
৭৬. চোখের সামনে থেকেও না দেখা ৬২
৭৭. দুশমনের হাতে পাথর জমাট বেঁধে যাওয়া ৬৩
৭৮. বাঘের মাধ্যমে হেফাজত ৬৩
৭৯. সাফা-মারওয়া পাহাড় দ্বারা নিরাপত্তা ৬৪
৮০. রুকানা পলোয়ানের পরাজয় ৬৪
৮১. হাত তরবারীর সাথে আটকে যাওয়া ৬৫
৮২. ছাগলের গোশত কথা বলা ৬৬
৮৩. মাকড়সার খেদমত ৬৬
৮৪. ঘোড়াসহ মাটিতে ধ্বসে যাওয়া ৬৬
৮৫. হযরত জিব্রাঈল (আ.) কর্তৃক সুরক্ষা ৬৬
৮৬. ফেরেস্তা কর্তৃক ছায়াদান ৬৭
৮৭. শয়তান থেকে হেফাযত ৬৮
৮৮. মানুষের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকা ৬৮
৮৯. আবু জেহেলের অনিষ্ট থেকে সুরক্ষা ৬৯
৯০. আবু জেহেল ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়া ৬৯
৯১. জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া ৭০
৯২. আবু জেহেল থেকে মুসাফিরের হক আদায় ৭০
৯৩. জ্বিন শয়তান থেকে নিরাপত্তা লাভ ৭১

দোয়া কবুল হওয়া

৯৪. তাৎক্ষণিক দোয়ার ফল ৭২
৯৫. দোয়ায় রোগ মুক্তি ৭৩
৯৬. হযরত সা'দ (রা.)'র জন্য দোয়া ৭৩

৯৭. হযরত আনাস (রা.)'র জন্য দোয়া ৭৪
৯৮. দৃষ্টিশক্তি ফেরৎ ৭৪
৯৯. হযরত আবু হোরায়রা (রা.)'র মায়ের ইসলাম গ্রহণ ৭৫
১০০. রাসূল ﷺ এর উসিলায় বৃষ্টি ৭৫
১০১. শুধু সৈন্যদের উপর বৃষ্টিপাত হওয়া ৭৬
১০২. বৃষ্টিপাত হওয়া ৭৬
১০৩. কতিপয় কাফেরের বিরুদ্ধে দোয়া ৭৭
১০৪. শেফাদান ৭৭
১০৫. হাত মোবারক উত্তোলনের সাথে সাথে বৃষ্টি ৭৮
১০৬. আবু লাহাবের দৃঢ়বিশ্বাস ৭৮
১০৭. দুর্ভিক্ষের জন্য দোয়া ৭৯
১০৮. দোয়ায় বৃষ্টিপাত হওয়া ৮০
১০৯. মদীনা শরীফকে মহামারী মুক্ত করা ৮০
১১০. হযরত ওমর (রা)'র ইসলাম গ্রহণ ৮১
১১১. ফেরেস্তা কর্তৃক সাহায্য ৮১
১১২. শাহাদত লাভের জন্য দোয়া কামনা ৮২
১১৩. পথ ভুলে যাওয়া ৮২
১১৪. বিচারকের যোগ্য বানানো ৮২
১১৫. যুদ্ধ জয়ের জন্য দোয়া ৮৩
১১৬. জ্বর থেকে মুক্তি পাওয়ার দোয়া ৮৩
১১৭. কর্জ পরিশোধের দোয়া ৮৪
১১৮. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি ৮৪
১১৯. ক্ষুধা নিবারণ ৮৫
১২০. ঘোড়ার পিঠে স্থির থাকা ৮৫

রোগমুক্তি

১২১. চক্ষু রোগ থেকে মুক্তি লাভ ৮৬
১২২. বোবার মুখে বুলি ফোটানো ৮৬
১২৩. দৃষ্টিশক্তি ফেরৎ দান ৮৬
১২৪. পুড়ে যাওয়া হাত ভাল হওয়া ৮৭
১২৫. ফোঁড়ার চিহ্ পর্যন্ত না থাকা ৮৭
১২৬. দাউদ রোগ ভাল হওয়া ৮৭
১২৭. তরবারীর আঘাতে লটকানো হাত ভাল হওয়া ৮৭
১২৮. মাথার আঘাত থেকে আরোগ্য লাভ ৮৮
১২৯. চূড় হয়ে যাওয়া গোড়ালী মুহূর্তেই ভাল হওয়া ৮৮
১৩০. উট সুস্থ হওয়া ৮৮
১৩১. মুখ ও মাথার ফুলা দূরীভূত হওয়া ৮৮

২০০. বাঘের আবেদন ১১৯
২০১. জঙ্গলী জন্তুর আদব ১১৯
২০২. রাসূল ﷺ'র গাধার ভালবাসা ১১৯
২০৩. উটের ফরিয়াদ ১২০
২০৪. অলস উট দ্রুতগতিসম্পন্ন হওয়া ১২০
২০৫. ছাগল আপন মালিকের কাছে চলে যাওয়া ১২১
২০৬. মালিকের বিরুদ্ধে উটের অভিযোগ ১২১
২০৭. অবাধ্য উট বাধ্য হওয়া ১২১
২০৮. উটের সিজদা করা ১২২
২০৯. উটের অভিযোগ ১২২
২১০. অলসগাধী সরস হওয়া ১২৩
২১১. উভয় জগতের সমগ্র সৃষ্টির ভাষা জানা ১২৩
২১২. গুই সাপের সাক্ষ্য ১২৩
২১৩. চিল পাখির খেদমত ১২৪
২১৪. অলস গাধা দ্রুতগামী হওয়া ১২৪
২১৫. ঘোড়ার আনুগত্য ১২৪
২১৬. খচ্চর নবীর কথা বুঝা ১২৪
২১৭. ছাগল দলের তা'জীম ১২৫

অল্পতে বরকত হওয়া

২১৮. একজনের খাবার চল্লিশ জনে খাওয়া ১২৬
২১৯. এক সা যব এক হাজার লোকের পরিতৃপ্ত খাবার ১২৬
২২০. তাবুকে কূপের পানি পূর্ণ হয়ে যাওয়া ১২৭
২২১. সংগৃহীত সামান্য খাবারে অভাবনীয় বরকত ১২৮
২২২. খালি কূপ পানি পূর্ণ হওয়া ১২৮
২২৩. অল্প খাবার অনেকজনে খাওয়া ১২৮
২২৪. পাওনাদারের প্রাপ্য শোধ ১২৯
২২৫. রাসূল ﷺ'র বরকতে পরিতৃপ্ত হওয়া ১৩০
২২৬. এক দেরহাম খাবার সকল আহলে বাইতের যথেষ্ট হওয়া ১৩০
২২৭. ত্রিশ সা' যব দিয়ে সপরিবারে ছয় মাস খাওয়া ১৩১
২২৮. খালি পাত্র পূনঃ ভর্তি হওয়া ১৩১
২২৯. খালি ঘি'র বাটি থেকে সারাজীবন খাওয়া ১৩১
২৩০. মাত্র সাতটি খেজুর থেকে অগনিত খেজুর হওয়া ১৩২
২৩১. আঙ্গুল মোবারক থেকে নির্গত পানি ত্রিশ হাজার লোক ও চব্বিশ হাজার উট-ঘোড়া পান করা
২৩২. তিনটি ডিম সকলে পরিতৃপ্ত হয়ে খাওয়া ১৩২
২৩৩. এক বাটি খাবার খন্দক যুদ্ধের সকল মুজাহিদের জন্য যথেষ্ট হওয়া ১৩৩

২৩৪. কয়েকটি খেজুর সকলের জন্য যথেষ্ট হওয়া ১৩৩
২৩৫. আল্লাহর পক্ষ থেকে রিযিক আসা ১৩৪
২৩৬. একটি থলে থেকে দু'শ ওসক খেজুর খাওয়া ১৩৪
২৩৭. দুধে বরকত ১৩৫
২৩৮. তীর গেড়ে কূপের পানি বৃদ্ধি করা ১৩৬
২৩৯. দু'জনের খাবার একশ' আশি জনে খাওয়া ১৩৬

মনের কথা জানা

২৪০. আবু সুফিয়ানের মনের কথা জানা ১৩৮
২৪১. স্বামী-স্ত্রীর গোপন কথা জানা ১৩৮
২৪২. স্বামী-স্ত্রীর গোপনীয়তা প্রকাশ ১৩৯
২৪৩. আগমনের উদ্দেশ্য বলে দেওয়া ১৩৯
২৪৪. বিলম্বে ফিরে আসার কারণ জানা ১৪০
২৪৫. আহলে কিতাবীদের আগমনের উদ্দেশ্য জানা ১৪০

মৃতকে জীবিত করা

২৪৬. রাসূল ﷺ'র মাতার ইসলাম গ্রহণ ১৪১
২৪৭. হাড্ডি থেকে ছাগল জীবিত করা ১৪১
২৪৮. হযরত জাবির (রা.)'র মৃত দুই ছেলে জীবিত হওয়া ১৪২
২৪৯. কবর থেকে জীবিত করা ১৪২
২৫০. কবর থেকে উঠে আসা ১৪৩

কবরে অক্ষত থাকা

২৫১. নবীগণের শরীর খাওয়া মাটির উপর হারাম ১৪৪
২৫২. রাসূল ﷺ কবরে জীবিত ১৪৪
২৫৩. দুরূদ প্রেরণের জন্য ফেরেস্তা নিয়োগ ১৪৪
২৫৪. উম্মতের দুরুদ-সালাম রাসূল ﷺ'র নিকট পেশ করা হয় ১৪৫
২৫৫. কবর শরীফ থেকে আযানের ধ্বনি ১৪৫
২৫৬. কবর শরীফ থেকে ক্ষমার ঘোষণা ১৪৫
২৫৭. মৃতের সাথে কথা বলা ১৪৫
২৫৮. রাসূল ﷺ চাইলে মৃতকে জীবিত করতে পারেন ১৪৬
২৫৯. ভুনা ছাগলের দাঁড়িয়ে কথা বলা ১৪৬
২৬০. বিষপানে ক্ষতি না হওয়া ১৪৬

আগুনে দগ্ধ না হওয়া

২৬১. আগুনে রুমাল পরিস্কার করা ১৪৮
২৬২. রুটি আগুনে না পোড়া ১৪৮
২৬৩. বস্তুর পরিবর্তন ১৪৯
২৬৪. পাথর পানিতে ভাসা ১৪৯

১৩২. জ্বিনের কুপ্রভাব থেকে মুক্তি লাভ ৮৯
১৩৩. দাঁতের ব্যাথা দূরীভূত হওয়া ৮৯
১৩৪. হাতের ব্যাথা দূরীভূত হওয়া ৮৯
১৩৫. হাত মোবারকের ছোঁয়ায় ব্যাথা দূরীভূত হওয়া ৮৯
১৩৬. পায়ের গোড়ালীর আঘাত ভাল হওয়া ৯০
১৩৭. ফুঁক দিয়ে ক্ষত ভাল করা ৯০
১৩৮. কুলির পানি দিয়ে রোগ মুক্তি ৯০
১৩৯. কাটা বাহু জোড়া লাগা ৯১
১৪০. ফুঁক দিয়ে মাথা ব্যাথা উপশম ৯১
১৪১. দোয়ার দ্বারা ব্যাথা থেকে মুক্তি লাভ ৯১
১৪২. কাপড়ের টুকরা দিয়ে রোগ মুক্তি ৯১
১৪৩. ভাঙ্গা হাত ভাল হওয়া ৯২

যেমন বলা তেমন হওয়া

১৪৪. হযরত হুযাইফা (রা.)'র সর্দি চলে যাওয়া ৯৩
১৪৫. এক মুনাফিক নেতার মৃত্যু ৯৩
১৪৬. পানির গুণাবলী পরিবর্তন হওয়া ৯৩
১৪৭. বায়তুল্লাহর চাবি আমার হাতে আসবে ৯৪
১৪৮. আবু যর (রা.) নির্জনে ইন্তেকাল করবে ৯৪
১৪৯. জাহান্নামী ব্যক্তি ৯৫
১৫০. কাফের হয়ে মৃত্যু বরণ করা ৯৫
১৫১. রক্তপানে জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত হওয়া ৯৬
১৫২. কবরে লাশ গ্রহণ না করা ৯৬
১৫৩. এক প্রতারকের পরিণাম ৯৬
১৫৪. আজীবন মুখ বাঁকা থাকা ৯৭
১৫৫. মৃত্যুর সময় ও স্থান বলে দেওয়া ৯৭
১৫৬. হযরত ওয়ায়েছ করণী (র.)'র পরিচয় প্রদান ৯৭
১৫৭. বৃষ্টিতে কাপড় ভিজেনি ৯৮
১৫৮. বাগানের ফলের পরিমাণ বলে দেওয়া ৯৮
১৫৯. একাকী বের হতে নিষেধ করা ৯৮
১৬০. পাদ্বয় বেকার হয়ে যাওয়া ৯৯
১৬১. হত্যাকারী জ্বর ৯৯
১৬২. নব্বই বছর বয়সে দাঁত নড়েনি ৯৯
১৬৩. বৃক্ষের খেজুরে বরকত ১০০
১৬৪. হযরত ওমর (র.)'র খাবারে বরকত ১০০
১৬৫. দলবদ্ধ হয়ে বেহেস্তে প্রবেশ ১০১
১৬৬. জান্নাতী পানি পান ১০১

১৬৭. মদীনার জরে মৃত্যু বরণ করা ১০২
১৬৮. সুস্থ ও সৎলোক হয়ে শহীদ হওয়া ১০২
১৬৯. প্রচন্ড শীতকালীন ভোরেও পাখা ব্যবহার ১০২
১৭০. হযরত সফীনা (রা.)'র নামকরণ ১০২
১৭১. হযরত আলী (রা.)কে স্বাগতম ১০৩

যেমন চাওয়া তেমন হওয়া

১৭২. ক্বিবলা পরিবর্তন ১০৪
১৭৩. যতবার চাইতাম ততবার দিতে থাকতে ১০৪
১৭৪. মাটি থেকে পানি প্রবাহিত করা ১০৫

জড় পদার্থের আনুগত্য

১৭৫. বৃক্ষের আনুগত্য ১০৬
১৭৬. বৃক্ষের সাক্ষ্য ১০৭
১৭৭. খেজুর কান্ডের কান্না ১০৮
১৭৮. বৃক্ষ এসে দন্ডায়মান ১০৯
১৭৯. বৃক্ষ ভাগ হয়ে চলে আসা ১০৯
১৮০. বৃক্ষের আদেশ পালন ১১০
১৮১. বৃক্ষের শাখা দৌড়ে আসা ১১১
১৮২. বৃক্ষের নবুয়তের সাক্ষ্য ১১১
১৮৩. পাথরের তাসবীহ পড়া ১১১
১৮৪. প্লেটের খাবার তাসবীহ পড়া ১১২
১৮৫. শুকনো বৃক্ষে ফল ১১২
১৮৬. দেয়ালের আমীন বলা ১১৩
১৮৭. উহুদ পাহাড়ের আনুগত্য ১১৩
১৮৮. মিম্বর নড়াচড়া করা ১১৩
১৮৯. বৃক্ষ শাখার আলোদান ১১৪
১৯০. কুলির পানি থেকে ফলজ বৃক্ষ ১১৪
১৯১. কূপের পানি বৃদ্ধি ১১৪
১৯২. মেঘের ছায়াদান ১১৫
১৯৩. লাঠির ইঙ্গিতে মুর্তি ভেঙ্গে যাওয়া ১১৬
১৯৪. পর্বত ও বৃক্ষের সালাম দেওয়া ১১৬
১৯৫. পাথরে সালাম দেওয়া ১১৬
১৯৬. লাঠি আলো দেওয়া ১১৬
১৯৭. মেঘের আনুগত্য ১১৭

পশু পাখির আনুগত্য

১৯৮. হরিণীর প্রতিশ্রুতি ১১৮
১৯৯. অদৃশ্যের সংবাদ প্রদান ১১৮

জান্নাতী রিযিক

২৬৫. জান্নাতী খাবার ১৫০
২৬৬. জান্নাতী আঙ্গুর ১৫০
২৬৭. গায়েবী রিযিক ১৫০

শরীর মোবারক

২৬৮. শরীর মোবারক সুগন্ধি ১৫১
২৬৯. ছায়াবিহীন কায়া ১৫১
২৭০. মশা-মাছির তা'জীম ১৫১
২৭১. ঘাম মোবারক সুগন্ধি ১৫১
২৭২. রাস্তা সুগন্ধি হওয়া ১৫২
২৭৩. ঘাম মোবারক সংরক্ষণ ১৫২
২৭৪. ঘাম মোবারকের সুগন্ধি সমগ্র মদীনায় ছড়িয়ে পড়া ১৫২
২৭৫. সর্বত্তোম সুগন্ধি ১৫২
২৭৬. স্থায়ী সুগন্ধি ১৫৩
২৭৭. ঘাম মোবারক দিয়ে বিবাহে সাহায্য ১৫৩
২৭৮. গোলাপ ফুলের সুগন্ধির উৎস ১৫৩
২৭৯. শরীর মোবারক শীতল ও সুগন্ধি ১৫৩
২৮০. শরীর মোবারক মেশক আম্বর থেকে বেশী সুগন্ধি ১৫৪

চেহারা মোবারক

২৮১. চেহারা মোবারকের নূর ১৫৫
২৮২. আওয়াজ মোবারক ১৫৫

জিহ্বা মোবারক

২৮৩. কূপ থেকে সুগন্ধি বের হওয়া ১৫৬
২৮৪. কূপের পানি সুস্বাদু হওয়া ১৫৬
২৮৫. মুখের দুর্গন্ধ দূরীভূত হওয়া ১৫৬

লালা মোবারক

২৮৬. লালা মোবারক মহৌষধ ১৫৭
২৮৭. শরীরের কাটা অংশ জোড়া লাগানো ১৫৭
২৮৮. ঝুলে পড়া চোখ পূনঃ স্থাপন ১৫৭
২৮৯. শয়তানের অনিষ্ট থেকে রক্ষা ১৫৭
২৯০. মুখের যখম ভাল হওয়া ১৫৮
২৯১. মাথার আঘাত ভাল হওয়া ১৫৮
২৯২. আহত স্থান ভাল হওয়া ১৫৯
২৯৩. মিষ্টি ভাষী হওয়া ১৫৯
২৯৪. মাথা ও পায়ের আঘাত ভাল হওয়া ১৫৯
২৯৫. লালা মোবারক উত্তম খাদ্য ও পানীয় ১৫৯

২৯৬. পোড়া হাত ভাল হওয়া ১৫৯
২৯৭. শিশুদের উত্তম খাদ্য ১৬০

চোখ ও কান মোবারক

২৯৮. রাসূল ﷺ দিনে-রাতে সমান দেখতেন ১৬১
২৯৯. রাসূল ﷺ'র দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি ১৬২
৩০০. কবর আযাব শ্রবণ ১৬২
৩০১. মু'মিনের সাথে জান্নাতী হুরের বিবাহ ১৬৩

পেশাব ও মল মোবারক

৩০২. পেশাব মোবারক পানে দোযখ হারাম ১৬৪
৩০৩. কূপের পানি মিষ্টি হওয়া ১৬৪
৩০৪. পেশাব মোবারক পেটের উপশম ১৬৪
৩০৫. মল মোবারক পাক ১৬৪

রক্ত মোবারক

৩০৬. রক্ত মোবারক পাক ১৬৫
৩০৭. রক্তপানে মুক্তি ১৬৫
৩০৮. রক্ত মোবারক পানে জাহান্নামের আগুন হারাম হওয়া ১৬৫
৩০৯. রাসূল ﷺ'র রক্তপানে প্রশংসিত হওয়া ১৬৫

লোম ও চুল মোবারক

৩১০. লোম মোবারকের মূল্য ১৬৬
৩১১. চুল মোবারক মহৌষধ ১৬৬
৩১২. চোখ উঠা রোগ ভাল হওয়া ১৬৬
৩১৩. চুল মোবারক তাবাররুক ১৬৭
৩১৪. চুল মোবারক আগুনে দগ্ধ না হওয়া ১৬৭

হাত মোবারক

৩১৫. আঙ্গুল মোবারক দিয়ে পানি প্রবাহিত হওয়া ১৬৮
৩১৬. দুই মশক পানি চল্লিশজনে পান করা ১৬৮
৩১৭. হাত মোবারক থেকে ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়া ১৬৮
৩১৮. অল্প বয়স্ক ছাগল বাচ্চার স্তনে দুধ ১৬৯
৩১৯. দুর্বল ও অসুস্থ ছাগল থেকে প্রচুর দুধ দোহন করা ১৬৯
৩২০. চেহারা হল পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় ১৭০
৩২১. স্মরণ শক্তি-বৃদ্ধি ১৭১
৩২২. সাপের বিষ নিষ্ক্রিয় হওয়া ১৭১
৩২৩. ভাঙ্গা পা সুস্থ হওয়া ১৭১
৩২৪. শয়তানের প্রতারণা থেকে মুক্তি লাভ ১৭২
৩২৫. স্মরণশক্তি প্রখর হওয়া ১৭২
৩২৬. চেহারা আলোকিত হওয়া ১৭২
৩২৭. ঘোড়া থেকে পড়ে না যাওয়া ১৭৩
৩২৮. কূপের পানি উপচে পড়া ১৭৩

৩২৯. ঝুলে পড়া চোখের পুতলি স্বস্থানে স্থাপন ১৭৩
৩৩০. লাকড়ি হল তলোয়ার ১৭৪
৩৩১. গাছের ডাল হল তরবারী ১৭৪
৩৩২. খেজুর বৃক্ষের শাখা হল তরবারী ১৭৪
৩৩৩. মাথার চুল কালো থাকা ১৭৪
৩৩৪. মাথার চুল সাদা না হওয়া ১৭৪
৩৩৫. চুল-দাড়ি সাদা না হওয়া ১৭৫
৩৩৬. চেহারা সতেজ থাকা ১৭৫
৩৩৭. হাত মোবারকের স্পর্শে রোগমুক্তি ১৭৫
৩৩৮. হাতের স্পর্শে শ্রেষ্ঠ সুগন্ধি লাভ ১৭৬
৩৩৯. আঙ্গুল মোবারক ১৭৬
৩৪০. চার আঙ্গুল মোবারক থেকে পানি প্রবাহিত হওয়া ১৭৭
৩৪১. আঙ্গুল মোবারক পানির ঝর্ণা ১৭৭
৩৪২. কূপের পানি বৃদ্ধি ১৭৭
৩৪৩. আঙ্গুল মোবারকের নীচ থেকে পানি প্রবাহিত হওয়া ১৭৮
৩৪৪. আঙ্গুল মোবারকের মাঝখান থেকে পানি প্রবাহিত হওয়া ১৭৮
৩৪৫. অল্প পানি দিয়ে আশি জনের উযূ ১৭৮
৩৪৬. অল্প খাবারে ৭২ জন তৃপ্ত হওয়া ১৭৯
৩৪৭. আল্লাহর পক্ষ থেকে খাবার বৃদ্ধি হওয়া ১৭৯

দূর বস্তু দৃশ্যমান হওয়া

৩৪৮. রাসূল ﷺ'র দৃষ্টিশক্তি ১৮০
৩৪৯. মদীনা থেকে সিরিয়ার শাহী মহল দর্শন ১৮০
৩৫০. সামনে পেছনে সমান দেখা ১৮০
৩৫১. জান্নাতী মহল দর্শন ১৮১
৩৫২. মক্কা থেকে বায়তুল মোকাদ্দাস দর্শন ১৮১
৩৫৩. মদীনা থেকে মু'তার যুদ্ধ দেখা ১৮১
৩৫৪. জান্নাতী-জাহান্নামীদের দর্শন ১৮২
৩৫৫. জান্নাত-জাহান্নাম দর্শন ১৮২
৩৫৬. উম্মতের রুকু-সিজদা রাসূর ﷺ'র অগোচরে নয় ১৮৩
৩৫৭. মদীনা থেকে কা'বা দেখা ১৮৩
৩৫৮. পিছনে দিক থেকেও দেখা ১৮৩
৩৫৯. জান্নাতী আঙ্গুর নিতে চাওয়া ১৮৩
৩৬০. স্থান সংকুচিত হওয়া ১৮৪
৩৬১. রাসূল ﷺ'র সাথে সম্পর্কই মর্যদার মানদন্ড ১৮৪

হযরত আদম (আ.)'র মু'জিযা

৩৬২. হরিণ দল সুগন্ধি পাওয়া ১৮৫

হযরত নূহ (আ.)'র মু'জিযা

৩৬৩. মহাপ্লাবন থেকে মুক্তি লাভ ১৮৫

হযরত ইদ্রিস (আ.)'র মু'জিযা

৩৬৪. জান্নাতে অবস্থান ১৮৭

হযরত ছালেহ (আ.)'র মু'জিযা

৩৬৫. আল্লাহর উষ্ট্রী ১৮৮
৩৬৬. সামুদ জাতির ধ্বংস ১৮৯

হযরত ইব্রাহীম (আ.)'র মু'জিযা

৩৬৭. বালু গমে পরিণত হওয়া ১৯০
৩৬৮. মৃতকে জীবিত করা ১৯১
৩৬৯. মুখের ভাষা পরিবর্তন ১৯২
৩৭০. আঙ্গুল থেকে দুধ, পানি, মধু ইত্যাদি প্রবাহিত হওয়া ১৯২
৩৭১. মূর্তির মুখে বুলি ১৯৩
৩৭২. অগ্নিকুন্ড শীতল হওয়া ১৯৪
৩৭৩. হযরত ইব্রাহীম (আ.)'র আওয়াজ ১৯৫
৩৭৪. মকামে ইব্রাহীম ১৯৬
৩৭৫. বাঘে সিজদা করা ১৯৬

হযরত ইয়াকুব (আ.)'র মু'জিযা

৩৭৬. বাঘের সাথে কথোপকথন ১৯৬

হযরত ইউসুফ (আ.)'র মু'জিযা

৩৭৭. দোলনার শিশুর সাক্ষ্যদান ১৯৭
৩৭৮. দূরবস্তু দৃশ্যমান হওয়া ১৯৮
৩৭৯. জেলখানায় অদৃশ্যের সংবাদ ও স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান ১৯৮
৩৮০. বাদশার স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান ১৯৯
৩৮১. জামা মোবারক ২০০

হযরত মুসা (আ.)'র মু'জিযা

৩৮২. হযরত মুসা (আ.)কে প্রদত্ত অসংখ্য মু'জিযা ২০১
৩৮৩. আগুনে দগ্ধ না হওয়া ২০২
৩৮৪. কুদরতী সুরক্ষা ২০৩
৩৮৫. ফেরাউনের গালে থাপ্পর ২০৪
৩৮৬. নদীতে রাস্তা হওয়া ২০৫
৩৮৭. মৃতকে জীবিত করা ২০৭
৩৮৮. হাত মোবারকের শুভ্রতা ২০৮
৩৮৯. লাঠি মোবারক ২০৯
৩৯০. হযরত মুসা (আ.)'র লাঠির কারিশমা ২১০
৩৯১. মৃত দিয়ে মৃত জীবিত করা ২১১
৩৯২. মান্না-সালওয়া অবতরণ ও মেঘের ছায়াদান ২১২
৩৯৩. আল্লাহর সাথে সরাসরি বাক্য বিনিময় ২১৩

হযরত হিযকিল (আ.)'র মু'জিযা

৩৯৪. মৃতকে জীবিত করা ২১৫

হযরত দাউদ (আ.)'র মু'জিযা

৩৯৫. পশু-পাখি ও পাহাড়-পর্বতের আনুগত্য ২১৬
৩৯৬. লোহা নরম হয়ে গলে যাওয়া ২১৬
৩৯৭. জালূতকে হত্যা করা ২১৭

হযরত শামুঈল (আ.)'র মু'জিযা

৩৯৮. বরকতমন্ডিত সিন্দুক ফেরৎ ২১৮

হযরত সুলাইমান (আ.)'র মু'জিযা

৩৯৯. পশু-পাখির আনুগত্য ২১৯
৪০০. বায়ুমন্ডলের আনুগত্য ২১৯
৪০১. জ্বিন জাতির আনুগত্য ২২০
৪০২. মৃত্যুর পর এক বছর পর্যন্ত দণ্ডায়মান থাকা ২২১
৪০৩. হযরত সুলাইমান (আ.)'র লাঠি মোবারকের ইতিহাস ২২২
৪০৪. তিন মাইল দূর থেকে পিপিলিকার আওয়াজ শ্রবণ ২২২

হযরত আইয়ুব (আ.)'র মু'জিযা

৪০৫. বিপদে ধৈর্য্য ধারণ ২২৩

হযরত ইউনুস (আ.)'র মু'জিযা

৪০৬. সমুদ্রে মাছের পেটে অক্ষত থাকা ২২৫

হযরত উযাইর (আ.)'র মু'জিযা

৪০৭. একশ' বছর পর জীবিত হওয়া ২২৭

হযরত দানিয়াল (আ.)'র মু'জিযা

৪০৮. বাঘের আনুগত্য ২২৯

হযরত যাকারিয়া (আ.)'র মু'জিযা

৪০৯. বৃদ্ধ বয়সে সন্তান লাভ ২৩০
৪১০. নদীতে নিক্ষিপ্ত কলম ডুবে না যাওয়া ২৩১

হযরত ঈসা (আ.)'র মু'জিযা

৪১১. শৈশবে কথা বলা ২৩২
৪১২. শৈশবে কথা বলার কারণ ২৩২
৪১৩. অদৃশ্যের সংবাদ প্রদান ২৩৩
৪১৪. পাখি সৃষ্টি করা ২৩৩
৪১৫. মৃতকে জীবিত করা ২৩৪
৪১৬. ঘরে লুকিয়ে রাখা খাবারে সংবাদ প্রদান ২৩৫
৪১৭. এক লোভী ইহুদী ২৩৫
৪১৮. আসমানে উত্তোলন ২৩৭
৪১৯. তথ্যপঞ্জি ২৩৯

আল-কুরআন

১. আল্-কুরআনের চ্যালেঞ্জ :

আল্লামা ইউসূফ নাবহানী (র.) হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন গ্রন্থে বলেন, ওলামায়ে কেরামগণ বলেন, নবী করিম ﷺ'র সবচেয়ে বড় মু'জিযা ও নবুয়তের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ হল পবিত্র কুরআনে করিম। যার মু'জিযাপূর্ণ কালাম দিয়ে নবুয়তের অস্বীকারকারীদের সাথে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল এবং কুরআনের অনুরূপ ছোট্ট একটি সূরা তৈরী করে আনার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু বালাগাত-ফাসাহাতের সর্বোচ্চ যুগ হওয়া সত্ত্বেও তারা শত চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে।[১১]

আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেন, কুরাইশ মুশরিকরা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, কুরআন কোন মানুষের কথা নয়। মানুষের কথার সাথে এর কোন সাদৃশ্যও নেই।

এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে করিমে চ্যালেঞ্জ করে বলেন-

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا -

"হে নবী! আপনি বলুন, যদি মানব ও জ্বিন এই কুরআনের অনুরূপ রচনা করে আনয়নের জন্যে জড়ো হয় এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারীও হয়, তবুও তারা কখনো এর অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না।" (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ৮৮)

অপর আয়াতে বলেন–

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ –

"আর যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বিশেষ বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এসো। তোমাদের সে সব সাহায্যকারীদেরকেও সঙ্গে নাও- এক আল্লাহ ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। আর যদি তা না পার অবশ্য তা তোমরা কখনো পারবে না। সুতরাং তোমরা জাহান্নামের আগুনের ভয় কর।" (সূরা বাকারা, আয়াত: ২৩ ও ২৪)

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে অন্য জায়গায়ও এই চ্যালেঞ্জ করে বলেন- فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ "যদি তারা সত্যবাদী হয়ে থাকে, তবে এর অনুরূপ কোন রচনা উপস্থিত করুক।" (সূরা তূর, আয়াত: ৩৪)[১২]

---

[১১]. ইউসূফ নাবহানী (র.) (১৩৫০হি.), হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, উর্দু, গুজরাট, পাকিস্তান, খণ্ড ১ম, পৃ: ৪৬৬

[১২]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি:), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরূত, খণ্ড-১ম, পৃ:১৮৭

কারী আয়ায (র.) বলেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ "তারা কি বলে যে, এটি বানিয়ে এনেছে? আপনি বলে দিন, তোমরা একটি মাত্র সূরা নিয়ে এসো, আর এ ব্যাপারে আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ডাকা সক্ষম সবাইকে ডেকে নাও।" (সূরা ইউনুচ, আয়াত: ৩৮)

অপর জায়গায় বলেন, أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ – "তারা কি বলে! কুরআনকে আপনি বানিয়ে এনেছেন? আপনি বলুন, তবে তোমরাও অনুরূপ তৈরী করে নিয়ে এসো এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে পার ডেকে নাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" (সূরা হুদ, আয়াত: ১৩)[১৩]

ইমাম বুখারী (র.) হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, ما من الانبياء نبي ما مثله آمن عليه البشر وانما كان الذى اتيته وحيًا اوحاه الله الىّ فارجوان اكون اكثرهم تابعًا– "আম্বিয়ায়ে কেরামগণের প্রত্যেককে এর ন্যায় বস্তু (মু'জিযা) দেওয়া হয়েছে, যার উপর মানবজাতি ঈমান এনেছিল। আর আমাকে যা দেওয়া হয়েছে তা হল ওহী, যা আল্লাহ আমার প্রতি প্রেরণ করেছেন। সুতরাং আমি আশা করি, সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম থেকে আমার অনুসারী অধিক হবে।"[১৪]

২. কুরআন স্থায়ী মু'জিযা :

ইমাম সুয়ূতী (র.) বলেন, ওলামায়ে কেরাম বলেন, উক্ত হাদীসের উদ্দেশ্য হল, অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামের মু'জিযা তাদের যামানা শেষ হওয়ার সাথে সাথে শেষ হয়ে গিয়েছিল। আর তাদের মু'জিযাসমূহ শুধু তারাই অবলোকন করেছিল যারা সেকালে ছিল। পক্ষান্তরে, কুরআনে করিম হল কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকা একটি মু'জিযা। তাছাড়া কুরআনে করিম তার বাচন ভঙ্গী, অলংকারপূর্ণ তথা বালাগাত ও ফাসাহাতে এবং অদৃশ্যের সংবাদ প্রদানে সম্পূর্ণ অলৌকিক।

প্রতি যুগে সংঘটিত কোন না কোন প্রকাশিত ঘটনা সম্পর্কে কুরআনে প্রকাশ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে কি হবে না হবে এ বিষয়েও সংবাদ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এ সব কিছু কুরআনের বিশুদ্ধতার প্রমাণ বহন করে।[১৫]

৩. ওলীদ ইবনে মুগীরা'র স্বীকারোক্তি :

ইমাম বায়হাকী (র.) ওলীদ ইবনে মুগীরা'র ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, সে বালাগাত-ফাসাহাতে তৎকালীন কুরাইশদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল। সে একবার নবী করিম ﷺ'র কাছে

[১৩]. কাযী আয়ায (র.) (৪৭৬-৫৪৪হি.) শেফা শরীফ, আরবী, মাকতাবাতুস সাফা, কায়রো, মিশর, খণ্ড ১ম, পৃ. ১৭১
[১৪]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড ১ম, পৃ. ১৮৮
[১৫]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড ১ম, পৃ. ১৮৮

আরজ করল, আপনার উপর যা অবতীর্ণ হয় তা থেকে কিছু পড়ে আমাকে শুনান, আমি তা নিয়ে গবেষণা করবো।

তখন তিনি নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন–

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (سورة النحل ٩٠)

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা ন্যায় প্রতিষ্ঠার, সৎ কাজের ও প্রতিবেশীকে দান করার আদেশ করেন। আর অশ্লীলতা, অবৈধ কাজ এবং অবাধ্য হওয়া থেকে নিষেধ করেন। তোমাদেরকে নসীহত বা সৎ উপদেশ দিচ্ছেন যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করতে পার।" (সূরা: নাহাল, আয়াত: ৯০)

ওলীদ এই আয়াত শুনে বলল, আবার পড়ুন। তিনি দ্বিতীয়বার এই আয়াত তেলাওয়াত করলে ওলীদ বলল, আল্লাহ'র কসম, এই কালাম বড়ই মিষ্টি ও সতেজ। এর উপরিভাগ খেজুরে পূর্ণ আর নিম্নভাগ খুবই শক্ত ও মজবুত। وما يقول هذا بشر "আর এটি কোন মানবের কালাম নয়।"[১৬]

৪. কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহর :

পবিত্র কুরআনের অন্যতম একটি মু'জিযা হল কিয়ামত পর্যন্ত ইহা সম্পূর্ণ অবিকৃত থাকবে আর এর সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং স্রষ্টার। আল্লাহ তায়ালা বলেন– إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ "আমি স্বয়ং এই উপদেশ গ্রন্থ তথা কুরআন অবতরণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।" (সূরা হিজর, আয়াত: ৯)

ইমাম কুরতুবী (র.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুত্তাসিল সনদ দ্বারা এবং ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) 'আল-খাসায়েসুল কুবরা' গ্রন্থে খলিফা মামুনুর রশিদের দরবারের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। খলিফা মামুনের দরবারে মাঝে মাঝে শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হত। এতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পন্ডিত ব্যক্তিগণের অংশগ্রহণের অনুমতি ছিল। এমনি এক আলোচনা সভায় জনৈক ইহুদী পন্ডিতের আগমণ ঘটল। আকার-আকৃতি, পোশাক ইত্যাদির দিক দিয়েও তাকে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মনে হচ্ছিল। তদুপরি তার আলোচনাও ছিল অত্যন্ত প্রাঞ্জল, অলংকারপূর্ণ এবং বিজ্ঞানসম্মত। সভা শেষে মামুন তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি ইহুদী? সে স্বীকার করল। মামুন পরীক্ষার্থে তাকে বললেন, তুমি যদি মুসলমান হয়ে যাও, তবে তোমার সাথে চমৎকার ব্যবহার করা হবে।

সে উত্তরে বলল, আমি পৈতৃক ধর্ম বিসর্জন দিতে পারিনা। কথাবার্তা এখানেই শেষ হয়ে গেল। লোকটি চলে গেল। কিন্তু এক বছর পর সে মুসলমান হয়ে আবার দরবারে আগমণ করল এবং আলোচনা সভায় ইসলামী ফিকাহ সম্পর্কে সারগর্ভ বক্তৃতা ও যুক্তিপূর্ণ তথ্যাদি উপস্থাপন করল। সভা শেষে মামুন তাকে ডেকে বললেন, আপনি কি ঐ ব্যক্তি, যে

[১৬]. ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০হি.), হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, উর্দু, গুজরাট, খণ্ড ১ম, পৃ. ৪৭১

বিগত বছর এসেছিলে? সে বলল, হ্যাঁ, আমি ঐ ব্যক্তিই বটে। মামুন জিজ্ঞেস করলেন, তখন তো আপনি ইসলাম গ্রহণ করতে অসম্মত ছিলেন। এরপর এখন মুসলমান হওয়ার কারণটা কি?

সে বলল, আপনার দরবার থেকে ফিরে যাবার পর আমি বর্তমানকালের বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে গবেষণা করার ইচ্ছা করি। আমি একজন হস্তলেখা বিশারদ। স্বহস্তে গ্রন্থাদি লিখে উঁচু দামে বিক্রয় করি। আমি পরীক্ষামূলকভাবে তাওরাতের তিনটি কপি লিপিবদ্ধ করলাম। এগুলোতে অনেক জায়গায় নিজের পক্ষ থেকে বেশ-কম করে লিখে কপিগুলো নিয়ে ইহুদীদের উপাসনালয়ে উপস্থিত হলাম। ইহুদীরা অত্যন্ত আগ্রহের সাথে কপিগুলো কিনে নিল। অত:পর এমনিভাবে ইঞ্জিলের তিন কপি কম-বেশ করে লিখে খৃষ্টানদের উপাসনালয়ে নিয়ে গেলাম। তারাও খুব খাতির যত্ন করে কপিগুলো আমার কাছ থেকে কিনে নিল। এরপর কুরআনের ক্ষেত্রেও আমি তাই করলাম। এরও তিনটি কপি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করলাম এবং নিজের পক্ষ থেকে কম-বেশ করে দিলাম। এগুলো নিয়ে যখন বিক্রয়ার্থে বের হলাম, তখন যে-ই দেখল, সে-ই প্রথমে আমার লেখা কপিটি নির্ভুল কি না, যাচাই করে দেখল। অত:পর বেশ-কম দেখে কপিগুলো ফেরৎ দিয়ে দিল।

এ ঘটনা দেখে আমি শিক্ষা গ্রহণ করলাম যে, গ্রন্থটি হুবহু সংরক্ষিত আছে এবং আল্লাহ তায়ালা নিজেই এর সংরক্ষণ করছেন। এরপর আমি মুসলমান হয়ে গেলাম।

ঘটনার বর্ণনাকারী হযরত ইয়াহিয়া ইবনে আকসাম (র.) বলেন, ঘটনাক্রমে সে বছর আমার হজ্বব্রত পালন করার সৌভাগ্য হয়। সেখানে প্রখ্যাত আলেম হযরত সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনাহ (র.)'র সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে ঘটনাটি তাঁর কাছে ব্যক্ত করলাম। তিনি বললেন, নি:সন্দেহে এরূপ হওয়াই বিধেয়। কারণ, কুরআনে এ সত্যের সমর্থন বিদ্যমান রয়েছে। আমি বললাম, কুরআনের কোন আয়াতে আছে? উত্তরে তিনি বলেন, কুরআনে তাওরাত ও ইঞ্জিলের বেলায় আল্লাহ বলেছেন– بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللهِ "কেননা, তাদেরকে (ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে) আল্লাহর কিতাব (তাওরাত ও ইঞ্জিল)'র হেফাজতের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল।" (সূরা মায়িদাহ, আয়াত: ৪৪)। ঐ কিতাবদ্বয়ের সংরক্ষণের দায়িত্ববান ছিল তারা। পক্ষান্তরে কুরআনের বেলায় বলা হয়েছে- انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحا فظون । আল্লাহ নিজেই এর সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন বিধায় আজ পর্যন্ত এটির একটি যের, যবর ও নুক্তা পর্যন্ত কেউ পরিবর্তন করতে পারেনি এবং কিয়ামত পর্যন্ত পারবেও না।[১৭]

[১৭]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড ২য়, পৃ. ৩১৬

মে'রাজ

৫. মে'রাজ সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিযা :

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন-

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ –

"পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দা মুহাম্মদ ﷺকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত, যার চার দিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি- যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী, দর্শনশীল।" (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ১)

ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) বলেন, নিম্নোক্ত সাহাবা কেরাম থেকে মে'রাজের ঘটনা সংক্ষিপ্ত ও দীর্ঘাকারে বর্ণিত হয়েছে– ১. হযরত আনাস (রা.), ২. হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.), ৩. বুরাইদাহ (রা.), ৪. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.), ৫. হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা.), ৬. সামুরা ইবনে যুনদাব (রা.), ৭) সাহল ইবনে সা'দ (রা.), ৮. সাদ্দাদ ইবনে আউস (রা.), ৯. সুহাইব (রা.), ১০. ইবনে আব্বাস (রা.), ১১. ইবনে ওমর (রা.), ১২. ইবনে আমর (রা.), ১৩. ইবনে মসউদ (রা.), ১৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আসয়াদ ইবনে যেরারাহ (রা.), ১৫. আব্দুর রহমান ইবনে কারায (রা.), ১৬. আলী ইবনে আবি তালেব (রা.), ১৭. ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.), ১৮) মালেক ইবনে সা'সায়াহ (রা.), ১৯. আবু উমামাহ (রা.), ২০. আবু আইয়ূব আনসারী (রা.), ২১. আবু হিব্বাহ (রা.), ২২. আবুল হামরা (রা.), ২৩. আবু যর (রা.), ২৪. আবু সাঈদ খুদুরী (রা.), ২৫. আবু সুফিয়ান ইবনে হারাব (রা.), ২৬. আবু লায়লা আনসারী (রা.), ২৭. আবু হোরায়রা (রা.), ২৮. আয়েশা (রা.), ২৯. আসমা বিনতে আবি বকর (রা.), ৩০. উম্মেহানী (রা.) ও ৩১. উম্মে সালমা (রা.)[১৮]

ইমাম মুসলিম (র.) মুসলিম শরীফে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, আমার কাছে বুরাক আনা হলো। সেটি দীর্ঘকায় ও সাদা রঙের চতুষ্পদ জন্তু যা গাধা থেকে বড় আর খচ্চর থেকেও ছোট ছিল। এর পা দৃষ্টিশক্তির প্রান্ত সীমা পর্যন্ত পৌছত। আমি এর উপর আরোহণ করে বায়তুল মোকাদ্দাসে পৌছলাম। যেখানে আম্বীয়ায়ে কেরামগণ তাদের সওয়ারী বাঁধতেন আমিও সেখানে উহাকে বাঁধলাম। তারপর মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকাত নামায পড়ে বাইরে আসলাম। হযরত জিব্রাঈল (আ.) আমার কাছে এক পাত্র শরাব ও একপাত্র দুধ নিয়ে আসেন। আমি দুধ নিলাম। তখন জিব্রাঈল (আ.) বললেন, আপনি ফিতরাত গ্রহণ করলেন।

তারপর আমাকে আসমানে নিয়ে যাওয়া হলো এবং জিব্রাঈল (আ.) আসমানের দরজায় করাঘাত করলে জিজ্ঞেস করা হল কে? তিনি বললেন, আমি জিব্রাঈল। জিজ্ঞেস করা হল,

[১৮] ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড ১ম, পৃ. ২৫২

আপনার সাথে কে? উত্তরে বললেন, মুহাম্মদ ﷺ। জিজ্ঞেস করা হল তাঁকে আহ্বান করা হয়েছে? উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, তাঁকে আহ্বান করা হয়েছে। রাসূল ﷺ বলেন, আমাদের জন্য আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হল। সেখানে হযরত আদম (আ.)'র সাথে আমার সাক্ষাৎ হল। তিনি আমাকে মারহাবা বলে স্বাগতম জানালেন এবং দোয়া করলেন। তারপর আমাকে দ্বিতীয় আসমানে নিয়ে যাওয়া হল এবং হযরত জিব্রাঈল (আ.) দরজায় করাঘাত করলে আওয়াজ আসল, আপনি কে? তিনি বলেন, আমি জিব্রাঈল। জিজ্ঞেস করা হল আপনার সাথে কে? উত্তরে বললেন, মুহাম্মদ ﷺ। জিজ্ঞেস করা হল- তাঁকে কি আহ্বান করা হয়েছে? উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, তাঁকে আহ্বান করা হয়েছে।

রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হল। সেখানে হযরত ঈসা ইবনে মরয়ম ও হযরত ইয়াহিয়া ইবনে যাকারিয়া (আ.)'র সাথে আমার সাক্ষাৎ হল, যারা পরস্পর সম্পর্কে খালাত ভাই ছিল। তারা উভয়ে আমাকে স্বাগতম জানালেন এবং দোয়া করলেন।

এরপর আমাদেরকে তৃতীয় আসমানে নেওয়া হলো এবং জিব্রাঈল (আ.) দরজায় নাড়া দিলে জিজ্ঞেস করা হয় কে? উত্তর দিলেন, আমি জিব্রাঈল (আ.)। জিজ্ঞেস করা হল, আপনার সাথে কে? উত্তরে বললেন, মুহাম্মদ ﷺ। জিজ্ঞেস করা হল- তাঁকে কি আহ্বান করা হয়েছে? উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, তাঁকে আহ্বান করা হয়েছে। রাসূল ﷺ বলেন, আমাদের জন্য আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হল এবং সেখানে হযরত ইউসুফ (আ.)'র সাথে আমার সাক্ষাৎ হল, যাঁকে আল্লাহ তায়ালা সৌন্দর্য্যের অর্ধেক দান করেছেন। তিনি আমাকে স্বাগতম জানালেন এবং দোয়া করলেন। তারপর আমাদেরকে চতুর্থ আসমানে নিয়ে যাওয়া হল। জিব্রাঈল আসমানের দরজায় করাঘাত করলে প্রশ্ন করা হল কে? উত্তরে বলেন, আমি জিব্রাঈল। জিজ্ঞেস করা হল আপনার সাথে কে? উত্তরে বলেন, মুহাম্মদ ﷺ। জিজ্ঞেস করা হল তাঁকে কি আহ্বান করা হয়েছে? উত্তরে বলেন, হ্যাঁ, তাঁকে আহ্বান করা হয়েছে। রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আমাদের জন্য আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হল আর সেখানে হযরত ইদ্রিস (আ.)'র সাথে আমার সাক্ষাত হল। তিনি আমাকে স্বাগতম জানালেন এবং দোয়া করলেন। আল্লাহ তায়ালা হযরত ইদ্রিস (আ.) সম্পর্কে বলেছেন- ورفعناه مكانًا عليًا "আমি তাঁকে উঁচু স্থান দান করেছি।"

তারপর আমাদেরকে পঞ্চম আসমানে নিয়ে যাওয়া হল। জিব্রাঈল (আ.) আসমানের দরজায় করাঘাত করলে জিজ্ঞেস করা হল কে? উত্তর দিলেন, আমি জিব্রাঈল। জিজ্ঞেস করা হল, আপনার সাথে কে? উত্তর দিলেন, মুহাম্মদ ﷺ। জিজ্ঞেস করা হল, তাঁকে কি আহ্বান করা হয়েছে? উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, তাঁকে আহ্বান করা হয়েছে। রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আমাদের জন্য আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হল। সেখানে হযরত হারুন (আ.)'র সাথে আমার সাক্ষাৎ হল। তিনি আমাকে স্বাগতম জানালেন এবং দোয়া করলেন। তারপর আমাদেরকে ষষ্ঠ আসমানে নিয়ে যাওয়া হল। জিব্রাঈল (আ.) দরজায় করাঘাত করলে জিজ্ঞেস করা হল কে? তিনি বললেন, জিব্রাঈল। প্রশ্ন করা হল, আপনার সাথে কে? উত্তর দিলেন, মুহাম্মদ ﷺ। প্রশ্ন করা হল, তাঁকে কি আহ্বান করা হয়েছে? উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, তাঁকে আহ্বান করা হয়েছে। রাসূল ﷺ বললেন, আমাদের জন্য আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হল আর হযরত মুসা (আ.)'র সাথে আমার সাক্ষাৎ হল। তিনি আমাকে খোশ আমদেদ জানালেন আর দোয়া করলেন।

অত:পর আমাদের সপ্তম আসমানে নিয়ে যাওয়া হল। জিব্রাঈল (আ.) আসমানের দরজা খুলালে জিজ্ঞেস করা হল কে? উত্তরে বলেন, জিব্রাঈল। প্রশ্ন করা হল, আপনার সাথে কে? উত্তর দিলেন, মুহাম্মদ ﷺ। জিজ্ঞেস করা হল, তাঁকে কি আহ্বান করা হয়েছে? উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, তাঁকে আহ্বান করা হয়েছে। তারপর আমাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হল। সেখানে হযরত ইব্রাহীম (আ.)'র সাথে আমার সাক্ষাৎ হল, যিনি বায়তুল মা'মুরের সাথে ঠেস দেওয়া অবস্থায় ছিলেন। আর এই বায়তুল মা'মুরে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করে। যারা একবার এই সুযোগ পাবে দ্বিতীয়বার তারা এ সুযোগ আর পাবে না। এরপর জিব্রাঈল (আ.) আমাকে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত নিয়ে যান। সিদরাতুল মুন্তাহা হল একটি বরই বৃক্ষ যার পাতা হাতির কানের ন্যায় আর ফল মটকার সমান। আর এই বৃক্ষ আল্লাহর হুকুমে এমন সৌন্দয্য মন্ডিত যে যার বর্ণনা খোদার সৃষ্টির কেউ দিতে পারবে না।

এরপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর ইচ্ছে মোতাবেক আমার প্রতি ওহী করেছেন এবং দিনে-রাতে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। আমি ফিরে আসার সময় হযরত মুসা (আ.)'র নিকট আসলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ তায়ালা আপনার উম্মতের উপর কি ফরয করেছেন? আমি বললাম, প্রতি দিনে-রাতে মোট পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। হযরত মুসা (আ.) বললেন, আপনার প্রভূর কাছে গিয়ে কিছুটা কমানোর প্রার্থনা করুন। কেননা, আপনার উম্মত এত বেশী নামায পড়ার ক্ষমতা রাখবেনা। আমি বনী ইসরাঈলকে ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখেছি। রাসূল ﷺ বলেন, আমি আমার প্রভুর কাছে গিয়ে বললাম, হে প্রভূ! আমার উম্মতের উপর কিছু হাল্কা করে দিন। তখন আল্লাহ তায়ালা পাঁচ ওয়াক্ত নামায কমিয়ে দিলেন। আমি ফিরে মুসা (আ.)'র কাছে এসে বললাম, আল্লাহ তায়ালা পাঁচ ওয়াক্ত কমিয়ে দিলেন। হযরত মুসা (আ.) বললেন, আপনার উম্মত এত নামায পড়তে পারবে না, আপনি আপনার প্রভূ'র কাছে আরো কমানোর প্রার্থনা করুন। রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আমি প্রভূর কাছে যেতাম আর কমিয়ে আনতাম কিন্তু মুসা (আ.) বলতেন আবার যান, গিয়ে আরো কমিয়ে আনুন। এভাবে কমাতে কমাতে পরিশেষে আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে মুহাম্মদ! দিনে ও রাতে মাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হল তবে প্রতি নামাযে দশগুণ সওয়াব দেওয়া হবে। সুতরাং পাঁচ ওয়াক্ত পড়ে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সওয়াব পাবে। যে ব্যক্তি ভাল কাজ করার ইচ্ছে করবে কিন্তু কোন কারণে সে সৎ কাজটি করতে পারেনি তবুও তার জন্য একটি নেকী লিখা হবে। আর যদি সে সেই সৎকাজটি করে তবে তার জন্য দশটি নেকী লিখা হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি খারাপ কাজ করার ইচ্ছে পোষণ করে তা না করে তবে তার আমলনামায় কিছুই লিখা হবে না। পক্ষান্তরে সে যদি সেই খারাপ কাজটি করে তবে তার জন্য একটি গুনাহ লিখা হবে মাত্র। রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, এরপর আমি হযরত মুসা (আ.)'র কাছে আসলাম এবং তাঁকে এই আহকামের সংবাদ দিলাম। তিনি আবারো বললেন, আপনার প্রভুর কাছ থেকে আরো কমিয়ে আনুন। রাসূল ﷺ বললেন, فقلت قدرجعت الى ربى حتى استحييت منه "আমি বললাম, আমি বারংবার আমার প্রভুর কাছে গিয়ে প্রার্থনা করেছি, এখন আমার (আবার যেতে) লজ্জাবোধ হচ্ছে।"[১৯]

---

১৯. ইমাম মুসলিম (র.) (২৬১হি.) মুসলিম শরীফ, সূত্র, গোলাম রাসূল সাঈদী, শরহে সহীহ মুসলিম, উর্দু, গুজরাট, পাকিস্তান, খন্ড ১ম, পৃ. ৬৭১, বাব নং-৭১, হাদিস নং-৩১৯ ও জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল-খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড ১ম, পৃ. ২৫২

রেসালতের সাক্ষ্যদান

৬. নবজাতক শিশুর সাক্ষ্যদান :

ইমাম বায়হাকী ও ইবনে আসাকের (র.) হযরত মুয়াইকিব (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি বিদায় হজ্বে অংশগ্রহণ করেছিলাম এবং একটি ঘরে গেলাম যেখানে রাসূল ﷺ ছিলেন। তাঁর কাছে ইয়ামামা থেকে এক ব্যক্তি একদিন বয়সের একটি নবজাতক শিশু নিয়ে আসল। নবী করিম ﷺ সেই বাচ্চাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে বাচ্চা! বল, আমি কে? বাচ্চা বলল, انت رسول الله আপনি আল্লাহর রাসূল। রাসূল ﷺ বললেন, صدقت بارك الله فيك তুমি ঠিক বলেছ, আল্লাহ তোমার মধ্যে বরকত দান করুন। সে শিশু যুবক হওয়া পর্যন্ত আর কথা বলেনি। আমরা তার নাম রেখেছি মোবারকুল ইয়ামামা।[২০]

৭. বাঘের সাক্ষ্যদান :

ইবনে ওহাব (র.) বর্ণনা করেন, আবু সুফিয়ান ইবনে হারাব ও সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে বাঘে কথা বলতে শুনেছিলেন। একদা একটি বাঘ একটি হরিণ ধরার জন্য তাড়া করছিল। বাঘ হেরেম শরীফের বাইরে তাড়া করলে হরিণ পালিয়ে এসে হেরেম শরীফে প্রবেশ করে আশ্রয় নেয়। বাঘ হরিণকে ছেড়ে চলে গেল। আবু সুফিয়ান ও সাফওয়ান এই ঘটনা দেখে বড়ই অবাক হলেন। কারণ এভাবে শিকারকে হাতের নাগালে পেয়েও না খেয়ে চলে যেতে তারা কোন দিন দেখেনি। তখন বাঘ তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগল তোমরা হরিণকে আয়ত্বে পেয়েও ছেড়ে দেওয়ায় আশ্চর্য্য হয়েছ? অথচ – اعجب من ذالك محمدبن عبدالله بالمدينة يدعوكم الى الجنة وتدعونه الى النار

"এর চেয়েও বড় আশ্চর্য্যজনক ঘটনা হল, মদীনা শরীফে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ তোমাদেরকে জান্নাতের দিকে আহ্বান করতেছেন আর তোমরা তাঁকে জাহান্নামের দিকে আহ্বান করতেছ।" বাঘের মুখে মানুষের ন্যায় এভাবে স্পষ্ট ভাষায় কথা বলা শুনে আবু সুফিয়ান বলল, লাত-ওজ্জার শপথ, হে বাঘ! তুমি যদি এরূপ কথা মক্কা মোকাররমায় জনসম্মুখে বলতে তবে গোত্রের অতিশয় বৃদ্ধা বিধবা মহিলারা পর্যন্ত লাত-ওজ্জাকে পরিত্যাগ করত।[২১]

[২০]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড ২য়, পৃ. ৬৪
[২১]. কাযী আয়ায (র.) (৪৭৬-৫৪৪হি.), শেফা শরীফ, আরবী, মাকতাবাতুস সাফা, কায়রো, মিশর, খণ্ড ১ম, পৃ. ২০৪

চন্দ্র-সূর্য্যের আনুগত্য

৮. চাঁদের সাথে কথা বলা :

ইমাম বায়হাকী সাবুনী,. খতীব এবং ইবনে আসাকের হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি রাসূল ﷺ'কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার শিশুকালে আলামতে নবুয়ত দেখেই ঈমান এনেছিলাম। আর তা হল- আমি দেখলাম যে, আপনি দোলনায় শুয়ে শুয়ে চাঁদের সাথে কথা বলতেছেন আর আঙ্গুল মোবারক দিয়ে চাঁদের দিকে ইশারা করতেছেন। আপনি যেদিকে ইশারা করতেন চাঁদ সেদিকে ঝুঁকে যেতো। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

انى كنت احدثه ويحدثنى ويلهينى عن البكاء واسمع وجبته حين يسجد تحت العرش.

"আমি চাঁদের সাথে কথা বলতেছি আর চাঁদ আমার সাথে কথা বলতেছে। চাঁদ আমাকে ক্রন্দন করা থেকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করতেছে। এমনকি চাঁদ যখন আল্লাহর আরশের নীচে সিজদা করে তখন আমি তার তাসবীহ'র আওয়াজ শুনতে পাই।"[২২]

৯. চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করা :

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, মক্কাবাসী কাফেররা রাসূল ﷺ এর নিকট মু'জিযা দেখানোর জন্য দাবী জানালে তিনি তাদেরকে চাঁদ দ্বিখন্ডিত করে দেখালেন।[২৩]

আবু নঈম আতা ও দ্বিহাক থেকে এবং তারা ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, মক্কার মুশরিকরা একদা নবী করিম ﷺ এর কাছে এসে বলতে লাগল যে, আপনি যদি সত্যি নবী হন তাহলে আমাদের সামনে চাঁদকে এমনভাবে দু'অংশে ভাগ করে দেখান যেন চাঁদের একাংশ আবু কুবাইস পাহাড়ে অপর অংশ কাইকায়ান পাহাড়ে পতিত হয়। আর এ সময় চাঁদ চৌদ্দ তারিখের পূর্ণতা লাভ করেছিল।

অত:পর রাসূল ﷺ আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন যেন তাদের আকাঙ্খিত মু'জিযা দেখানোর ক্ষমতা দান করেন। এরপর সাথে সাথে চাঁদ দু'টুকরো হয়ে একটুকরো আবু কুবাইস পাহাড়ে আর অপর টুকরো কাইকায়ান পাহাড়ে পতিত হয়। তখন রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা সাক্ষী থাক। এই মু'জিযা দেখে মক্কার কাফিররা বলতে লাগল যে, এটা যাদু। মুহাম্মদ তোমাদের উপর যাদু করেছে। তোমরা মুসাফিরদের জিজ্ঞেস করো। যদি তারাও তোমাদের ন্যায় চাঁদকে দু'টুকরো হতে দেখেছে বলে সাক্ষ্য দেয় তবে সত্যি বলে ধরে নেবে। আর যদি তারা না দেখে তবে তা নিশ্চিত যাদু। অতঃপর বিভিন্ন দিক থেকে

[২২]. আল্লামা সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড-১ম, পৃ. ৯১
[২৩]. ইমাম বুখারী (র.) (২৫৬হি.), সহীহ বুখারী শরীফ, আরবী, পৃ. ৫১৩

আগত মুসাফিরদেরকে জিজ্ঞেস করে এ ব্যাপারে জানতে চাইলে তারা বলল- আমরাও চাঁদকে দ্বিখন্ডিত হতে দেখেছি।[২৪]

১০. চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া বহিরাগতদের সাক্ষ্য :

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, যখন আমরা মক্কায় ছিলাম তখন চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল। কুরাইশ কাফেররা বলল, এটা যাদু। ইবনে আবি কাবশা তোমাদের চোখে যাদু করেছে। এখন বাইরের মুসাফির যারা আসবে তাদের থেকে খবর নিয়ে দেখ, তারাও যদি তোমাদের ন্যায় দেখে তবে মুহাম্মদের কথা সত্য। বর্ণনাকারী বলেন-

فما قدم عليهم احدٌ من وجه من الوجوه الّا اخبروهم بانهم رأوه .

অত:পর পৃথিবীর যেকোন প্রান্ত হতে আগত ব্যক্তিকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তারা বলতো আমরা নিজেরাই স্বচক্ষে এরূপ দেখেছি।[২৫]

বাস্তব কথা হল চন্দ্র দ্বিখন্ডিত বিষয়ক হাদীস এত বেশী সংখ্যায় বর্ণিত আছে যে এটাকে অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। আল্লামা আলুসী (র.) 'রূহুল মায়ানী' গ্রন্থে লিখেন- والاحاديث فى الانشقاق كثيرة "চন্দ্র দ্বিখন্ডিত বিষয়ক অসংখ্য হাদীস বিদ্যমান।"

ইমাম তাজ উদ্দিন সুব্‌কী (র.) 'শরহে আল-মুখতাসার' গ্রন্থে বলেন-

الصحيح عندى ان انشقاق القمر متواتر منصوص فى القرآن مروى فى الصحيحين وغيرهما من طرق شتى بحيث لايتمارى فى تواتره –

"আমার মতে বিশুদ্ধ মত হল চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হওয়া মুতাওয়াতির। পবিত্র কুরআনে এর দলীল বিদ্যমান। বুখারী ও মুসলিম সহ অন্যান্য বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থে বিভিন্ন সনদে মুহাদ্দিসীনে কিরাম এ বিষয়ে হাদীস বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এর মুতাওয়াতিরে কোন সন্দেহ নেই।"[২৬]

১১. সূর্য্যের আনুগত্য :

ইমাম তাহাভী (র.) বর্ণনা করেন, খন্দক যুদ্ধের সময় একবার সূর্য্য ঢলে গেল কিন্তনবী করিম ﷺ আসরের নামায পড়তে পারেননি। আল্লাহ তায়ালা সূর্য্যকে থামিয়ে দিলেন। এমনকি ডুবে যাওয়া সূর্য্যকে পুনরায় তুলে দেন। অতঃপর তিনি আসরের নামায আদায় করা শেষ হলে সূর্য্য পুনরায় ডুবে যায়।

---

২৪. আল্লামা সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড ১ম, পৃ. ২০৯, আব্দুর রহমান জামী (র.) (৮৯৮হি.), শাওয়াহেদুন নবুয়ত, উর্দু, পৃ. ১০৭, আবু নঈম ইস্পাহানী (র.) (৪৩০হি.), দালায়েলুন নবুয়ত, উর্দু, নয়াদিল্লী, পৃ. ২৪৪ ও কাযী আয়ায (র.) (৪৭৬-৫৪৪হি.), শেফা শরীফ, আরবী, মাকতাবাতুস সাফা, কায়রো, মিশর, খণ্ড ১ম, পৃ. ১৮৬

২৫. আবু নঈম ইস্পাহানী (র.) (৪৩০হি.), দালায়েলুন নবুয়ত, উর্দু, নয়া দিল্লী, পৃ. ২৪৫

২৬. মাওলানা মুহাম্মদ তৈয়্যব, উর্দু অনুবাদক, দালায়েলুন নবুয়ত, দালায়েলুন নবুয়তের প্রান্তত টীকা, পৃ. ২৪৫

ইমাম নববী (র.) শরহে মুসলিমে বলেন, এই রেওয়ায়েতের বর্ণনাকারী সেকাহ তথা সুদৃঢ়।[২৭]

১২. অস্ত যাওয়া সূর্য্য পুন: উদিত হওয়া :

হযরত আসমা বিনতে উমাইস (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা খায়বরের ময়দানে ছিলাম। নবী ﷺ'র মাথা মোবারক হযরত আলী (রা.)'র কোলে ছিল। এ সময় ওহী নাযিল হল আর সূর্য অস্ত গেল। ফলে হযরত আলী (রা.)'র আসরের নামায ক্বাযা হয়ে গেল। ওহী শেষ হলে নবী করিম ﷺ দোয়া করলেন-

اللهم انه كان فى طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس .

"হে আল্লাহ! আলী তোমার ও তোমার রাসূলের আনুগত্যে ছিল সুতরাং সূর্য্যকে আদেশ দাও যেন পুনরায় ফিরে আসে।"

হযরত আসমা (রা.) বলেন, সূর্য্য ডুবে গিয়েছিল কিন্তু আমরা দেখলাম যে, সূর্য্য পুনরায় উঠে গেল আর সূর্যের আলোতে পাহাড় আলোকিত হয়ে গেল। ইমাম তাহাভী (র.) বলেন, এই হাদীসখানা বিশুদ্ধ আর এর বর্ণনাকারীগণ সেকাহ। ইমাম আহমদ ইবনে সালেহ (র.) বলেন, এই হাদীসের বিরোধিতা করা কোন জ্ঞানী লোকের উচিত নয়। কারণ এটা মু'জিযা ও নবুয়তের নিদর্শন।[২৮]

تیرے مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم ☆ تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چیر گیا

১৩. সূর্য্য স্থির থাকা :

কাযী আয়ায (র.) ইবনে ইসহাক (র.) থেকে বর্ণনা করেন, যখন নবী করিম ﷺ'কে মি'রাজ করানো হয়েছিল তখন মি'রাজের প্রমাণ স্বরূপ তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদেরকে ব্যবসায়িক কাফেলার সংবাদ দেন এবং তাদের উটের আলামতও বর্ণনা করেন। তখন তারা তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করল, কাফেলা কখন মদীনায় পৌছবে? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, বুধবারে তারা মদীনায় এসে পৌছবে।

বুধবার আসলে মহানবীর কথা সত্য কিনা জানার আগ্রহে সবাই ঐ আগন্তুক কাফেলার অপেক্ষায় রয়েছে। এমনকি দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে, সূর্য্য ডুবে যাচ্ছে তবুও কাফেলা আসতেছেনা। এ অবস্থায় রাসূল ﷺ আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন। তখন তাঁর (কথা সত্যে পরিণত করার) জন্য সূর্যকে থেমে দিয়ে দিনকে বৃদ্ধি করা হয়েছিল। অর্থাৎ কাফেলা মদীনায় পৌছা পর্যন্ত সূর্য্য স্থির ছিল। তারা এসে পৌছলে সূর্য্য অস্ত যায়।[২৯]

---

২৭. সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.) আল-খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড ১ম, পৃ. ৩৮৪ ও কাযী আয়ায (র.) (৪৭৬-৫৪৪হি.), শাফা শরীফ, আরবী, মাকতাবাতুস সাফা, কায়রো, মিশর, খণ্ড ১ম, পৃ. ১৮৭

২৮. আব্দুর রহমান জামী (র.) (৮৯৮হি.), শাওয়াহেদুন নবুয়ত, উর্দু, বেরেলী, পৃ. ১৬০

২৯. ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০হি.), হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, উর্দু, গুজরাট, খণ্ড ১ম, পৃ. ৬৪০ ও কারী আয়ায (র.) (৪৭৬-৫৪৪হি.), আরবী, মাকতাবাতুস সাফা, কায়রো, মিশর, খণ্ড ১ম, পৃ. ১৮৮

১৪. বক্ষ বিদীর্ণ :

হযরত হালিমা (রা.) বলেন, একদিন রাসূল ﷺ ছাগলের চারণভূমিতে তাশরীফ নিলেন। তাঁর দুধুভাই হামযা দুপুরের সময় কাঁদতে কাঁদতে এসে বলল, হে আম্মাজান! আমার কুরাইশী ভাইয়ের চিন্তা করুন। এখন তো তাঁর সাথে সাক্ষাত করা মুশকিল। আমি বললাম, ঘটনা কি খুলে বল। সে বলল, আমরা খেলতেছি হঠাৎ এক ব্যক্তি এসে তাঁকে পাহাড়ে নিয়ে যায় এবং তাঁর পেট কেটে ফেলেছে। হালিমা (রা.) বলেন, এ কথা শুনামাত্র আমি আবু যুআইবকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে পৌছে তাঁকে পাহাড়ের উপর আকাশের দিকে মুখ করে তাকানো অবস্থায় পেয়েছি। আমি তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে চুমু খেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, হে আমার প্রিয় বৎস! তুমি কেমন আছ আর তোমার নিকট কে এসেছে? উত্তরে তিনি বললেন, আমি আমার সাথী ভাইদের সাথে খেলতেছি, ইত্যবসরে তিনজন ব্যক্তি এসেছে। এদের একজনের হাতে ছিল লোটা, দ্বিতীয় জনের হাতে ছিল রূপার বাটি যা সাদা বরফে ভর্তি ছিল।

তারা আমাকে আমার ভাইদের কাছ থেকে তুলে নিয়ে পাহাড়ে নিয়ে একজন অত্যন্ত নম্রতার সহিত আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিল এবং আমার বক্ষ হতে নাভি পর্যন্ত কেটে ফেলল। তবে আমার কোন কষ্ট হয়নি। সে আমার অন্তর ভিতর থেকে বের করে কেটে সেখান থেকে কিছু কাল বর্ণের রক্তমাংস বের করে বাইরে নিক্ষেপ করল আর বলল, এটা আপনার ভিতরে অশুভ উৎস ছিল যা আমরা বের করে ফেলে দিলাম। এখন আপনি শয়তানের প্রতারণা থেকে সুরক্ষা থাকবেন। পুনরায় আমার অন্তরকে যথাস্থানে রেখে দিয়ে নূরের মহর লাগিয়ে দিল যার ঠান্ডা অনুভূতি আমি এখনো অনুভব করছি। তৃতীয় ব্যক্তি ঐ দু'ব্যক্তিকে বলল, এখন তোমরা চলে যাও। কেননা, তোমরা তোমাদের কাজ সমাপন করেছ। তারপর সেই তৃতীয় ব্যক্তি আমার কাছে এসে আমার বক্ষে ক্ষতস্থানে হাত রাখলে আমার ক্ষত মুচে যায়।

তারা যাওয়ার সময় বলে গেল, হে হাবীবে খোদা! ভয় পাবেন না, আপনি ধীরে ধীরে বুঝতে পারবেন মহান আল্লাহ আপনাকে আরো কত নেয়ামত ও সম্মান দান করবেন।[৩০]

[৩০]. আব্দুর রহমান জামী (র.) (৮৯৮হি.), শাওয়াহেদুল নবুয়ত, উর্দু, বেরেলী, পৃ. ৬৫

অদৃশ্যের সংবাদ প্রদান

১৫. খেয়ানতের পরিনতি সম্পর্কে সংবাদ প্রদান :

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বার যুদ্ধে আমরা বিজয় লাভ করেছি কিন্তু গনীমত হিসেবে আমরা সোনা-রূপা কিছুই লাভ করিনি। আমরা যা পেয়েছিলাম তা ছিল গরু, উট বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী ও ফলের বাগান। যুদ্ধ শেষে আমরা রাসূল ﷺ'র সাথে 'ওয়াদিউল কুরা' নামক স্থানে ফিরে আসলাম। তাঁর সঙ্গে ছিল মিদআন নামী এক গোলাম। বনী যুবাইর এর জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺকে এটি হাদিয়া দিয়েছিল। এক সময় সে রাসূলুল্লাহ'র হাওদা নামানোর কাজে ব্যস্ত ছিল আর ঐ মুহূর্তে এক অজ্ঞাত স্থান থেকে একটি তীর ছুটে এসে তার গায়ে পড়লো। ফলে গোলামটি মারা গেল। এ অবস্থা দেখে লোকজন বলাবলি শুরু করলো যে, তার শাহাদত কতই আনন্দদায়ক! তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাই নাকি? সেই মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, বন্টনের আগে খায়বার যুদ্ধলব্ধ গনীমত থেকে সে যে চাদর খানা গোপনে তুলে নিয়েছিল সেটি আগুন হয়ে অবশ্যই তাকে দগ্ধ করবে। নবী ﷺ থেকে এ কথাটি শোনার পর আরেক ব্যক্তি একটি অথবা দু'টি জুতার পিতা নিয়ে এসে বলল, এ জিনিসটি আমি বন্টনের আগেই নিয়েছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ একটি অথবা দু'টি জুতার ফিতাও আগুনের ফিতায় রূপান্তরিত হতো।[৩১]

১৬. খাবারে বিষ মিশানের সংবাদ প্রদান :

ইমাম বুখারী (র.) হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, যখন খায়বার বিজয় হল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ'র জন্য বিষ মিশ্রিত একটি রান্না করা ছাগল পেশ করা হল। রাসূল ﷺ এ সম্পর্কে অবহিত হয়ে সেখানকার সকল ইহুদীদের একত্রিত হতে নির্দেশ দেন। সবাই একত্রিত হলে তিনি বললেন, আমি তোমাদের কাছে একটি বিষয়ে প্রশ্ন করবো। হ্যাঁ অথবা না বাচক উত্তর দেবে। ইহুদীরা বলল, ঠিক আছে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের পিতা কে? তারা বলল, আমাদের পিতা অমুক। তিনি বললেন, তোমরা মিথ্যা বলেছ। তোমাদের পিতা সে নয় বরং অমুক। ইহুদীরা বলল, আপনি ঠিক বলেছেন। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এই ছাগলে বিষ মিশিয়েছ? তারা উত্তর দিল হ্যাঁ, আমরা বিষ মিশিয়েছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এটা কেন করেছ? ইহুদীরা বলল, এতে আমাদের উদ্দেশ্য হল আপনি যদি মিথ্যাবাদী হন তবে আমরা মুক্তি পাবো আর যদি আপনি সত্য নবী হন তবে এতে আপনার কোন ক্ষতি হবে না।

[৩১]. ইমাম বুখারী, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (র.) (২৫৬হি.), বুখারী শরীফ, আরবী, ইউপি, ইন্ডিয়া, পৃ. ৬০৮, হাদিস নং ৩৯১৫

ইমাম বায়হাকী (র.) হযরত আবু হরাইরা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, এক ইহুদী মহিলা রাসূল ﷺ'র খেদমতে বিষ মিশ্রিত ছাগল প্রেরণ করে। তিনি সাহাবাদের বললেন, থাম, খেয়োনা, কেননা এতে বিষ মিশ্রণ করা হয়েছে।[৩২]

১৭. ইসলামের বিপক্ষে উৎসাহিত করার সংবাদ প্রদান :

ইমাম বায়হাকী ও আবু নঈম (র.) হযরত উরওয়াহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, উয়াইনা ইবনে হাছন রাসূল ﷺ'র নিকট তায়েফবাসীর সাথে হেদায়েতের আলোচনা করতে যাওয়ার অনুমতি চেয়েছেন। রাসূল ﷺ তাকে অনুমতি দিলে তিনি সেখানে গিয়ে ইসলামের বিপক্ষে কথা বলেন। তিনি তাদেরকে বলেন, তোমরা আপন জায়গায় অটুট থাক। খোদার কসম, আমরা যারা মুসলমান হয়েছি, গোলামের চেয়ে বেশী লাঞ্ছিত অবস্থায় আছি। আমি খোদার শপথ করে বলছি, যদি তাঁর কারণে আরবে কোন ঘটনা সংঘটিত হয় তবে আরবদের সম্মান ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে। তোমরা স্বীয় দুর্গে অবস্থান কর এবং নিজেদের শক্তি নিজেদের হাতে ধ্বংস করা থেকে বিরত থাক। নতুবা তিনি তোমাদের উপর এত বেশী আক্রমণ করবেন যে, এই বৃক্ষ পর্যন্ত কেটে ফেলবে। একথা বলার পর উয়াইনা ফিরে আসলেন।

নবী করীম ﷺ তাকে বললেন, তুমি তাদেরকে কি বলেছ? তিনি বললেন, আমি তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করেছি, ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিয়েছি, ইসলাম গ্রহণের আদেশ দিয়েছি। আর দোযখের ভয় প্রদর্শন করেছি এবং জান্নাতের পথ প্রদর্শন করেছি। রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, كذبت بل قلت كذا وكذا অর্থাৎ "তুমি মিথ্যা বলতেছ, বরং তুমি তাদেরকে এরূপ এরূপ বলেছ।" অত:পর উয়াইনা বললেন, صدقت يا رسول الله اتوب الى الله واليك من ذالك . "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ঠিক বলেছেন। আমি এই অপরাধের কারণে আল্লাহ ও আপনার কাছে তাওবা করতেছি।"[৩৩]

১৮. নিজের মৃত্যুর আভাস প্রদান :

ইমাম মুসলিম (র.) হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, কুরবানীর দিন আমি নবী করিম ﷺকে দেখেছি উটের উপর থেকে পাথর নিক্ষেপ করতেছেন আর বলতেছেন- لتأخذ وا عنى مناسككم فانى لادرى لعلى لا احج بعد حجتى هذه "তোমরা আমার কাছ থেকে হজ্বের বিধানাবলী শিখে নাও। সম্ভবতঃ আমি এরপরে আর হজ্ব নাও করতে পারি।"[৩৪]

১৯. ওফাত লাভের প্রতি ইঙ্গিত :

ইমাম আহমদ ও বায়হাকী (র.) হযরত আসেম ইবনে হুমাইদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.)কে ইয়েমন প্রেরণ করার সময় তিনি তাঁর সাথে কিছু দূর পর্যন্ত তাশরীফ নেন। আর তাঁকে উপদেশ দেন যে, হে মুয়ায! এ

[৩২]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড-১ম, পৃ. ৪২৫
[৩৩]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড-১ম, পৃ. ৪৫১
[৩৪]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড-২য়, পৃ. ৬৫

বছরের পর তুমি আর আমার সাথে সাক্ষাত করতে পারবে না। তুমি যখন ফিরে আসবে তখন তুমি আমার মসজিদ ও আমার কবর দেখবে। একথা শুনে হযরত মুয়ায কেঁদে ফেললেন। ঠিকই তিনি যখন ফিরে আসেন তখন নবী করিম ﷺ ইন্তেকাল হয়ে গেলেন।[৩৫]

২০. জান্নাতী খাবার কি হবে?

ইমাম বুখারী (র.) হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ মদীনায় তাশরীফ আনার সংবাদ শুনে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) তাঁর খেদমতে আসেন এবং আরজ করলেন- আমি আপনার কাছে তিনটি প্রশ্ন করবো। কোন নবী ছাড়া কেউ এ প্রশ্নগুলোর উত্তর সম্পর্কে ওয়াকেফহাল নন। এক. কিয়ামতের আলামতসমূহ থেকে প্রথম আলামত কি? দুই. জান্নাতীদের জন্য প্রথম খাবার কি হবে? তিন. সন্তান পিতা-মাতার অনুরূপ হয় কিভাবে?

রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, হযরত জিব্রাঈল (আ.) এ ব্যাপারে আমাকে অবহিত করেন। কিয়ামতের প্রথম আলামত হল এমন আগুন যা লোক সম্মুখে পূর্বপ্রান্ত থেকে প্রকাশিত হয়ে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত পৌছবে। জান্নাতীদের প্রথম খাবার হবে মাছের কলিজা আর পুরুষের বীর্য যদি নারীর বীর্যের অগ্রগামী হয় তবে সন্তান পিতার আকৃতি ধারণ করে পক্ষান্তরে নারীর বীর্য যদি পুরুষের বীর্যের অগ্রগামী হয় তবে সন্তান মায়ের ন্যায় হয়।

এ উত্তর শুনে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল এই বলে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।[৩৬]

২১. তারকারাজির নাম বলা :

হযরত ইবনে মরদুইয়্যা, হাকেম, বায়হাকী (র.) প্রমুখ হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ইহুদী রাসূল ﷺ এর খেদমতে এসে বলল, আপনি আমাকে ঐসব তারকারাজির নাম বলুন যেগুলো হযরত ইউসুফ (আ.) কে সিজদা করেছিল। তিনি ঐ ইহুদীকে কোন উত্তর দেন নি। এরপর জিব্রাঈল (আ.) এসে তাঁকে ঐ তারকারাজির নাম সম্পর্কে অবহিত করেন। তখন রাসূল ﷺ নিজেই লোক পাঠিয়ে ইহুদীকে ডেকে এনে বললেন, যদি আমি তোমাকে ঐ তারকারাজির নাম বলি তবে কি মুসলমান হবে? ইহুদী বলল, জী, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, এগুলোর নাম হল হারসান, তারেক, যিয়াল, কেন্‌আন, যুলফারা, ওসাব, উমুদান, কাবেস, দ্বুরুহ, মাসীহ, ফলিক, দ্বিয়া ও নূর। হযরত ইউসুফ (আ.) আসমানের দিগন্তে ঐ তারকারাজিকে তাঁকে সিজদা করতে দেখেছেন। একথা শুনে ইহুদী বলল, খোদার শপথ! ঐ তারকারাজির নাম এগুলোই।[৩৭]

[৩৫]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড-২য়, পৃ. ৬৬
[৩৬]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড-১ম, পৃ. ৩১৪
[৩৭]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড-১ম, পৃ. ৩১৮

২২. শত্রুর অবস্থা বর্ণনা করা :

ইমাম বায়হাকী ও আবু নঈম (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ আমাকে ডেকে বললেন, আমি জানতে পারলাম যে, ইবনে নুবাইহ আমার সাথে যুদ্ধ করতে লোকদের একত্রিত করতেছে। সে এখন নাখলা অথবা রনা নামক স্থানে রয়েছে। তুমি গিয়ে তাকে হত্যা কর।

আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তার কোন চিহ্ন বা আলামত বলে দিন যাতে আমি তাকে চিনতে পারি। তিনি বললেন, তোমার আর তার মধ্যে আলামত হল সে তোমাকে দেখা মাত্র ভয়ে কাঁপতে থাকবে। তারপর আমি গিয়ে যখন তাকে দেখলাম তখন ঐ অবস্থায় তাকে পেলাম যা নবী করিম ﷺ বলেছিলেন। তার মধ্যে কম্পন সৃষ্টি হল। আমি তার সাথে কিছু দূর গেলাম। যেইমাত্র আমি সুযোগ পেলাম সাথে সাথে তরবারী দিয়ে আক্রমণ করে তাকে হত্যা করলাম।[৩৮]

২৩. হারিয়ে যাওয়া উটের সংবাদ ও সমালোচনার তথ্য ফাঁস করা :

ইমাম বায়হাকী ও আবু নঈম হযরত মুছা ইবনে উকবা ও উরওয়াহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ বনী মুস্তালিকার যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পথে প্রচণ্ড বাতাস প্রবাহিত হয়। আর এই বাতাস দিনের শেষ বেলায় বন্ধ হয়েছিল এবং লোকেরা নিজ নিজ সাওয়ারী একত্রিত করে নিলেন। কিন্তু নবী করিম ﷺ'র উট উটের দল থেকে হারিয়ে গেল। সাহাবায়ে কিরাম উটের খোঁজা-খুঁজি করলে এক মুনাফিক আনসারগণের মজলিসে বলল, আল্লাহ কি তাঁর উট কোথায় আছে তা বলে দিতে পারেন না? তিনি তো আমাদেরকে উটনীর চেয়েও আশ্চর্যজনক কথা বলেন। এই কথা বলে মুনাফিক আনসারগণের মজলিস থেকে উঠে নবী করিম ﷺ'র দিকে যাচ্ছিল, তিনি কি বলেন তা শুনার জন্য। সে গিয়ে তাঁকে এমন অবস্থায় পেল যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে এই মুনাফিকের সমালোচনা সম্পর্কে অবহিত করে দেন। তিনি বললেন, (তাঁর কথা ঐ মুনাফিক শুনতেছে) মুনাফিকদের এক ব্যক্তি ঠাট্টাচ্ছলে বলল, রাসূলের উটনী হারিয়ে গেল। আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে তাঁর উটের ঠিকানা বলে দিতে পারে না? অথচ যেখানে উটনী রয়েছে সেই স্থান সম্পর্কে আল্লাহ আমাকে অবহিত করে দিয়েছেন আর ইলমে গায়েব আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।

তখন তিনি বললেন, উটনী ঐ সামনের গিরিপথে আছে এবং এর রশি একটি বৃক্ষের সাথে আটকে রয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম সেদিকে গিয়ে উটনী নিয়ে আসলেন। তারপর ঐ মুনাফিক দ্রুতবেগে আনসারীদের সেই মজলিসে আসল যাদের সামনে সে ঐ মন্তব্য করেছিল। এই আনসারীগণ তখনো মজলিসে বসা আছে একজনও মজলিস থেকে উঠে কোথাও যায়নি। ঐ মুনাফিক এসে তাদেরকে বলল, তোমাদের খোদার কসম দিয়ে বলতেছি তোমাদের মধ্য থেকে কি কেউ মুহাম্মদের কাছে গিয়ে আমার কথা বলে দিয়েছ? আনসারগণ বলল, হে আল্লাহ! তুমি ভাল জান যে, আমাদের মধ্য থেকে কেউ তাঁর কাছে যায়নি এবং

[৩৮]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড-১ম, পৃ. ৩৯০

আমরা এখনো আপন জায়গায় বসা আছি। মুনাফিক বলল, আমিতো তাঁর নিকট ঐসব কথা শুনেছি যা আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম। তাঁর শান-মান সম্পর্কে আমি সন্দিহান ছিলাম কিন্তু এখন আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, انه لرسول الله "তিনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল"।[৩৯]

২৪. লুকিয়ে রাখা উটের সংবাদ প্রদান :

ইবনে আসাকের হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ (র.) থেকে বর্ণনা করেন, মাসিঈ'র বছর বনী মুস্তালিকের যুদ্ধে জুআইরিয়া বিনতে হারেসকে আল্লাহ তায়ালা মালে ফাই হিসেবে রাসূল ﷺকে দান করেন। জুআইরিয়া'র পিতা তাকে মুক্ত করার জন্য ফিদইয়া নিয়ে আসল। যখন সে 'আকীক' নামক স্থানে আসল তখন সে ঐসব উট দেখল যেগুলো মেয়ের মুক্তিপন দেওয়ার জন্য এনেছিল। ঐ উটগুলোর মধ্যে দু'টি উট সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল যেগুলো তার খুবই পছন্দ হল। সে ঐ দু'টি উটকে আকীক এলাকার ঘাঁটি সমূহ থেকে একটি ঘাঁটিতে গোপনে রেখে দিল। অবশিষ্ট উটগুলো নিয়ে নবী করিম ﷺ'র খেদমতে এসে বলল, হে মুহাম্মদ! আপনি আমার মেয়েকে বন্দী করেছেন এগুলো তার ফিদইয়া। এগুলোর বিনিময়ে তাকে মুক্তি দিন। রাসূল ﷺ বললেন, اين البعيران اللذان غيبت بالعقيق بتنعب كذ اوكذا ؟

"ঐ উট দু'টি কোথায়? যেগুলোকে তুমি আকীক এলাকার অমুক ঘাঁটির মধ্যে গোপন করে রেখে এসেছ।" তখন হারেস বলল- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল। ঐ উট দু'টি আমিই গোপন করে রেখেছি। আমি ও আল্লাহ ছাড়া এ ব্যাপারে কেউ জানেনা। অত:পর হারেস মুসলমান হয়ে গেল।[৪০]

২৫. লুকিয়ে রাখা সরঞ্জামের সংবাদ প্রদান :

ইবনে সা'দ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ যখন খায়বার অধিকার করলেন তখন খায়বার বাসীর সাথে এই শর্তে সন্ধি হল যে, তারা নিজেরা এবং তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে এখান থেকে চলে যাবে। সঙ্গে কোন স্বর্ণ-রৌপ্য থেকে কিছুই নিয়ে যেতে পারবে না। অতঃপর তাঁর খেদমতে কেনানা ও রবী উপস্থিত হলে তিনি তাদেরকে বললেন, তোমাদের ঐ দামী পাত্রগুলো কোথায়? যা তোমরা মক্কাবাসীদেরকে কর্জ স্বরূপ দিতে? তারা বলল, আমরা এমন অবস্থায় পলায়ন করতেছি, এক মাটি আমাদের লাঞ্ছিত করতেছে অপর ভূমি সম্মান দিতেছে। আমরা সবকিছু খরচ করে ফেলেছি। অর্থাৎ আমাদের কাছে আর কিছুই অবশিষ্ট নাই।

রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা আমার থেকে কোন কিছু গোপন করলে তা আমার অবগতি হয়ে যাবে। তখন তোমাদের রক্ত- আওলাদগণের কঠোর শাস্তি পেতে হবে। তারা উভয়ে বলল, আপনি আমাদের ব্যাপারে এরূপ ধারণা করবেন না। ঠিক আছে, যদি আমাদের কথার বিপরীত হয় তবে আপনার ফায়সালা শিরোধার্য করে নেবো।

[৩৯]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড-১ম, পৃ. ৩৯১
[৪০]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড-১ম, পৃ. ৩৯২

এরপর রাসূল ﷺ একজন আনসারী সাহাবীকে ডেকে বললেন, তুমি অমুক জায়গায় যাও, যেখানে কোন পানি ও বৃক্ষ নেই। তারপর খেজুর বৃক্ষের নিকটে যাবে এবং একটি বৃক্ষ দেখবে যেটি তোমার ডানে অথবা বামে হবে। এরপর একটি উঁচু বৃক্ষ দেখবে। তাতে যা কিছু আছে তা আমার কাছে নিয়ে আসবে। তারপর ঐ আনসারী নির্ধারিত স্থানে গিয়ে সেখান থেকে ঐ ইহুদীর (বরতন) পাত্র ও সম্পদ নিয়ে আসলেন। রাসূল ﷺ শর্ত মতে তাদের গর্দান উড়িয়ে দিলেন এবং তাদের সন্তানদের বন্দী করে রাখলেন।[৪১]

২৬. মুনাফিকের সমালোচনার সংবাদ প্রদান :

ইমাম বায়হাকী (র.) হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ'র নিকট যখন হযরত ফাতিমা (রা.)'র বিবাহের প্রস্তাব আসল তখন আমার মাওলা আমাকে বলল, আপনি কি জানেন? হযরত ফাতিমা (রা.)'র বিবাহের প্রস্তাব এসেছে। আপনি কেন তাঁর কাছে গিয়ে বিবাহের প্রস্তাব দিচ্ছেন না? তিনি বলেন, আমি নবী করিম ﷺ'র কাছে গেলাম কিন্তু তাঁর হালতে জালালী দেখে আমি তাঁর সামনে বসে পড়ি, ভয়ে তাঁর সাথে কোন কথাই বলতে পারিনি। রাসূল ﷺ আমাকে বললেন, ما جاء بك فسكت فقال لعلك جئت تخطب فاطمة ؟ قلت نعم "হে আলী! কেন এসেছো? আমি চুপ রইলাম। তিনি বললেন, সম্ভবতঃ তুমি ফাতেমার সাথে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এসেছো? আমি বললাম, হ্যাঁ, এজন্যেই এসেছি।"[৪২]

২৭. গোশত পাথর হয়ে যাওয়া :

ইমাম বায়হাকী ও আবু নঈম (র.) হযরত উম্মে সালমা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমার নিকট এক টুকরা গোশত হাদিয়া আসল। আমি খাদেমাকে বললাম, এই গোশতের টুকরাটি রাসূল ﷺ'র জন্য সংরক্ষণ করে রাখ। ইত্যবসরে একজন ফকীর এসে বলল, تصدقوا بارك الله فيكم "সদকা করুন, আল্লাহ আপনাদেরকে বরকত দেবেন।" আমরা ফকীরকে উত্তর দিলাম بارك الله تعالى فيك "আল্লাহ তোমার মধ্যে বরকত দান করুন।" ফকীর চলে গেলে নবী করিম ﷺ তাশরীফ আনলেন। আমি খাদেমাকে বললাম, গোশত তাঁর সামনে রাখ।

খাদেমা গোশত রাখলে দেখা গেল গোশত সাদা পাথরে পরিণত হয়ে গেল। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের নিকট কি কোন ফকীর এসেছিল যাকে তোমরা ফিরিয়ে দিয়েছিলে? আমি বললাম, হ্যাঁ, এসেছিল এবং কিছু না দিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি বললেন, গোশত এজন্যেই পাথর হয়ে গেল। এই পাথর হযরত উম্মে সালমা (রা.)'র ঘরের এক কোণে পড়ে থাকত, তার মৃত্যু পর্যন্ত এই পাথরকে পাঠা হিসেবে আটা পিসার কাজে ব্যবহার করতেন।[৪৩]

---

৪১. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড-১ম, পৃ. ৪২২

৪২. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:১৭৩

৪৩. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:১৭৮

২৮. চোর শয়তান :

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ রমযানের যাকাতের মালের সংরক্ষণের দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত করেছিলেন। রাতে এক অচেনা ব্যক্তি এসে সেখান থেকে খাবার নিয়ে যাচ্ছিল আর আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম, আমি রাসূল ﷺ'র কাছে তোমাকে নিয়ে যাবো। সে বলল, আমি অভাবী লোক। আমার পরিবার-পরিজন রয়েছে তাছাড়া এগুলো আমার খুবই প্রয়োজন। আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকালে আমি রাসূল ﷺ'র কাছে গেলে (আমি বলার আগেই) তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু হুরায়রা! তোমার রাতের কয়েদী কোথায়? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে অভাবী ও পরিবার-পরিজন আছে বলে বলেছে। তাই দয়া করে তাকে ছেড়ে দিয়েছি। নবী করিম ﷺ বললেন, সে তোমার সাথে মিথ্যা বলেছে আর সে তোমার কাছে আবার আসবে।

পরের রাতে আমি তার অপেক্ষায় রইলাম। সে আবার এসে খাবার হাতে নিলে আমি তাকে ধরে ফেললাম। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি অভাবী, আমার সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আমার উপর, আমি আর আসবো না। তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাকে ছেড়ে দিলাম।

সকালে নবী করিম ﷺ'র দরবারে গেলে তিনি বললেন, ما فعل اسيرك البارحة؟ "তোমার রাতের বন্দী কোথায় গেল?" আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে অভাবী ও ক্ষুধার্ত সন্তান-সন্ততির অভিভাবক বলে বলেছে, তাই তাকে দয়া করে ছেড়ে দিয়েছি। তিনি বললেন, সে মিথ্যা বলেছে এবং তৃতীয়বার আবার আসবে।

তৃতীয় রাতেও আমি তার অপেক্ষায় আছি আর সে আসল এবং খাবার নিতে লাগল। আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম, আমি তোমাকে রাসূল ﷺ'র কাছে নিয়ে যাবো। তুমি এই পর্যন্ত তিনবার এসেছো এটি শেষবার। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে এমন কথা বলে দেবো যাতে আল্লাহ তায়ালা তোমাকে উপকৃত করবেন। আর তা হল- যখন তুমি ঘুমাতে যাবে তখন তুমি আয়াতুল কুরসী পড়বে এতে আল্লাহ তোমাকে সংরক্ষণ করবেন আর সকাল পর্যন্ত শয়তান তোমার কাছে আসতে পারবে না।

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বলেন, আমি সকালে উঠে রাসূল ﷺকে এই ঘটনা বললে, তিনি বলেন, আয়াতুল কুরসীর ব্যাপারে সে সত্য বলেছে কিন্তু সে মিথ্যুক। তোমার কাছে আগন্তুক ব্যক্তি হল শয়তান।[৪৪]

২৯. শয়তানের সাথে কুস্তি :

হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি রাসূল ﷺ'র সাথে সফরে ছিলাম। তিনি হযরত আম্মার (রা.)কে বললেন, তুমি গিয়ে আমাদের জন্য পানি নিয়ে এসো। আম্মার পানি আনতে গেলে শয়তান একজন হাবশী গোলামের

---

৪৪. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:১৬১

আকৃতি ধারণ করে আম্মার ও পানির মাঝখানে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করল। আম্মার তাকে ধরে আছাড় দিয়ে ফেলে দিল। শয়তান বলল, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি পানির সামনে থেকে সরে যাবো। আম্মার তাকে ছেড়ে দিল। সে পুনরায় আসলে তাকে আবার আছাড় দিয়ে ফেলে দিল। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি সরে যাবো। ফলে তাকে ছেড়ে দিল। সে তৃতীয়বার আসলে এবারও তাকে ধরে আছাড় দিয়ে ফেলে দিল।

এদিকে নবী করিম ﷺ বললেন, শয়তান এক হাবশী গোলামের আকৃতি ধারণা করে আম্মারের ও পানির মধ্যখানে প্রতিবন্ধক হল আর আল্লাহ তায়ালা আম্মারকে শয়তানের উপর সফলতা দান করেছেন।

হযরত আলী (রা.) বলেন, আমরা যখন আম্মারের সাথে সাক্ষাত করলাম তখন রাসূল ﷺ'র এই সংবাদ তাকে বললাম। আম্মার বলল, আমি যদি জানতাম যে, সে শয়তান তবে তাকে অবশ্যই হত্যা করতাম।[৪৫]

৩০. হযরত আব্বাস (রা.)'র গুপ্তধন :

হযরত ইবনে আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত, হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মোত্তালিব বদর যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়ে মদীনায় আনিত হন। বন্দীদের উপর মুক্তিপণ নির্ধারণ করা হলে হযরত আব্বাস (রা.) রাসূল ﷺ'র খেদমতে আরজ করলেন, মুক্তিপণের নির্ধারিত অর্থ আমার কাছে নেই। সুতরাং তা আদায় করতে আমি অক্ষম। একথা শুনে রাসূল ﷺ বললেন- হে চাচা! আপনার সেই সম্পদ কি হল? যা আপনি বদর যুদ্ধে আসার পূর্বে মাটির নীচে রেখে চাচী উম্মুল ফজলকে বলে আসলেন যে, এই যুদ্ধে যদি আমি মৃত্যুবরণ করি, এ সম্পদ আমার সন্তানরা পাবে।

রাসূল ﷺ'র এই অদৃশ্য বাণী শুনে হযরত আব্বাস (রা.) অবাক হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! একমাত্র আমি ও উম্মুল ফজল ছাড়া এ মালের খবর অন্য কেউ জানত না। সুতরাং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রাসূল, এই বলে তিনি কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে যান।[৪৬]

৩১. প্রেরিত চিঠির সংবাদ প্রদান :

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ আমাকে এবং হযরত যোবায়ের ও হযরত মিকদাদ (রা.)কে আদেশ করলেন যে, তোমরা 'খাখ' নামক স্থানে যাও। সেখানে তোমরা একজন মহিলার সাক্ষাৎ পাবে। তার কাছে একটি চিঠি আছে। তোমরা তার কাছ থেকে এটি ছিনিয়ে আনবে। হযরত আলী (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ'র নির্দেশ পাওয়া মাত্র আমরা তিনজন দ্রুতবেগে গিয়ে যথাস্থানে কথিত মহিলাকে পেয়ে চিঠির কথা জিজ্ঞেস করলে সে অস্বীকার করল। আমরা বললাম রাসূলুল্লাহর কথা মিথ্যা হতে পারে না। আমরা তাকে বললাম, তুমি স্বেচ্ছায় না দিলে আমরা তোমাকে উলঙ্গ করে তল্লাশী করবো। ফলে সে তার চুলের ভেতর থেকে একটি চিঠি বের করে দিল। আমরা তা নিয়ে

[৪৫]. ইমাম সুয়ূতী, জালালুদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:২য় পৃ:১৬৫

[৪৬]. আবু নঈম ইস্পাহানী (র.) (৪৩০হি.) দালায়েলুন নবুয়ত, উর্দু, পৃ:৪২২

রাসূলুল্লাহ'র দরবারে উপস্থিত হলাম। পত্রটি হযরত হাতিব ইবনে আবি বালতা (রা.) ঐ মহিলা মারফত মক্কার কাফেরদের নিকট পাঠাচ্ছিলেন। এ চিঠিতে রাসূল কর্তৃক মক্কার কাফেরদের বিরোদ্ধে যুদ্ধের গোপনীয় পরিকল্পনা ফাঁস করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন হাতেব।

চিঠি উদ্ধারের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ হাতেবকে ডেকে ঐ চিঠি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি আরজ করলেন- আমার সন্তানদেরকে আমি মক্কায় ফেলে এসেছি। সেখানে তাদের দেখা-শুনা ও সাহায্য করার মত আমার কোন আত্মীয়-স্বজন নেই। বর্তমানে তারা মক্কায় একেবারে অসহায়। সুতরাং আমি মনে করলাম, এ পরিস্থিতে যদি মক্কার কুরাইশদের কোন উপকার করি তবে হয়তো তারা আমার সন্তানদের কোন ক্ষতি করবেনা। শুধু এই উদ্দেশ্যেই আমি কাজটা করেছি। এছাড়া আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই।

হযরত হাতিবের বক্তব্য শুনে হযরত ওমর (রা.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি অনুমতি দিন আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই। রাসূলাল্লাহ ﷺ তাঁকে বারণ করে বললেন, হে ওমর থাম! বদরী সাহাবীদের উপর আল্লাহ বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন। তাদের সকল অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন।[৪৭]

৩২. নাজ্জাশীর মৃত্যু সংবাদ প্রদান :

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশী যেদিন মৃত্যুবরণ করেন, ঠিক সেদিনই রাসূল ﷺ তার মৃত্যু সংবাদ সবাইকে বলে দেন। অথচ আবিসিনিয়া মদীনা শরীফ থেকে বহুদূরে অবস্থিত। রাসূল ﷺ সাহাবাগণকে নিয়ে ঈদগাহে গিয়ে চার তাকবীরের সাথে নাজ্জাশীর নামাজে জানাযা আদায় করেন।[৪৮]

৩৩. মিশর দখলের সংবাদ প্রদান :

হযরত আবু যর গিফারী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন- খুব শীঘ্রই তোমরা (মুসলমানরা) মিশর ভূখন্ড অধিকার করবে। মিশরের মুদ্রার নাম "কিরাত"। মিশর দখলের সময় সেখানকার জনসাধারণের সাথে ভাল ব্যবহার করবে। কেননা, তাদের সাথে আমাদের মৈত্রী চুক্তি এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। হে আবু যর! যখন দেখবে যে, সেখানে দু'ব্যক্তি এক ইট পরিমাণ স্থান নিয়ে বিবাদ করছে, তখন তথা হতে চলে আসবে।

সে যুগে মিশরে প্রচলিত মুদ্রার নাম ছিল কিরাত। মিশরের পরিচিতি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সেখানকার মুদ্রার নামও বলে দেয়া হয়েছিল। হযরত ওমর (রা.)'র শাসনামলে মিশর মুসলমানদের দখলে আসে। হযরত আবু যর (রা.) বলেন- শুরাহবিল ইবনে হাসানাহ ও তার ভাই রবীয়াহকে ইট পরিমাণ জায়গা নিয়ে বিবাদ করতে দেখে আমি মিশর ত্যাগ করলাম।[৪৯]

[৪৭]. মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী, (২৫৬হি.), বুখারী শরীফ, আরবী, ইউপি, ইন্ডিয়া, পৃ:৪২২, হাদিস নং ২৭৯৯

[৪৮]. ইমাম বুখারী (২৫৬হি.), বুখারী শরীফ, আরবী, পৃ:৫৪৮ হাদিস নং ৩৬০০, আবু নঈম ইস্পাহানী (র.) (৪৩০হি.), দালায়েলুন নবুয়ত, উর্দু, পৃ:৪৯৭

[৪৯]. ইমাম মুসলিম (র.) (২৬১হি.), মুসলিম শরীফ, আরবী

৩৪. জান্নাতের সু-সংবাদ :

হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রা.) বলেন, আমি মদীনার একটি বাগানে রাসূল ﷺ'র সাথে ছিলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তি এসে বাগানের দরজায় আঘাত করল। রাসূল ﷺ বললেন- দরজা খুলে দাও এবং আগত ব্যক্তিদেরকে জান্নাতের সু সংবাদ দাও। হযরত আবু মুসা আশয়ারী বলেন, আমি বাগানের ফটক খুলে প্রথমে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)কে দেখতে পেলাম। তাঁকে জান্নাতের সু সংবাদ দেবার পর তিনি আল্লাহ'র প্রশংসা করলেন। কিছুক্ষণ পর হযরত ওমর (রা.) এলেন। আমি তাঁকেও জান্নাতের সু সংবাদ দিলে তিনিও আল্লাহ'র প্রশংসা করেন। অতঃপর তৃতীয় ব্যক্তি এসে বাগানের ফটকে শব্দ করলে রাসূল ﷺ বললেন, হে আবু মুসা! দরজা খুলে দাও এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা সাপেক্ষে তাকেও জান্নাতের সু সংবাদ দাও। আমি দরজা খুলে দেখলাম- হযরত ওসমান (রা.) এসেছেন। আমি তাঁকে জান্নাতের সু সংবাদ ও পরীক্ষা সম্পর্কে জানালে তিনি জান্নাতের সু সংবাদে আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করলেন।[৫০]

৩৫. চুক্তিপত্র সম্পর্কে সংবাদ প্রদান :

রাসূল ﷺ এর চাচা হযরত আবু তালেবের সমর্থনের কারণে মক্কার কুরাইশগণ রাসূল ﷺকে স্তব্ধ করতে অক্ষম হয়ে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে, বনী হাশেম ও বনী আব্দুল মোত্তালিব'র সাথে ভবিষ্যতে তারা কোন সম্পর্ক রাখবে না। এমনকি তাদের সাথে কথা-বার্তা, বেচা-কেনা সবকিছু বয়কট করবে। এ ব্যাপারে একটি চুক্তিনামা এক টুকরো কাপড়ে লিখে মোহরাঙ্কিত করে বায়তুল্লাহ'র দেওয়ালে লটকিয়ে রাখে। অতঃপর বাধ্য হয়ে আবু তালেব বনী হাশেম ও হযরত বনী আব্দুল মোত্তলিবের সকলকে নিয়ে শিয়াবে আবি তালেব নামক দুই পাহাড়ের মধ্যখানে দীর্ঘ তিন বছর যাবৎ মানবেতর জীবন-যাপন করেন। এদিকে আল্লাহ তায়ালা ঐ চুক্তিপত্রে উই পোকা সৃষ্টি করে দেন এবং উই পোকা আল্লাহ'র নাম ব্যতীত বাকী সব লেখাসহ চুক্তিপত্র খেয়ে চুড় করে ফেলে। রাসূল ﷺএ ব্যাপারে চাচা আবু তালেবকে অবহিত করেন। আবু তালেব কুরাইশদের নিকট গিয়ে বলেন- আমি তোমাদের কাছে এমন বিষয়ে কথা বলতে এসেছি, আশা করি তোমরা এবার ইনসাফ প্রদর্শন করবে।

তিনি বললেন- মুহাম্মদ ﷺ আমাকে বলেছেন যে, তোমাদের এই চুক্তিপত্রে আল্লাহ'র নাম ব্যতীত বাকী অংশ কীট-পতঙ্গ খেয়ে ফেলেছে। আর আমি তাঁকে কোন দিন মিথ্যা বলতে শুনিনি। চুক্তিপত্রটি খুলে দেখ। যদি কথা সত্য হয় তবে খোদাকে ভয় কর আর এই অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাক। আর যদি তা মিথ্যা হয়ে থাকে তবে তাকে তোমাদেরকে সোপর্দ করে দেবো। আমি আর তার সাহায্যে এগিয়ে আসবো না। তখন তোমরা তাকে যা ইচ্ছে করতে পারবে।

[৫০]. ইমাম বুখারী, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (র.) (২৫৬হি.), বুখারী শরীফ, আরবী, ইউপি, ইন্ডিয়া, পৃ:৫২২

আবু তালেবের কথায় কুরাইশ সম্মত হল এবং এক জনকে ঐ চুক্তিনামা আনতে পাঠায়। যখন চুক্তিপত্র খোলা হল দেখা গেল শুধু باسمك اللهم ছাড়া বাকী কিছুই অবশিষ্ট ছিলনা। তখন হযরত আবু তালেব তাদের ভৎর্সনা করেন এবং তারা সকলেই লজ্জিত হল আর বয়কট বিলুপ্ত হল।[৫১]

৩৬. শাহাদতের সংবাদ :

৮ম হিজরীতে তিন হাজার সৈন্য সিরিয়ার নিকটতম মুতা'য় যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করেন। এ যুদ্ধে রাসূল ﷺ হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রা.)কে সেনাপতির দায়িত্ব দিয়ে বলেন- যদি সে শহীদ হয়ে যায় তবে জাফর ইবনে আবি তালেব সেনাপতি নিয়োগ হবে। যদি সেও শহীদ হয় তবে আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা সেনাপতির দায়িত্ব পালন করবে। অতঃপর সেও যদি শাহাদত বরণ করে তবে মুসলিম সৈনিকদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে সেনাপতি নিয়োগ হবে।

এরপর তিনি মদীনা শরীফে মিম্বরে বসে এরশাদ করেন- যুদ্ধ পতাকা যায়েদের হাতে আর সে শহীদ হয়েছে। এরপর জাফর পতাকা হাতে নিয়েছে এবং শহীদ হয়েছে। অতঃপর ইবনে রাওয়াহা পতাকা ধরেছে সেও শহীদ হয়েছে। এখন খালেদ বিন ওয়ালিদ সেনাপতি নিয়োগ হয়েছে। তার হাতেই বিজয় অর্জিত হয়েছে। এরপর বললেন- হে আল্লাহ! নিশ্চয় খালেদ তোমার তরবারী সমূহের একটি তরবারী, সুতরাং তুমি তাঁকে সাহায্য কর। সেদিন থেকে তার নাম সাইফুল্লাহ তথা আল্লাহর তরবারী রাখা হয়েছে।

এরপর মুতা যুদ্ধের খবর নিয়ে হযরত ইয়ালা ইবনে মুনাব্বাহ রাসূল ﷺ'র খেদমতে এসে বিস্তারিত ঘটনা বলতে চাইলে রাসূল ﷺ বলেন- হে ইয়ালা! মুতা যুদ্ধের ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা আমি তোমাকে বলবো, না তুমি আমাকে বলবে? ইয়ালা বললেন- হুযূর! আপনিই বলুন। হুযূর ﷺ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ঘটনা বর্ণনা করলে ইয়ালা বলেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমি ঐ খোদার শপথ করে বলছি যিনি আপনাকে সাদেক ও মসদুক বানিয়ে প্রেরণ করেছেন। আপনি মুতা যুদ্ধ সম্পর্কে অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলেছেন। তারপর রাসূল ﷺ এরশাদ করেন- আল্লাহ তায়ালা মুতা ভূমিকে আমার চোখের সামনে এনে দিয়েছেন ফলে আমি যুদ্ধের যাবতীয় অবস্থা অবলোকন করেছি।[৫২]

৩৭. হারিয়ে যাওয়া উটের সংবাদ :

তাবুক যুদ্ধে এক জায়গায় হুযূর ﷺ'র উটনী হারিয়ে গেলে মুনাফিকদের এক জন বলতে লাগল যে, মুহাম্মদ ﷺ নবী বলে দাবী করে, তোমাদেরকে আসমানের সংবাদ প্রদান করে অথচ নিজের হারিয়ে যাওয়া উটনীর খবর নেই।

হযরতের কাছে এই সমালোচনার কথা পৌঁছলে তিনি বলেন- আল্লাহ আমাকে প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে অবহিত করে রেখেছেন। এক্ষুনি আমাকে অবহিত করা হল যে, উটনী অমুক

[৫১]. আব্দুর রহমান জামী (র.) (৮৯৮হি.), শাওয়াহেদুন নবুয়ত, উর্দু, পৃ:১০৬
[৫২]. আব্দুর রহমান জামী (র.) (৮৯৮হি.), শাওয়াহেদুন নবুয়ত, উর্দু, পৃ:১৬১

স্থানে আছে এবং অমুক গাছের সাথে আটকে আছে। সাহাবায়ে কেরাম সেখানে গেলে ঠিক সেভাবেই উটনী পেলেন যেভাবে রাসূল ﷺ বলেছেন।[৫৩]

৩৮. মৃত্যুর সংবাদ :

হযরত মুয়ায ইবনে যাবাল (রা.)কে ইয়েমেনের গভর্নর নিযুক্ত করেন রাসূল ﷺ। এ সময় তিনি দীর্ঘ অসিয়ত করেন তাকে। সাথে একথাও বললেন- হে মুয়ায! যদি আমার সাথে তোমার দ্বিতীয়বার সাক্ষাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকতো তবে অসিয়ত সংক্ষিপ্ত করতাম। কিন্তু কিয়ামত পর্যন্ত আমরা পরস্পর আর একত্রিত হতে পারবো না। অতএব, মুয়ায ইয়েমেনে থাকাকালীন সময়েই নবী করিম ﷺ ইন্তেকাল করেন।[৫৪]

৩৯. হযরত ফাতেমা (রা.)'র মৃত্যুর সংবাদ :

রাসূল ﷺ অসুস্থ অবস্থায় হযরত ফাতিমা (রা.)কে ডেকে কানে কানে কিছু কথা বললেন। এতে হযরত ফাতেমা (রা.) কাঁদতে লাগলেন। তিনি পুনরায় হযরত ফাতেমা (রা.)কে ডেকে চুপে চুপে কিছু কথা বললেন। এতে ফাতেমা (রা.) হাসতে লাগলেন। রাসূল ﷺ'র বিবিগণের মধ্যে একজন তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি এই গোপনীয়তা প্রকাশ করতে অসম্মতি প্রকাশ করেন।

রাসূল ﷺ'র ইন্তেকালের পর হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে হযরত ফাতেমা (রা.) বলেন- রাসূল ﷺ বলেছেন, ইতিপূর্বে প্রতি বছর হযরত জিব্রাঈল (আ.) একবার কুরআন নিয়ে আসতেন কিন্তু এ বছর দু'বার নিয়ে এসেছেন। এতে আমি বুঝতে পারলাম যে, আমার মৃত্যু সন্নিকটে। ফলে আমি কাঁদতে আরম্ভ করি। দ্বিতীয়বার তিনি আমাকে ডেকে বললেন- তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তুমি হবে এই উম্মতের সায়্যিদাহ? আর সর্বপ্রথম যে মহিলা জান্নাতে যাবে সে হবে তুমি। একথা শুনে আমি হাসতে আরম্ভ করলাম।[৫৫]

ইমাম বুখারী (র.) বুখারী শরীফে বর্ণনা করেন, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হযরত ফাতেমা (রা.) কে হাসি-কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে উত্তরে তিনি বলেন- নবী করিম ﷺ আমাকে চুপে চুপে অবহিত করলেন যে, তিনি এরোগে ওফাত লাভ করবেন। এতে আমি কেঁদেছিলাম। তারপর আবার আমাকে চুপে চুপে জানালেন যে, আমি তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রথম ব্যক্তি যে তাঁর সাথে (কবরে) মিলিত হবো। এতে আমি হেসেছিলাম।[৫৬]

৪০. জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ :

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, হারিসা (রা.) একজন নওজোয়ান লোক ছিলেন। বদর যুদ্ধে তিনি শাহাদত বরণ করার পর তার মা নবী করিম ﷺ'র নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ হারিসা আমার কত আদরের আপনি তা অবশ্যই

[৫৩]. আব্দুর রহমান জামী (র.) (৮৯৮হি.), শাওয়াহেদুন নবুয়ত, উর্দু, পৃ:১৭০
[৫৪]. আব্দুর রহমান জামী (র.) (৮৯৮হি.), শাওয়াহেদুন নবুয়ত, উর্দু, পৃ:১৮৬
[৫৫]. আব্দুর রহমান জামী (র.) (৮৯৮হি.), শাওয়াহেদুন নবুয়ত, উর্দু, পৃ:১৮৬
[৫৬]. ইমাম বুখারী, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (র.) (২৫৬হি.), সহীহ বুখারী শরীফ, আরবী, ইউপি, ইন্ডিয়া, পৃ:৫৩২

জানেন। (বলুন) সে যদি জান্নাতী হয় তাহলে আমি ধৈর্য্যধারণ করব এবং আল্লাহর নিকট পুণ্যের আশা পোষণ করব। আর যদি এর ব্যতিক্রম হয় তাহলে আপনি তো দেখতেই পাচ্ছেন, আমি তার জন্য যা করছি। তখন তিনি বললেন, তোমার কি হল, তুমি কি জ্ঞানশূন্য হয়ে গেলে? বেহেশত কি একটি? (না-----না) বেহেশ্‌ত অনেকগুলি। সে তো জান্নাতুল ফেরদাউসে অবস্থান করছে।[৫৭]

৪১. গোপন সম্পদের সংবাদ :

ইবনে সা'দ ও বায়হাকী (র.) আব্দুল্লাহ ইবনে হারেস ইবনে নওফল (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, বদর যুদ্ধে যখন নওফল মুসলমানদের হাতে গ্রেফতার হয় তখন রাসূল ﷺ তাকে বললেন- হে নওফল! তুমি 'ফিদইয়াহ' দিয়ে মুক্তিলাভ কর। সে বলল, আমার মুক্তিপণের জন্য দেওয়ার মত কিছুই আমার কাছে নেই। তখন রাসূল ﷺ বললেন- افد نفسك من مالك الذى بجدة "তুমি তোমার ঐ সম্পদ দ্বারা ফিদইয়াহ দাও যা জিদ্দায় আছে।" নওফল বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহ'র রাসূল। এরপর সে ঐ সম্পদ থেকে ফিদইয়াহ দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে নিল।[৫৮]

৪২. গোপন চুক্তি প্রকাশ করা :

ইমাম বায়হাকী, তাবরানী ও আবু নঈম (র.) হযরত মুছা ইবনে উকবা ও উরওয়া ইবনে যুবাইর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তারা উভয়ই বলেন, মুশরিকদের প্রতিনিধি দল যখন মক্কায় ফিরে আসল তখন সংবাদ পেয়ে উমাইর ইবনে ওহাব আল জাহমী এসে 'হাজর' নামক স্থানে উমাইয়্যার পুত্র সাফওয়ান'র পাশে বসল।

সাফওয়ানের পিতা উমাইয়্যা বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। সাফওয়ান বলল, বদর যুদ্ধে নিহতদের দুঃখে আমার জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে। উমাইর তার কথা শুনে বলল, ঠিক বলেছেন, খোদার কসম! তাদের নিহত হওয়ায় জীবনের স্বাদ চলে গেছে। যদি আমার উপর এমন কর্জ না থাকত যা আমি পরিশোধ করতে পারিনা এবং আমার এমন পরিবার-পরিজন না থাকত যাদের ভরণ-পোষণের প্রয়োজন হতনা, তবে আমি নিশ্চিত মুহাম্মদের কাছে গিয়ে তাকে হত্যা করতাম। যদি তাঁর পক্ষ থেকে ভয়ের কোন আশংকা দেখা দেয় তবে আমার কাছে বাঁচার জন্য একটি কৌশল আছে আর তা হল আমি বলব যে, আমি আপনার কাছে বন্দী হওয়া আমার সন্তানের কাছে তাদেরকে দেখতে এসেছি।

সাফওয়ান উমাইরের এই কথা শুনে অত্যন্ত খুশী হল এবং তার পিতার প্রতিশোধ গ্রহণের সুবর্ণ সুযোগ মনে করল। সে উমাইরকে বলল, তোমার যাবতীয় কর্জ আমার দায়িত্বে নিয়ে নিলাম আর তোমার পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণ তাই হবে যা আমার পরিবার-পরিজনের জন্য হয়ে থাকে। এ ছাড়াও আমি আমার সাধ্যমত তাদের জন্য ব্যয় করতে কুণ্ঠাবোধ করবোনা।

এরপর সাফওয়ান উমাইরের জন্য বাহন ও সফরের যাবতীয় ব্যবস্থা করে দিল এবং একটি বিষ মাখা উন্নত মানের তলোয়ার দিল। উমাইর সাফওয়ানকে বলল, আমি ফিরে আসা পর্যন্ত এই গোপন চুক্তি যেন ফাঁস না হয় এবং গোপনীয়তা যেন রক্ষা হয়।

[৫৭]. ইমাম বুখারী, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (র.) (২৫৬হি.), সহীহ বুখারী শরীফ, আরবী, ইউপি, ইন্ডিয়া, পৃ:৫৬৭, হদিস নং ৩৬৯৩
[৫৮]. ইমাম সুয়ুতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:১ম, পৃ:৩৪২

অতঃপর উমাইর রওয়ানা হল এবং মদীনা গিয়ে মসজিদে নববীর দরজার পাশে নেমে সওয়ারী বেঁধে তলোয়ার নিয়ে রাসূল ﷺ'র দিকে যেতে লাগল। ইত্যবসরে হযরত ওমর (রা.)ও এসে গেলেন। তারা উভয়ই এক সাথে প্রবেশ করলেন। নবী করিম ﷺ হযরত ওমর (রা.)কে বললেন, ওমর! এসো, বস। তারপর উমাইরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ما اقدمك يا عمير "হে উমাইর! কি উদ্দেশ্যে এসেছ"? উত্তরে সে বলল, আমার যে সব ব্যক্তি আপনার কাছে বন্দী আছে আমি তাদের কাছে এসেছি। তিনি বললেন, উমাইর! সত্যি করে বল কেন এসেছ? সে বলল, আমার বন্দী লোকদের ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে আসিনি। তখন নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, তুমি সাফওয়ানের সাথে 'হাজর' নামক স্থানে কি শর্তে চুক্তি করেছিলে? উমাইর ভয় পেয়ে গেল এবং বলল, আমি সাফওয়ানের সাথে কি চুক্তি করেছি? তিনি বললেন, কেন সাফওয়ান তোমাকে এই শর্তের ভিত্তিতে পাঠায়নি যে, তুমি আমাকে হত্যা করবে আর সে তোমার যাবতীয় কর্জ পরিশোধ করবে এবং তোমার পরিবার-পরিজনের অভিভাবক হবে?

উমাইর অবাক চিত্তে বলে উঠল اشهد انك رسول الله "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল।" সাফওয়ান ও আমার মধ্যে অতি গোপনীয়তার সহিত এই চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। সে ও আমি ছাড়া একথা আর কেউ জানেনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা আপনাকে এ ব্যাপারে সংবাদ প্রদান করেছেন। সুতরাং আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনেছি।

এরপর উমাইর মক্কায় ফিরে গিয়ে মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দেন এবং অনেক লোক তার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন।[৫৯]

৪৩. গোপন পরামর্শ সম্পর্কে অবহিত হওয়া :

ইমাম বায়হাকী ও আবু নঈম (র.) হযরত মুছা ইবনে উকবা ও উরওয়াহ ইবনে যুবাইর (রা.)'র সূত্রে বর্ণনা করেন, তারা বলেন, নবী করিম ﷺ বনী কেলাবের পক্ষে দিয়ত সম্পর্কে আলোচনা করতে বনী নযীর গোত্রে তাশরীফ নিলেন যাতে বনী নযীর থেকে সহযোগিতা পাওয়া যায়। তারা বলল, হে আবুল কাসেম! আপনি বসুন এবং খাবার গ্রহণ করুন। আর আমাদের পক্ষ থেকে দিয়ত ও সাহায্যের টাকা নিয়ে যান।

রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবীদের নিয়ে একটি দেওয়ালের ছায়ার নীচে কিছুক্ষণ আরাম করেছেন। ওদিকে বনী নযীর এটাকে রাসূল ﷺকে হত্যার মোক্ষম সুযোগ মনে করে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত করল যে, অমুক ইহুদী দালানে উঠে রাসূল ﷺ'র মাথার উপর প্রকান্ড পাথর নিক্ষেপ করে তাঁকে হত্যা করে ফেলবে।

আল্লাহ তায়ালা তাঁকে এ সংবাদ ওহী দ্বারা অবগত করে দেন। তিনি সেখান থেকে সাহাবীদের নিয়ে উঠে চলে যান। তখন এই আয়াত নাযিল হয়-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوٓاْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ ﴿١١﴾ المائدة: ١١

"হে মু'মিনগণ! তোমাদের উপর আল্লাহর প্রদত্ত নিয়ামতের আলোচনা কর, যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের প্রতি তাদের হাত প্রসারিত করেছিল।"[৬০] (সূরা মায়েদা, আয়াত নং ১১)

[৫৯]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:১ম, পৃ:৩৪৪
[৬০]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:১ম, পৃ:৩৪৮

৪৪. হারানো জন্তুর সন্ধান :

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, এক অন্ধকার রাতে আমার উট হারিয়ে যায়। আমি রাসূল ﷺ'র কাছে আসলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি সমস্যা? আমি বললাম, আমার উট হারিয়ে গিয়েছে। তিনি বললেন, ঐ যে তোমার উট। যাও, নিয়ে এসো। তিনি যেদিকে বলেছেন আমি সেদিকে গেলাম। কিন্তু উট পাইনি। আবার হুযূর ﷺ'র কাছে চলে আসলাম। তিনি পুনরায় আগের মত বললেন, আর আমি আবার সেদিকে গেলাম, কিন্তু উট পাইনি। আবার হুযূরের কাছে চলে আসলাম। এবার তিনি আমার সাথে গেলেন আর আমরা উটের পাশে গেলাম। তিনি আমাকে উট অর্পন করলেন।

তারপর আমি উট নিয়ে চলে যাচ্ছিলাম আর উট খুবই অলস ও ধীরগতি সম্পন্ন ছিল। আমি বলতে লাগলাম আমার মা চিন্তিত হোক, আমার ভাগ্যে এমন উট পড়েছে, যা সামনের দিকে পা বাড়াতে পারছে না। রাসূল ﷺ এ কথা শুনে আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি বলেছ? আমি তাঁকে উটের দূর্বলতা ও অলসতার কথা জানালাম। তিনি উটের পেছনের অংশে দুররা দিয়ে একটি আঘাত করলেন। ফলে উট এমন দ্রুত বেগে চলতে লাগল যে, আমি এর উপর আরোহণ করতে অক্ষম হয়ে পড়েছি এবং এর নিয়ন্ত্রনের রশি আমার আয়ত্বের বাইরে চলে গেল।[৬১]

৪৫. মুনাফিকের ষড়যন্ত্র ফাঁস :

ইমাম বায়হাকী (র.) হযরত উরওয়া (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ তাবুক থেকে ফেরার পথে দলে থাকা কয়েকজন মুনাফিক তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করল। তারা পরামর্শ করল যে, নবী ﷺকে উপত্যকার রাস্তা থেকে ফেলে দিয়ে হত্যা করবে। এ জন্য তারা মুখে কাপড় বেঁধে প্রস্তুতি গ্রহণ করলো।

রাসূল ﷺ ঐ উপত্যকায় পৌঁছে হযরত হুযাইফা (রা.)কে আদেশ দেন যে, ওদেরকে এই উপত্যকা থেকে সরিয়ে দাও। হুযাইফা স্বীয় প্রতিরক্ষা ঢাল নিয়ে গিয়ে তাদের সওয়ারীদের উপর আক্রমন করে তাদেরকে পলায়ন করতে বাধ্য করল। তখন তারা মুখ বাঁধা ছিল। আল্লাহ তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দিলেন এবং তারা বুঝতে পারল যে, রাসূল ﷺ তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। তখন তারা দ্রুত এসে অন্যান্য সৈন্যদের সাথে যোগ দিল।

হযরত হুযাইফা (রা.) ফিরে আসলে রাসূল ﷺ তাকে বলেছিলেন, তুমি কি চিনেছ তারা কারা এবং তাদের উদ্দেশ্য কি? সে বলল, না। তিনি বললেন, তারা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করল যে, যখন আমি এই উপত্যকার রাস্তা দিয়ে যাবো তখন তারা আমাকে উহা থেকে ফেলে দেবে।

ইমাম বায়হাকী (র.) ইবনে ইসহাক থেকে উপরোক্ত রেওয়ায়েত বর্ণনা করে এতটুকু অতিরিক্ত বলেন যে, নবী করিম ﷺ বলেছিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে ঐ মুনাফিকদের

[৬১]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:১ম, পৃ:৩৭৪

নাম, পিতার নাম সহ অবহিত করে দিয়েছেন। আর আমি তোমাদেরকে এদের নাম সম্পর্কে অবহিত করে দেবো। অতএব তিনি হযরত হুযাইফা (রা.)কে তাদের বার জনের নাম বর্ণনা করেন।[৬২]

৪৬. ভন্ডনবী আসওয়াদ আনসীর মৃত্যু সংবাদ :

হযরত দায়লামী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যেই রাতে আসওয়াদ আনসী (ভন্ড নবী)কে হত্যা করা হল সেই রাতে রাসূল ﷺ'র কাছে আসমান থেকে ওহীর মাধ্যমে সংবাদ এসে গেল। তিনি আমাদের কাছে তাশরীফ আনলেন এবং বললেন, আজ রাত আসওয়াদ আনসীকে হত্যা করা হয়েছে। তাকে এক মুবারক ব্যক্তিই হত্যা করেছে, যে মুবারক পরিবারের সন্তান। প্রশ্ন করা হল, সে কে? তিনি বললেন, ফিরোজ। ফিরোজ সফলতা লাভ করল।[৬৩]

৪৭. কবর আযাবের সংবাদ :

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূল ﷺ দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন, এই দুই জনকে আযাব দেওয়া হচ্ছে। আর কোন কঠিন (গুনাহের) কাজের জন্য তাদেরকে আযাব দেওয়া হচ্ছেনা। অতঃপর তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাদের আযাবের কারণ হল, তাদের একজন পরনিন্দা করে বেড়াত, অপরজন তার পেশাবের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করত না। বর্ণনাকারী বলেন- এরপর তিনি একটি তাজা (খেজুরের) ডাল নিয়ে তা দু'খণ্ডে ভেঙ্গে ফেললেন আর প্রতিটি কবরে একটি করে পুঁতে অথবা গেড়ে দিলেন। এরপর বললেন, আশা করা যায় যে, এ দু'টি ডাল শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাদের আযাব লঘু করা হবে।[৬৪]

৪৮. মুনাফিকদের স্বরূপ উন্মোচন :

ইমাম বায়হাকী (র.) হযরত ইবনে মসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা রাসূল ﷺ আমাদেরকে খোৎবা (বক্তব্য) দিচ্ছিলেন। তিনি বক্তব্যের মধ্যে বললেন-

ان منكم منافقين فمن سميت فليقم قم يا فلان قم يا فلان حتى عد ستا وثلاثين

"তোমাদের মধ্যে কতিপয় মুনাফিক রয়েছে। আমি যার নাম নেবো সে যেন উঠে দাঁড়িয়ে যায়। তিনি এক একজনের নাম নিতে নিতে চাব্বিশ জনের নাম নিয়েছিলেন"।

হযরত সাবিত বুনানী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার মুনাফিকরা একত্রিত হয়ে কথা বলতেছিল। রাসূল ﷺ বললেন, তোমাদের অনেক লোক একত্রিত হয়ে এরূপ সেরূপ বলেছ। তোমরা উঠ, আল্লাহর কাছে তাওবা ও এস্তেগফার কর। আমিও তোমাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করবো। কিন্তু তারা একজনও উঠেনি। তিনি তাদেরকে এভাবে তিনবার বলেছেন। তারপর বললেন, তোমরা উঠ, আমি তোমাদের নাম ধরে ধরে ডাক

৬২. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:১ম, পৃ:৪৬৩
৬৩. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:১ম, পৃ:৪৬৪
৬৪. ইমাম বুখারী, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (র.) (২৫৬হি.), সহীহ বুখারী শরীফ, আরবী, ইমদি, ইতিয়া, পৃ:১৮৪, হাদিস নং ১২৯৫

দিচ্ছি। অতঃপর তিনি নাম ধরে ডাকা আরম্ভ করলে মুনাফিকরা লাঞ্ছিত হয়ে মুখ ঢেকে চুপে চুপে চলে গেল।[৬৫]

৪৯. কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য ঘটনার বর্ণনা :

ইমাম মুসলিম (র.) হযরত আবু যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদিন রাসূল ﷺ আমাদেরকে ফজরের নামায পড়ায়ে মিম্বরে উঠে খোৎবা দেওয়া আরম্ভ করলেন। যোহর ওয়াক্ত পর্যন্ত খোৎবা দিতে থাকেন। যোহরের সময় মিম্বর থেকে নেমে যোহরের নামায পড়ে আবার মিম্বরে উঠে খোৎবা দেওয়া আরম্ভ করলেন। সূর্যাস্ত পর্যন্ত খোৎবা দিলেন। এই ভাষণে তিনি অতীতে যা কিছু ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু সংঘটিত হবে সবকিছু বর্ণনা দিয়েছিলেন। যে যতবেশী স্মরণ রাখতে পেরেছে সেই হল বড় জ্ঞানী।[৬৬]

৫০. ওফাতের দিন সম্পর্কে সংবাদ প্রদান :

ইবনে আসাকের (র.) হযরত মকহুল (র.) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ হযরত বেলাল (রা.)কে উদ্দেশ্য করে বলেন, সোমবারের রোযা কখনো ত্যাগ করবেনা। কেননা সোমবারে আমি জন্মলাভ করেছি, সোমবারে আমার নিকট প্রথম ওহী প্রেরণ করা হয়েছে। সোমবারে আমি হিজরত করেছি এবং সোমবারেই আমি ইন্তেকাল করবো।[৬৭]

৫১. পথে সংঘটিত ঘটনার সংবাদ প্রদান :

হযরত আবু সুহাইম (রা.) বর্ণনা করেন, আমি মদীনা শরীফে যাওয়ার পথে একজন সুন্দরী মহিলা দেখেছি। আমি তার সাথী হয়ে গেলাম এবং লোকেরা যখন রওয়ানা হল তখন আমি তাদের সাথে চলতে লাগলাম। আমি মদীনায় এসে নবী করিম ﷺ'র হাতে বাইয়াত হওয়ার উদ্দেশ্যে হাত বাড়ালে তিনি তাঁর হাত মোবারক নিয়ে নেন এবং ইশারায় আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, এই হাত একজন মুহরিম মহিলাকে স্পর্শ করেছে। নবী'র হাত এই হাতকে স্পর্শ করা উচিত হবে না। আমি প্রতিজ্ঞা করলাম এবং তাঁকে নিশ্চিত করলাম যে, আগামীতে এ ধরণের ভুল আর হবেনা। এরপর তিনি আমাকে বাইয়াত করে ধন্য করেছেন।[৬৮]

৫২. অগ্রিম সংবাদ প্রদান :

ইমাম বুখারী (র.) তারীখ গ্রন্থে, ইমাম বায়হাকী (র.) ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ'র আগমন শুনে আমি তার কাছে আসলাম। তাঁর সাহাবায়ে কেরামগণ আমাকে বললেন, আমি আসার তিন দিন পূর্বেই তিনি আমার আগমনের সংবাদ তাঁর সাহাবাগণকে দিয়ে দেন।[৬৯]

৬৫. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:১৭৪
৬৬. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:১৮৪
৬৭. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:৪৭২
৬৮. আব্দুর রহমান জামী (র.) (৮৯৮হি.), শাওয়াহেদুন নবুয়ত, উর্দু, বেরেলী, পৃ:২১৪
৬৯. সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:৩৫

ভবিষ্যত বাণী

৫৩. হযরত আম্মার (রা.)'র শাহাদতের সংবাদ প্রদান :

হযরত ইবনে সা'দ (র.) হযরত আমর ইবনে মাইমুন (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রা.)কে মুশরিকরা আগুনে জ্বালিয়ে ফেলেছিল। রাসূল ﷺ তাঁর কাছে গেলে (মৃত্যুপূর্বে) তাঁর হাত মোবারক আম্মারের মাথায় রেখে বললেন,

يا نار كونى بردًا وسلامًا على عمار كما كنت على ابراهيم تقتل الفئة الباغية

"হে আগুন! আম্মারের উপর শীতল হয়ে যাও, যেভাবে হযরত ইব্রাহীম (আ.)'র উপর হয়েছিলে। তোমাকে অবাধ্য দলে শহীদ করবে।"[৭০]

৫৪. পরবর্তী খলীফা সম্পর্কে ইঙ্গিত প্রদান :

ইবনে আসাকের (র.) হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, বনীমুস্তালিকের প্রতিনিধি দল আমাকে রাসূল ﷺ'র কাছে পাঠিয়ে বলল, তুমি গিয়ে তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করবে যে, আমরা আগামী বছর এসে যদি আপনাকে না পাই তবে আমাদের সদকার মাল কাকে দেবো? রাসূল ﷺ উত্তরে বললেন, তুমি তাদেরকে বল যে, তারা তা আবু বকর'কে প্রদান করবে। আমি তাদেরকে এই কথা পৌঁছিয়ে দিলাম। তারা বলল, তুমি জিজ্ঞেস করে এসো যে, যদি আবু বকর (রা.)কে না পাই তবে কাকে দেবো? আমি তাঁকে একথা বললে তিনি বলেন, তুমি তাদেরকে বল যে, তখন ওমরকে দিবে। আমি তাদেরকে এ সংবাদ দিলে তারা পুনরায় বলল, তুমি জিজ্ঞেস কর, যদি হযরত ওমর (রা.)কেও না পাই তবে কাকে দেবো? আমি তাঁকে এ ব্যাপারে বললে তিনি বলেন, তুমি তাদেরকে বল, তখন তাদের সদকা ওসমানকে দিবে। আর যেদিন ওসমান শহীদ হবে সেদিন তোমরা ধ্বংস হবে।[৭১]

৫৫. হযরত আলী (রা.) খলীফা ও শহীদ হবেন :

ইমাম তাবরানী ও আবু নঈম (র.) হযরত জাবির ইবনে সামুরাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ হযরত আলী (রা.)কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, হে আলী! তুমি আমীর ও খলীফা হবে এবং শহীদ হবে। তোমার দাড়ি তোমার মাথার রক্তে রঞ্জিত হবে।[৭২]

৫৬. হযরত মুয়াবিয়া (রা.) সম্পর্কে ভবিষ্যত বাণী :

ইমাম আহমদ (র.) হযরত আবু হোরাইরা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, হে মুয়াবিয়া! যদি তুমি শাসনভার গ্রহণ কর তবে আল্লাহকে ভয় করবে এবং

[৭০]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:২য়, পৃ:১৩৪
[৭১]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:২য়, পৃ:১৯৬
[৭২]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:২য়, পৃ:১৯৬

ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) বলেন, আমি তাঁর এই ভবিষ্যত বাণী'র পর সর্বদা ধারণা করতাম যে, তাঁর কথা মতো আমি এই বিষয়ে তথা ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে বড় পরীক্ষায় লিপ্ত হবো। অবশেষে আমি এই পরীক্ষায় লিপ্ত হয়ে গেলাম।[৭৩]

৫৭. ইমাম হোসাইন (রা.)'র শাহাদত সম্পর্কে অগ্রিম সংবাদ :

ইমাম হাকেম, বায়হাকী (র.) হযরত উম্মুল ফযল বিনতে হারেস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদিন আমি হযরত হোসাইন (রা.)কে নিয়ে রাসূল ﷺ'র কাছে গেলাম এবং তাকে তাঁর কোলে রাখলাম। আমি দেখলাম যে, তাঁর দু'চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। আর তিনি বললেন, আমার কাছে হযরত জিব্রাঈল (আ.) এসে আমাকে বলে গেল যে, আমার উম্মতে অচিরেই আমার এই সন্তানকে হত্যা করবে। হযরত জিব্রাঈল (আ.) তার হত্যার স্থানের লাল রঙের মাটিও আমার কাছে নিয়ে এসেছে।[৭৪]

৫৮. হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত ও অন্ধ হওয়া :

ইমাম বায়হাকী (র.) হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, যায়েদ অসুস্থ হলে রাসূল ﷺ তাকে দেখতে যান এবং বলেন, এই অসুখে তোমাকে কোন ক্ষতি করবেনা তবে তুমি কি করবে যখন আমার ইন্তেকালের পর তুমি দীর্ঘ হায়াত পাবে এবং অন্ধ হয়ে যাবে? যায়েদ বলল, আমি আল্লাহর কাছে সওয়াবের আশা করবো আর ধৈর্যধারণ করবো। রাসূল ﷺ বললেন- اذن تدخل الجنّة بغير حساب "তবে তুমি বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" অতঃপর নবী করিম ﷺ'র ইন্তেকালের পর যায়েদ অন্ধ হয়ে গিয়েছিল পরে আল্লাহ তায়ালা তার দৃষ্টিশক্তি ফেরৎ দেন। এরপর তিনি ইন্তেকাল করেন।[৭৫]

৫৯. উম্মতে মুহাম্মদী তিয়াত্তর দলে বিভক্তি :

ইমাম বায়হাকী ও হাকেম (র.) হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, ইহুদীরা একাত্তর বা বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল এবং খৃষ্টানরাও একাত্তর বা বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল আর আমার উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে।

অপর বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, আমার উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে তন্মধ্যে এক দল ব্যতীত সব দল জাহান্নামে যাবে। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করেন, সেটি কোন দল? তিনি বললেন, ما انا عليه اليوم واصحابى "আজ যে পথে আমি এবং আমার সাহাবায়ে কিরাম আছি সে পথের অনুসারীগণই হবে জান্নাতী।"[৭৬]

৬০. বাতিল ফের্কার আগমণ :

ইমাম তাবরানী (র.) হযরত আবু সাঈদ খুদুরী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আমার উম্মতের মধ্যে দু'প্রকারের বাতিল ফেরকার আগমণ

[৭৩]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:২য়, পৃ:১৯৯
[৭৪]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:২য়, পৃ:২১২
[৭৫]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:২য়, পৃ:২৪১
[৭৬]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:২য়, পৃ:২৪৮

ঘটবে। ইসলামে তাদের কোন অংশ নেই। তন্মধ্যে একটি হল কাদরীয়া আর অপরটি হল জাবরীয়া।[৭৭]

৬১. বদর ময়দানে কাফেরদের মৃত্যুর স্থান নির্ণয় :

ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ ও বায়হাকী (র.) হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ বদর যুদ্ধের পূর্ব রাতে এরশাদ করেন, আগামীকাল ইনশাল্লাহ এই স্থানটি অমুকের হত্যার স্থান, এই বলে স্থান নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে তিনি মাটিতে হাত রেখেছেন। এই স্থানটি আগামীকাল অমুকের হত্যার স্থান ইন্শাল্লাহ এই বলে তিনি হাত মোবারক মাটিতে রাখেন। এই স্থানটি আগামীকাল অমুক ব্যক্তির হত্যার স্থান ইনশাল্লাহ এই বলে তিনি হাত মোবারক মাটিতে রাখেন। হযরত আনাস খোদার শপথ করে বলেন, তাঁর স্থান নির্ধারণে বিন্দুমাত্রও ত্রুটি হয়নি। যার নামে যে স্থান তিনি নির্ধারণ করে দিয়েছেন সে ব্যক্তি সেখানেই পরাজিত হয়েছিল। তারপর তাদেরকে 'কালীবে বদর' নামক স্থানে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

নবী করিম ﷺ সেখানে গিয়ে বললেন, হে অমুকের ছেলে অমুক! هل وجدتم ماوعـد ربكـم حقًـا "তোমাদের প্রভূ যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তোমাদেরকে তোমরা তা সত্য পেয়েছ?" فانى وجدت ما وعـدنى ربّـى حقًـا "আমার প্রভূ আমাকে যে ওয়াদা দিয়েছিলেন আমিতো তা সত্য পেয়েছি।" উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি প্রাণ বিহীন শরীরের সাথে কথা বলতেছেন? তিনি বললেন, তোমরা তাদের চেয়ে বেশী শুনতে পাওনা, তবে তাদের এতটুকু শক্তি নেই যে, তারা আমার কথার জবাব দেবে।[৭৮]

অন্য বর্ণনায় বদর ময়দানে কাফেরদের নাম ধরে ধরে তাদের মৃত্যুর স্থান ও সময় পর্যন্ত রাসূল ﷺ নির্ণয় করে দিয়েছিলেন। (সংকলক)

৬২. উকবা ইবনে আবি মুয়ীত'র মৃত্যু সংবাদ :

হযরত আবু নঈম বিশুদ্ধ সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, উকবা ইবনে আবি মুয়ীত একদা রাসূল ﷺকে খাবারের দাওয়াত দেয়। নবী করিম ﷺ বললেন- ما انا باكل حتى تشهد ان لآ اله الاّ الله وانى رسول الله

"আমি খাবার খাবোনা যতক্ষন না তুমি সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই আর আমি হলাম আল্লাহর রাসূল।" অতঃপর উকবা এরূপ সাক্ষ্য দিল। তার এক বন্ধু তার সাক্ষাতে এসে এই সাক্ষ্য সম্পর্কে শুনে তাকে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করল। সে বলল, আচ্ছা এখন বল কি করলে কুরাইশদের অন্তর থেকে আমার প্রতি ঘৃণা চলে যাবে আর আমার হারিয়ে যাওয়া সম্মান পুনরায় ফেরৎ আসবে?

তার বন্ধু তাকে পরামর্শ দিল যে, তুমি মুহাম্মদের মজলিসে গিয়ে যদি তাঁর মুখে থু থু নিক্ষেপ কর তবেই তোমার প্রতি কুরাইশের ঘৃণা মুছে যাবে এবং তুমি তোমার সম্মান ফেরৎ

৭৭. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:২য়, পৃ:২৫১
৭৮. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:১ম, পৃ:৩২৮

পাবে। উকবা গিয়ে রাসূল ﷺ'র চেহারা মোবারকে থু থু নিক্ষেপ করল। রাসূল ﷺ চেহারা মোবারক থেকে থু থু মুছে নেন এবং বললেন, যদি মক্কার পাহাড়ের বাইরে তোমাকে পাই তবে ধৈর্য্যের অস্ত্র দ্বারা তোমার গর্দান কেটে দেবো।

বদর যুদ্ধের দিন তার সঙ্গী-সাথীরা যুদ্ধের জন্য বের হলে উকবা সৈন্যদের সাথে বাইরে যেতে অস্বীকার করল এবং বলল ঐ ব্যক্তি (মুহাম্মদ) আমাকে পাহাড়ের বাইরে পেলে ধৈর্য্যের অস্ত্র দিয়ে আমাকে হত্যা করবে বলে বলেছে। এতে তার লোকেরা বলল, আমরা আপনাকে লাল বর্ণের দ্রুতগামী উন্নত মানের উটনী দিচ্ছি। তিনি আপনাকে পাবে না। যদি পলায়ন করতে হয় তবে দ্রুতগতিতে পলায়ন করতে পারবেন।

অতঃপর তাদের কথায় বাধ্য হয়ে সে তাদের সাথে যুদ্ধে বের হল। তারা যখন পরাজিত হল তখন সে সেই নির্দিষ্ট উটনীর উপর আরোহণ করে পলায়ন করতে লাগল। তার উটনী তাকে একটি উন্মুক্ত ময়দানে নিয়ে পিঠ থেকে ফেলে দিল। ফলে সে মুসলমানদের হাতে বন্দী হল। আর নবী করিম ﷺ ধৈর্য্যের মাধ্যমে তার গর্দান উড়িয়ে দিলেন।[৭৯]

৬৩. আগমনের পূর্বেই সংবাদ প্রদান :

হামদানী 'আল আনসাব' গ্রন্থে বলেন, হারেস ইবনে আবদে কিলাল হুমাইরী ইয়েমেনের বাদশা ছিল। সে নবী করিম ﷺ এর কাছে আসে। নবী করিম ﷺ তার আগমনের পূর্বেই সাহাবায়ে কিরামকে বলেছিলেন, তোমাদের নিকট এমন ব্যক্তি আসবে যে كـريم الجـدين কারীমুল জিদ্দাইন ও صبيح الخـدين সবীহুল খাদ্দাইন। অতঃপর হারেস এসে মুসলমান হয়ে গেল। তিনি তার সাথে কোলাকুলি করেছেন এবং তার জন্য স্বীয় চাদর বিছিয়ে দিয়েছিলেন।[৮০]

৬৪. হযরত মুহাম্মদ বিন হানফিয়্যা (র.)'র জন্ম সংবাদ :

ইমাম বায়হাকী (র.) হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ আমাকে বলেছিলেন, سيولدلك بعدى غلام قد نحلته اسمـى وكنـيتى " আমার ইন্তেকালের পর অচিরেই তোমার এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। তুমি তার নাম ও উপনাম আমার নাম ও উপনামে রাখবে।"[৮১]

৬৫. মদীনায় বসে হাউযে কাউসার দেখা :

হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার নবী করিম ﷺ বের হয়ে মৃত ব্যক্তির সালাতে জানাযার ন্যায় ওহুদ যুদ্ধে শাহাদত বরণকারী সাহাবায়ে কেরামের কবরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলেন। তারপর ফিরে এসে মিম্বরে আরোহণ করে

৭৯. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:১ম, পৃ:৩৪১
৮০. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:২য়, পৃ:৪৬
৮১. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:২য়, পৃ:২২৬

বললেন, আমি তোমাদের জন্য অগ্রগামী ব্যক্তি। আমি তোমাদের পক্ষে আল্লাহর দরবারে সাক্ষ্য প্রদান করব। আল্লাহর কসম, আমি এখানে বসে থেকেই আমার হাউযে কাউসার দেখতে পাচ্ছি। পৃথিবীর ধন-ভান্ডারের চাবি আমার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর কসম, আমার ওফাতের পর তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে-এ আশঙ্খা আমার নেই। তবে আমি তোমাদের সম্পর্কে এ ভয় করি যে, পার্থিব ধন-সম্পদের প্রাচুর্য ও মোহ তোমাদেরকে আত্মকলহে লিপ্ত করবে।[৮২]

৬৬. ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী ব্যক্তি :

হযরত আবু সাঈদ খুদুরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ'র দরবারে উপস্থিত ছিলাম। তিনি কিছু গণীমতের মাল বন্টন করছিলেন। তখন বনু তামীম গোত্রের জুলখোয়াই সিরাহ্ নামে এক ব্যক্তি এসে হাযির হল এবং বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি (বন্টনে) ইন্সাফ করুন। তিনি বললেন, তোমার দুর্ভাগ্য! আমি যদি ইনসাফ না করি, তবে ইনসাফ করবে কে? আমিতো নিষ্ফল ও ক্ষতিগ্রস্ত হবো যদি ইনসাফ না করি। হযরত ওমর (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন আমি এর গর্দান উড়িয়ে দিই। তিনি বললেন, একে যেতে দাও, তার এমন কিছু সঙ্গী-সাথী রয়েছে তোমারা তাদের সালাতের তুলনায় নিজেদের সালাত ও সিয়ামকে তুচ্ছ বলে মনে করবে। এরা কুরআন পাঠ করে, কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালীর নিম্নদেশে প্রবেশ করেনা। তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে (দ্রুত) বেরিয়ে যাবে যেমন তীর ধনুক থেকে বেরিয়ে যায়। তীরের অগ্রভাগের লোহা দেখা যাবে কিন্তু (শিকারের) কোন চিহ্ন পাওয়া যাবে না। কাঠের অংশটুকু দেখলে তাতেও কিছু পাওয়া যাবেনা। মধ্যবর্তী অংশটুকু দেখলে তাতেও কিছু পাওয়া যাবে না। তার পালক দেখলে তাতেও কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না, অথচ তীরটি শিকারী জন্তুর নাড়িভুঁড়ি ভেদ করে রক্তমাংস অতিক্রম করে বেরিয়ে গেছে। এদের নিদর্শন হল এমন একটি কাল মানুষ যার একটি বাহু মেয়ে লোকের স্তনের ন্যায় অথবা মাংস টুকরার ন্যায় নড়াচড়া করবে। তারা লোকদের মধ্যে বিরোধকালে আত্মপ্রকাশ করবে।

হযরত আবু সাঈদ খুদুরী (রা.) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ'র নিকট থেকে একথা শুনেছি। আমি এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আলী ইবনে আবু তালেব (রা.) এদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। তখন হযরত আলী (রা.) ঐ ব্যক্তিকে তালাশ করে খুঁজে বের করতে আদেশ দিলেন। তালাশ করে যখন আনা হল, আমি মনোযোগের সহিত দৃষ্টিপাত করে তার মধ্যে ঐসব চিহ্নগুলি দেখতে পেলাম, যা নবী করিম ﷺ বলেছিলেন।[৮৩]

৬৭. ভন্ড নবীর আবির্ভাব :

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, হযরত আবু হুরাইরা (রা.) আমাকে জানিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (একদিন) আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, স্বপ্নে দেখতে পেলাম আমার

[৮২]. ইমাম বুখারী, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (র.) (২৫৬হি.), সহীহ বুখারী শরীফ, আরবী, ইউপি, ইন্ডিয়া, পৃ:৫০৭, হাদিস নং ৩৩৪১
[৮৩]. ইমাম বুখারী, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (র.), সহীহ বুখারী শরীফ, আরবী, ইউপি, ইন্ডিয়া, পৃ:৫০৯, হাদিস নং ৩৩৫২

দু'হাতে সোনার দু'টি বালা শোভা পাচ্ছে। বালা দু'টি আমাকে ভাবিয়ে তুলল। স্বপ্নেই আমার নিকট অহী এল, আপনি ফুঁ দিন। আমি তাই করলাম। বালা দু'টি উড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি স্বপ্নের ব্যাখ্যা এভাবে করলাম, আমার পর দু'জন কায্যাব (চরম মিথ্যাবাদী তথা ভন্ডনবী) আবির্ভূত হবে। এদের একজন আসওয়াদ আনসী, অপরজন ইয়ামামার বাসিন্দা মুসায়লামাতুল কায্যাব।[৮৪]

৬৮. হযরত হাসান (রা.) সমঝোতাকারী হবে :

হযরত আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ একদিন হযরত হাসান (রা.)কে নিয়ে বেরিয়ে এলেন এবং তাঁকে সহ মিম্বরে আরোহণ করলেন। তারপর বললেন, আমার এ ছেলেটি (নাতী) সাইয়্যেদ তথা সরদার। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা এর মাধ্যমে বিবাদমান দু'দল মুসলমানের আপোস (সমঝোতা) করিয়ে দেবেন।[৮৫]

৬৯. খায়বার যুদ্ধের অগ্রিম বিজয় সংবাদ :

হযরত সালমা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী (রা.) নবী করিম ﷺ'র সঙ্গে খায়বার যুদ্ধে যাননি। কেননা তাঁর চোখে অসুখ ছিল। এতে তিনি মনে মনে বললেন, আমি কি রাসূলুল্লাহ'র সঙ্গে জিহাদে যাবো না? তারপর তিনি বেরিয়ে পড়লেন এবং রাসূল ﷺ'র সাথে মিলিত হলেন। খায়বর বিজয়ের পূর্বরাত্রে (সন্ধ্যায়) রাসূল ﷺ বললেন, আগামী সকালে আমি এমন এক ব্যক্তিকে পতাকা প্রদান করব অথবা বলেছিলেন, এমন এক ব্যক্তি ঝান্ডা গ্রহণ করবে যাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালবাসেন। অথবা বলেছিলেন, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা (খায়বর) বিজয় দান করবেন। তারপর আমরা দেখতে পেলাম। তিনি হলেন হযরত আলী অথচ আমরা তাঁর সম্পর্কে এমনটি আশা করিনি। তাই সকলেই বলে উঠলেন, এই যে আলী (রা.)। রাসূলুল্লাহ ﷺ পরদিন তাঁকেই পতাকা দিলেন এবং তাঁর মাধ্যমেই আল্লাহ তায়ালা বিজয় দিলেন।[৮৬]

৭০. উমাইয়া ইবনে খালফের মৃত্যু সংবাদ :

হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, তাঁর ও উমাইয়্যা ইবনে খালফের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিল। উমাইয়্যা মদীনায় আসলে সা'দ এর অতিথি হত এবং সা'দ মক্কায় গেলে উমাইয়্যার আতিথেয়তা গ্রহণ করতেন। রাসূল ﷺ মদীনায় হিজরত করার পর একদা সা'দ ওমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কা গেলেন এবং উমাইয়্যার বাড়ীতে আবস্থান করলেন। সা'দ উমাইয়্যাকে নিয়ে দ্বিপ্রহরে কা'বা তাওয়াফ করার সময় আবু জেহেলের সাক্ষাৎ হয়।

তখন হযরত সা'দ এর সাথে আবু জেহেলের বাদানুবাদ হয়। এক পর্যায়ে সা'দ (রা.) আবু জেহেলকে উচ্চ কণ্ঠে হুমকি দিলে উমাইয়্যা তাঁকে বলল, হে সা'দ! এ উপত্যকার প্রধান সর্দার আবুল হাকামের (আবু জেহেল) সাথে এরূপ উচ্চস্বরে কথা বলিওনা। তখন

[৮৪]. ইমাম বুখারী, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (র.), সহীহ বুখারী শরীফ, আরবী ইউপি, ইন্ডিয়া, পৃ:৫১১, হাদিস নং ৩৩৬২
[৮৫]. ইমাম বুখারী, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (র.) (২৫৬হি.), সহীহ বুখারী শরীফ, আরবী, ইউপি, ইন্ডিয়া, পৃ:৫১২, হাদিস নং ৩৩৬৮
[৮৬]. ইমাম বুখারী, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (র.) (২৫৬হি.), সহীহ বুখারী শরীফ, আরবী, ইউপি, ইন্ডিয়া, পৃ:৫২৫, হাদিস নং ৩৪৩৭

সা'দ (রা.) বললেন, হে উমাইয়্যা! তুমি চুপ কর। আল্লাহর কসম, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺকে বলতে শুনেছি যে, তারা তোমার হত্যাকারী। উমাইয়্যা জিজ্ঞেস করল, মক্কার বুকে? সা'দ বললেন, তা জানিনা। উমাইয়্যা এতে অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল।

এরপর উমাইয়্যা বাড়ীতে গিয়ে তার স্ত্রীকে ডেকে বলল, হে উম্মে সফওয়ান! সা'দ আমার সম্পর্কে কি বলেছে জান? সে বলল, সা'দ তোমাকে কি বলেছে? উমাইয়্যা বলল, সে বলেছে যে, মুহাম্মদ নাকি তাদেরকে জানিয়েছে যে, তারা আমার হত্যাকারী। তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তা কি মক্কায়? সে বলল, তা আমি জানিনা। এরপর উমাইয়্যা বলল, আল্লাহর কসম, আমি কখনো মক্কা থেকে বের হবোনা।

কিন্তু বদর যুদ্ধের দিন সমাগত হলে আবু জেহেল সর্বস্তরের জনসাধারণকে সদলবলে যুদ্ধে বের হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলল, তোমরা তোমাদের কাফেলা রক্ষা করার জন্য অগ্রসর হও। উমাইয়্যা মক্কা ছেড়ে বের হওয়াকে অপছন্দ করলে আবু জেহেল এসে তাকে বলল, হে আবু সফওয়ান! তুমি এ উপত্যকার অধিবাসীদের একজন নেতা। তাই লোকেরা যখন দেখবে তুমি যুদ্ধে যাচ্ছনা তখন তারাও তোমার সাথে থেকে যাবে। অবশেষে বাধ্য হয়ে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য উত্তম উট ক্রয় করে প্রস্তুতি নিল। এতে তার স্ত্রী বলল, হে আবু সফওয়ান! তোমার মদীনাবাসী বন্ধু যা বলেছিলেন তা কি তুমি ভূলে গিয়েছ? সে বলল, না। আমি তাদের সাথে কিছুদূর যাবো মাত্র। অবশেষে রাসূল ﷺ'র ভবিষ্যৎবাণী মতে বদর যুদ্ধে আল্লাহর হুকুমে সে মারা গেল।[৮৭]

৭১. হাদিস অস্বীকারকারীর আগমন প্রসঙ্গে সংবাদ প্রদান :

ইমাম বায়হাকী (র.) হযরত মেকদাদ ইবনে মা'দী কারুবা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেছেন, সাবধান! আমাকে কিতাব (কুরআন) দেওয়া হয়েছে এবং কিতাবের সাথে কিতাবের সাদৃশ্যও (হাদিস) দেওয়া হয়েছে। অচিরেই এমন এক পেটুক বালিশে হেলান দিয়ে বসে বসে বলবে- তোমরা কুরআনকে আবশ্যক করে নাও। কুরআনে যা হালাল শুধু তাই হালাল আর কুরআনে যা হারাম শুধু তাই হারাম। অর্থাৎ তারা হাদিসকে অস্বীকার করবে।

ইমাম আবু দউদ ও বায়হাকী (র.) হযরত আবু রাফে (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি ঠেস দিয়ে বসে থাকবে। তার কাছে যখন আমার কোন হুকুম-আহকাম (হাদিস) বর্ণনা করা হবে যাতে কোন কাজের আদেশ বা নিষেধ থাকবে। তখন সে তা শুনে বলবে, আমরা এগুলো জানিনা। কিতাবুল্লাহ-এ আমরা যা পাই শুধু তাই অনুসরণ করি।[৮৮]

৭২. আশেকে রাসূল ﷺ'র আগমন :

ইমাম হাকেম (র.) হযরত আবু হোরাইরা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, ان انا سًا من امتى ياتون يعدى بود احدهم لواشترى رؤيتى باهله وماله

৮৭. ইমাম বুখারী, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (র.) (২৫৬হি.), সহীহ বুখারী শরীফ, আরবী, ইউপি, ইন্ডিয়া, পৃ:৫৬৩, হাদিস নং ৩৬৬৫
৮৮. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:২য়, পৃ:২৫৩-৫৪

"আমার ইন্তেকালের পরে এমন অনেক লোক আসবে যারা তাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের বিনিময়ে হলেও আমার সাক্ষাত ক্রয় করতে ভালবাসবে।" অর্থাৎ তারা আমার এমন আশেক হবে যে তাদের জীবনের সবকিছুর বিনিময়ে আমার দীদার লাভ করতে চাইবে।[৮৯]

৭৩. কূফা ও বাসরা সম্পর্কে ভবিষ্যত বাণী :

ইমাম আবু নঈম (র.) হযরত আবু যর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ কূফাবাসী সম্পর্কে আলোচনা করে বলেন, কূফাবাসীদের উপর বড় বড় বিপদ আসবে। এরপর তিনি বসরাবাসী সম্পর্কে আলোচনা করে বলেন, সেখানে অনেক মসজিদ হবে আর মুয়াজ্জিনের সংখ্যাও অনেক হবে। বাসরা থেকে যে পরিমাণ বালা মুসীবত দূরীভূত করা হবে, সমগ্র পৃথিবী থেকেও সে পরিমাণ দূরীভূত করা হবে না।[৯০]

৭৪. মুজাদ্দিদের আগমন :

ইমাম হাকেম (র.) হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, প্রতি শতাব্দির প্রারম্ভে আল্লাহ তায়ালা একজন মুজাদ্দিদ প্রেরণ করবেন যিনি এই উম্মতের দ্বীনের সংস্কার করবেন।[৯১]

৮৯. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:২য়, পৃ:২৫৫
৯০. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:২য়, পৃ:২৫৭
৯১. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:২য়, পৃ:২৫৮

কুদরতী নিরাপত্তা

৭৫. রাসূল ﷺ 'কে কাফেরের দৃষ্টি থেকে আড়াল রাখা হত :

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে এরশাদ করেন-

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴿٤٥﴾ الإسراء: ٤٥

"হে নবী! যখন আপনি কুরআন তেলাওয়াত করেন তখন আমি আপনাকে পরকালে অবিশ্বাসীদের থেকে আড়াল করে রাখি।" (সূরা আসরা, আয়াত নং ৪৫)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿٩﴾ يس: ٩

"আমি একটি আড়াল তাদের সামনে আর একটি আড়াল তাদের পেছনে সৃষ্টি করে দেই যাতে আমি তাদেরকে ঢেকে রাখি ফলে তারা দেখতে পায়না।" (সূরা ইয়াসিন - ৯)

হযরত আবু ইয়ালা ইবনে আবি হাতেম, বায়হাকী ও আবু নঈম (র.) হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, যখন সূরা 'তাব্বত ইয়াদা' নাযিল হল তখন আওরা বিনতে হারব রাগান্বিত অবস্থায় আসল এবং তার হাতে ছিল পাথর। এ সময় নবী করিম ﷺ ছিলেন মসজিদের পাশে। তাঁর সাথে হযরত আবু বকর (রা.)ও ছিলেন।

হযরত আবু বকর (রা.) যখন আওরাকে আসতে দেখেন তখন বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আওরা আসতেছে। আমার ভয় হচ্ছে হয়তো সে আপনাকে দেখবে এবং অনাকাঙ্খিত কিছু করে ফেলবে। তিনি বললেন, সে আমাকে দেখতে পাবে না। তিনি কুরআন মজীদ পাঠ করে নিজেকে হেফাযত করেছেন। আওরা এসে হযরত আবু বকর (রা.)'র কাছে দাড়াল কিন্তু রাসূল ﷺকে দেখতে পেলনা। আবু বকরকে বলল, তোমার সঙ্গী আমার ব্যাপারে কটুক্তি করেছে। আবু বকর (রা.) বললেন, বায়তুল্লাহ'র শপথ! তিনি তোমার বিরুদ্ধে কটুক্তি করেন নি।

হযরত আবু বকর আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে আপনাকে দেখেনি। তিনি বললেন, তার ও আমার মধ্যখানে একজন ফেরেস্তা ছিলেন যিনি স্বীয় পাখা দিয়ে আমাকে সে চলে যাওয়া পর্যন্ত গোপন করে রেখেছেন।[৯২]

৭৬. চোখের সামনে থেকেও না দেখা :

বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا এর ব্যাখ্যায় বলেন, কুরাইশ কাফেরদের মাঝখানে আল্লাহ তায়ালা আড়াল করে

[৯২]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:১ম, পৃ:২১৩

দিয়েছেন। ফলে তারা রাসূল ﷺকে দেখতে পায়নি। কেননা বনী মাখযুম এর কিছু লোক হুযূর ﷺকে হত্যা করার ইচ্ছে পোষণ করল। যাদের মধ্যে আবু জেহেল ও ওয়ালিদ ইবনে মুগীরাও ছিল। রাসূল ﷺ যখন নামায আদায় করছিলেন তখন তারা তাঁর কিরাতের শব্দ শুনল আর ওয়ালিদকে হযরতকে হত্যা করার জন্য পাঠাল।

অতঃপর ওয়ালিদ হযরতের নামাজের স্থানে আসল এবং তাঁর কিরাতের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে কিন্তু তাঁকে দেখতে পাচ্ছে না। সে ফিরে গিয়ে ঘটনা সবাইকে অবহিত করল। এতে সবাই অবাক হয়ে আসল তারাও আওয়াজ শুনতেছে কিন্তু তাঁকে দেখতেছেনা। তারা পিছন থেকে আওয়াজ শুনলে পিছনে যায় কিন্তু সেখানে কিছু দেখতে পায়না। এভাবে বেশ কয়েকবার হওয়ার পর অবশেষে নিরাশ হয়ে তারা ফিরে যায়।[৯৩] এ সম্পর্কেই আল্লাহর বানী এসেছে- وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿٩﴾

৭৭. দুশমনের হাতে পাথর জমাট বেঁধে যওয়া :

হযরত আবু নঈম (র.) মু'তামার ইবনে সোলাইমান এর সূত্রে তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, বনী মাখযুমের জনৈক ব্যক্তি রাসূলের প্রতি নিক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে হাতে পাথর নিয়ে নবী'র দিকে অগ্রসর হল। সে যখন তাঁর নিকটে গেল তখন তিনি নামাজে সিজদারত অবস্থায় ছিলেন। সে পাথর নিক্ষেপের জন্য হাত উত্তোলন করলে পাথর হাতের সাথে জমাট বেঁধে গেল। শত চেষ্টা করেও পাথর ছুড়ে মারতে সক্ষম হলনা।

অতঃপর ব্যর্থ হয়ে সঙ্গীদের নিকট চলে আসলে তারা বলল, তুমি তো ঐ ব্যক্তির সাথে মোকাবেলায় কাপুরুষতার পরিচয় দিয়েছ। সে বলল, আমি কাপুরুষ নই বরং পাথর আমার হাতেই আছে কিন্তু ছুড়ে মারতে পারিনি। এতে তারা অবাক হয়ে গেল এবং তারা দেখল যে, পাথর তার হাতের আঙ্গুলের সাথে জমাট বেধে গেল। অতঃপর তারা তার আঙ্গুল চিকিৎসা (অপারেশন) করায়ে তাকে এ অবস্থা থেকে পরিত্রান করল এবং বলতে লাগল এটা তার অসৎ উদ্দেশ্যের কারণে কুদরতের পক্ষ থেকে হয়েছে।[৯৪]

৭৮. বাঘের মাধ্যমে হেফাযত :

ওয়াকেদী ও আবু নঈম (র.) হযরত উরওয়াহ ইবনে যুবাইর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, নদ্বর ইবনে হারেস সর্বদা রাসূল ﷺকে কষ্ট দিত ও বিরক্ত করত। একদা প্রচণ্ড গরমের মৌসুমে তিনি হাযতের (মল ত্যাগের) উদ্দেশ্যে "সানিয়াতুল হুজন" এর নিম্ন স্থানে তাশরীফ নেন। তাঁর স্বভাবই ছিল যে, হাযতের জন্যে তিনি বহুদূরে চলে যেতেন। নদ্বর তাঁকে দেখে চিন্তা করল যে, এরকম একাকী তাঁকে আর পাওয়া যাবে না। সুতরাং তাঁকে হত্যা করার এটাই সুবর্ণ সুযোগ।

[৯৩]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:১ম, পৃ:২১৪

[৯৪]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:২১৪ ও আবু নঈম ইস্পাহানী (র.) (৪৩০হি.), দালায়েলুন নবুয়ত, উর্দু, নয়া দিল্লী, পৃ:১৭৪

এরপর নদ্বর তাঁর দিকে গেলে হঠাৎ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পিছনে ফিরে আসল। পথে আবু জেহেলের সাক্ষাৎ হলে সে বলল, কোথা থেকে আসতেছ? উত্তরে নদ্বর বলল, আমি মুহাম্মদের পিছু নিয়েছিলাম তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে। কেননা তিন একাকী ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ দেখলাম যে, ভয়ংকর বাঘ হা করে এসে আমার মাথায় দাড়ালো এবং দাঁত দিয়ে আক্রমণের উপক্রম হয়েছে। আমি ঐ হিংস্র বাঘের ভয়ে ভীত হয়ে ফিরে আসলাম। আবু জেহেল বলল, এটা তাঁর একটা যাদু।[৯৫]

৭৯. সাফা-মারওয়া পাহাড় দ্বারা নিরাপত্তা :

তাবরানী ইবনে মুনদাহ ও আবু নঈম (র.) কায়েস হুবর এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হাকাম এর কন্যা বর্ণনা করেন, আমার দাদা হাকাম আমাকে বলেছেন যে, হে আমার কন্যা! আমি তোমাকে নিজের চোখে দেখা ঘটনা বর্ণনা করতেছি যে, একদিন আমরা সকলে মিলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলাম যে, রাসূল ﷺকে ধরবো। তারপর আমরা এমন বিকট শব্দ শুনলাম যে, ভাবলাম এতে 'তাহামা' নামক পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়েছে। আর আমরা অজ্ঞান হয়ে গেলাম। রাসূল ﷺ নামায শেষ করে ঘরে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত আমাদের হুঁশ ছিলনা। তারপর পরের রাতে আমরা পুনরায় ঐ কাজের জন্য ওয়াদাবদ্ধ হলাম। যখন তিনি তাশরীফ আনেন তখন আমরা তাঁর দিকে গিয়ে দেখি সাফা ও মারওয়া উভয় পাহাড় এসে পরস্পর মিলে আমাদের এবং তাঁর মধ্যে আড়াল হয়ে গেল। খোদার শপথ! এবারের পরিকল্পনাও ব্যর্থ হল এমনকি আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে ইসলাম গ্রহণের তাওফিক দান করেছেন এবং ইসলামে আসার অনুমতি প্রদান করেছেন।[৯৬]

৮০. রুকানা পলোয়ানের পরাজয় :

ইমাম বায়হাকী (র.) রুকানা ইবনে আবদে ইয়াযিদ থেকে বর্ণনা করেন। রুকানা একজন বিশাল শক্তিধর লোক ছিলেন। তিনি বলেন, আমি এবং নবী করিম ﷺ আবু তালেবের চারণ ভুমিতে বকরী চরাচ্ছিলাম। তিনি একদিন আমাকে বললেন, তুমি কি আমার সাথে কুস্তি লড়বে? আমি বললাম, আপনি কি আমার সাথে কুস্তি লড়তে চান? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম কোন শর্তে? তিনি বললেন, এই বকরীগুলো থেকে একটি বকরীর শর্তে।

তারপর আমি তাঁর সাথে কুস্তি লড়লাম কিন্তু আমাকে পরাজিত করে দেন আর একটি বকরী আমার থেকে নিয়ে নিলেন। তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন, দ্বিতীয় বার লড়বে? আমি রাজী হলাম। দ্বিতীয়বারও তিনি আমাকে পরাজিত করলেন এবং একটি বকরী নিয়ে নিলেন। আর আমি চারিদিকে দেখতে লাগলাম আমার পরাজিত হওয়া কেউ দেখছে কিনা? তিনি বললেন, তোমার কি হল যে, তুমি চতুর্দিকে দেখতেছ যে, আমি বললাম, অন্যান্য রাখালগণ আমাকে দেখছে কিনা দেখতেছি। কারণ তারা আমার এ দূর্বলতা ও অক্ষমতা দেখলে আমার

৯৫. আবু নঈম ইস্পাহানী (র.) (৪৩০হি.), দালায়েলুন নবুয়ত, উর্দু, নয়া দিল্লী, পৃ:১৭৮ ও ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:১ম, পৃ:২১৫

৯৬. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:১ম, পৃ:২১৫

উপর বাহাদুরী করা শুরু করবে অথচ আমি হলাম আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী পলোয়ান।

তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, তৃতীয়বার লড়বে? আমাকে পরাজিত করতে পারলে একটি বকরী পাবে। আমি বললাম, হ্যাঁ, লড়বো। এবারও তিনি আমাকে পরাজিত করলেন এবং আরো একটি বকরী নিয়ে নিলেন। আর আমি অত্যন্ত চিন্তিত ও মর্মাহত অবস্থায় বসে রইলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, রুকানা! তোমার কি হল? আমি বললাম, আমি আবদে ইয়াযিদ'র নিকট যাচ্ছি। তাদের তিনটি বকরী আমি আপনাকে দিয়ে দিলাম। অথচ আমি মনে করতাম কুরাইশদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে শক্তিশালী। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, চতুর্থবার লড়বে? আমি বললাম, তিনবার পরাজয় হওয়ার পর আর সাহস পাচ্ছিনা। তিনি বললেন, তোমার বকরী তোমাকে ফেরৎ দেবো। তারপর তিনি আমার বকরী আমাকে ফেরৎ দিলেন। কিছুদিন পর তাঁর নবুয়ত প্রকাশ পেলে আমি তাঁর খেদমতে এসে ইসলাম গ্রহণ করলাম আর আমি বুঝতে পারলাম সেদিন তিনি আমাকে তাঁর স্বীয় শক্তি দ্বারা পরাজিত করেননি বরং অন্য কোন (খোদায়ী) শক্তি দিয়ে পরাজিত করেছেন।[৯৭]

৮১. হাত তরবারীর সাথে আটকে যাওয়া :

হযরত আবু নঈম (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, আরবাদ ইবনে কায়েস ও আমের ইবনে তোফায়েল রাসূল ﷺ'র দরবারে এসেছিল। আমের বলল, আপনার পরে যদি আমাকে হুকুমতের দায়িত্ব প্রদান করেন তবে আমি মুসলমান হয়ে যাবো। রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, হে আমের! এটা তুমি এবং তোমার কওমের জন্য নয়। সে বলল, আল্লাহর কসম, আমি আপনার বিরুদ্ধে মদীনাকে ঘোড়া ও লোকে লোকারণ্য করো দেবো। রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহ তোমাকে এ কাজ থেকে বিরত রাখুক।

অতঃপর তারা উভয় যখন বের হল তখন আমের আরবাদকে বলল, আমি মুহাম্মদের সাথে আলাপে নিয়োজিত রেখে তাকে ভুলিয়ে রাখবো আর এ সুযোগে তুমি তরবারী মেরে দিবে। আরবাদ বলল, ঠিক আছে তাই হবে। তারপর তারা উভয় পুনরায় ফিরে এসে আমের বলল, হে মুহাম্মদ! আসুন, আমার পাশে দাঁড়ান, আপনার সাথে কথা বলবো। তিনি তার সাথে দাঁড়ালেন আর আরবাদ মিয়ান থেকে তরবারী বের করতে হাত দিলে হাত তরবারীর সাথে আটকে যায়। ফলে শত চেষ্টা করেও হাতে তরবারী নিয়ে আঘাত করতে ব্যর্থ হল। তারপর তারা উভয় ফিরে যাওয়ার পথে 'রকম' নামক একটি কূপের নিকটে পৌঁছলে আল্লাহ তায়ালা আরবাদের উপর এমন বজ্রধ্বনি ও গর্জন প্রেরণ করেন যাতে সে মারা যায় আর আমের এমনভাবে আহত হল যে, সেও মারা গেল।[৯৮] তখন আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করেন- اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى থেকে شَدِيْدُ الْمِحَالِ পর্যন্ত। (সূরা রা'দ ৮-১৩)

৯৭. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:১ম, পৃ:২১৬

৯৮. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:২৯ ও আবু নঈম ইস্পাহানী (র.) (৪৩০হি.), দালায়েলুন নবুয়ত, উর্দু, নতুন দিল্লি, পৃ:১৮১

৮২. ছাগলের গোশত কথা বলা :

আবু নঈম (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বদর যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে রাস্তায় এক ইহুদী মহিলার সাক্ষাত হল যার মাথায় খাবার বর্তন ছিল। তাতে ভূনা ছাগলের মাংস ছিল। এ সময় রাসূল ﷺ ক্ষুধার্ত ছিলেন। মহিলা বলল আলহামদুলিল্লাহ, হে মুহাম্মদ! আমি মান্নত করেছি যে, আপনি যদি সহি সালামতে ফেরৎ আসেন তবে এই ছাগল যবেহ করে ভূনা করে আপনাকে খাওয়াবো।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা ঐ ছাগলের গোশতে বাক শক্তি দান করলেন ফলে সেই গোশত স্পষ্ট ভাষায় বলেছিল, হে মুহাম্মদ! ﷺ আপনি খাবেন না, আমি বিষ মিশ্রিত।[৯৯]

৮৩. মাকড়সার খেদমত :

হযরত ইবনে সা'দ (র.), হযরত ইবনে আব্বাস, আলী, আয়েশা বিনতে আবি বকর, আয়েশা বিনতে কুদাম ও সুরাকাহ ইবনে জু'শাম (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ ঘর থেকে বের হলেন অথচ কাফেররা তাঁর দরজায় বসে আছে। তিনি একমুষ্টি পাথর হাতে নিয়ে তাদের মাথার দিকে নিক্ষেপ করে সূরা ইয়াসিন তিলাওয়াত করতে করতে বেরিয়ে গেলেন। অর্থাৎ হিযরতের রাতে রাসূল ﷺকে হত্যার উদ্দেশ্যে রাতে তাঁর ঘরের দরজায় কাফেররা অপেক্ষমান ছিল। কিন্তু তিনি তাদের প্রতি একমুষ্টি পাথর নিক্ষেপ করে তাদের চোখের সম্মুখ দিয়ে চলে আসেন তারা তাঁকে দেখতে পায়নি। কেউ বলল, তোমরা কার অপেক্ষায় আছ? তারা বলল, মুহাম্মদের অপেক্ষায় আছি। সে বলল, খোদার কসম! তিনি তো তোমাদের থেকে চলে গিয়েছেন। তারা বলল, খোদার কসম, আমরা তো তাঁকে যেতে দেখিনি। অতঃপর তারা মুখ থেকে মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে দাঁড়িয়ে গেল আর নবী করিম ﷺ ও হযরত আবু বকর (রা.) সওর পর্বতের দিকে চলে যান এবং পর্বতের একটি গুহায় প্রবেশ করেন। গুহার মুখে মাকড়সা জাল বুনে দিল। (অপর বর্ণনায় আছে কবুতরে ডিম দিয়েছিল।) কুরাইশরা তাঁকে অনেক তালাশ করতে করতে গুহার মুখে পৌঁছে গেল। তাদের কেউ বলল, গুহায় খুঁজে দেখ। অপরজন বলল, গুহার মুখে তো এমন পুরাতন মাকড়সার জাল যা মুহাম্মদের জন্মের পূর্বের। এই কথা বলে তারা ফিরে গেল।[১০০]

৮৪. ঘোড়াসহ মাটিতে ধ্বসে যাওয়া :

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র.) হযরত আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হিযরতের সময় কুরাইশ আমাদের তালাশ করেও সুরাকা ইবনে মালিক ছাড়া কেউ আমাদের সন্ধান পায়নি। সে তার ঘোড়ার উপর আরোহণ ছিল। আমি বললাম, হে আল্লাহ'র রাসূল! এই অন্বেষণকারী আমাদের নিকটে পৌঁছে গেছে। তিনি বললেন, لاتحزن انّ الله معنا "তুমি চিন্তা করোনা, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন"।

---

৯৯. ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০হি.), হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, উর্দু, গুজরাট, খণ্ড:১ম, পৃ:৭১৮

১০০. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:১ম, পৃ:৩০৪

যখন আমাদের ও তার মাঝে এক বা তিন তীর পরিমাণ দূরত্ব বাকী ছিল তখন রাসূল ﷺ দোয়া করে বলেন- اللهم اكفناه بما شئت "হে আল্লাহ! আপনি যেভাবে চান তার অনিষ্ট থেকে আমাদের রক্ষা করুন।" সাথে সাথে তার ঘোড়া তাকে নিয়ে পেট পর্যন্ত মাটিতে ধ্বসে গেল।

সুরাকা বলল, হে মুহাম্মদ! আমি বুঝেছি যে, এটা আপনার কাজ অর্থাৎ আপনার দোয়ার কারণেই আমার এই অবস্থা। সুতরাং আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন এই বিপদ থেকে আমি মুক্তি পাই। খোদার শপথ! যারা আমার পেছনে আপনাকে খুঁজতে আসতেছে আমি তাদেরকে অন্ধ বানিয়ে দেবো অর্থাৎ তাদেরকে ফিরিয়ে দেবো। অতঃপর তিনি তার জন্য দোয়া করলেন ফলে সে ফিরে গেল।[১০১]

৮৫. হযরত জিব্রাঈল (আ.) কর্তৃক সুরক্ষা :

ওয়াকেদী (র.) মুহাম্মদ ইবনে যিয়াদ, যায়েদ ইবনে আবি এতাব থেকে অপর বর্ণনায় দ্বাহ্হাক ইবনে ওসমান ও আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ অবগত হলেন যে, গাতফান গোত্রের বনী সা'লাবার লোকেরা 'যিআমর' নামক স্থানে একত্রিত হয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য হল রাসূল ﷺকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে রাখা। তাদের সরদার হল দা'সূর ইবনে হারেস। রাসূল ﷺ এই খবর শুনে সাড়ে চারশ জন লোক নিয়ে সেদিকে রওয়ানা হলেন। তাদের সাথে ঘোড়াও ছিল। কাফেরের দল ভয়ে পাহাড়ের চূড়ায় আত্মগোপন করল। রাসূল ﷺ 'যিআমর' নামক স্থানে সৈন্য সহ অবতরণ করেন। এ সময় এখানে প্রচন্ড বৃষ্টি হয়েছিল। রাসূল ﷺ হাযত সারতে গেলে বৃষ্টির পানিতে তাঁর জামা ভিজে গেল। তিনি উপত্যকার একটি গাছের নীচে গিয়ে জামা খুলে মুচড়িয়ে পানি ফেলে দিয়ে শুকানোর জন্য বিলিয়ে দেন আর গাছের নীচে শুয়ে পড়েন। গ্রাম্য শত্রুরা এ অবস্থা দেখে তাদের সরদারকে বলল, হে দা'সূর! তুমি আমাদের সরদার ও একজন বীর বাহাদুর ব্যক্তি। এ সময় তুমি মুহাম্মদের উপর বিজয় হতে পারবে। কেননা তিনি এখন তাঁর সঙ্গীদের থেকে দূরে একাকী অবস্থান করতেছেন।

দা'সূর একটি ধারালো উন্মুক্ত তরবারী নিয়ে হুযূর ﷺ'র সামনে আসল এবং বলল, হে মুহাম্মদ! তোমাকে আজ আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে? তিনি সাহসীকতার সাথে উত্তর দিলেন, আল্লাহ আমাকে রক্ষা করবেন। হযরত জিব্রাঈল (আ.) দা'সূর এর বক্ষে জোরে আঘাত করলেন ফলে তার হাত থেকে তরবারী পড়ে গেল। তখন রাসূল ﷺ ঐ তরবারী তুলে নেন এবং দা'সূরের মাথার উপর তরবারী ধরে বললেন, এখন তোমাকে আমার কাছ থেকে কে রক্ষা করবে? উত্তরে সে বলল, কেউ রক্ষা করতে পারবে না এই বলে সে কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল। রাসূল ﷺ তার তরবারী তাকে দিয়ে দেন এবং সে একটু পিছে গিয়ে আবার সামনে এসে বলল, খোদার কসম! আপনি আমার থেকে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। রাসূল ﷺ বলেন, আমি তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হওয়ার অধিক হকদার।

---

১০১. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:১ম, পৃ:৩০৬

দা'সূর তার সম্প্রদায়ের লোকের কাছে ফিরে গেলে তারা তাকে বলল, আফসোস! তুমি গিয়ে আক্রমনের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলে কিন্তু তাঁর সাথে কিছু কথা বলে ফেরৎ এসেছ। অথচ তুমি ছিলে অস্ত্রধারী আর তিনি ছিলেন ঘুমন্ত। সে বলল, খোদার শপথ! আমার উদ্দেশ্যও তাকে হত্যা করা ছিল কিন্তু যখন আমি তাঁর কাছে গেলাম হঠাৎ একজন শুভ্র রঙের লম্বা লোক আমার দৃষ্টিগোচর হল। সে আমার বক্ষে সজোরে আঘাত করলে আমি নীচে পড়ে গেলাম। আমি জানতে পারলাম যে, তিনি একজন ফেরেস্তা আর আমি সাক্ষ্য দিলাম যে, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। তখন সে তার সম্প্রদায়কে ইসলামের দিকে আহ্বান করতে লাগলেন।[১০২] এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে এই আয়াত নাযিল হয়–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوٓاْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ ﴿١١﴾ المائدة: ١١

"হে মু'মিনগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের দিকে স্বীয় হস্ত প্রসারিত করতে সচেষ্ট হয়েছিল, তখন তিনি তাদের হস্ত তোমাদের থেকে প্রতিহত করে দিলেন।" (সূরা মায়েদাহ, আয়াত নং ১১)

৮৬. ফেরেস্তা কর্তৃক ছায়াদান :

ইবনে সা'দ ইবনে আসাকের (র.) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ ২৫ বছর বয়সে হযরত খাদীজা (রা.)'র মাল নিয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া যাত্রা করেন। সঙ্গে খদীজা (রা.)'র গোলাম মায়সারাও ছিল। মায়সারা বলে, যখন দুপুরে প্রচন্ড গরম আরম্ভ হত তখন আমি দু'জন ফেরেস্তাকে নবী করিম ﷺকে ছায়াদান করতে দেখতাম। সে এই দেখা ঘটনা সংরক্ষন করে রেখেছে। সিরিয়া থেকে ফিরে এসে মক্কায় প্রবেশ করার সময় দুপুর বেলা প্রচন্ড গরম ছিল। এ সময় হযরত খদীজা (রা.) স্বীয় বালাখানায় ছিলেন। তিনি রাসূল ﷺকে দেখেন যে, তিনি স্বীয় উটে আরোহণ অবস্থায় আছেন আর দু'জন ফেরেস্তা তাঁর উপর ছায়াদান করছেন। তিনি আশে পাশের সকল মহিলাদেরকে এই দৃশ্য দেখান। ফলে সকলেই অবাক হয়ে গেল এবং এই ঘটনা হযরত খদীজা মায়সারাকে অবহিত করলে সে বলল, যখন থেকে আমরা মক্কা থেকে রওয়ানা হয়েছিলাম তখন থেকে আমি এই দৃশ্য দেখতেছি। তখন মায়সারা এই সফরে সংঘটিত অলৌকিক ঘটনাসমূহ তাঁকে অবহিত করেন।[১০৩]

৮৭. শয়তান থেকে হেফাযত :

ওয়াকেদী ও আবু নঈম হযরত আতা'র সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, শয়তানরা ওহী'র কথা শুনতে পেতো। যখন আল্লাহ তায়ালা রাসূল ﷺকে প্রেরণ করেন তখন থেকে শয়তানকে এ কাজ থেকে বিরত রাখা

১০২. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:১ম, পৃ:৩৪৬

১০৩. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:১ম, পৃ:১৫৪

হয়েছে। সে তাদের নেতা ইবলিসকে এ ব্যাপারে অভিযোগ করলে ইবলিস বলল, নিশ্চয় কোন বড় ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে যার ফলে এরূপ করা হচ্ছে। অভিশপ্ত ইবলিশ জবলে আবু কুবাইস নামক পাহাড়ে উঠে দেখল যে, রাসূল ﷺ মাকামে ইব্রাহীমের পেছনে নামাজ পড়তেছেন। সে বলল, আমি আসতেছি আর তাঁর গর্দান ভেঙ্গে দিচ্ছি।

অতএব সে যখন আসল হযরত জিব্রাঈল (আ.) তখন তাঁর পাশেই ছিলেন। হযরত জিব্রাঈল (আ.) অভিশপ্ত ইবলিসকে ঠুকা মেরে অমুক স্থানে নিক্ষেপ করেছেন। অপর বর্ণনায় আছে- হযরত জিব্রাঈল তাকে উরদুন নামক উপত্যকায় নিক্ষেপ করেছেন।[১০৪]

৮৮. মানুষের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকা :

ইমাম তিরমিযি, বায়হাকী ও আবু নঈম (র.) হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺকে প্রথমে প্রথমে পাহারা দেওয়া হত। যখন والله يعصمك من الناس "আল্লাহ আপনাকে মানুষের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখবেন" আয়াত নাযিল হয় তখন তিনি তাবু থেকে মাথা মোবারক বের করে পাহারাদারদেরকে বললেন, তোমরা চলে যাও, স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই আমাকে হেফাযত করবেন।

ইমাম আহমদ, তাবরানী ও আবু নঈম (র.) জু'দাহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি একদা নবী করিম ﷺ'র দরবারে আসলাম। এ সময় তাঁর নিকট জনৈক ব্যক্তিকে আনা হল এবং বলা হল যে, এই লোকটি আপনাকে হত্যা করার ইচ্ছে করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তুমি ভয় করো না, ভয় পেয়োনা, যদি তুমি হত্যার ইচ্ছেও করতে তবুও আল্লাহ তোমাকে আমার উপর বল প্রয়োগের ক্ষমতা দিতেন না।[১০৫]

৮৯. আবু জেহেলের অনিষ্ট থেকে সুরক্ষা :

ইমাম মুসলিম (র.) হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবু জেহেল একদা লোকের কাছে জিজ্ঞেস করল যে, মুহাম্মদ কি তোমাদের সম্মুখে চেহারা মাটিতে রাখে অর্থাৎ সিজদা করে? লোকেরা বলল, হ্যাঁ। তখন আবু জেহেল বলল, লাত ও ওজ্জার কসম! যদি আমি তাঁকে এরূপ করতে দেখি তবে তার গর্দান গুড়িয়ে দেবো অথবা তার চেহারা ধুলি-বালি মিশ্রণ করে দেবো।

অতঃপর যখন তিনি নামাজ পড়তে লাগলেন তখন আবু জেহেল তার অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আসল। এ সময় সেখানে উপস্থিত লোকেরা দেখল যে, আবু জেহেল উল্টো দিকে পালাতে লাগল এবং স্বীয় উভয় হাত দ্বারা নিজেকে রক্ষা করতে লাগল। তাকে এর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে উত্তরে সে বলল, তখন আমার ও মুহাম্মদ'র মধ্যখানে একটি আগুনের গর্ত, ভয়ানক দৃশ্য ও কয়েকটি হাতের বাহু দেখেছি। নবী করিম ﷺ বললেন, যদি সে আমার নিকটে আসত তবে ফেরেস্তা তার একেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিনিয়ে

১০৪. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:১ম, পৃ:১৮৭

১০৫. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:১ম, পৃ:২১০

নিত। আর আল্লাহ তায়ালা كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى থেকে সূরা'র শেষ পর্যন্ত অবতীর্ণ করেন।[১০৬]

৯০. আবু জেহেল ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়া :

হযরত আবু নঈম সালাম ইবনে মিসকীন থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবু ইয়াযিদ মদনী ও আবু কুয'আ বাহেলী বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি আবু জেহেলের কাছে কর্জ পেতো। আবু জেহেল তা দিতে অস্বীকার করল। লোকেরা লোকটিকে বলল, আমরা তোমাকে এমন ব্যক্তির সংবাদ দেবো যিনি তোমার কর্জ উসূল করে দিতে পারবেন? সে বলল নিশ্চয় বল। তারা বলল, ইনি হলেন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ। তাঁর কাছে যাও। অতঃপর লোকটি তাঁর কাছে আসল। তিনি তাকে নিয়ে আবু জেহেলের কাছে গিয়ে বললেন, তার হক তাকে দিয়ে দাও। আবু জেহেল বলল, আচ্ছা দিচ্ছি। সে ঘরের ভিতরে গিয়ে টাকা এনে কর্জ আদায় করে দিল।

এতে লোকেরা তাকে বলল, তুমি তো মুহাম্মদ ﷺকে রীতিমত ভয় পেয়ে গিয়েছ। আবু জেহেল বলল, ঐ সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ, আমি তাঁর সাথে এমন কতিপয় লোক দেখেছি যাদের কাছে চকচকে ধারালো তীর ছিল। যদি আমি লোকটির হক আদায় না করতাম তবে আমার ভয় হচ্ছিল যে, ঐ তীর দিয়ে আমার পেট বিদীর্ণ করা হত।[১০৭]

৯১. জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া :

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র.) হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন নজদের দিকে সৈন্যদল সহ যাত্রাকালে রাসূল ﷺ'র সাথে আমিও ছিলাম। পথে তিনি একাধিক বৃক্ষ বিশিষ্ট উপত্যকায় যাত্রাবিরতি করলেন। লোকেরা কায়লুলা তথা দুপুরের বিশ্রাম নিতে বৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় নিল। রাসূল ﷺ ও একটি ববুল বৃক্ষের নীচে তাশরীফ নিয়ে স্বীয় তলোয়ার ঐ বৃক্ষে লটকিয়ে রেখে বিশ্রাম নিলেন। আমাদের চোখ লেগে আসল। হঠাৎ রাসূল ﷺ'র আহ্বানের শব্দ শুনে আমরা তাঁর খেদমতে হাযির হলাম। সেখানে তাঁর সম্মুখে একজন গ্রাম্য ব্যক্তি বসা দেখলাম। তিনি বললেন, এই গ্রাম্য ব্যক্তি এসে আমার নিদ্রা অবস্থায় আমার তলোয়ার নিয়ে নিল। আমি চোখ খুলে দেখি তার হাতে এই তলোয়ার উন্মুক্ত। সে আমাকে বলল, আপনাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে? আমি নির্বিঘ্নে বললাম, আমার আল্লাহই আমাকে রক্ষা করবেন। এই কথা বলার সাথে সাথে তার হাত হতে তলোয়ার পড়ে গেল। আর সে ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বসে পড়ল, পরে রাসূল ﷺ তাকে ক্ষমা করে দেন।[১০৮]

---

১০৬. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:১ম, পৃ:২১১ ও আবু নঈম ইস্পাহানী (র.) (৪৩০হি.), দালায়েলুন নবুয়ত, উর্দু, নয়া দিল্লী, পৃ: ১৮২

১০৭. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:১ম, পৃ:২১২

১০৮. ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০হি.), হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, উর্দু, গুজরাট, খন্ড:২য়, পৃ:১৯২

৯২. আবু জেহেল থেকে মুসাফিরের হক আদায় :

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মালিক ইবনে আবি সুফিয়ান সকফী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইরাশ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি উট বিক্রি করতে এসে আবু জেহেলের কাছে উট বিক্রি করল। আবু জেহেল মূল্য পরিশোধে বাহানা করে বিলম্ব করতে লাগল। ঐ ব্যক্তি কুরাইশদের এক মজলিসে এসে উপস্থিত হল। তখন নবী করিম ﷺ মসজিদে হারামের এক কোণায় অবস্থান করছিলেন। লোকটি উপস্থিত কুরাইশদের বলতে লাগল, তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছ, যে আবুল হাকাম ইবনে হেশাম (আবু জোহেল) থেকে আমার মূল্য আদায় করে দিতে পারবে? আমি একজন গরীব অসহায় মুসাফির। সে আমার হক দিচ্ছে না। মজলিসে উপস্থিত লোকেরা ঠাট্টা করে নবী করিম ﷺ'র দিকে ইঙ্গিত করে বলল, ঐ ব্যক্তিকে দেখতেছ? সেই আবু জেহেল থেকে তোমার হক আদায় করে দিতে পারবে। তার কাছে যাও।

লোকটি রাসূল ﷺ'র কাছে গিয়ে বলতে লাগল, হে আল্লাহর বান্দা! আবুল হাকাম ইবনে হেশাম আমার হক দিচ্ছেনা। আমি একজন গরীব অসহায় মুসাফির। আমি ঐ কওমের কাছে আমার হক আদায়ের ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনা করেছি। কিন্তু তারা আপনার দিকেই ইঙ্গিত করেছে। অর্থাৎ আপনিই নাকি তার থেকে আমার হক উসূল করে দিতে পারবেন। সুতরাং তার থেকে আমার প্রাপ্য উসূল করে দিন, আল্লাহ আপনার উপর দয়া করবেন। তিনি বললেন, আমি এক্ষুনি তার কাছে যাচ্ছি। এই বলে তিনি যাচ্ছিলেন আর কুরাইশরা একজন ব্যক্তিকে বলল, তুমি পিছে পিছে গিয়ে দেখ তার কি অবস্থা হয়। রাসূল ﷺ আবু জেহেলের ঘরে গিয়ে দরজায় করাঘাত করলে ভিতর থেকে সে বলল কে? তিনি উত্তর দিলেন, আমি মুহাম্মদ, বাইরে এসো, এবং আমার কথা শুন। আবু জেহেল বাইরে আসলে ভয়ে তার চেহারা হলুদ বর্ণের হয়ে গিয়েছিল। তিনি তাকে বললেন, তুমি এই গরীব মুসাফির ব্যক্তির হক দিচ্ছনা কেন? সে বলল, আচ্ছা দিচ্ছি, আপনি দাঁড়ান আমি নিয়ে আসছি। সে ভিতরে গিয়ে মূল্য এনে সেই মুসাফিরের হাতে অর্পন করলে তিনি মুসাফিরকে বিদায় দিয়ে চলে আসেন।

সেই মুসাফির পুনরায় মজলিশে এসে বলল, আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুন যিনি আমার হক উসূল করে দেন। ইত্যবসরে পিছে পিছে যাওয়া ব্যক্তি এসে পড়ল। উপস্থিত লোকেরা তার কাছে জিজ্ঞেস করল, তাঁর কি হল? সে বলল, আমি আশ্চর্যজনক দৃশ্য দেখেছি। মুহাম্মদ যখন দরজায় করাঘাত করলেন তখন আবু জেহেল এমন অবস্থায় আসল যেন ভয়ে শরীরে প্রাণই ছিলনা। তিনি তাকে বললেন, তার হক আদায় করে দাও। সে বলল, হ্যাঁ, দিচ্ছি আপনি একটু অপেক্ষা করুন, এক্ষুনি দিচ্ছি। সুতরাং একটু পরেই সে তার হক আদায় করে দিল।

এখনো তাদের কথা শেষ হয়নি আবু জেহেল এসে গেল। উপস্থিত লোকেরা বলল, খোদার শপথ, তোমাকে এরূপ ভীত হতে আমরা কখনো দেখিনি। আবু জেহেল বলল, খোদার শপথ, তিনি যখন দরজায় করাঘাত করলেন এবং আমি তাঁর শব্দ শুনি তখন আমার মন ভয়ে কাঁপতে লাগল। বাইরে এসে দেখি তাঁর মাথার উপর একটি বিরাট শক্তিশালী উট।

এরূপ বক্ষ, গর্দান ও দাঁত বিশিষ্ট উট আমি কখনো দেখিনি। খোদার কসম, আমি যদি অস্বীকার করতাম তবে সেই উট আমাকে খেয়ে ফেলতো।[১০৯]

৯৩. জিন শয়তান থেকে নিরাপত্তা লাভ :

হযরত আবু হোরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, এক ভয়ানক শয়তান জিন আজ রাতে আমার উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চালায় যেন আমার নামাযে বিঘ্ন ঘটে। আল্লাহ আমাকে তার উপর ক্ষমতা প্রদান করেন। ফলে আমি তাকে চেপে ধরেছি এবং মসজিদের স্তম্ভে বেঁধে রাখতে চেয়েছি যাতে সকালে সবাই তাকে দেখবে। কিন্তু হযরত সোলাইমান (আ.)'র এই দোয়া:

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِيٓ ۖ ﴿٣٥﴾ ص: ٣٥

"হে প্রভূ! আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে এমন ক্ষমতা দান করুন যা আমার পরে অন্য কেউ পাবেনা। (সূরা সা'দ, আয়াত ৩৫) আমার মনে পড়লে আমি তাকে ছেড়ে দিই আর সে ব্যর্থ হয়ে পালিয়ে যায়।"[১১০]

[১০৯]. আবু নঈম ইস্পাহানী (র.) (৪৩০হি.), দালায়েলুন নবুয়ত, উর্দু, নয়া দিল্লী, পৃ:১৮৪

[১১০]. আবু নঈম ইস্পাহানী (র.) (৪৩০হি.), দালায়েলুন নবুয়ত, উর্দু, নয়া দিল্লী, পৃ:৩৩০

দোয়া কবুল হওয়া

৯৪. তাৎক্ষনিক দোয়ার ফল :

ইমাম বায়হাকী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা রাসূল ﷺ'র নিকট একজন মেহেমান এসেছিলেন, তিনি তাঁর কোন এক স্ত্রীর কাছে কিছু খাবারের জন্য পাঠালেন। কিন্তু কারো কাছে কোন খাবার ছিলনা। তখন তিনি দোয়া করলেন- اللهم انى اسئلك من فضلك ورحمتك فانه لايملكها الا انت

"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আপনার দয়া ও মেহেরবাণী প্রার্থনা করছি। কারণ আপনি ছাড়া কেউ সক্ষম নন।" এই দোয়ার পর তাঁর কাছে ভূনা ছাগল হাদিয়া আসলে তিনি বলেন, هذه من فضل الله ونحن نظر الرحمة "ইহা আল্লাহর ফযল, আমরা এই রহমতের অপেক্ষায় ছিলাম।"[১১১]

৯৫. দোয়ায় রোগ মুক্তি :

ইমাম হাকেম, বায়হাকী ও আবু নঈম (র.) হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি একবার অসুস্থ হলে রাসূল ﷺ আমাকে দেখতে আসলেন। আর আমি প্রার্থনা করতেছি যে, হে আল্লাহ! যদি আমার মৃত্যু আসন্ন হয় তবে আমাকে এই রোগ থেকে মুক্তি দিন আর যদি বিলম্বে হয় তবে আমাকে আরোগ্য দান করুন। আর যদি এই অসুস্থতা পরীক্ষা স্বরূপ হয় তবে আমাকে ধৈর্যধারণ করার শক্তি দিন। তখন রাসূল ﷺ এই দোয়া করলেন, اللهم اشفه اللهم عافه। "হে আল্লাহ! তাকে শেফা ও সুস্থতা দান করুন।" তারপর তিনি আমাকে বললেন, তুমি দাঁড়াও, সাথে সাথে আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। এরপর থেকে আজ পর্যন্ত ঐ রোগ আর হয়নি।[১১২] (ইমাম হাকেম হাদিসটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন)

৯৬. হযরত সা'দ (রা.)'র জন্য দোয়া :

ইমাম ইবনে আসাকের (র.) হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি নবী করিম ﷺকে হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.)'র জন্য এরূপ দোয়া করতে শুনেছি- اللهم سدد سهمه واجب دعوته وحببه। "হে আল্লাহ! আপনি সা'দের তীরকে সোজা রাখুন" অর্থাৎ যেন লক্ষ্যবস্তু ভুল না হয়, তার দোয়া কবুল করুন আর তাকে আপনি ভালবাসুন।[১১৩]

[১১১]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:২৭৯

[১১২]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:২৭৯

[১১৩]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:২৮০

এরপর থেকে তিনি মুস্তাজাবুত দাওয়াত হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তাঁর দোয়া কবুলের অনেক ঘটনা ইমাম সুয়ূতী (র.) এই হাদিসের পরে বর্ণনা করেছেন। কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে তা উল্লেখ করা হলনা। (সংকলক)

৯৭. হযরত আনাস (রা.)'র জন্য দোয়া :

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ আমার জন্য এই বলে দোয়া করেন- اللهم اكثر ما له وولد وبارك له فيما رزقته

"হে আল্লাহ! আনাসের ধন-দৌলত, সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি করুন আর তাঁর রিযিকে বরকত দান করুন।"

হযরত আনাস (র.) বলেন, আমার অনেক ধন-সম্পদ এবং ছেলে ও নাতী মিলে প্রায় একশ। তিনি আরো বলেন, আমার কন্যা আমেনা বলেছে যে, বাসরায় হাজ্জাজের আগমনের পূর্বে পর্যন্ত আমার বংশের একশত উনত্রিশ জনকে দাফন করা হয়েছে।

ইমাম তিরমিযি ও বায়হাকী (র.) হযরত আবুল আলিয়া (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত আনাস (রা.)'র একটি বাগান ছিল- যা বছরে দু'বার ফল দিত আর তাতে মেশকের ন্যায় এক প্রকারের সুগন্ধি ছিল।

অপর বর্ণনায় আছে, রাসূল ﷺ তার দীর্ঘায়ূর জন্য দোয়া করেছিলেন ফলে তিনি ৯১হি. সনে নিরান্নব্বই বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।[১১৪]

৯৮. দৃষ্টিশক্তি ফেরৎ :

ইমাম বুখারী (তারীখ গ্রন্থে), ইমাম বায়হাকী ও আবু নঈম (র.) হযরত ওসমান ইবনে হানিফ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, একজন অন্ধ ব্যক্তি নবী করিম ﷺ'র নিকট এসে আরজ করল, আমার দৃষ্টিশক্তি ফেরৎ পাওয়ার জন্য আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। তিনি বললেন, তুমি যদি চাও তবে পরকালের জন্য রেখে দাও আর এটাই হবে তোমার জন্য অধিক কল্যাণকর। আর যদি এক্ষুনি চাও, তবে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করবো, সে বলল, আপনি দোয়া করুন। তিনি বললেন, অজু করে এসো। সে উত্তমভাবে অজু করে দু'রাকাত নামায পড়লে তাকে নিম্নোক্ত দোয়া শিখিয়ে দেন-

اللهم انى اسئلك واتوجه اليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبى الرحمة يا محمد انى اتوجه بك الى ربى فى حاجتى هذه فيقضيها لى اللهم شفعه فى –

"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি এবং আপনার রহমতের নবী মুহাম্মদ ﷺ'র উসিলায় আপনার শুভ দৃষ্টি কামনা করছি। হে মুহাম্মদ! ﷺ আমি আপনার শুভ দৃষ্টি কামনা করছি, আমার প্রভুর ব্যাপারে আমার এই প্রয়োজনে। সুতরাং যেন আমার দোয়া

১১৪. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:২৮৬

কবুল করা হয়। হে আল্লাহ! আপনি তাঁর সুপারিশ আমার বেলায় কবুল করুন। লোকটি এরশাদ মোতাবেক দোয়া করলে তার দৃষ্টিশক্তি ফেরৎ পায়।"[১১৫]

৯৯. হযরত আবু হোরায়রা (রা.)'র মায়ের ইসলাম গ্রহণ :

ইমাম মুসলিম মুসলিম শরীফে হযরত আবু হোরাইরা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, পৃথিবীর প্রত্যেক মু'মিম নর-নারী আমাকে ভালবাসে। রাবী বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম আপনি এটা কিভাবে বুঝলেন? তিনি বললেন, আমি সর্বদা আমার মাকে ইসলামের দাওয়াত দিতাম, কিন্তু তিনি গ্রহণ করতেন না। আমি রাসূলাল্লাহ ﷺকে আরজ করলাম, আপনি আমার মাকে ইসলাম গ্রহণের তাওফিক হওয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করুন। তখন তিনি দোয়া করলেন। আমি ঘরে আসলে আমার মা তাওহীদ ও রেসালতের শাহাদত দেন অর্থাৎ তিনি ইসলাম কবুল করলেন।

আমি খুশী হয়ে পুনরায় নবী করিম ﷺ'র দরবারে এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা আপনার দোয়া কবুল করেছেন আর আবু হোরাইরা'র মাকে ইসলামের দিকে হেদায়েত করেছেন। এখন একটু দোয়া করুন আমাকে এবং আমার মাকে তাঁর বান্দাগণের অন্তরে যেন প্রিয় করে দেন আর তাঁর বান্দাগণের ভালবাসা যেন আমাদের অন্তরে প্রবেশ করে দেন। অতঃপর নবী করিম ﷺ দোয়া করলেন,

اللهم حبب عبيدك هذا وامه الى عبادك المؤمنين وحببهم اليهما

"হে আল্লাহ! আমাকে, আবু হোরাইরা ও তার মাকে আপনার মু'মিন বান্দাগণের নিকট প্রিয় করে দিন আর ওরা দু'জনের অন্তরে ঈমানদারগণের ভালবাসা সৃষ্টি করে দিন।"

আবু হোরাইরা (রা.) বলেন, এই দোয়ার পর থেকে এমন কোন মু'মিন সম্পর্কে আমার জানা নেই যিনি আমাকে ভালবাসে না কিংবা আমি তাকে ভালবাসি না।[১১৬]

১০০. রাসূল ﷺ এর উসিলায় বৃষ্টি :

ইবনে আসাকের স্বীয় তারীখে জালহিমা ইবনে উরফুতা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি মক্কায় আগমন করেছি। এসময় মক্কায় অনাবৃষ্টির কারণে কুরাইশ লোকেরা বলতে লাগল, হে আবু তালেব! উপত্যকায় বড় দুর্ভিক্ষ চলছে, মানুষ অনাহারে মরে যাচ্ছে, আসুন বৃষ্টির জন্য দোয়া করি।

আবু তালেব বের হলেন, তার সাথে এমন একজন সুন্দর বালক ছিল যেন কাল মেঘ সরে সূর্য আলোকিত হল। তার চতুর্দিকে ছোট ছোট আরো বালক ছিল। আবু তালেব তাঁর হাত ধরে বায়তুল্লাহ'র সাথে ঠেস দিয়ে স্বীয় আঙ্গুল দিয়ে ঐ বালককে স্পর্শ করল। এ সময় আকাশে একটুকরা মেঘও ছিলনা। কিন্তু হঠাৎ চতুর্দিক থেকে মেঘ এসে গেল এবং ভারী

১১৫. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:৩৪৬
১১৬. ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০হি.), হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামিন, উর্দু, গুজরাট, খণ্ড:২য়, পৃ:১৯৫

বৃষ্টিপাত হল আর উপত্যকা পানিতে ভরে গেল। শহর-গ্রাম সতেজতা লাভ করল। এই ঘটনা সম্পর্কে আবু তালেব বলেন- وابيض يستسقى الغمام بوجهه – ثمال اليتامى عصمة للارامل

يلوذبه الهلاك من ال هاشم – فهم عنده فى نعمة وفواضل

"তাঁর চেহারার আলোতে মেঘও আলোকিত হয়। তিনি ইয়াতীমের আশ্রয়স্থল, বিধবাদের সংরক্ষক।"

ধ্বংসের সময় কুরাইশগণ তাঁর উসিলা গ্রহণ করতেন এবং তাঁর থেকে নিয়ামত ও ফযিলত অর্জন করতেন।[১১৭]

১০১. শুধু সৈন্যদের উপর বৃষ্টিপাত হওয়া :

ইবনে খুযাইমা, ইবনে হিব্বান, বায়হাকী ও আবু নঈম (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, (হাকেম উহা বিশুদ্ধ বলেছেন) কেউ হযরত ওমর (রা.)কে বলল, আপনি আমাদেরকে 'সায়াত উসরাত' সম্পর্কে তথা ভীষণ কষ্টের সময় সম্পর্কে বলুন। হযরত ওমর (রা.) বলেন, আমরা প্রচণ্ড গরমের মৌসুমে তাবুক অভিযানে রওয়ানা হলাম। আমরা এমন এক জায়গায় অবতরণ করলাম যেখানে পিপাসায় এমন কাতর হলাম, মনে হল যেন আমার গর্দান ভেঙ্গে পড়বে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছল যে, কেউ কেউ উট যবেহ করে উটের গোবর চিপে কিছু পান করে বাকীগুলো তাদের বক্ষে মালিশ করবে।

হযরত আবু বকর (রা.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা আপনার দোয়ায় বারংবার কল্যাণ দান করেছেন। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন। তখন রাসূল ﷺ দোয়ার জন্য দু'হাত তুললেন। তিনি হাত তখনো নামান নি আকাশে মেঘ আসল এবং বৃষ্টিপাত আরম্ভ হল। সৈন্যদের যেসব পাত্র ছিল তারা সব ভরে নিল। আমরা দেখলাম যে, শুধু সৈন্যদের উপরই বৃষ্টিপাত হয়েছে অন্য কোথাও নয়।[১১৮]

১০২. বৃষ্টিপাত হওয়া :

হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ'র যুগে একবার মদীনাবাসী অনাবৃষ্টির দরুন দুর্ভিক্ষে পতিত হল। ঐ সময় কোন এক জুমার দিনে নবী করিম ﷺ খুত্‌বা দিচ্ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বলল- ইয়া রাসূলাল্লাহ! অনাবৃষ্টির কারণে ঘোড়াগুলো ধ্বংস হয়ে গেল, বকরীগুলো নষ্ট হয়ে গেল। আল্লাহর দরবারে বৃষ্টির জন্য দোয়া করুন। রাসূল ﷺ তৎক্ষনাৎ দু'হাত তুলে দোয়া করলেন। হযরত আনাস (রা.) বলেন- তখন আকাশ আয়নার মত পরিস্কার ছিল। অর্থাৎ মেঘের কোন চিহ্নই ছিলনা। হঠাৎ মেঘ সৃষ্টিকারী বাতাস বইতে শুরু করল এবং মেঘ ঘনিভূত হয়ে গেল। তারপর প্রবল বারিপাত শুরু হল যেন আকাশ তার দ্বার উন্মুক্ত করে দিল। আমরা (সালাত শেষে মসজিদ থেকে বের

১১৭. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:১ম, পৃ:১৪৬

১১৮. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:১ম, পৃ:৪৫৭

হয়ে) পানি ভেঙ্গে বাড়ী পৌঁছলাম। পরবর্তী শুক্রবার পর্যন্ত অনবরত বৃষ্টিপাত হল। ঐ শুক্রবার জুমা'র সময় ঐ ব্যক্তি বা অন্য কেউ দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (অতিবৃষ্টির কারণে) বাড়ীঘর ধ্বংস হয়ে গেল। বৃষ্টি বন্ধের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করুন। তখন রাসূল ﷺ মুচকি হাঁসলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের আশেপাশে বৃষ্টি হউক, আমাদের উপর নয়। হযরত আনাস (রা.) বলেন, তখন আমি দেখলাম, মদীনার আকাশ থেকে মেঘমালা চতুর্দিক সরে গেছে আর মদীনা যেন মেঘমুক্ত হয়ে মুকুটের ন্যায় শোভা পাচ্ছে।[১১৯]

১০৩. কতিপয় কাফেরের বিরুদ্ধে দোয়া :

হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ কাবা'র ছায়ায় নামাজ আদায় করছিলেন। তখন আবু জেহেল ও কুরাইশদের কিছু লোক পরামর্শ করে। সেই সময় মক্কার বাইরে একটি উট যবেহ হয়েছিল। কুরাইশরা লোক পাঠিয়ে সেখান থেকে নাড়ি-ভূড়ি এনে তারা তা নবী করিম ﷺ'র পিঠে ঢেলে দিল। তারপর ফাতিমা (রা.) এসে এটি তাঁর থেকে সরিয়ে দিলেন। এ সময় নবী ﷺ তাদের বিরুদ্ধে দোয়া করেন, ইয়া আল্লাহ! আপনি কুরাইশদের ধ্বংস করুন। ইয়া আল্লাহ! আপনি কুরাইশদের ধ্বংস করুন। ইয়া আল্লাহ! আপনি কুরাইশদের ধ্বংস করুন। আবু জেহেল, ইবনে হিশাম, উত্‌বা ইবনে রবীয়া, শায়বা ইবনে রবীয়া, ওয়ালিদ ইবনে ওত্‌বা, উবাই ইবনে খাল্‌ফ এবং উত্‌বা ইবনে আবি মুআইত (এদেরকে ধ্বংস করুন)।

বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, এরপর আমি তাদের সকলকে বদরের একটি পরিত্যক্ত কূপে নিহত দেখেছি। আবু ইসহাক বলেন, আমি সপ্তম ব্যক্তির নাম ভুলে গিয়েছি। শু'বা বলেন, এর নাম উমাইয়্যা অথবা উবাই। তবে সহীহ হল উমাইয়্যা।[১২০]

১০৪. শেফা দান :

আবু নঈম ও বায়হাকী (র.) হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, একদা আবু তালেব অসুস্থ হন। নবী করিম ﷺ তার সেবা করার জন্য তাশরীফ নিলেন। চাচা বললেন, হে ভাতিজা! তুমি যে প্রভু'র এবাদত কর তাঁর কাছে আমার সুস্থতার জন্য দোয়া কর। তিনি বললেন, ইয়া আল্লাহ! আমার চাচাকে শেফা দান করুন। সাথে সাথে আবু তালেব এমনভাবে সুস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে যান যেন রশির বাঁধ খুলে দেয়া হল।

আবু তালেব বললেন, হে ভাতিজা! যে প্রভু'র তুমি এবাদত কর তিনি তোমার কথা কবুল করেন। তখন নবী করিম ﷺ বললেন, চাচা! আপনিও যদি আল্লাহর আনুগত্য হন তবে আপনার কথাও কবুল করবেন।[১২১]

১১৯. ইমাম বুখারী, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (র.) (২৫৬হি.), সহীহ বুখারী শরীফ, আরবী, ইউপি, ইন্ডিয়া, পৃ:৫০৬, হাদিস নং ৩৩২৯

১২০. ইমাম বুখারী, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (র.) (২৫৬হি.), সহীহ বুখারী শরীফ, আরবী, ইউপি, ইন্ডিয়া, পৃ:৪১১ হাদিস নং ২৭৩৩

১০৫. হাত মোবারক উত্তোলনের সাথে সাথে বৃষ্টি :

ইমাম ওয়াকেদীর সূত্রে আবু নঈম (র.) বর্ণনা করেন, সালমানের প্রতিনিধি দল আগমন করল দশম হিজরি শাওয়াল মাসে। নবী করিম ﷺ তাদেরকে তাদের দেশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে বলেন, كيف البلاد عندكم "তোমাদের শহরের কি অবস্থা?" তারা বলল, অনাবৃষ্টির কারণে দুর্ভিক্ষ চলছে। আপনি আমাদের শহরে বৃষ্টিপাতের জন্য দোয়া করুন। তিনি দোয়া করলেন- اللهم اسقهم الغيث فى بلادهم "হে আল্লাহ! ওদের শহরে বৃষ্টি দান করুন।"

তখন তারা বলল, হে আল্লাহর নবী! আপনি দোয়ার জন্য হাত তোলার সাথে সাথে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়েছে। একথা শুনে তিনি মুচকি হাসলেন এবং এভাবে উভয় হাত উত্তোলন করেন যাতে তাঁর উভয় বগলের শুভ্রতা প্রকাশিত হয়েছিল।

ওরা আপন শহরে চলে গেল এবং সেখানে গিয়ে দেখে যে, যেদিন যে সময় তিনি দোয়া করেছিলেন ঠিক সেদিন সে সময় সেখানে বৃষ্টি হয়েছিল।[১২২]

১০৬. আবু লাহাবের দৃঢ় বিশ্বাস :

ইমাম বায়হাকী ও আবু নঈম (র.) আবু আকরব থেকে বর্ণনা করেন যে, লাহাব ইবনে আবু লাহাব অর্থাৎ আবু লাহাবের পুত্র লাহাব নবী করিম ﷺ এর সাথে বেয়াদবী মূলক আচরণ করেছিল এবং তাঁকে মন্দ বলেছিল। নবী করিম ﷺ দোয়া করলেন اللهم سلط عليه كلبك "হে আল্লাহ! তার উপর আপনার পক্ষ থেকে একটি কুকুর নিযুক্ত করে দিন।"

বর্ণনাকারী বলেন, আবু লাহাব বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় কাপড় পাঠাত। সঙ্গে স্বীয় পুত্র, খাদেম ও অন্যান্য কর্মচারীদের প্রেরণ করত এবং সে তাদেরকে বলত- আমি আমার ছেলের ব্যাপারে মোহাম্মদ'র দোয়া'র ভয় পাচ্ছি। তারা তার পুত্রের হেফাযতের সংকল্প করল এবং তাকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার প্রতিশ্রুতি দিল। তারা (কাফেলা) কোন এক মনযিলে পৌঁছলে আবু লাহাবের ছেলেকে তারা একটি দেয়ালের পাশে করে সরঞ্জাম ও কাপড়-চাদর দিয়ে তাকে ডেকে রাখত। এভাবে দীর্ঘ দিন তারা তাকে হেফাযত করল। একদা হঠাৎ একটি হিংস্র প্রাণী এসে তাকে হত্যা করে চলে গেল। এ খবর আবু লাহাবের কাছে পৌঁছলে সে বলে উঠল- الم اقل لكم انى اخاف عليه دعوة محمد؟ "আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি তার বেলায় মুহাম্মদ'র বদ দোয়া বাস্তবায়নের আশংকা করছি?"

অপর বর্ণনায় আছে যে, আবু নঈম ও ইবনে আসাকের (র.) হযরত উরওয়া'র সূত্রে হেবার ইবনে আসওয়াদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবু লাহাব ও তার পুত্র উত্বা সিরিয়ায় বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার উদ্দেশ্যে মালামাল প্রস্তুত করল সাথে আমিও

[১২১]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:১ম, পৃ:২০৭
[১২২]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:৪৭

আমার মালামাল নিয়ে যাওয়ার মনস্থ করি। উত্বা বলল, আমি মুহাম্মদ'র কাছে গিয়ে তার প্রভু'র ব্যাপারে তাকে কষ্ট দেবো। হতভাগা উত্বা গেল এবং বলল- يا محمد هو يكفر بالذى دنا فتدلى فكان قاب قوسين اوادنى রাসূল ﷺ তার এই বেয়াদবী মূলক আচরণ শুনে বললেন, اللهم ابعث عليه كلبًا من كلابك "হে আল্লাহ! আপনার কুকুর সমূহ থেকে একটি কুকুর তার উপর প্রেরণ করুন।" তারপর সে ফিরে আসলে তার পিতা তাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি মুহাম্মদকে কি বলেছ আর তিনি তোমাকে কি বলেছেন? তখন সে তার পিতাকে রাসূল ﷺ'র বদ দোয়া'র কথা অবহিত করলে আবু লাহাব বলল, হে আমার প্রিয় বৎস খোদার কসম! মুহাম্মদ এর বদ দোয়া'র ব্যাপারে আমি তোমাকে নিরাপদ মনে করছিনা।

বর্ণনাকারী বলেন, আমরা সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম এবং 'সুরাত' নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করলাম। এই স্থানটি ছিল শহরের কেন্দ্রবিন্দু। আবু লাহাব আমাদেরকে বলল, নিশ্চয় তোমরা আমার বয়স ও অধিকার সম্পর্কে জ্ঞাত আছ। মুহাম্মদ আমার ছেলের বিরুদ্ধে বদ দোয়া করেছেন। আল্লাহর কসম! আমি তার ব্যাপারে নিরাপদ নই। সুতরাং তোমরা তোমাদের মালামাল (পার্শবর্তী) এই গীর্জায় রাখ এবং এর উপর আমার ছেলের জন্য চাদর বিছাও। তাকে মধ্যখানে রেখে তোমরা তার চতুর্দিকে চাদর বিছায়ে শুয়ে যাও। অতঃপর আমরা এরূপই করলাম। মালামালের উপর আবু লাহাবের ছেলে থাকল আমরা তার চারিদিকে ছিলাম। রাতের বেলায় একটি বাঘ এসে আমাদের সকলের ঘ্রাণ নিয়ে নিয়ে খুঁজতে লাগল কিন্তু তাকে পেলনা। হঠাৎ বাঘ লাফ দিয়ে মালামালের উপর উঠে উত্বা'র মুখের ঘ্রাণ নিল এবং তাকে দাঁতে কামড়ে ধরে চিড়ে ফেলে, মাথাকে চুর্ণ-বিচুর্ণ করে চলে গেল। এতে আবু লাহাব বলল, قد والله عرفت ما كان لينفلت من دعوة محمد "খোদার কসম! আমি জানতাম যে, মুহাম্মদ'র দোয়া বৃথা যাবে না।"[১২৩]

১০৭. দুর্ভিক্ষের জন্য দোয়া :

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) হযরত ইবনে মসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, কুরাইশ যখন রাসূল ﷺ'র বিরোদ্ধাচরণে সীমালঙ্ঘন এবং ইসলাম গ্রহণে বিলম্ব করতে লাগল তখন তিনি তাদের জন্য এই দোয়া করেন- اللهم اعنى عليهم بسبع كسبع يوسف

"হে আল্লাহ! তাদের উপর এমন দুর্ভিক্ষ নাযিল কর যেভাবে ইউসুফ (আ.)'র যুগে হয়েছিল।" এরপর তারা দুর্ভিক্ষে পতিত হল। দুর্ভিক্ষ তাদের সবকিছু শেষ করে দিল এমনকি মৃত জন্তু খাওয়ার উপক্রম হল। ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে তারা আকাশ ধূসর বর্ণের দেখছিল। অতঃপর তারা দোয়া করল যে, হে আমাদের প্রভূ! আমাদের উপর থেকে এই আযাব দূরীভূত করে দিন, আমরা মু'মিন হবো।

রাসূল ﷺকে বলা হল যে, যদি তাদের থেকে আযাব তুলে নেওয়া হয় তবে তারা পুনরায় পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে। তারপর তাদের থেকে আযাব তুলে নেওয়া হলে তার

[১২৩]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:১ম, পৃ:২৪৪

পুনরায় পূর্বাবস্থায় ফিরে গেল অর্থাৎ কাফির হয়ে গেল। তখন পরবর্তীতে বদর যুদ্ধের দিন তাদের থেকে এর বদলা বা প্রতিশোধ নেওয়া হল।[১২৪] এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন- لوتأتى السماء بدخان مبين الخ "আপনি সেই দিনের অপেক্ষা করুন, যখন আকাশ ধুয়ায় ছেয়ে যাবে। যা মানুষকে ঘিরে ফেলবে। এটা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। হে আমাদের পালন কর্তা! আমাদের উপর থেকে শাস্তি প্রত্যাহার করুন, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করছি। তারা কি করে বুঝবে, অথচ তাদের কাছে এসেছিলেন স্পষ্ট বর্ণনাকারী রাসূল। অতঃপর তারা তাঁকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে এবং বলে, সেতো উম্মাদ-শিখানো কথা বলে। আমি তোমাদের উপর থেকে আযাব কিছুটা প্রত্যাহার করব, কিন্তু তোমরা পুনরায় পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে। যেদিন আমি প্রবলভাবে ধৃত করব, সেদিন পুরোপুরি প্রতিশোধ গ্রহণ করবই"। (সূরা দোখান, আয়াত ১০-১৬)

১০৮. দোয়ায় বৃষ্টিপাত হওয়া :

ইবনে সা'দ ও আবু নঈম (র.) ওয়াকেদী (র.) থেকে বর্ণণা করেন, রাসূল ﷺ তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর নবম হিজরিতে 'বনী মুররাহ' এর প্রতিনিধি দল তাঁর নিকট আগমন করেন। তিনি তাদের দেশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা বলল, অনাবৃষ্টির কারণে আমাদের মূল ও নিখুঁত মাল সমূহ শেষ হয়ে গিয়েছে। আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। তিনি এই বলে দোয়া করলেন, اللهم اسقهم الغيث "হে আল্লাহ! তাদেরকে বৃষ্টি দিয়ে সতেজতা দান করুন।"

এরপর তারা আপন এলাকায় চলে গেল। যখন তারা তাদের শহরে পৌঁছল তখন সেই দিন সেখানে বৃষ্টিপাত হয়েছিল। রাসূল (স.) যখন বিদায় হজ্বের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখন ওখানকার একজন ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আমাদের শহরে গিয়ে দেখি যেদিন আপনি দোয়া করেছিলেন ঠিক সেদিন বৃষ্টিপাত হয়েছিল। আমরা ক্ষেতে পানি জমা করে রাখলাম। পনের দিন যাবৎ বৃষ্টিপাত হয়েছিল। ঘাস এমনভাবে জন্মাল ও বাড়ল যে, উট বসে বসে ঘাস খেত আর বকরীগুলো ঘরের আশে পাশে চরে পেট ভরিয়ে নিত এবং ঘরের পাশেই থেকে যেতো। একথা শুনে তিনি বললেন- الحمدلله الذى صنع ذالك "সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর যিনি এরূপ করেছেন।"[১২৫]

১০৯. মদীনা শরীফকে মহামারী মুক্ত করা :

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ যখন মদীনায় তাশরীফ নেন তখন মদীনা পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী রোগের বিশেষতঃ জ্বর রোগের কেন্দ্র ছিল। তিনি দোয়া করলেন-

اللهم بارك لنا فى صاعنا ومدنا وصححها لنا وانقل حماها الى الجحفة

[১২৪]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:১ম, পৃ:২৪৬
[১২৫]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:৪৪

"হে আল্লাহ! যেভাবে আপনি আমাদেরকে মক্কা মুয়াজ্জমার ভালবাসা দান করেছেন সেভাবে মদীনা মুনাওয়ারা'র ভালবাসা দান করুন কিংবা মদীনার ভালবাসা মক্কার চেয়েও বেশী করে দিন। আমাদের জন্য সা' ও মুদ-এ বরকত দান করুন এবং আমাদের জন্য মদীনার আবহাওয়াকে স্বাস্থ্যকর করে দিন আর এখানকার জ্বর রোগকে 'জুহফা' নামক স্থানে স্থানান্তর করে দিন।"

ইমাম বায়হাকী (র.) হিশাম ইবনে উরওয়া (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, জাহেলী যুগে মদীনা মুনাওয়ারা রোগ-ব্যাধির জন্য খ্যাতি ছিল। রাসূল ﷺ দোয়া করেন যেন রোগ-ব্যাধি 'জুহফা' নামক স্থানে স্থানান্তর করে দেন। ফলে জুহফায় যেসব ছেলে জন্ম গ্রহণ করতো সাবালেগ হওয়ার পূর্বেই জ্বরে আক্রান্ত হয়ে দূর্বল হয়ে পড়তো।[১২৬]

১১০. হযরত ওমর (রা.)'র ইসলাম গ্রহণ :

ইবনে সা'দ (র.) হযরত ওসমান ইবনে আরকাম (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ দোয়া করলেন- হে আল্লাহ! ওমর ইবনে খাত্তাব ও আমর ইবনে হিশাম এই দু'জন থেকে যে আপনার কাছে প্রিয়, তাকে দিয়ে দ্বীনে ইসলামকে শক্তিশালী করুন। অতঃপর পরের দিন সকালে হযরত ওমর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত আনাস (রা.) বলেন, তিনি বৃহস্পতিবার রাতে এই দোয়া করেছিলেন, আর শুক্রবার সকালে হযরত ওমর ইসলাম গ্রহণ করেন।[১২৭]

১১১. ফেরেস্তা কর্তৃক সাহায্য :

ইমাম মুসলিম ও বায়হাকী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত ওমর (রা.) আমাকে বলেছেন যে, বদরের দিন রাসূল ﷺ মুশরিকদের দিকে তাকিয়ে দেখেন। তাদের সংখ্যা ছিল এক হাজার পক্ষান্তরে তাঁর সাথী ছিলেন মাত্র তিনশ' সতের জন।

রাসূল ﷺ ক্বিবলামুখী হয়ে উভয় হাত ক্বিবলার দিকে প্রসারিত করে স্বীয় প্রভুকে ডাকতে (দোয়া করতে) লাগলেন। এমনকি তাঁর কাঁধ মোবারক থেকে রুমাল পড়ে যায়। তাঁর অবস্থা দেখে হযরত আবু বকর (রা.) গিয়ে তাঁর রুমাল তুলে কাঁধের উপর রাখলেন এবং তাঁর পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর নবী ﷺ! আপনি আপনার প্রভুকে শপথ দেওয়াই যথেষ্ট। আপনার প্রভূ আপনাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা অচিরেই পূর্ণ করবেন। তখন আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করেন-

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴿٩﴾

"তোমরা যখন ফরিয়াদ করতে আরম্ভ করছিলে স্বীয় প্রভূর নিকট তখন তিনি তোমাদের ফরিয়াদের মঞ্জুরী দান করলেন যে, আমি তোমাদিগকে সাহায্য করবো ধারাবাহিকভাবে আগত হাজার ফেরেস্তার মাধ্যমে।"[১২৮] (সূরা আনফাল, আয়াত নং ৯)

[১২৬]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:১ম, পৃ:৩১৯
[১২৭]. ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০ হি), হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, উর্দু, গুজরাট, খণ্ড ২য়, পৃ. ১৭৯।

১১২. শাহাদত লাভের জন্য দোয়া কামনা :

ইমাম বায়হাকী (র.) ওয়াকেদী থেকে বর্ণনা করেন, খায়সামা আবি সা'দ ইবনে খায়সামা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণের ইচ্ছে থাকা সত্তেও আমাকে সুযোগ দেয়া হলনা। রাসূল ﷺ আমার ছেলেকে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য সুযোগ দেওয়া হবে কিনা লটারী করা হল। লটারীতে তার নাম আসল। সে যুদ্ধে শরীক হল এবং শাহাদত বরণ করল। পিতা বলেন, আমি আজ রাতে আমার ছেলেকে স্বপ্নে দেখেছি যে, সে অত্যন্ত সুন্দর আকৃতিতে আছে এবং জান্নাতের ফল বাগানে ও জান্নাতের নদ-নদীতে ভ্রমণরত আছে। সে আমাকে দেখে বলল, আপনিও আমার সাথে চলে আসুন যেন দু'জনেই একসাথে জান্নাতে বসবাস করি। আমার প্রভূ আমার সাথে যেসব ওয়াদা করেছিলেন সবটুকু আমি সত্য পেয়েছি।

হে আল্লাহর রাসূল! খোদার কসম, আমি জান্নাতে আমার ছেলের সহিত মিলিত হওয়ার প্রত্যাশা রাখি। সুতরাং আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন তিনি আমাকে শাহাদত ও জান্নাতে তার সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ করে দেন।

অতঃপর রাসূল ﷺ তার জন্য দোয়া করেন এবং উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে শাহাদত বরণ করেন।[১২৯]

১১৩. পথ ভুলে যাওয়া :

ইমাম বায়হাকী (র.) হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ উরাইনার বিশ্বাসঘাতক মুনাফিকদের খোঁজে লোক পাঠান এবং তাদের বিপক্ষে দোয়া করেন- اللهم غم عليهم الطريق واجعلها عليهم اضيق من مسك جمل "হে আল্লাহ! তাদের রাস্তা ভুলিয়ে দাও" অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাদের পথ ভুলিয়ে দেন ফলে তারা ধরা পড়ল এবং হুযূর ﷺ'র খেদমতে আনা হল। তাদের হাত, পা কাটা হল এবং চোখ তুলে ফেলা হল।[১৩০]

১১৪. বিচারকের যোগ্য বানানো :

ইমাম বায়হাকী ও হাকেম (র.) হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ আমাকে কাযী নিয়োগ দিয়ে ইয়েমেনে প্রেরণ করেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একজন যুবক। আপনি আমাকে বিচারক বানিয়ে পাঠাচ্ছেন অথচ আমার জানা নাই যে, বিচার কিভাবে করতে হয়?

তখন নবী করিম ﷺ স্বীয় হাত মোবারক আমার বক্ষে রেখে এই দোয়া করলেন- اللهم اهد قلبه وثبت لسانه হে আল্লাহ! তার অন্তরকে হেদায়েত দান করুন আর তার জিহ্বা কে সুদৃঢ় রাখুন। হযরত আলী (রা.) খোদার শপথ করে বলেন, দু'ব্যক্তির মধ্যে ফয়সালা করতে আমি কখনো সন্দেহ পোষণ করিনি।[১৩১]

১২৮. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:১ম, পৃ:৩২৯
১২৯. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:১ম, পৃ:৩৫৯
১৩০. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:১ম, পৃ:৩৯৭
১৩১. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড: ২য়, পৃ:১২২

১১৫. যুদ্ধ জয়ের জন্য দোয়া :

ইমাম মুসলিম ও বায়হাকী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত ওমর (রা.) আমাকে বলেছেন, বদর যুদ্ধের দিন নবী করিম ﷺ মুশরিক সৈন্যদের এক হাজারের অধিক অথচ মুসলমানের সংখ্যা তিনশত উনিশ জন দেখে কেবলা মুখী হয়ে হাত তুলে আল্লাহর দরবারে আকুতি-মিনতি করে দোয়া করতে লাগলেন। এমনকি তাঁর চাদর মোবারক কাঁধ থেকে পড়ে গেল। হযরত আবু বকর (রা.) চাদর মোবারক তুলে নিয়ে বললেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি তো আল্লাহর দরবারে যথেষ্ট দোয়া ও মিনতি করেছেন এই বলে তিনি তাঁর চাদর মোবারক কাঁধে তুলে দিয়ে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তখন এই আয়াত নাযিল হয়-

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴿٩﴾

"স্মরণ করুন, যখন তোমরা স্বীয় পালন কর্তার সাহায্য প্রার্থনা করছিলে, তখন তিনি তোমাদের প্রার্থনা কবুল করে বলেন, আমি একহাজার অনুসরণকারী ফেরেস্তার দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবো।"[১৩২] (সূরা আনফাল, আয়াত নং ৯)

১১৬. জ্বর থেকে মুক্তি পাওয়ার দোয়া :

ইমাম বায়হাকী (র.) হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)'র কাছে তাশরীফ নিলেন তখন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন এবং জ্বরকে মন্দ বলতেছেন। নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, জ্বরকে গালি দিওনা সে তো আদিষ্ট হয়েছে। হ্যাঁ, যদি তুমি চাও তবে তোমাকে এমন দোয়া শিখিয়ে দেবো তুমি এই দোয়া পড়লে আল্লাহ.তোমার থেকে এই জ্বর দূরীভূত করে দেবেন। তিনি আরজ করলেন, আমাকে শিখিয়ে দিন। তখন তিনি বললেন- তুমি এই দোয়া পড়,

اللهم ارحم جلدى الرقيق وعظمى الدقيق من شدة الحريق يا ام ملدم ان كنت امنت بالله العظيم فلا الفم ولاتاكلى اللحم ولاتشربى الدم ولاتحولى الى من اتخذ مع الله الها اخر– تصدعى الرأس ولا تنتنى

"হে আল্লাহ! আমার হাল্কা-পাতলা চামড়া ও চিকন হাড্ডিকে প্রচন্ড জ্বরের জ্বালা ও ব্যাথা থেকে দয়া করে মুক্তি দান করুন। হে জ্বর! তুমি যদি মহান আল্লাহর উপর ঈমান রাখ তবে মাথায় ব্যাথা দিওনা, মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করোনা আর রক্ত ও মাংস পানাহার করোনা এবং তুমি মুশরিকদের কাছে চলে যাও।"

হযরত আনাস (রা.) বলেন, হযরত আয়েশা (রা.) এই দোয়া পাঠ করলে তাঁর জ্বর চলে যায়।[১৩৩]

১৩২. ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০হি.), হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, উর্দু, গুজরাট, খণ্ড: ২য়, পৃ:২০৪
১৩৩. ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০হি.), হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, উর্দু, গুজরাট, খণ্ড:২য়, পৃ:২২৪

১১৭. কর্জ পরিশোধের দোয়া :

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বর্ণনা করেন, তাঁর পিতা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) তাঁর কাছে তাশরীফ নিলেন এবং বললেন, আমি রাসূল ﷺ থেকে এমন দোয়া শুনেছি যদি কারো উপর পাহাড় পরিমাণ সোনা কর্জ থাকে আল্লাহ তায়ালা এই দোয়ার বরকতে ঐ কর্জ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেন। দোয়াটি নিম্নরূপ-

اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والاخرة ورحيمهما انت ترحمنى برحمة تغنينى بها عن رحمة من سواك-

"হে আল্লাহ! আপনিই দুশ্চিন্তা দূরকারী, কষ্ট নিরসনকারী, অসহায় লোকদের দোয়া কবুলকারী, ইহ ও পরকালের সবচেয়ে বড় মেহেরবান ও দয়ালু। আমার উপর এমন দয়া করুন, আপনার দয়া ব্যতীত অন্য কারো দয়ার প্রয়োজন যেন না হয়।"

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) বলেন, আমার উপর একজনের কিছু কর্জ ছিল যা আমার চিন্তার বড় কারণ ছিল। আমি এই দোয়া পাঠ করার ফলে অল্প দিনের মধ্যেই আল্লাহ আমাকে এমন সম্পদ দিলেন, যা দিয়ে আমার কর্জ পরিশোধের ব্যবস্থা হয়ে গেল।

হযরত আয়েশা সিদ্দিক (রা.) বলেন, আমার উপর হযরত আসমা (রা.)'র কর্জ ছিল। আমি তাকে দেখলে লজ্জায় মুখে কাপড় দিয়ে চলতাম। আমি এই দোয়া পাঠ করলে বেশী দিন অতিক্রম হয়নি আল্লাহ আমাকে এমন রিযিক দান করেছেন যা ওয়ারিশ কিংবা সদকার সাথে কোন সম্পর্ক ছিলনা। আমি ঐ রিযিক থেকে কর্জ শোধ করে দিয়েছিলাম।[১৩৪]

১১৮. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি :

হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ একদা মদীনার এমন এক বাজার দিয়ে গমন করছিলেন যেখানে আরবী-অনারবী সমাগম হত। তাঁর সাথে হযরত ওমর (রা.) ও ছিলেন। একজন মহিলা সম্মুখ থেকে এসে আরজ করল ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার ঘরে স্বামীর সাথে স্ত্রীর মত হয়ে থাকি এবং আমি একজন মুসলিম মহিলা। আমি শুধু ওটাই চাই যা সাধারণত একজন মহিলা চায়। অর্থাৎ আমি চাই যে, আমার স্বামী আমাকে ভালবাসুক এবং স্ত্রীর হক আদায় করুক। তিনি বললেন, তোমার স্বামীকে আমার কাছে নিয়ে এসো। মহিলা তার স্বামীকে আনলে তিনি তাকে বললেন, তোমার স্ত্রী কি বলতেছে? সে বলল- সেই আল্লাহর শপথ, যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন। তার সাথে সহবাস করে যে গোসল করেছি তার পানি এখনো মাথায় শুকায়নি। স্ত্রী বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মাসে মাত্র একবার। তিনি স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তোমার স্ত্রীকে ঘৃণা কর। সে বলল, হ্যাঁ, তখন নবী করিম ﷺ বললেন, তোমরা উভয়েই আপন আপন মাথা আমার নিকটে কর। তারা এরূপ করলে তিনি দোয়া করলেন: اللهم الف بينهما وحبب احدهما الى الاخر

[১৩৪]. ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০হি.), হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, উর্দু, গুজরাট, খণ্ড:২য়, পৃ:২২৫

"হে আল্লাহ! এরা উভয়ের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি করে দিন এবং উভয়কে একে অপরের প্রতি অনুরক্ত করে দিন।"

এর কিছু দিন পর রাসূল ﷺ ওদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকটি ছিল চামাড়। তিনি তার স্ত্রীকে কাঁধে করে চামড়া নিয়ে স্বামীর নিকট যেতে দেখে বললেন, হে ওমর! ওটা কি সেই মহিলা যেই কিছু দিন পূর্বে তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল? মহিলা তাঁর এই কথা শুনে কাঁধ থেকে চামড়া ফেলে দৌড়ে এসে তাঁর কদমে চুমু খেল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা স্বামী-স্ত্রীর কি অবস্থা? সে শপথ করে বলল, এখন আমার কাছে আমার স্বামী পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয়। তখন তিনি বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি আল্লাহর রাসূল তখন হযরত ওমর (রা.)ও বলতে লাগলেন, وانا اشهد انك رسول الله "আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল।"[১৩৫]

১১৯. ক্ষুধা নিবারণ :

হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করিম ﷺ'র নিকট থাকতাম। একদিন হযরত ফাতেমা (রা.) তাশরীফ এনেছেন। আমি দেখলাম তাঁর চেহারায় বিন্দুমাত্র রক্ত নেই, ক্ষুধায় তাঁর চেহারা শূন্য হয়ে হলুদ বর্ণ হয়ে গিয়েছে। নবী করিম ﷺ তাঁকে দেখে কাছে ডেকে আনলেন। তিনি তাঁর সামনে দাঁড়ালে নবী করিম ﷺ তাঁর হাত মোবারক ফাতেমার বক্ষের উপরিভাগে যেখানে হার ঝুলে থাকে রাখলেন এবং আঙ্গুল মোবারক ছড়িয়ে দিয়ে দোয়া করলেন- اللهم مشبع الجاعة ورافع الوضعة لاتجع فاطمة بنت محمد "হে আল্লাহ! হে ক্ষুধার্তকে তৃপ্তকারী, লাঞ্ছিতদের মর্যাদা প্রদানকারী! মুহাম্মদের কন্যা ফাতেমাকে ক্ষুধার্ত রেখোনা।"

হযরত ইমরান (রা.) বলেন, আমি দেখলাম তাঁর হলুদ বর্ণের চেহারায় রক্ত সঞ্চারিত হয়ে উজ্জ্বলবর্ণ ফুটে উঠল। কিছুদিন পর তাঁর সাথে সাক্ষাত হলে তখন তিনি বললেন, এরপর থেকে আমার কখনো ক্ষুধা লাগেনি।[১৩৬]

১২০. ঘোড়ার পিঠে স্থির থাকা :

হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ বাজলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ঘোড়ার পিঠে স্থির থাকতে পারতামনা। নবী করিম ﷺ'কে এ ব্যাপারে বললে তিনি তাঁর হাত মোবারক আমার বক্ষে রাখলেন যার শীতল ছোঁয়া আমি অনুভব করেছি। তারপর বললেন, اللهم ثبته واجعله هاديًا مهديًا "হে আল্লাহ! তাকে সুদৃঢ় রাখুন এবং হেদায়েত প্রাপ্ত করে দিন।" এরপর থেকে আমি কখনো ঘোড়া থেকে পড়িনি।[১৩৭]

[১৩৫]. আবু নঈম ইস্পাহানী (র.) (৪৩০হি.), দালায়েলুন নবুয়ত, উর্দু, দিল্লী, পৃ: ৪০৭

[১৩৬]. আবু নঈম ইস্পাহানী (র.) (৪৩০হি.), দালায়েলুন নবুয়ত, উর্দু, দিল্লী, পৃ: ৪০৭

[১৩৭]. আবু নঈম ইস্পাহানী (র.) (৪৩০হি.), দালায়েলুন নবুয়ত, উর্দু, দিল্লী, পৃ: ৪০২

রোগ মুক্তি

১২১. চক্ষু রোগ থেকে মুক্তিলাভ :

হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন, (খায়বর বিজয়ের পূর্ব দিন) আমি আগামীকাল এমন এক ব্যক্তিকে পতাকা দিবো যার হাতে আল্লাহ বিজয় দান করবেন। রাবী বলেন, তারা সবাই এই আগ্রহ নিয়ে রাত্রি যাপন করলেন যে, কাকে ঐ পতাকা দেয়া হবে? যখন সকাল হল তখন সকলেই রাসূল ﷺএর নিকট গিয়ে হাযির হলেন। তাদের প্রত্যেকেই এই আশা পোষণ করেছিলেন যে, পতাকা তাকে দেয়া হবে। তারপর তিনি বললেন, আলী ইবনে আবু তালেব কোথায়? তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি চক্ষু রোগে আক্রান্ত। তিনি বললেন, কাউকে পাঠিয়ে তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো।

যখন তিনি এলেন, তখন রাসূল ﷺ তাঁর দু'চোখে থু থু মোবারক লাগিয়ে দিলেন এবং তাঁর জন্য দোয়াও করলেন। এতে তিনি এমন সুস্থ হয়ে গেলেন যেন তাঁর চোখে কোন রোগই ছিলনা।[১৩৮]

১২২. বোবার মুখে বুলি ফোটানো :

ইমাম বায়হাকী (র.) শিমার ইবনে আতীয়্যাহ থেকে বর্ণনা করেন, এক মহিলা তার এক যুবক সন্তান নিয়ে নবী করিম ﷺ'র নিকট এসে আরজ করল, আমার সন্তান জন্মের পর থেকে আজ পর্যন্ত কোন কথা বলেনি। অর্থাৎ সে বোবা। রাসূল ﷺ ঐ বোবা ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, বল, আমি কে? সাথে সাথে স্পষ্ট ভাষায় সে বলল, আপনি আল্লাহর রাসূল।[১৩৯]

১২৩. দৃষ্টিশক্তি ফেরৎ দান :

ইমাম ইবনে আবি শাইবা, ইবনুস সকন, বগভী, বায়হাকী, তাবরানী ও আবু নঈম (র.) হযরত হাবীব ইবনে ফুদাইক (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তার চোখ ছিল সাদা এবং কিছুই দেখতে পেতনা। তার পিতা তাকে রাসূল ﷺ'র কাছে নিয়ে গেল? তিনি তার কাছে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার দৃষ্টিশক্তি কিভাবে চলে গেল। সে বলল, একবার আমার পা সাপের ডিমে পড়েছিল, ফলে তখন থেকে আমার দৃষ্টিশক্তি চলে যেতে লাগল।

তিনি তার উভয় চোখে কিছু পাঠ করে ফুঁ দিলেন। সাথে সাথে তার দৃষ্টিশক্তি ফেরৎ আসল। বর্ণনাকারী বলেন, যখন তার বয়স আশি বছর হল তখনও সে সুঁইয়ে সূতা প্রবেশ করতে পারতো অথচ তার চোখ দু'টি পূর্বের ন্যায় সাদা বর্ণেরই ছিল।[১৪০]

---

[১৩৮]. ইমাম বুখারী, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (র.) (২৫৬হি.), সহীহ বুখারী শরীফ, আরবী, ইউপি, ইন্ডিয়া, পৃ:৫২৫, হাদিস নং ৩৪৩৬
[১৩৯]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:১১৪
[১৪০]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:১১৫

১২৪. পুড়ে যাওয়া হাত ভাল হওয়া :

ইমাম বায়হাকী (র.) সাম্মাক ইবনে হারব (র.)'র সূত্রে হযরত মুহাম্মদ ইবনে হাতেব (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমার হাতে গরম ডেকচি পড়ে হাত পুড়ে গিয়েছিল। আমার মা আমাকে নবী করিম ﷺ'র নিকট নিয়ে যান। তিনি ঐ হাতের উপর থু থু নিক্ষেপ করে করে বলতে লাগলেন, اذهب الباس ربّ الناس "হে পরওয়ারদেগার! সমস্যা দূরীভূত করে দিন।" অতঃপর আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলাম।[১৪১]

অনুরূপ ঘটনা একই বর্ণনাকারী থেকে ইমাম বুখারী (র.) (আত তারীখ গ্রন্থে) বর্ণনা করেছেন। –(সংকলক)

১২৫. ফোঁড়ার চিহ্ন পর্যন্ত না থাকা :

ইমাম বুখারী (র.) স্বীয় তারীখে, তাবরানী, ইবনুস সকন, ইবনে মুনদাহ ও বায়হাকী (র.) হযরত শুরাহবীল জু'ফী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ'র নিকট গিয়ে আরজ করলাম, আমার হাতের তালুতে ফোঁড়া উঠে ফুলে রয়েছে যার কারণে আমার খুবই কষ্ট হচ্ছে। আমি যখন তলোয়ার কিংবা ঘোড়ার রশি ধরি তখন এই ব্যাথা আরো বেড়ে যায়। তিনি আমার হাতে ফুঁক দিলেন এবং তাঁর হাত মোবারক আমার ফোঁড়ায় রেখে মালিশ করেছেন। রাসূল ﷺ যখন হাত মোবারক তুলে নিলেন তখন আমার হাতে ফোঁড়ার কোন চিহ্নও ছিলনা।[১৪২]

১২৬. দাউদ রোগ ভাল হওয়া :

ইবনে সা'দ, বায়হাকী ও আবু নঈম (র.) হযরত আবইয়ায ইবনে হাম্মাল (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তার মুখে দাউদ হয়েছিল ফলে তার মুখমন্ডল সাদা হয়ে গিয়েছিল। অপর এক বর্ণনায় আছে, তার মুখের দাউদ (এক প্রকারের চর্মরোগ) তার নাক পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। রাসূল ﷺ দোয়া করলেন এবং তার মুখে হাত মোবারক বুলিয়ে দেন। রাত অতিক্রম হতে পারেনি তার দাউদের চিহ্ন পর্যন্ত ছিলনা।[১৪৩]

১২৭. তরবারীর আঘাতে লটকানো হাত ভাল হওয়া :

ইমাম বায়হাকী (র.) হযরত হাবীব ইয়াসাফ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ'র সাথে এক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। আমার কাঁধে তরবারীর একটি আঘাত লাগল ফলে আমার হাত লটকিয়ে রইল। আমি রাসূল ﷺ'র খেদমতে উপস্থিত হলে তিনি এই আঘাতে লালা মোবারক লাগিয়ে দিলেন। এতে আমার আহত স্থান ভরে গেল এবং আমি ভাল হয়ে গেলাম। আর যে আমাকে আঘাত করেছিল তাকে আমি সে হাত দিয়ে হত্যা করেছি।[১৪৪]

---

[১৪১]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:১১৫
[১৪২]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:১১৬
[১৪৩]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:১১৬
[১৪৪]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:১১৬

১২৮. মাথার আঘাত থেকে আরোগ্য লাভ :

ইমাম তাবরানী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মুস্তানীর ইবনে রেযাম নামক এক ইহুদী আমার চেহারায় তলোয়ার দিয়ে এমন জোরে আঘাত করল যে, আমার মাথার হাড্ডি কিংবা মাথার খুলি কেটে মগজে আঘাত লেগেছিল। আমি নবী করিম ﷺ'র নিকট এসেছি। তিনি আবরণ খুলে সেখানে ফুঁক দিলেন ফলে কোন কষ্টই আমি অনুভব করিনি।[১৪৫]

১২৯. চূড় হয়ে যাওয়া গোড়ালী মুহূর্তেই ভাল হওয়া :

ইবনুস সকন ও আবু নঈম (র.) "আস সাহাবা" নমক গ্রন্থে হযরত মুয়াবিয়া ইবনে হাকাম (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা রাসূল ﷺ'র সাথে (খন্দক যুদ্ধে) ছিলাম। আমার ভাই আলী ইবনে হাকাম খন্দকের উপর দিয়ে তার ঘোড়া নিয়ে লাফিয়ে পার হওয়ার চেষ্টা করল কিন্তু সক্ষম হয়নি। ঘোড়া পড়ে গেল আর খন্দকের দেওয়ালে তার পায়ের গোড়ালী চুড় হয়ে গেল। আমরা তাকে ঘোড়ায় করে নবী করিম ﷺ'র কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি তার গোড়ালীতে হাত মোবারক বুলিয়ে দিলেন। সে ঘোড়া থেকে নামার আগেই সম্পুর্ণ সুস্থ হয়ে গেল।[১৪৬]

১৩০. উট সুস্থ হওয়া :

হযরত রেফায়েস ইবনে রাফে (রা.) বর্ণনা করেন, আমি আমার ভাই খাল্লাদ ইবনে রাফে'র সাথে বদর যুদ্ধে একটি উটের উপর আরোহণ করেছিলাম। আমরা বদর ময়দানে পৌঁছলে আমাদের উট অসুস্থ হয়ে পড়ল। আমার ভাই মান্নত করেছিল যে, হে আল্লাহ! যদি এই যুদ্ধে আমরা বিজয় লাভ করি তবে মদীনায় গিয়ে আমরা এই উটকে কুরবানী দেবো। হঠাৎ করে নবী করিম ﷺ আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন আর আমাদেরকে দেখে তিনি থামলেন। তিনি এসে পানি তলব করে অজু করেন এবং কুলি করেন। তারপর তিনি উটের মুখ খুলতে বললেন, আমরা মুখ খুললে তিনি উটের মুখে অজু'র ব্যবহৃত পানি প্রবেশ করিয়ে দেন। এরপর উটের মাথায়, গর্দানে, বক্ষে এবং লেজে পানি ছিটালেন আর আমাদেরকে আরোহণ করতে আদেশ দিলেন। আমরা উঠলে ঐ উট আমাদেরকে নিয়ে দ্রুত গতিতে দৌড়তে লাগল। আমরা বদর থেকে মদীনায় ফিরে আসলে আমার ভাই উট যবেহ করে গরীব মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছে।[১৪৭]

১৩১. মুখ ও মাথার ফুলা দূরীভূত হওয়া :

ইমাম বায়হাকী (র.) হযরত আসমা বিনতে আবি বকর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তার মুখে ও মাথায় ফুলা এসেছিল। রাসূল ﷺ স্বীয় হাত মোবারক মাথায় ও মুখে রেখে তিনবার এই দোয়া পাঠ করেন- بسم الله اذهب عنها سوء وفحشه بدعوة نبيك الطيب المبارك المكين عندك "হে আল্লাহ! আপনার নামের বরকতে ও আপনার সম্মানিত বরকত মন্ডিত ও পবিত্র নবীর

[১৪৫]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:১১৭
[১৪৬]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:১১৮
[১৪৭]. আব্দুর রহমান জামী (র.) (৮৯৮হি.), শাওয়াহেদুন নবুয়ত, উর্দু, বেরেলী, পৃ:১২৪

দোয়ার উসিলায় তার রোগ-ব্যাধি দূরীভূত করে দিন।" এই দোয়ার বরকতে ফুলা ও ব্যাথা দূরীভূত হল।[১৪৮]

১৩২. জ্বিনের কুপ্রভাব থেকে মুক্তি লাভ :

ইমাম আহমদ, দারেমী, তাবরানী, বায়হাকী ও আবু নঈম (র.) ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক মহিলা তার সন্তান নিয়ে রাসূল ﷺ'র নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সন্তানকে জ্বিনে ধরেছে। আমাদের সকাল ও রাতের খাবারের সময় তার উপর জ্বিনের প্রভাব পড়ে। ফলে খাবারের স্বাদ চলে যায়। রাসূল ﷺ তাঁর হাত মোবারক দিয়ে তার বক্ষে মাসেহ করে দেন এবং তার জন্য দোয়া করলেন। সে বমি করে দিল এবং তার পেট থেকে হিংস্র জন্তুর বাচ্চার ন্যায় একটি কালো বস্তু বের হল। এরপর সে সম্পুর্ণ সুস্থ হয়ে গেল।[১৪৯]

১৩৩. দাঁতের ব্যাথা দূরীভূত হওয়া :

ইমাম বায়হাকী, ইয়াযিদ ইবনে নূহ ইবনে যাকওয়ান (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার দাঁতের ব্যাথা আমাকে প্রচন্ড কষ্ট দিচ্ছে। তিনি তাঁর হাত মোবারক তার ব্যাথাযুক্ত চোয়ালে রেখে সাত বার এই দোয়া পাঠ করেন- اللهم اذهب عنه سؤ مايجد وفحشه بدعوة نبيك المبارك المكين عندك

"হে আল্লাহ! আপনার কাছে সম্মানিত ও আপনার বরকত মন্ডিত নবীর দোয়ার বরকতে তার ব্যাথা ও যাবতীয় অনিষ্ট তার থেকে দূরীভূত করে দিন।" অতঃপর তিনি সেখান থেকে চলে আসার পূর্বেই আল্লাহ তায়ালা তাকে শেফা দান করেন।[১৫০]

১৩৪. হাতের ব্যাথা দূরীভূত হওয়া :

ইমাম তাবরানী (র.) হযরত জারহাদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বাম হাত দিয়ে খাবার খাচ্ছিলেন। নবী করিম ﷺ বললেন, তুমি ডান হাত দিয়ে খাবার খাও। তিনি উত্তরে বললেন, আমার ডান হাতে ব্যাথা। রাসূল ﷺ তার হাতে ফুঁ দিয়ে ঝেড়ে দিলেন। ফলে মৃত্যু পর্যন্ত তার হাতে আর কোন ব্যাথা ছিলনা।[১৫১]

১৩৫. হাত মোবারকের ছোঁয়ায় ব্যাথা দূরীভূত হওয়া :

মু'জাম গ্রন্থে আবুল কাসেম বগভী হযরত মুয়াবিয়া ইবনে হাকাম (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, আমরা খন্দক যুদ্ধে নবী করিম ﷺ'র সাথে ছিলাম। আলী ইবনে হাকামের এক ভাইয়ের পায়ে খন্দকের একটি দেয়াল ভেঙ্গে পড়লে তার পায়ে আঘাত পেল। সে নবী

[১৪৮]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:১১৬
[১৪৯]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:১১৬
[১৫০]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:১১৭
[১৫১]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:১১৭

করিম ﷺ'র কাছে আসলে তিনি বিসমিল্লাহ পড়ে স্বীয় হাত মোবারক তার পায়ে বুলিয়ে দেন। ফলে তার পায়ে কোন ব্যাথা ও আঘাতের চিহ্নও অবশিষ্ট থাকল না।[১৫২]

১৩৬. পায়ের গোড়ালীর আঘাত ভাল হওয়া :

ইমাম বুখারী (র.) হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক (রা.) কাফের আবু রাফেকে হত্যা করে তার ঘর থেকে সিঁড়ি দিয়ে চলে আসার সময় মাটিতে পড়ে পায়ের গোড়ালী ভেঙ্গে গিয়েছিল। তিনি বলেন, আমি এ ব্যাপারে রাসূল ﷺকে অবহিত করলে তিনি বললেন, তোমার পা লম্বা করে রাখ। আমি পা লম্বা করে রাখলে তিনি স্বীয় হাত মোবারক আমার পায়ের গোড়ালীতে বুলিয়ে দেন। সাথে সাথে গোড়ালী এমন ভাল হয়ে গেল যেন কোন আঘাতও লাগেনি এবং কোন ব্যাথাও ছিলনা।[১৫৩]

১৩৭. ফুঁক দিয়ে ক্ষত ভাল করা :

হযরত মক্কী ইবনে ইব্রাহীম (র.) হযরত ইয়াযিদ ইবনে আবু উবাইদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি হযরত সালমা ইবনে আকওয়া (রা.)'র পায়ের নলায় আঘাতের চিহ্ন দেখে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবু মুসলিম! এ আঘাতটি কিসের? তিনি বললেন, এটি খায়বার যুদ্ধে প্রাপ্ত আঘাত। যুদ্ধে আমি আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পর লোকজন বলতে লাগল যে, সালমা মারা যাবে। অর্থাৎ আঘাতটি এত মারাত্মক ছিল যে, মারা যাওয়ার উপক্রম ছিল। এরপর আমি রাসূল ﷺ'র কাছে আসলাম। তিনি ক্ষতস্থানে তিনবার ফুঁ দেন। ফলে আজ পর্যন্ত আমি এতে কোন ব্যাথা অনুভব করিনি।[১৫৪]

১৩৮. কুলির পানি দিয়ে রোগ মুক্তি :

ইমাম আহমদ, ইবনে আবি শায়বা, বায়হাকী, তাবরানী ও আবু নঈম (র.) হযরত উম্মে যুনদুব (রা.) থেকে বর্ণনা করেন- তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺকে জামরায় আকাবার নিকট দেখেছি। তিনি সহ অন্যরা পাথর নিক্ষেপ করেন। তিনি সেখান থেকে চলে আসলে জনৈক মহিলা তার ছেলেকে নিয়ে তাঁর নিকট আসল, যাকে জ্বিনে পেয়েছে। মহিলা তার ছেলের অবস্থা বর্ণনা করলে তিনি পানি আনতে বললে পানি আনা হল। তিনি পানি হাতে নিয়ে কুলি করেন এবং ছেলের জন্য দোয়া করে বলেন, এই পানি ছেলেকে পান করাও আর গোসল দাও। উম্মে যুনদুব বলেন, আমি ঐ মহিলার পিছনে গিয়ে তাকে বললাম- আমাকে একটু পানি দাও। সে আমার হাতে একটু পানি দিল। আমি আমার ছেলে আব্দুল্লাহ কে পান করালাম সে জিন্দা রইল। এভাবে রাসূল ﷺ'র বরকতে আমার ছেলেও নব জীবন

১৫২. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:১ম, পৃ:৩৭৭
১৫৩. বুখারী, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র.) (২৫৬হি.), বুখারী শরীফ, আরবী, ইউপি, ইন্ডিয়া, পৃ:৫৭৭) ও (ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:১ম, পৃ:৩৯০
১৫৪. ইমাম বুখারী, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র.) (২৫৬হি.), বুখারী শরীফ, আরবী, ইউপি, ইন্ডিয়া, পৃ:৬০৫ হাদিস নং ৩৮৯১

লাভ করল আর ঐ মহিলার ছেলেও সুস্থ হয়ে গেল। আবু নঈম (র.) বলেন, ঐ ছেলে বড় হয়ে অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী হয়েছিল।[১৫৫]

১৩৯. কাটা বাহু জোড়া লাগা :

বদর যুদ্ধে উমাইয়্যা ইবনে খলফ হযরত খুবাইব (রা.)'র উপর এমনভাবে আঘাত করল, তাঁর হাতের বাহু কাধ থেকে পৃথক হয়ে গেল। হযরত খোবাইব (রা.) উমাইয়্যাকে হত্যা করল। রাসূল ﷺ তার বাহুকে স্বীয় হাত মোবরাক দিয়ে জোড়া লাগিয়ে দেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে পরিপূর্ণ সুস্থ করে দেন।[১৫৬]

১৪০. ফুঁক দিয়ে ব্যাথা উপশম :

ইমাম বুখারী (র.) ইয়াযিদ ইবনে আবি উবাইদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি সালমা ইবনে আকওয়া (রা.)'র পায়ের গোড়ালীতে যখম দেখে তাকে জিজ্ঞেস করেছি এটা কিসের যখম? উত্তরে সে বলল, খায়বার যুদ্ধে এই আঘাত লেগেছিল। লোকেরা বলল, সালমা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। আমি রাসূল ﷺ'র খেদমতে হাযির হলে তিনি আমার আহত স্থানে তিনবার ফুঁ দিলেন। অতঃপর আজ পর্যন্ত ঐ স্থানে কোন ব্যাথা অনুভব করিনি।[১৫৭]

১৪১. দোয়ার দ্বারা ব্যাথা থেকে মুক্তি লাভ :

ইমাম বায়হাকী, আবু নঈম (র.) হযরত ওসমান ইবনে আবিল আস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, আমি একদা নবী করিম ﷺ'র খেদমতে উপস্থিত হলাম। তখন আমার শরীরে প্রচন্ড ব্যাথায় প্রাণ বেরিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। রাসূল ﷺ আমাকে বললেন, তোমার ডান হাত সাতবার ফিরায়ে এই দোয়া পাঠ কর- باسم الله اعوذ بعزة الله وقدرته من شرّما اجد

"মহান আল্লাহর নামে, আল্লাহর ইজ্জত ও কুদরতের সদকায় আমার ব্যাথা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

অতঃপর আমি এরূপ করার সাথে সাথে আল্লাহ তায়ালা যাবতীয় দরদ-ব্যথা এমনভাবে দূরীভূত করে দেন যেন কোন ব্যাথাই ছিলনা। এরপর থেকে আমি সর্বদা নিজের পরিবার-পরিজন ও অন্যান্য লোকদেরকেও এই আমল করার উপদেশ দিই।[১৫৮]

১৪২. কাপড়ের টুকরা দিয়ে রোগ মুক্তি :

হযরত সিনান ইবনে তালাক ইয়ামামী (রা.) বর্ণনা করেন, বনু হানিফ গোত্র হতে সর্বপ্রথম তিনি প্রতিনিধি হিসাবে রাসূল ﷺ'র খেদমতে হাযির হন। তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ'কে তাঁর মাথা মোবারক ধৌত করতে দেখেছি। তিনি আমাকে বললেন, হে

১৫৫. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:৬৪
১৫৬. আব্দুর রহমান জামী (র.) (৮৯৮হি.), শাওয়াহেদুন নবুয়ত, উর্দু, বেরেলী, পৃ:১২৮
১৫৭. ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০হি.), হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, উর্দু, গুজরাট, খণ্ড:১ম, পৃ:৬৮২
১৫৮. ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০হি.), হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, উর্দু, গুজরাট, খণ্ড:১ম, পৃ:৬৮৩

ইয়ামামী ভাই! তোমার মাথা ধুয়ে নাও। তখন আমি রাসূল ﷺ'র বেচে যাওয়া পানি দিয়ে আমার মাথা ধুইলাম তারপর ইসলাম গ্রহণ করলাম। এরপর তিনি আমাকে এক টুকরা লিখিত কাগজ দিলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে আপনার জামার একটি টুকরা প্রদান করুন যা থেকে আমি বরকত হাসিল করবো।

অতঃপর তিনি আমাকে তাঁর জামার একটি টুকরা প্রদান করেন। মুহাম্মদ ইবনে জাবের (রা.) বলেন, এই জামার টুকরা আমার পিতার সাথে থাকতো। তিনি রোগীর শেফার জন্য ঐ জামার টুকরা ধুয়ে পানি পান করাতেন।[১৫৯]

১৪৩. ভাঙ্গা হাত ভাল হওয়া :

একজন সাহাবী বর্ণনা করেন, একদা আমরা রাসূল ﷺএর খেদমতে উপস্থিত হলাম। আমাদের সাথে একটি ছোট ছেলেও ছিল। এক দিন পূর্বে তার হাত ভেঙ্গে গিয়েছিল এবং হাতে বেন্ডিজ বাঁধা ছিল। রাসূল ﷺ তাকে ডেকে বেন্ডিজ খুলে স্বীয় হাত মোবারক ভাঙ্গা হাতে মালিশ করলে তৎক্ষনাত সে হাত এমন ভাল হয়ে গেল, কোন হাত ভেঙ্গেছিল লোকেরা বুঝতেও পারতো না। এরপর খাবার আসলে সবাই মিলে খাবার খেল। ছেলেকে বলা হয়েছে এই বেন্ডিজকে তোমার সাথে ঘরে নিয়ে যাও হয়তো কোন কাজে আসতে পারে।

এই ছেলে যখন তার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল তখন সেখানে একজন বৃদ্ধলোক ছিল যে এখনো ঈমান আনেনি। সে ছেলেকে জিজ্ঞেস করল, তোমার হাতের কি অবস্থা? সে পুরো ঘটনা বর্ণনা করলে সে বৃদ্ধ সাথে সাথে গিয়ে মুসলমান হয়ে গেল।[১৬০]

১৫৯. ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০হি.), হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, উর্দু, গুজরাট, খণ্ড:১ম, পৃ:৬৮৪
১৬০. আব্দুর রহমান জামী (র.) (৮৯৮হি.), শাওয়াহেদুন নবুয়ত, উর্দু, বেরেলী, পৃ:২১২

যেমন বলা তেমন হওয়া

১৪৪. হযরত হুযাইফা (রা.)'র সর্দি চলে যাওয়া :

হযরত আবু নঈম (র.) হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, আহযাবের যুদ্ধের রাতে নবী করিম ﷺ তিনবার বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আছ যে (কাফের) সম্প্রদায়ের অবস্থা সম্পর্কে সংবাদ আনতে পারে? আল্লাহ তাকে জান্নাতে আমার সঙ্গী বানাবেন। কেউ উত্তর দিলনা। অতঃপর তিনি হযরত হুযাইফা (রা.) কে ডাক দিলে তিনি উত্তর দিলেন। হুযূর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন একাজে সম্মত হচ্ছনা। হুযাইফা (রা.) বলেন, সর্দির কারণে। হুযূর ﷺ বললেন, সর্দি তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, তুমি যাও।.

হুযাইফা (রা.) বলেন, আমার সর্দি চলে যেতে লাগল আর আমি গিয়ে সংবাদ নিয়ে আসলাম। হুযাইফা (রা.) ফিরে আসার পর পূর্বের ন্যায় আবার সর্দি অনুভব করতে লাগলেন।[১৬১]

১৪৫. এক মুনাফিক নেতার মৃত্যু :

ইমাম মুসলিম (র.) হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ গযওয়ায়ে বনী মুস্তালিক থেকে ফেরার সময় মদীনার নিকটে আসলে এমন প্রচণ্ড বাতাস আরম্ভ হল যে, সওয়ার সওয়ারী থেকে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হল। তখন তিনি বললেন, এই বাতাস মুনাফিকের মৃত্যুর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

অতঃপর আমরা যখন মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছলাম তখন দেখলাম যে, মুনাফিকদের একজন বড় নেতা মারা গিয়েছে।[১৬২]

১৪৬. পানির গুণাবলী পরিবর্তন হওয়া :

হযরত যুবাইর ইবনে বাক্কার (র.) মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, 'যী কারদ' যুদ্ধের সময় রাসূল ﷺ 'বীসান' নামক কূপের পাশ দিয়ে গমণ করছিলেন। তিনি এই কূপ সম্পর্কে জানতে চাইলে বলা হল ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ এই কূপের নাম 'বীসান' এবং এর পানি লবণাক্ত। তিনি বললেন, না, এর নাম 'নু'মান' আর এর পানি পবিত্র। নবী করিম ﷺ এই কূপের নাম পরিবর্তন করে দিলেন আর আল্লাহ তায়ালা এর পানিকে পরিবর্তন মিষ্টি করে দেন। পরে কূপটি হযরত তালহা (রা.) ক্রয় করে সদকা করে দেন।[১৬৩]

১৬১. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:১ম, পৃ:৩৮২
১৬২. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:১ম, পৃ:৩৯১
১৬৩. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:১ম, পৃ:৪১৬

১৪৭. বায়তুল্লাহর চাবি আমার হাতে আসবে :

হযরত ইবনে সা'দ হযরত ওসমান ইবনে তালহা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ হিজরতের পূর্বে মক্কা মুকাররমায় আমার সাথে সাক্ষাত হলে তিনি আমাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। আমি বললাম, হে মুহাম্মদ! আপনি তো আশ্চার্য লোক। কিভাবে আশা করলেন আমি ইসলাম গ্রহণ করবো। অথচ আপনি নিজের সম্প্রদায়ের বিরোধীতা করতেছেন আর নতুন ধর্ম নিয়ে এসেছেন। আমরা জাহেলী যুগে সপ্তাহে দু'দিন সোম ও বৃহস্পতিবার বায়তুল্লাহ খুলে দিতাম।

একদিন তিনি এসে লোকদের সাথে বায়তুল্লাহ-এ প্রবেশের চেষ্টা করলে আমি তার সাথে কঠোর ব্যবহার করলাম এবং প্রবেশ করতে বাঁধা দিলাম। কিন্তু তিনি ধৈর্যের সাথে মেনে নিলেন আর আমাকে বললেন, হে ওসমান! নিশ্চয় অচিরেই তুমি দেখবে যে, বায়তুল্লাহর এই চাবি একদিন আমার হাতে। আর আমি যাকে ইচ্ছে তাকে দেবো। অতঃপর আমি বললাম, সে দিন কুরাইশ ধ্বংস ও লাঞ্ছিত হয়ে যাবে। তিনি বললেন, না, বরং সেদিন কুরাইশ উপস্থিত থাকবে এবং সাম্মানিত হবে। একথা বলে তিনি বায়তুল্লাহ-এ প্রবেশ করেন। কিন্তু তাঁর কথা গুলো আমার অন্তরে স্থান করে নিল আর আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম যে, তিনি যেরূপ বললেন সেরূপই হবে। আমি ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছে পোষণ করলে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাকে কঠোরভাবে হুমকি দিল।

অতঃপর মক্কা বিজয়ের দিন তিনি আমাকে বললেন, হে ওসমান! বায়তুল্লাহ'র চাবি নিয়ে এসো। আমি চাবি নিয়ে আসলে তিনি চাবি নিয়ে নেন। তারপর পুনরায় আমাকে দিয়ে বললেন, স্থায়ীভাবে এই চাবি নাও। অত্যচারী ব্যক্তি ছাড়া কেউ এই চাবি তোমার কাছ থেকে চিনিয়ে নিবেনা।

যখন আমি চাবি নিয়ে ফিরে যাচ্ছি তখন তিনি আমাকে ডাক দেন, আমি কাছে গেলে বলেন, সে কথা কি সত্য হয়নি যা আমি তোমাকে বলেছিলাম? তখন তিনি আমাকে হিজরতের পূর্বে মক্কায় যে কথা বলেছিলেন তা আমার স্মরণ পড়েছে। আর তা হল-

لعلك سترى هذا المفتاح يومًا بيدى أضعه حيث شئتُ

"নিশ্চয় অচিরেই তুমি দেখবে যে, এই চাবি একদিন আমার হাতে আসবে। আমি যাকে ইচ্ছে তাকে তা দেবো।" তখন আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রাসূল।[১৬৪]

১৪৮. আবু যর নির্জনে ইন্তেকাল করবে :

ইবনে ইসহাক, হাকেম ও বায়হাকী (র.) ইবনে মসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ যখন তাবুক রওয়ানা হন তখন কয়েকজন পিছে রয়ে গেল। তারপর পিছনে পিছনে আবু যর (রা.) আসতেছেন। মুসলমানগণের মধ্য থেকে জনৈক মুসলমান

[১৬৪]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:১ম, পৃ:৪৪২

দেখল এবং আরজ করল যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে একাকী আসতেছে। রাসূল ﷺ বললেন, সে আবু যর হবে। সাহাবায়ে কিরাম ভাল করে দেখে বলল, খোদার শপথ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবু যরই আসতেছে।

তখন রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, يرحم الله اباذر يمشى وحده ويموت وحده ويبعث وحده "আল্লাহ তায়ালা আবু যরের উপর রহম (দয়া) করুন, সে একাকী চলে, একাকী নির্জনে ইন্তেকাল করবে এবং একাকীই জীবন-যাপন করবে, কিয়ামত দিবসেও একাকী উঠবে।"

কালের আবর্তনে তাকে বাধ্য হয়ে 'যবদাহ' নামক স্থানে হিজরত করতে হয়েছে এবং সেখানেই তিনি ইন্তেকাল করেন। তার কাছে তখন শুধু তার স্ত্রী ও গোলাম ছিল। জানাযা পড়ার মত লোক না থাকায় তার লাশ রাস্তার মাথায় রেখে দেওয়া হল। সামনের দিক থেকে একটি কাফেলা আসল যার মধ্যে হযরত ইবনে মসউদ (রা.)ও ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, এটা কি? বলা হল, এটা হযরত আবু যর গিফারী (রা.)'র লাশ। তখন ইবনে মসউদ (রা.) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, রাসূল ﷺ সত্য বলেছিলেন। এরপর তিনি সওয়ারী থেকে নেমে জানাযা পড়ে তাকে দাফন করেন।[১৬৫]

১৪৯. জাহান্নামী ব্যক্তি :

হযরত সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ মুশরিকদের সাথে যুদ্ধরত এক ব্যক্তির দিকে তাকালেন। সে ব্যক্তি অন্যান্য লোকের চেয়ে ধনী ছিল। তিনি বললেন, কেউ যদি জাহান্নামী লোক দেখতে চায়, সে যেন এই লোকটিকে দেখে। একথা শুনে অবাক হয়ে এক ব্যক্তি তার পেছনে পেছনে যেতে লাগল। সে যুদ্ধ করতে করতে অবশেষে আহত হয়ে গেল। সে দ্রুত মৃত্যু কামনা করল আর নিজের তরবারীর অগ্রভাগ বুকে লাগিয়ে উপুড় হয়ে সজোরে এমনভাবে চাপ দিল যে, তলোয়ারটি তার বক্ষস্থলে ভেদ করে পার্শ্বদেশ অতিক্রম করে গেল।

এরপর রাসূল ﷺ বললেন, কোন বান্দা এমন কাজ করে যায় যে, লোকেরা দেখে একে জান্নাতী লোকের কাজ মনে করে। কিন্তু বাস্তবে সে জাহান্নামবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। আবার কোন বান্দা এমন কাজ করে যায়, যা মানুষের চোখে জাহান্নামীদের কাজ বলে মনে হয়, অথচ সে জান্নাতী লোকদের অর্ন্তভুক্ত। নিশ্চয় মানুষের যাবতীয় আমল তার শেষ পরিণামের উপর নির্ভরশীল।[১৬৬]

১৫০. কাফের হয়ে মৃত্যুবরণ করা :

ইমাম বায়হাকী (র.) হযরত মাকসাম (র.) থেকে বর্ণনা করেন, উহুদ যুদ্ধে নবী করিম ﷺ'র দাঁত মোবারক যখন শহীদ হন তখন তিনি উতবা ইবনে আবি ওয়াক্কাস'র বিরুদ্ধে দোয়া করেন, اللهم لايحل عليه الحول حتى يموت كافرًا "হে আল্লাহ! এক বছর অতিক্রম না

[১৬৫]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:১ম, পৃ:৪৫৩
[১৬৬]. ইমাম বুখারী, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (র.), সহীহ বুখারী শরীফ, আরবী, ইউপি, ইন্ডিয়া, পৃ:৯৬১, হাদিস নং ৬০৪৯

হতেই যেন সে কাফের অবস্থায় মরে।" তারপর এক বছর অতিক্রম হতে পারেনি সেই কাফের হয়ে মারা গিয়েছে।[১৬৭]

১৫১. রক্তপানে জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত হওয়া :

হযরত ইমাম বায়হাকী (র.) হযরত আমর ইবনে সায়েব (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, উহুদ যুদ্ধের দিন যখন নবী করিম ﷺ আহত হলেন তখন আবু সাঈদ খুদুরী (রা.)'র পিতা হযরত মালেক (রা.) হুযূর ﷺ'র আহত স্থানে থেকে রক্ত চুসে চুসে পরিস্কার করেছিলেন। তাকে বলা হল তুমি মুখ থেকে রক্ত থু দিয়ে ফেলে দাও। তখন সে বলল, খোদার কসম! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ'র রক্ত মোবারক কখনো ফেলবোনা। তিনি রক্ত মোবারক পান করে ফেলেন। এরপর তিনি যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, কারো যদি জান্নাতী ব্যক্তি দেখতে ইচ্ছে হয় সে যেন মালেককে দেখে। তারপর সে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদত বরণ করেন।[১৬৮]

১৫২. কবরে লাশ গ্রহণ না করা :

ইমাম বুখারী, মুসলিম, ইমাম আহমদ, বায়হাকী ও আবু নঈম (র.) হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল ﷺ'র ওহী লিখত। সে عليمًا حكيمًا লিখত আর তিনি তাকে বলতেন তুমি سميعًا بصيرًا লিখ। সে বলত, আপনি যেরূপ বলেছেন সে রূপই লিখতেছি। সে রাসূল ﷺ'র সামনে سمعا بصيرًا লিখত পরে عليما حكيمًا করে দিত। পরবর্তীতে এই ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে মুশরিকদের সাথে মিলে গিয়েছিল আর বলেছিল, আমি মুহাম্মদের চেয়ে বড় জ্ঞানী। আমি যা চাইতাম তাই লিখে দিতাম।

লোকটি মারা গেলে রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, মাটি তাকে গ্রহণ করবেনা। তাকে দাফন করা হলে মাটি তাকে গ্রহণ করেনি। হযরত আবু তালহা (রা.) বলেন, তাকে যেখানে দাফন করা হয়েছিল আমি সেখানে গিয়েছিলাম এবং দেখলাম সে কবরে মাটির বাইরে পড়ে রয়েছে। আমি উপস্থিত লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করলাম, এর কারণ কি? তারা বলল, دفناه فلم تقبله الارض "আমরা তাকে দাফন করেছি, কিন্তু মাটি তাকে গ্রহণ করেনি।"[১৬৯]

১৫৩. এক প্রতারকের পরিণাম :

ইমাম আব্দুর রাজ্জাক (আল মুসন্নিফ গ্রন্থে), বায়হাকী (র.) হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আনসারগণের গ্রামে জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, রাসূল ﷺ আমাকে আপনাদের কাছে পাঠিয়েছেন এবং আপনাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যে, অমুক মহিলাকে যেন আমার সাথে বিবাহ দেন। অথচ রাসূল ﷺ তাকে পাঠান নি।

---

১৬৭. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:১ম, পৃ:৩৬১
১৬৮. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:১ম, পৃ:৩৬১
১৬৯. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:১৩০

রাসূল ﷺ'র কাছে যখন এ খবর পৌঁছল তখন তিনি হযরত আলী ও যুবাইর (রা.) কে এই বলে পাঠান যে, তোমরা উভয়ে গিয়ে তাকে পেলে হত্যা করবে। তবে আমার মনে হয় তোমরা তাকে পাবে না। তারা গিয়ে দেখলেন সাপের কামড়ে সে মারা গিয়েছে।[১৭০]

১৫৪. আজীবন মুখ বাঁকা থাকা :

ইমাম হাকেম, বায়হাকী ও তাবরানী (র.) হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবি বকর সিদ্দিক (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হাকেম ইবনে আবিল আস রাসূল ﷺ'র মজলিসে বসত। যখন তিনি কথা বলতেন তখন সে (ঠাট্টা করে) তার মুখ বাঁকা করত। এ ব্যাপারে তিনি অবগত হলে তাকে বলেন- كن كذالك "তুমি অনুরূপ হয়ে যাও।" অতঃপর সে মৃত্যু পর্যন্ত সর্বদা মুখ বাঁকা অবস্থায় ছিল।[১৭১]

ইমাম বায়হাকী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, একদিন নবী করিম ﷺ খোতবা দিচ্ছিলেন আর জনৈক ব্যক্তি তাঁর পেছন থেকে তাঁকে ব্যঙ্গ করে তাঁর মতো করতেছে। তিনি বললেন, তুমি সেরূপ হয়ে যাও। লোকেরা তাকে তুলে তার ঘরে নিয়ে গেল। সে দু'মাস যাবৎ বেঁহুশ ছিল। তারপর যখনই জ্ঞান ফিরে আসত তখন সেরূপই থাকত যে রূপ নবী করিম ﷺ বলেছিলেন।[১৭২]

১৫৫. মৃত্যুর সময় ও স্থান বলে দেওয়া :

ইবনে আসাকের (র.) হযরত আকরা' ইবনে শফী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ'র নিকট অসুস্থ অবস্থায় হাযির হয়ে বললাম, সম্ভবত আমি এই অসুখে মরে যাবো। তিনি বলেন, তুমি এখন মরবেনা, বরং তুমি সিরিয়ায় হিজরত করবে এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে। আর ফিলিস্তিনের উচুঁ ভূমিতে দাফন হবে। তিনি হযরত ওমর (রা.)'র খেলাফতে ইন্তেকাল করেন এবং রমলা নামক স্থানে তাকে দাফন করা হয়।[১৭৩]

১৫৬. হযরত ওয়ায়েছ করণী (র.)'র পরিচয় প্রদান :

ইমাম মুসলিম (র.) হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ আমাদেরকে বলেছেন, তোমাদের কাছে ইয়েমন থেকে একজন লোক আসবে। ইয়েমনে শুধু তার মা ছাড়া আর কেউ থাকবে না। তার শরীরে সাদা দাগ থাকবে। সে আল্লাহর কাছে তা দূরীভূত হওয়ার জন্য দোয়া করবে আর আল্লাহ তার দোয়ায় তা দূরীভূত করে দেবেন তবে এক দীনার পরিমাণ স্থানে সাদা দাগ থেকে যাবে। তার নাম হবে ওয়ায়েছ। যে ব্যক্তি তার সাক্ষাত পাবে সে যেন নিজের জন্য তাকে দিয়ে দোয়া করায়ে নেয়।[১৭৪]

---

১৭০. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:১৩১
১৭১. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:১৩২
১৭২. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:১৩২
১৭৩. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:২১৮
১৭৪. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:২২০

১৫৭. বৃষ্টিতে কাপড় ভিজেনি :

একজন সাহাবী বর্ণনা করেন, আমি মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করে নবী করিম ﷺ'র মজলিশে সর্বদা উপস্থিত থাকতাম। তিনি সন্ধ্যা ও এশা'র মধ্যবর্তী সময়ে আমাদেরকে ইসলামের আদব ও নিয়মাবলী শিক্ষা দিতেন। এক রাতে প্রচন্ড বজ্রপাত, প্রবলবেগে বাতাস প্রবাহিত এবং মুসলধারে বৃষ্টিপাত হচ্ছিল। উপস্থিত লোকেরা বলল, আমরা বাড়ীতে যাবো কিভাবে? তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে তোমাদের ঘরে এমন ভাবে পৌঁছিয়ে দেবো যাতে বৃষ্টি তোমাদের কষ্ট দেবেনা।

আমরা নামায শেষ করলে তিনি বললেন, উঠ! আমরা উঠে মসজিদের বাইরে আসলাম, দেখলাম, আকাশ খুবই অন্ধকার এবং প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হচ্ছে। তিনি আদেশ দিলেন, তোমরা সামনের দিকে অগ্রসর হও। আমরা প্রত্যেকেই আপন ঘরে পৌঁছে গেলাম কিন্তু কারো কাপড় পর্যন্ত ভিজেনি।[১৭৫]

১৫৮. বাগানের ফলের পরিমাণ বলে দেওয়া :

ইমাম মুসলিম (র.) আবু হুমাইদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা তাবুক অভিযানে নবী করিম ﷺ'র সাথে রওয়ানা হলাম। আমরা ওয়াদিয়ে কুরায় এক মহিলার বাগানে পৌঁছলাম। রাসূল ﷺ বললেন, এই বাগানে কত ফল হবে বলে তোমরা অনুমান কর। আমরা একেক জনে একেক রকম অনুমান করলাম কিন্তু রাসূল ﷺ'র অনুমানে দশ ওসক নির্ধারিত হল। তিনি মহিলাকে বললেন, ইনশাল্লাহ, আমরা ফিরে আসা পর্যন্ত এর ফলের পরিমাণ মনে রাখবে।

তারপর সম্মুখে চললাম এবং তাবুকে পৌঁছলাম। রাসূল ﷺ বললেন, আজ রাতে প্রচন্ড অন্ধকার ও প্রবল বেগে বাতাস প্রবাহিত হবে। তোমাদের কেউ তাতে দাঁড়াতে পারবে না। আর যাদের উট আছে তারা যেন উটকে শক্ত করে বেঁধে রাখে। অতঃপর তিনি যেরূপ বলেছেন ঠিক সেরূপ হল। ঘন অন্ধকার প্রচণ্ড তুফান হল। এক ব্যক্তি দাঁড়ালে বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে 'তাই' পাহাড়ে ফেলে দিয়েছে।

অতঃপর আমরা তাবুক থেকে ফিরে আসার পথে আবার ওয়াদিয়ে কুরায় পৌঁছলে রাসূল ﷺ ঐ মহিলাকে বাগানের ফলের পরিমাণ সম্পর্কে জানতে চাইলে সে বলল, পূর্ণ দশ ওসকই হয়েছিল।[১৭৬]

১৫৯. একাকী বের হতে নিষেধ করা :

ইমাম বায়হাকী ও ইবনে ইসহাক (র.) হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তাবুক অভিযানে নবী করিম ﷺ যখন 'হাজার' নামক স্থানে অবস্থান করেন তখন বলেছিলেন, আজ রাতে তোমরা কেউ সঙ্গী ছাড়া একাকী বের হইও না। দু'ব্যক্তি ছাড়া

[১৭৫]. আব্দুর রহমান জামী (র.) (৮৯৮হি.), শাওয়াহেদুন নবুয়ত, উর্দু, বেরেলী, পৃ:১৯৪

[১৭৬]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:১ম, পৃ:৪৫৮

সকলেই তাঁর কথা আমল করেছে। দু'জন থেকে একজন প্রাকৃতিক প্রয়োজনে একা বের হয়েছে অপর ব্যক্তি উট খোঁজার জন্য বের হয়েছে।

অতঃপর যে প্রাকৃতিক প্রয়োজনে গিয়েছিল তাকে সেখানেই গলা টিপে দেওয়া হয়েছে আর যে উট খোঁজতে গিয়েছিল তাকে বাতাসে উড়ে নিয়ে 'তাই' নামক পাহাড়ে নিক্ষেপ করেছে। এ ব্যাপারে রাসূল ﷺকে অবহিত করা হলে তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে সঙ্গী ছাড়া একাকী বের হতে নিষেধ করিনি? অতঃপর যাকে মলমূত্র ত্যাগের স্থানে গলা টিপে দেওয়া হয়েছিল তার জন্য দোয়া করলেন। ফলে সে ভাল হয়ে গেল আর যে উট খোঁজার জন্য গিয়েছিল সে হুযূর ﷺ'র কাছে ঐ সময় আসল যখন তিনি তাবুক থেকে ফিরে আসেন।[১৭৭]

১৬০. পা'দ্বয় বেকার হয়ে যাওয়া :

ইমাম আবু দাউদ ও বায়হাকী (র.) গাযওয়ান থেকে বর্ণনা করেন, সাহাবায়ে কিরাম তাবুকে অবতরণ করেন। তারা চলতে অক্ষম এক ব্যক্তিকে দেখল। তারা তার কাছে এর কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে সে বলল, রাসূল ﷺ তাবুকে একটি খেজুর বৃক্ষের পাশে অবতরণ করে সে দিক হয়ে নামাজ পড়তেছেন। আমি এবং একটি ছেলে দৌড়ে তাঁর সামনে আসলাম। আমি ঐ বৃক্ষ ও তাঁর মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে চলে গেলাম। তখন রাসূল ﷺ বললেন, قطع صلاتنا قطع الله اثره فما قمت عليها الى يومى هذا "সে আমার নামায নষ্ট করে দিল, আল্লাহ তার নিশানও নষ্ট করে দিন। ফলে সেদিন থেকে আমি আমার পায়ে দাঁড়াতে পারিনা।"[১৭৮]

১৬১. হত্যাকারী জ্বর :

আবু নঈম (র.) হযরত ওয়াকেদী (র.) থেকে বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহ যুল জাদাইন (রা.) তাবুক অভিযানে রাসূল ﷺ'র সাথে রওয়ানা হল। আব্দুল্লাহ রাসূল ﷺ'র কাছে আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্য শাহাদত বরণের দোয়া করুন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তার রক্ত কাফেরদের জন্য হারাম করে দিন। তিনি আরো বললেন, তুমি আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার সময় তোমাকে জ্বরে পেয়েছিল। সেই জ্বরই তোমাকে হত্যা করেছে, তুমি শহীদ। সাহাবায়ে কিরাম যখন তাবুকে অবতরণ করেন তখন কিছু দিন পর আব্দুল্লাহ জ্বরে ইন্তেকাল করেন।[১৭৯]

১৬২. নব্বই বছর বয়সেও দাঁত নড়েনি :

ইবনে মুন্দাহ, ইবনুস সকন ও আবু নঈম (র.) বুজাইরাহ ইবনে বুজাইরা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ খালেদ বিন ওয়ালিদকে দুমাতুল জান্দালের খৃষ্টান

[১৭৭]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:১ম, পৃ:৪৫৯
[১৭৮]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:১ম, পৃ:৪৬০
[১৭৯]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:১ম, পৃ:৪৬১

বাদশা আকীদার'র বিরুদ্ধে অভিযানে পাঠালেন। সেই সৈন্যদলে আমিও ছিলাম। রাসূল ﷺ খালেদকে বললেন, তোমরা তাকে গাভী শিকারে রত দেখবে। আমরা চাঁদনী রাতে রাসূল ﷺ যেভাবে বলেছিলেন তাকে ঠিক সেভাবেই পেলাম। আমরা তাকে গ্রেফতার করে যখন হুযূর ﷺ'র নিকট আনলাম তখন আমি কয়েকটি কবিতা আবৃতি করলাম। তন্মধ্যে একটি হল- تبارك سائق البقرات انى + رأيت الله يهدى كل هاد

"গাভীগুলোর চালক বরকত মণ্ডিত। আমি দেখছি আল্লাহ প্রত্যেক হাদী (গাভী চালক) কে পথ প্রদর্শন করেন।" তখন নবী করিম ﷺ বললেন, لا يفضض الله فاك আল্লাহ তোমার চেহারা নষ্ট না করুক। অতএব বুজাইরার বয়স নব্বই বছর অতিক্রম করেছে কিন্তু তার একটি দাঁতও নড়েনি।[১৮০]

১৬৩. বৃক্ষের খেজুরে বরকত :

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত জাবের (রা.)'র পিতা ইন্তেকাল করলেন (ওহুদ যুদ্ধে)। তার উপর এক ইহুদীর ত্রিশ ওসক খেজুর ঋণ রেখে যান। হযরত জাবের (রা.) ইহুদী থেকে কয়েক দিনের সুযোগ চাইলেন কিন্তু ইহুদী সুযোগ দিলনা। জাবের (রা.) রাসূল ﷺ'র কাছে আরজ করেন, আপনি একটু ইহুদীকে সুপারিশ করুন। তিনি ইহুদীকে বললেন, তোমার ঋনের বিনিময়ে গাছের খেজুরগুলো গ্রহণ কর কিন্তু সে অস্বীকার করল।

তখন তিনি খেজুর বৃক্ষের নিকট গিয়ে ঘুরে দেখেন এবং বললেন হে জাবের! গাছ থেকে খেজুর নামিয়ে ইহুদীর ঋণ শোধ করে দাও। এই বলে তিনি চলে গেলেন আর তিনি খেজুর নামিয়ে ত্রিশ ওসক ইহুদীকে দিলেন এবং নিজের জন্য আরো সতের ওসক খেজুর বেঁচে গেল। হযরত জাবের (রা.) এই ঘটনা হযরত ওমর (রা.)কে বর্ণনা করলে তিনি বলেন, যখন রাসূল ﷺ পাশ দিয়ে গমন করেছিলেন তখনই আমি বুঝে নিলাম যে, আল্লাহ তায়ালা ঐ খেজুরে বরকত দান করবেন। ইমাম বায়হাকী (র.) বলেন- সম্মিলিত পাওনাদারকে দেওয়ার পর এই ইহুদী পরে এসেছিল আর গাছে অবশিষ্ট থেকে যাওয়া খেজুর রাসূল ﷺ ইহুদীকে দিতে বলেছিলেন।[১৮১]

১৬৪. হযরত ওমর (রা.)'র খাবারে বরকত :

হযরত দাকীর ইবনে সাঈদ (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা চারশ ব্যক্তি রাসূল ﷺ'র নিকট খাবারের জন্য আসছি। তিনি হযরত ওমর (রা.) কে বললেন, হে ওমর! তুমি তাদেরকে খাবার খাওয়াও এবং অতিরিক্ত কিছু দাও। তিনি আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কাছে তো মাত্র কয়েক সের খেজুর আছে যা আমার পরিবারের জন্য রেখেছি। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) বললেন, হে ওমর! তুমি রাসূল ﷺ'র হুকুম শুন,

[১৮০]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:১ম, পৃ:৪৬২

[১৮১]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:৮৭)

আর বাস্তবায়ন কর। হযরত ওমর (রা.) বললেন, হুযূরের আদেশ তো শিরোধার্য- এই বলে তিনি ঘরে গিয়ে চাবি নিয়ে দরজা খুলে সাবাইকে বললেন, তোমরা প্রবেশ কর। এতে সবাই ঘরে প্রবেশ করল আর আমি ছিলাম সবার পেছনে। হযরত ওমর (রা.) বললেন-

خذوا فاخذ كل رجل منهم ما احب ثم التفت اليه وانى اخر القوم وكأنا لم نرزأ تمرةً

"তোমরা নাও, সুতরাং প্রত্যেকেই চাহিদা মোতাবেক খেল এবং নিয়ে নিল। আমি খাবারের দিকে তাকালাম, দেখলাম দস্তরখানায় একটি খেজুরও কমেনি অথচ আমি ছিলাম সর্বশেষ খাবার গ্রহণকারী।"[১৮২]

১৬৫. দলবদ্ধ হয়ে বেহেস্তে প্রবেশ :

হযরত আবু হোরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলাল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, আমার উম্মত থেকে কিছুলোক দল বেঁধে বেহেশতে প্রবেশ করবে। আর তারা হবে সংখ্যায় সত্তর হাজার। তাদের চেহারাগুলো পূর্ণিমার চাঁদের আলোর ন্যায় উজ্জল থাকবে। হযরত আবু হোরাইরা (রা.) বলেন, এতদশ্রবণে উক্কাশ ইবনে মিহসান আসাদী তাঁর গায়ের চাদর উঠাতে উঠাতে দাঁড়ালেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ তায়ালা যেন আমাকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলাল্লাহ ﷺ দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আপনি একে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। এরপর আনসার সম্প্রদায়ের এক লোক দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর নিকট দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকে ও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। নবী করিম ﷺ বললেন, উক্কাশা তো উক্ত দোয়ার ব্যাপারে তোমার চেয়ে অগ্রগামী হয়ে গিয়েছে।[১৮৩]

১৬৬. জান্নাতী পানি পান :

ইবনে আসাকের (র.) ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত আবু বকর (রা.) রাসূল ﷺ'র সাথে সওর গুহায় ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.)'র পানির পিপাসা লাগলে রাসূল ﷺ তাকে বললেন, اذهب الى صدر لغار فاشرب "গুহার সম্মুখ দিয়ে যাও আর পানি পান কর।" আবু বকর (রা.) গুহার সম্মুখ দিকে গিয়ে তা থেকে পানি পান করেন। ঐ পানি মধুর চেয়ে মিষ্টি, দুধের চেয়ে শুভ্র ও মেশকের চেয়ে অধিক সুগন্ধি ছিল। এরপর আবু বকর (রা.) চলে আসেন। তখন রাসূল ﷺ এরশাদ করেন-

ان الله امر الملك الموكل بانهار الجنة ان خرق نهرًا من جنة الفردوس الى صدر الغار لتشرب

"আল্লাহ তায়ালা জান্নাতের নহরের দায়িত্ববান ফেরেস্তাকে আদেশ দেন যেন জান্নাতুল ফেরদৌসের নহরকে গুহার সম্মুখ ভাগে প্রবাহিত করে দেন, যাতে তুমি পানি পান করতে পার।"[১৮৪]

[১৮২]. আবু নঈম ইস্পাহানী (র.) (১৩৫০হি.), দালায়েলুন নবুয়ত, উর্দু, দিল্লী, পৃ:৩৮২

[১৮৩]. ইমাম বুখারী, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র.) (২৫৬হি.), সহীহ বুখারী শরীফ, আরবী, ইউপি, ইন্ডিয়া, খন্ড:২য়, পৃ:৯৬৮, হাদিস নং ৬০৯৯

[১৮৪]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:১ম, পৃ:৩০৭

১৬৭. মদীনার জ্বরে মৃত্যুবরণ করা :

ইমাম বাইহাকী (র.) ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, বনু তাই গোত্রের প্রতিনিধি দল আসল। তাদের মধ্যে যায়েদ আল খায়েল নামক এক ব্যক্তি ছিল। তারা মুসলমান হল আর রাসূল ﷺ যায়েদ আল খায়েল এর নাম রাখলেন যায়েদ আল খায়ের। সে যখন স্বীয় কওমে ফিরে যেতে লাগল তখন নবী করিম ﷺ বললেন- لم ينجو زيد من حمى المدينة। যায়েদ মদীনার জ্বর থেকে বাঁচতে পারবে না। অতঃপর সে যখন নজদে পৌঁছল তখন জ্বরে আক্রান্ত হল এবং সেখানে সে মৃত্যুবরণ করল।[১৮৫]

১৬৮. সুস্থ ও সৎলোক হয়ে শহীদ হওয়া :

ইমাম বায়হাকী (র.) হযরত মুহাম্মদ বিন সীরীন (র.) থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক মহিলা তার এক রুগ্ন ছেলেকে নিয়ে নবী করিম ﷺ'র দরবারে এসে বলল, এটি আমার ছেলে। তার এমন এমন রোগ-ব্যধি হয়েছে যার ফলে সে এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যা আপনি দেখতেছেন। সুতরাং আপনি তার মৃত্যুর জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। তিনি বললেন, আমি তার শেফা ও সুস্থতার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতেছি সে যেন ভাল হয়ে বড় হয়ে সৎ লোক হয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে শাহাদত বরণ করে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে।[১৮৬]

১৬৯. প্রচণ্ড শীতকালীন ভোরেও পাখা ব্যবহার :

ইবনে আদী, বায়হাকী ও আবু নঈম (র.) হযরত বেলাল (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি একদা শীতকালীন সকালে আযান দিলে নবী করিম ﷺ ঘর থেকে বের হয়ে আসেন কিন্তু মসজিদে তখনো কেউ আসেনি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বেলাল! লোকেরা কোথায়? আমি বললাম, প্রচণ্ড ঠাণ্ডার কারণে আসেনি। তখন তিনি দোয়া করলেন- اللهم اذهب عنهم البرد "হে আল্লাহ! ওদের থেকে শীত দূরীভূত করে দিন।" হযরত বেলাল (রা.) বলেন, তাদের থেকে শীত এমনভাবে দূরীভূত হল যে, আমি তাদেরকে শীতকালে সকালে ভোর বেলায়ও পাখা ব্যবহার করতে দেখেছি।[১৮৭]

১৭০. হযরত সফীনা (রা.)'র নামকরণ :

ইমাম আহমদ, ইবনে সা'দ, বায়হাকী ও আবু নঈম (র.) হযরত সফীনা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, একদা তাকে কেউ জিজ্ঞাসা করল যে, তোমার নাম কি? তিনি উত্তর দেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নাম রাখেন সফীনা। জিজ্ঞেস করা হল এই নাম কেন রাখা হল। উত্তরে তিনি বলেন, একদা রাসূল ﷺ স্বীয় সাহাবীদের নিয়ে কোথাও তাশরীফ নিলেন। সাহাবাদের জিনিসপত্র ভারী হয়েছিল। তখন রাসূল ﷺ একটি চাদর বিছালেন এবং

[১৮৫]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:১ম, পৃ:৩৪
[১৮৬]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন-সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:১১৭
[১৮৭]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:১২১

সকলেই তাদের মালপত্র তাতে রেখে আমার উপর তুলে দিলেন, আর রাসূল ﷺ বললেন- احمل فانما انت سفينة "তুমি উঠাও, কেননা তুমি হলে সফীনা তথা নৌকা।" সেদিন থেকে আমি সাতটি উটের বোঝা বহন করলেও আমার ভারী হতো না।[১৮৮]

১৭১. হযরত আলী (রা.)কে স্বাগতম :

হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ আমাকে বললেন, আমার উটনীতে আরোহণ কর আর ইয়েমেনে যাও। যখন অমুক পাহাড় দিয়ে গমণ করবে তখন লোকেরা তোমায় এস্তেকবালিয়া তথা তোমাকে স্বাগতম জানানোর উদ্দেশ্যে আসবে। সেখানে দাঁড়িয়ে বলবে, يا حجر يا مدر ، يا شجر رسول الله يقرء كم سلام "হে পাথর, হে মাটির ঢিলা, হে বৃক্ষ! রাসূলুল্লাহ তোমাদের সালাম দিয়েছেন।" হযরত আলী (রা.) বলেন, যখন আমি ঐ পাহাড়ে পৌঁছি তখন দেখি লোকেরা আমার দিকে আসতে লাগল আর বলতে লাগল يا حجر يا مدر يا شجر رسول الله يقرء كم عليكم السلام মাটি থেকেও উচ্চস্বরে এরূপ শব্দ আসতে লাগল। এখানকার লোকেরা এই শব্দ শুনে সকলে মুসলমান হয়ে গেল।[১৮৯]

[১৮৮]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:১২১
[১৮৯]. আব্দুর রহমান জামী (র.) (৮৯৮হি.), শাওয়াহেদুন নবুয়ত, উর্দু, বেরেলী, পৃ:২০২

যেমন চাওয়া তেমন হওয়া

১৭২. ক্বিবলা পরিবর্তন :

ইবনে সা'দ (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ মদীনায় হিজরত করে ষোল মাস পর্যন্ত বায়তুল মোকাদ্দেসের দিকে ফিরে নামায আদায় করেন। কিন্তু তাঁর আশা ছিল যে, বায়তুল্লাহকেই ক্বিবলা বানানো হোক। তিনি হযরত জিব্রাঈল (আ.) কে বললেন, আমার আকাঙ্ক্ষা যে, আল্লাহ যেন আমার ক্বিবলা ইহুদীদের ক্বিবলা থেকে ফিরিয়ে দেন। জিব্রাঈল (আ.) বললেন, আমিতো একজন বান্দাহ মাত্র। আপনিই আপনার প্রভূর কাছে প্রার্থনা করুন।

অতঃপর রাসূল ﷺ যখনই বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামায আদায় করতেন তখন স্বীয় মাথা মোবারক আসমানের দিকে উঠাতেন। তারপর তিনি এই আয়াত নাযিল করেন– قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضها

"নিশ্চয়ই আমি আপনাকে বার বার আকাশের দিকে তাকাতে দেখি। অতএব, অবশ্যই আমি আপনাকে সে কেবলার দিকেই ঘুরিয়ে দেবো যাকে আপনি পছন্দ করেন।"[১৯০] (সূরা বাকারা, আয়াত নং ১৪৫)

১৭৩. যতবার চাইতাম ততবার দিতে থাকতে :

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা বিদায় হজ্বের সময় হজ্বের উদ্দেশ্যে নবী করিম ﷺ'র সাথে রওয়ানা হয়ে 'বতনে রুহা' নামক স্থানে পৌঁছলাম। তিনি দেখলেন যে, একজন মহিলা তাঁর দিকে আসতেছে। তিনি স্বীয় সওয়ারী থামালেন। মহিলা এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা আমার সন্তান। সে জন্মলগ্ন থেকে অসুস্থ। তিনি ছেলেটি নিয়ে স্বীয় সওয়ারীতে বক্ষ মোবারকের সামনে বসায়ে তার মুখে স্বীয় লালা মোবারক লাগিয়ে দিয়ে বললেন, اخرج يا عدو الله فانى رسول الله "বেরিয়ে যা, হে আল্লাহর দুশমন। কেননা, আমি হলাম আল্লাহর রাসূল।" এই বলে তিনি ছেলে মহিলাকে দিয়ে বললেন- চলে যাও আর কোন আশঙ্কা নেই।

হযরত উসামা (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ হজ্ব সমাপন করে ফিরে আসার সময় 'বতনে রুহা' তে পৌঁছলে মহিলা পুনরায় একটি ভূনা বকরী নিয়ে আসল। রাসূল ﷺ আমাকে বললেন, আমাকে বকরীর সামনের পা দাও, আমি দিলাম। তিনি পুনরায় বললেন, আরেকটি দাও, আমি দিলাম। তিনি আবার বললেন, এর সামনের পা দাও। আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বকরীর তো সামনের দু'টি পা থাকে। আমি উভয় পা আপনাকে দিয়ে দিয়েছি। তখন তিনি বললেন, والذى نفسى بيده ما سكت ما زالت تناولنى ذراعًا "খোদার শপথ, যদি তুমি চুপ থাকতে তবে যতবার আমি চাইতাম ততবার তুমি দিতে থাকতে।"

১৯০. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:১ম, পৃ:৩২২

এরপর তিনি আমাকে বললেন, দেখ, আশে-পাশে কোন বৃক্ষ বা পাথর দেখ কিনা? আমি আরজ করলাম, পরস্পর কাছাকাছি কয়েকটি খেজুর গাছ আর পাথরের টুকরা দেখতেছি। তিনি বললেন, তুমি বৃক্ষের কাছে গিয়ে বল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আদেশ দিচ্ছেন যে, তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য তোমরা কাছাকাছি এসে একত্রিত হয়ে যাও। আর পাথরকেও অনুরূপ বল।

উসামা (রা.) বলেন, আমি ওগুলোর নিকটে গিয়ে অনুরূপ বললাম। খোদার শপথ, যিনি তাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, বৃক্ষ মাটি ছিঁড়ে চলতে লাগল এবং পরস্পর একস্থানে একত্রিত হয়ে গেল। আর দেখলাম পাথর নড়াচড়া করতে করতে ঐ বৃক্ষসমূহের পিছে এমনভাবে জমাট বেঁধে গেল যেন এগুলো গেঁথে দেওয়া হয়েছে। তিনি প্রয়োজন শেষ করে ফিরে এসে আমাকে বললেন, তুমি এগুলোকে বল, যেন তারা আপন জায়গায় চলে যায়। আমি গিয়ে বললাম, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركن ان ترجعن الى مواضعكن

"রাসূল ﷺ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা তোমাদের স্থানে চলে যাও।" (অনুরূপ ঘটনা হযরত জাবের (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে-সংকলক)[১৯১]

১৭৪. মাটি থেকে পানি প্রবাহিত করা :

ইবনে সা'দ হযরত আমর ইবনে সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আবু তালেব বলেন, একদা আমি আমার ভাতিজা তথা নবী করিম ﷺ'র সাথে 'যুল মাজায' নামক স্থানে ছিলাম। আমার প্রচন্ড পানির পিপাসা হল। আমি তাঁর কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ পেশ করলাম। আমি বললাম, হে ভাতিজা! আমি পিপাসার্ত। তবে আমার করুণ অবস্থা তাঁকে বলিনি। কারণ আমি দেখতেছি যে, আফসোস করা ছাড়া তাঁর কাছে আর কিছুই নেই।

তারপর তিনি সওয়ারী থেকে নামলেন এবং বললেন, হে চাচা! আপনি কি পিপাসার্ত? আমি বললাম হ্যাঁ। তখন তিনি নিজের পেছনের দিকে মাটির দিকে একটু ঝুঁকে তাকালেন। হঠাৎ আমি সেখানে পানি দেখলাম। তিনি বললেন, চাচা! পানি পান করুন। আবু তালেব বলেন, আমি পানি পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করলাম।[১৯২]

১৯১. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:৬০

১৯২. সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:১ম, পৃ:২০৭

জড়পদার্থের আনুগত্য

১৭৫. বৃক্ষের আনুগত্য :

ইমাম মুসলিম, বায়হাকী, আবু নঈম (র.) হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমরা রাসূল ﷺ'র সাথে 'গযওয়াযে যাতির রিকা'র উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম এবং একটি প্রশস্ত উপত্যকায় পৌঁছলাম। নবী করিম ﷺ প্রাকৃতিক প্রয়োজনে যান। আমি পানির পাত্র নিয়ে তাঁর পেছনে পেছনে গেলাম। তিনি কোন আড়াল পেলেন না। তবে উপত্যকার পাশে দু'টি বৃক্ষ দেখলে তিনি একটি বৃক্ষের নিকটে গিয়ে বৃক্ষের ঢাল ধরে বললেন, انقيادى باذن الله فانقادت معه كالبعير المخشوس

"আল্লাহর হুকুমে আমার অনুগত হয়ে যাও, সাথে সাথে বৃক্ষ নাকে রশি বাঁধা উটের ন্যায় পিছে পিছে চলতে লাগল।" এরপর তিনি অপর বৃক্ষের নিকটে গিয়ে বৃক্ষের একটি শাখা ধরে বললেন, খোদার হুকুমে আমার অনুগত হও। ঐ বৃক্ষটিও তাঁর পিছু নিতে লাগল। এভাবে উভয় বৃক্ষকে একস্থানে এনে বললেন, আল্লাহর হুকুমে একত্রে মিলে যাও। তখন উভয় বৃক্ষ একসাথে মিলে গেল।

হযরত জাবের (রা.) বলেন, আমি বসে গেলাম আর মনে মনে চিন্তা করতে লাগলাম। হঠাৎ যখন আমার দৃষ্টি পড়ল দেখলাম রাসূল ﷺ তাশরীফ আনতেছেন আর বৃক্ষ দু'টি পৃথক হয়ে আপন স্থানে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। আমি দেখলাম যে, তিনি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে স্বীয় মাথা মোবারক ডানে ও বামে ইশারা করলেন তারপর সামনের দিকে আসলেন। আমার সামনে এসে বললেন, হে জাবের! আমি যেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম তা তুমি দেখেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ! তিনি বললেন, তুমি ঐ বৃক্ষ দু'টির নিকট গিয়ে প্রত্যেক বৃক্ষ থেকে একটি করে শাখা কেটে নিয়ে যেখানে আমি দাঁড়িয়েছিলাম সেখানে একটি তোমার ডান দিকে আপরটি বাম দিকে রাখবে।

হযরত জাবের (রা.) বলেন, আমি একটি পাথরকে ধারাল করে তা দিয়ে ঐ বৃক্ষ দু'টি থেকে দু'টি শাখা কেটে নিয়ে ঐ স্থানে গিয়ে একটি ডানদিকে একটি বাম দিকে ফেলে রেখে তার কাছে চলে আসলাম। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যা বলেছেন তা করেছি কিন্তু এর কারণটি কি? তিনি বললেন, আমি এমন দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম যে কবরদ্বয়ের মুর্দার উপর আযাব হচ্ছে। আমি চাইলাম যে, আমার শাফায়তের দ্বারা তাদের কবর আযাব হ্রাস হোক যেই পর্যন্ত শাখা দু'টি তাজা থাকবে।

তারপর আমরা সৈন্যদলে পৌঁছলে তিনি আমাকে বললেন, জাবের! সকলকে অজু করার ঘোষণা কর। অমি সকলকে অজু করার ঘোষণা করলাম। আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! কাফেলায় বিন্দুমাত্র পানি নেই। সেখানে জনৈক আনসারী ব্যক্তি ছিল, যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র জন্য মশকে পানি ঠান্ডা করে রাখত। তিনি

বলেন, ঐ আনসারীর কাছে গিয়ে দেখ মশকে সামান্য পানি আছে কিনা। আমি গিয়ে দেখলাম, মশকের মুখে মাত্র কয়েক ফোঁটা পানি আছে। যদি আমি মশককে কাত করি তবে মশকের শুকনো অংশ ভিজে পানি শেষ হয়ে যাবে। আমি হুজুরের খেদমতে এসে তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি বললেন, ঐ মশক নিয়ে এসো। আমি মশক নিয়ে আসলাম। তিনি হাত মোবারক দিয়ে মশককে কয়েকটি চাপ দিয়ে আমাকে দিয়ে বললেন, জাবের! ঘোষণা কর, যেন কাফেলার সবচেয়ে বড় পানির পাত্র নিয়ে আসা হয়। আমি উচ্চস্বরে বললে একটি বড় পাত্র লোকেরা বহণ করে আনল। আমি উহা রাসূল ﷺ'র সামনে রাখলাম। হুযুর ﷺ উহাতে স্বীয় হাত মোবারক বুলিয়ে হাতের আঙ্গুল সমূহ প্রশস্ত করে স্বীয় হাত মোবারক পাত্রের মুখে রাখলেন আর এরশাদ করলেন, হে জাবের! এই মশক নিয়ে বিসমিল্লাহ বলে আমার হাতের উপর ঢাল। আমি বিসমিল্লাহ বলে ঐ পানি তার হাত মোবারকে ঢেলে দিলাম। অতঃপর দেখলাম তাঁর আঙ্গুল মোবারকের মাঝখান থেকে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হতে লাগল। এমনকি পানির বেগে পাত্র ঘুরে গেল এবং পানি পূর্ণ হয়ে গেল।

তারপর বললেন, হে জাবের! ঘোষণা কর- যার পানির প্রয়োজন সে যেন এসে পানি নিয়ে যায়। তখন সাহাবীগণ এসে পানি নিয়ে যান এবং সবাই পরিতৃপ্ত হলেন। এরপর তিনি স্বীয় হাত মোবারক পাত্র থেকে তুলে নিলেন কিন্তু তখনো পাত্র পানিতে পূর্ণ ছিল।

সাহাবায়ে কিরাম তাঁর কাছে ক্ষুধার অভিযোগ করলে তিনি বলেন, অচিরেই আল্লাহ তোমাদের খাবারের ব্যবস্থা করবেন। অতঃপর আমরা একটি নদীর তীরে আসলে নদী একটি মাছ আমাদের উদ্দেশ্যে তীরে নিক্ষেপ করল। আমরা নদীর তীরে আগুন জ্বালিয়ে মাছ রান্না ও ভূনা করে খেয়েছি। হযরত জাবের (রা.) এটা কত বড় মাছ ছিল তার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, আমি এবং অমুক অমুক মোট পাঁচ জন ব্যক্তি ঐ মাছের চোখের খোসায় ঢুকে গেলাম আমাদের কাউকে দেখা যাচ্ছিলনা তারপর আমরা বেরিয়ে আসলাম। অতঃপর আমরা ঐ মাছের পাশের একটি হাড্ডি নিয়ে ধনুকের ন্যায় বাঁকা করে রেখেছি আর কাফেলার সবচয়ে লম্বা ব্যক্তি যে সবচেয়ে বড় ও উচুঁ উটের উপর আরোহন করেছিল তাকে ডাকা হল। সে ঐ উচুঁ ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে ঐ মাছের হাড্ডির নীচ দিয়ে মাথা ঝুঁকানো ব্যতীত অনায়েসে চলে গেলে।[১৯৩]

১৭৬. বৃক্ষের সাক্ষ্য :

ইমাম আবু নঈম (র.) হযরত বুরাইদা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তি নবী করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র দরবারে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার দরবারে মুসলমান হয়ে এসেছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই, আর আপনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আমার মনে চাচ্ছে যে, আপনি ঐ সুজলা-সুফলা বৃক্ষটিকে আহ্বান করুন যেন আপনার কাছে এসে যায়। তিনি বৃক্ষকে ডাক দিলে বৃক্ষ প্রথমে ডানে ঝুঁকে পড়ে। ফলে ডান দিকের শিকড় মাটি থেকে পৃথক হয়ে যায়। দ্বিতীয়বার বাম দিকে ঝুঁকে পড়ে ফলে বাম দিকের শিকড় মাটি থেকে উঠে যায়। তারপর

[১৯৩]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র:) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড ১ম, পৃ:৩৭১

বৃক্ষটি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র নিকট এসে গেল। নবী করিম ﷺ বললেন, بما تشهدين يا شجرة "হে বৃক্ষ! তুমি কি সাক্ষ্য দিবে?" তখন বৃক্ষ বলল- اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই, আর আপনি আল্লাহর রাসূল।" রাসূল ﷺ বললেন, তুমি সত্য বলেছ। গ্রাম্য লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি বৃক্ষটিকে তার স্থানে চলে যেতে বলুন। তিনি বললেন, তুমি তোমার স্থানে চলে যাও এবং যেরকম ছিলে সেরকম হয়ে যাও। সাথে সাথে বৃক্ষ চলে গেল এবং শিকড়ের উপর শক্ত হয়ে গেল। তখন গ্রাম্য লোকটি বলল, আমি আমার পরিবারে যাচ্ছি, তাদের এই অলৌকিক মু'জিযা শুনিয়ে তাদেরকে মুসলমান বানিয়ে আপনার কাছে নিয়ে আসতেছি।[১৯৪]

১৭৭. খেজুর কাণ্ডের কান্না :

হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বৃক্ষের উপর কিংবা খেজুর বৃক্ষের কান্ডের উপর হেলান দিয়ে মসজিদে নববীতে শুক্রবারে জুমা'র খুতবা প্রদানের জন্য দাঁড়াতেন। তখন একজন আনসারী মহিলা অথবা একজন পুরুষ বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার জন্য একটি মিম্বর তৈরী করে দেবো কি? রাসূল ﷺ বললেন, তোমাদের ইচ্ছে হলে দিতে পার। অতঃপর তারা একটি কাঠের মিম্বর তৈরী করে দিল।

যখন শুক্রবার এল রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে আসন গ্রহণ করলেন খুতবা দেওয়ার জন্য। তখন কান্ডটি শিশুর ন্যায় চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বর থেকে নেমে এসে উহাকে জড়িয়ে ধরলেন। কিন্তু কান্ডটি আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে শিশুর মত আরো ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদতে লাগল। রাবী বলেন, কান্ডটি এজন্য কাঁদ ছিল, যেহেতু সে খুতবা কালে অনেক যিকর শুনতে পেত।[১৯৫]

ইমাম দারেমী (র.) হযরত বারিদাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বর থেকে নেমে এসে ঐ কান্ডের উপর হাত রেখে শান্তনা স্বরূপ বললেন, হে কান্ড! যদি তুমি চাও তবে তোমাকে ঐ স্থানে বপন করে দেবো যেখানে তুমি ছিলে। আর যদি ভাল মনে কর তবে তোমাকে জান্নাতে বপন করে দেবো যাতে তুমি জান্নাতের নদী-নালা থেকে তরুতাজা হবে এবং উন্নত মানের ফল দেবে যা জান্নাতবাসী আল্লাহর প্রিয়জনরা খাবে। তখন রাসূল ﷺ শুনেছেন যে, সে বলল, আমি পছন্দ করেছি। নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেন, কি পছন্দ করেছ? উত্তরে বলল,

[১৯৪]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড ২য়, পৃ:৫৯
[১৯৫]. ইমাম বুখারী, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (র.) (২৫৬ হি.), সহীহ বুখারী শরীফ, আরবী, ইউপি, ইন্ডিয়া, পৃ: ৫০৬, হাদিস নং ৩৩৩১

আমি জান্নাতী বৃক্ষ হতে চাই। এ জাতীয় রেওয়ায়েত তাবরানী এবং ইবনে আবি শাইবা, দারেমী ও আবু নঈম হযরত আবু সাঈদ খুদুরী (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করেন।[১৯৬]

ইমাম তাজ উদ্দিন সুবকী (র.) বলেন, খেজুর বৃক্ষের কান্ড রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র বিরহে ক্রন্দন করার হাদিস মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌঁছেছে। প্রায় বিশজন সাহাবী ঐ ঘটনা বর্ণনা করেন। আর এ ঘটনার অধিকাংশ সনদ বিশুদ্ধ। সুতরাং তা অকাট্য ও সন্দেহাতীত।[১৯৭]

আল্লামা জামী (র.) শাওয়াহেদুন নবুয়ত গ্রন্থে এই ঘটনা বর্ণনা করার পর একটি কবিতা উল্লেখ করেন- استن حنانہ در ہجر رسول ☆ نالہ می زد ہمچو ارباب عقول

"রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিরহে উস্তুনে হান্নানাহ (জড়পদার্থ হয়েও) জ্ঞানীদের ন্যায় কান্না করেছিল।"[১৯৮]

১৭৮. বৃক্ষ এসে দন্ডায়মান :

ইবনে আবি শায়বা, আবু ইয়ালা, দারেমী ও বায়হাকী হযরত আ'মশ, আবু সুফিয়ান ও আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত জিব্রাঈল (আ.) নবী করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র নিকট আসলেন তখন তিনি মক্কার বাইরে ছিলেন। মক্কা বাসীরা তাঁকে রক্তাক্ত করে দেয়। জিব্রাঈল (আ.) জিজ্ঞেস করলেন কি হয়েছে আপনার? তিনি বললেন, তারা আমাকে রক্তাক্ত করে দিল আর আমার বিরুদ্ধে এরূপ-সেরূপ বলতেছে।

জিব্রাঈল (আ.) বললেন, আপনি যে সত্য নবী এ ব্যাপারে কোন নিদর্শন দেখতে চান? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ! জিব্রাঈল (আ.) বললেন, ঐ বৃক্ষকে আহ্বান করুন। তিনি ওটাকে আহ্বান করা মাত্র তা মাটি ছিড়ে এসে তাঁর সামনে দন্ডায়মান। জিব্রাঈল (আ.) বললেন ওটাকে পুনরায় চলে যেতে বলুন। তিনি বৃক্ষকে বললেন, তুমি আপন স্থানে চলে যাও। সাথে সাথে বৃক্ষ আপন জায়গায় চলে গেল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এতটুকুই অমার জন্য যথেষ্ট।[১৯৯]

১৭৯. বৃক্ষ ভাগ হয়ে চলে আসা :

আরবের বিখ্যাত শক্তিধর পলোয়ান রুকানাকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন তিনবার পরাজিত করে তিনটি বকরী গ্রহণের পর বললেন, হে রুকানা! তোমার বকরীর কোন প্রয়োজন নেই আমার। বরং আমি তোমাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি, তুমি ইসলাম গ্রহণ কর। কেননা তুমি দোযখে যাও তা আমি চাইনা। যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ কর তবে নিরাপদে থাকবে। রুকানা বলল, যতক্ষন না আপনি কোন নিদর্শন দেখাবেন ততক্ষন আমি ইসলাম গ্রহণ করবো না। রাসূল ﷺ বললেন, তোমার উপর আমি

[১৯৬]. ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০ হি.) হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, উর্দু, গুজরাট, পৃ:৭১৫
[১৯৭]. প্রাগুক্ত, পৃ:৭১৪
[১৯৮]. আল্লামা জামী (র.) (৮৯৮হি.) শাওয়াহেদুন নবুয়ত, উর্দু, বেরেলী, পৃ:১৬১
[১৯৯]. সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১ হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:১, পৃ:২০২

আল্লাহ তায়ালাকে সাক্ষী করছি যে, যদি আল্লাহ আমার দোয়ায় কোন নিদর্শন তোমাকে দেখায় তবে আমি তোমাকে যেদিকে আহ্বান করি তুমি তা কবুল করবে? সে বলল, হ্যাঁ, অবশ্যই কবুল করবো। তাঁর নিকটেই শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট তরু-তাজা একটি বৃক্ষ ছিল। তিনি ঐ বৃক্ষের দিকে ইশারা করেন এবং বললেন, আল্লাহর হুকুমে আমার সামনে চলে এসো। সাথে সাথে বৃক্ষ দু'ভাগে ভাগ হয়ে অর্ধেক স্বীয় শাখা-প্রশাখা ও তাজা পাতাসহ তাঁর ও রুকানার সামনে এসে দণ্ডায়মান হয়ে গেল। এ দৃশ্য দেখে সে রাসূল ﷺ কে বলল, আপনি তো আমাকে মস্তবড় অবাক কাণ্ড দেখালেন। সে বলল, আপনি আবার হুকুম করুন যেন বৃক্ষ আপন জায়গায় চলে যায়। তিনি বললেন, হে রুকানা! তোমার উপর আমি আল্লাহ তায়ালাকে সাক্ষী করছি, যদি আমি তাঁর কাছে দোয়া করি এই বৃক্ষ চলে যেতে এবং বৃক্ষ যদি আপন স্থানে চলে যায় তবে কি তোমাকে যে দিকে আহ্বান করি তুমি কবুল করবে? উত্তরে সে বলল, অবশ্যই কবুল করবো। এই কথা বলার সাথে সাথে বৃক্ষ স্বীয় শাখা ও পাতাসহ চলে গিয়ে স্বীয় অপর অংশের সাথে মিলে গেল। তারপর তিনি তাকে বললেন, মুসলমান হয়ে যাও তবে নিরাপদে থাকবে।

রুকানা বলল, এত বড় আশ্চর্য ঘটনা দেখে ইসলাম গ্রহণ করতে আর কোন বাঁধা রইলনা তবে আমি ভাবনায় পড়েছি যে, শহরের নারীরা বলবে যে, আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করছি। শহরের নারী-পুরুষ সবাই জানে যে, এই পর্যন্ত কেউ আমার বাহু মাটিতে লাগাতে পারেনি এবং জীবনে কোন দিন আমার মনে কারো ভীতি সঞ্চার করেনি। সুতরাং আপনি শর্ত মোতাবেক বকরী নিয়ে নিন। আমি ইসলাম গ্রহণ করবো না। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ না করলে তোমার বকরীরও আমার কোন প্রয়োজন নেই।[২০০]

১৮০. বৃক্ষের আদেশ পালন :

আবু নঈম (র.) হযরত আলকামার সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা খায়বার যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র সাথে ছিলাম। তিনি হাযত পূরণের মনস্থ করলে আমাকে বললেন, হে আব্দুল্লাহ! দেখ, পর্দা করার জন্য কিছু আছে কিনা? আমি দেখলাম একটি বৃক্ষ রয়েছে এবং নবী করিম ﷺকে এই বৃক্ষ সম্পর্কে অবহিত করলাম। তিনি আবার বললেন, দেখ, আর কিছু আছে কিনা, আমি দেখলাম যে, প্রথম বৃক্ষের বহু দূরে আর একটি বৃক্ষ রয়েছে। এটার ব্যাপারেও তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি বললেন, তুমি ঐ বৃক্ষ দু'টিকে বল- রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা একত্রে মিলে যাও। আমি বৃক্ষ দু'টিকে এরূপ বলার সাথে সাথে বৃক্ষ দু'টি পরস্পর মিলে গেল।

তারপর তিনি এসে হাযত সেরে যখন দাঁড়ালেন তখন বৃক্ষ দু'টি আপন স্থানে চলে গেল।[২০১]

---

২০০. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী ,বৈরুত, খন্ড:১ম পৃ:২১৭ ও আবু নঈম ইস্পাহানী (র.) (৪৩০হি.), দালায়েলুন নবুয়ত, উর্দু, দিল্লী, পৃ:৩৫৫

২০১. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:১ম, পৃ:৪২২

১৮১. বৃক্ষের শাখা দৌঁড়ে আসা :

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও ইমাম বুখারী (র.) (তারীখ গ্রন্থে), ইমাম দারেমী, তিরমিযি ও হাযেম (র.) (তারা এটাকে বিশুদ্ধ বলেছেন), ইমাম বায়হাকী, আবু ইয়ালা ও ইবনে সা'দ (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, বনী আমের ইবনে সা'সা' গোত্রের এক গ্রাম্য ব্যক্তি নবী করিম ﷺ'র দরবারে আগমন করে বলল, আমি কিভাবে বুঝবো যে, আপনি আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, আমি যদি এই বৃক্ষের শাখাটিকে ডেকে আনি তবে তুমি মানবে? সেই বলল, হ্যাঁ, মানবো। অতঃপর বৃক্ষের শাখাটিকে আহ্বান করলে শাখা বৃক্ষ থেকে নেমে মাটিতে পড়ে দৌঁড়ে এসে গেল।

ইমাম আবু নঈম (র.)'র বর্ণনায় আছে যে, ঐ শাখা এসে তাঁকে সিজদা করে সামনে দাঁড়িয়ে গেল। তিনি শাখাকে বললেন, ارجع الى مكانك "তুমি তোমার স্থানে ফিরে যাও। সে তার স্থানে ফিরে গেল। গ্রাম্য ব্যক্তি এই মু'জিযা দেখে কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল।[২০২]

১৮২. বৃক্ষের নবুয়তের সাক্ষ্য :

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা এক সফরে রাসূল ﷺ'র সাথে ছিলাম। এক গ্রাম্য ব্যক্তি আসল। সে কাছে আসলে তিনি তাকে বললেন, কোথায় যাবার ইচ্ছে? সে বলল, আমার পরিবারে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কোন কল্যাণের ইচ্ছে আছে? সে বলল, কি কল্যাণ? তিনি বললেন, তুমি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। আর আমি তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল। লোকটি বলল, আপনি যা বলছেন তা যে সত্য কে সাক্ষী হবে? তিনি বললেন, এই বৃক্ষ সাক্ষী। তখন তিনি বৃক্ষকে ডাকলেন (বৃক্ষটি উপত্যকার পাশে ছিল) বৃক্ষটি মাটি ছিড়ে তাঁর নিকট চলে আসে। তিনি বৃক্ষ থেকে তিনবার সাক্ষ্য তলব করেন। বৃক্ষ প্রতিবার রাসূল ﷺ যা বলেছেন তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে। এরপর বৃক্ষ আপন স্থানে চলে গেল আর গ্রাম্য ব্যক্তি বলল, আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা আমার কথা মানলে আমি তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে আসবো। অন্যথায় আমি একা এসে আপনার সঙ্গে থেকে যাবো।[২০৩]

১৮৩. পাথরের তাসবীহ্ পড়া :

ইমাম বায্যার, তাবরানী (আওসাত গ্রন্থে), আবু নঈম ও বায়হাকী (র.) হযরত আবু যর গিফারী (র.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা নবী করিম ﷺ একাকী বসে আছেন। আমি এসে তাঁর পাশে বসলাম। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) এসে সালাম করে বসে গেলেন। এরপর হযরত ওমর (রা.), হযরত ওসমান (রা.) এসেছেন। এ সময় রাসূল ﷺ'র সামনে সাতটি কঙ্কর ছিল। তিনি ঐগুলো নিয়ে হাতের তালুতে রাখলে ঐগুলো তাসবীহ পড়া আরম্ভ করল। এমন কি মধু পোকার ন্যায় ঐগুলো থেকে গুনগুন তাসবীহর আওয়াজ শুনতে পাই। তিনি ঐগুলো রেখে দিলে আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায়।

---

২০২. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:২য়, পৃ:৬০

২০৩. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড: ২য়, পৃ:৬০

তারপর আবার ঐগুলো নিয়ে হযরত আবু বকর (রা.)'র হাতে রাখলে সেখানেও মধু পোকার শব্দের ন্যায় তাসবীহর আওয়াজ শুনেছি। তারপর রেখে দিলে আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে হযরত ওমর ও হযরত ওসমান (রা.)'র হাতে ঐ পাথর গুলো অনুরূপভাবে তাসবীহ পাঠ করে এবং এই আওয়াজ মৌমাছির আওয়াজের মতো আমি নিজে শুনেছি। তখন নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন- هذه خلافة نبوة "এগুলো নবুয়তের খেলাফত।"[২০৪]

হযরত আনাস (রা.) থেকেও অনুরূপ হাদিস বর্ণিত আছে।-লেখক

১৮৪. প্লেটের খাবার তাসবীহ পড়া :

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ'র কাছে 'সারিদ' নামক খাবার আনা হলে তিনি বলেন, ان هذا الطعام يسبح এই খাবার তাসবীহ পড়তেছে। উপস্থিত লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি এদের তাসবীহ বুঝতেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি এক ব্যক্তিকে বললেন, এই প্লেটটি এই ব্যক্তির নিকটে করে দাও। প্লেট তার কাছে আনা হলে সেই বলল, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এই খাবার তাসবীহ পাঠ করতেছে। তারপর অপর আরো দুই ব্যক্তির নিকটে করা হলে তারা উভয়ে অনুরূপ বলল। তখন তিনি ঐ খাবার প্লেট নিয়ে রেখে দিলেন। উপস্থিত এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই প্লেট যদি সকলের নিকট আসত কতইনা ভাল হত। তখন রাসূল ﷺ বললেন, এই প্লেট যদি কারো নিকটে গিয়ে চুপ হয়ে যেতো তাহলে লোকেরা বলত যে, তার গুনাহের কারণে এরূপ হয়েছে।[২০৫]

১৮৫. শুকনো বৃক্ষে ফল :

একদিন রাসূল ﷺ হযরত আবু বকর, ওমর ও আলী (রা.)সহ আবুল হায়শাম ইবনে তাহাইয়্যান (রা.)'র ঘরে তাশরীফ নিলে সে তাদেরকে স্বাগতম জানিয়ে বলল, মারহাবা ইয়া রাসূলাল্লাহ ও সাহাবায়ে কিরাম। আমার প্রাণের চাহিদা ছিল যে, আপনি সাহাবাগণকে নিয়ে আমার ঘরে তাশরীফ আনবেন। আমার যা কিছু ছিল তা আমি প্রতিবেশীদের মধ্যে বন্টণ করে দিয়েছি। তিনি বললেন, তুমি খুবই ভাল করেছ। হযরত জিব্রাঈল (আ.) আমাকে প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে এত বেশী তাগিদ দিতেন যে, প্রতিবেশীকে ওয়ারিশের হকদার বানিয়ে দেওয়ার আশংকা করেছিলাম।

তারপর তিনি চোখ তুলে দেখেন আবুল হায়শামের ঘরের এক কোণায় একটি খেজুর বৃক্ষ আছে। তিনি তাকে বললেন, তোমার অনুমতি পেলে আমরা এই বৃক্ষ থেকে খেজুর খেতে পারি। সে বলল, দীর্ঘ দিন থেকে এই বৃক্ষে ফল আসেনি, এখন আপনার ইচ্ছে। তিনি বললেন, আল্লাহ বরকত দান করবেন। এরপর হযরত আলী (রা.)কে হুকুম করলেন, একটি পানির পেয়ালা নিয়ে এসো। যখন পানি আনা হল তখন তিনি সামান্য পানি দিয়ে কূলি করে ঐ বৃক্ষের দিকে নিক্ষেপ করলেন। সাথে সাথে ঐ খেজুর বৃক্ষে খেজুরের থোকা ঝুলতে লাগল যাতে অনেক বড় বড় খেজুর ছিল। তিনি বললেন, এগুলো জান্নাতের বাগানের খেজুর

[২০৪]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:২য়, পৃ:১২৪
[২০৫]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:২য়, পৃ:১২৫

যা কিয়ামত দিবসে তোমরা পাবে। এগুলো এমন নিয়ামত যে, এর কিয়ামত দিবসে হিসাব হবে।[২০৬]

১৮৬. দেয়ালের আমীন বলা :

ইমাম বায়হাকী ও আবু নঈম (র.) আবু উসাইদ সায়েদী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ হযরত আব্বাস (রা.)কে বললেন, আগামীকাল সকাল বেলা আপনি ও আপন সন্তানদের নিয়ে আমি না আসা পর্যন্ত ঘরে থাকবেন। কেননা আপনাদের সাথে আমার কাজ আছে।

পরের দিন সকালে তিনি সেখানে গিয়ে বললেন, তোমরা সবাই কাছাকাছি হয়ে যাও। তারা কাছাকছি এসে দাঁড়ালে তিনি তাদের উপর স্বীয় চাদর দিয়ে এই দোয়া করেন, يارب هذا عمى وصنو أبى وهو لاء اهل بيتى فاسترهم من النار كسترى اياهم بملاتى هذه "হে প্রভূ! ইনি আমার চাচা; আমার পিতার মতো। আর এরা আমার পরিবার, আপনি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে ঢেকে রাখুন যেভাবে আমি আমার চাদর দিয়ে তাদেরকে ঢেকে রেখেছি। তখন রাসূল ﷺ'র এই দোয়ায় দরজার চৌকাট ও দেওয়াল আমীন, আমীন, আমীন বলেছিল।"[২০৭]

১৮৭. উহুদ পাহাড়ের আনুগত্য :

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ উহুদ পাহাড় কিংবা হেরা পর্বতে আরোহণ করেন। এ সময় তাঁর সাথে হযরত আবু বকর, ওমর এবং ওসমান (রা.) ও ছিলেন। পাহাড় তাদেরকে নিয়ে নড়াচড়া করলে তিনি পা মোবারক দ্বারা পাহাড়ে আঘাত করলেন এবং বললেন,.থাম, তোমার উপর একজন নবী, একজন সিদ্দীক ও দু'জন শহীদ বিদ্যমান। (সাথে সাথে পাহাড় স্থির হয়ে গেল)।[২০৮]

১৮৮. মিম্বর নড়াচড়া করা :

ইমাম আহমদ, মুসলিম, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি নবী করিম ﷺকে মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, জাব্বার (আল্লাহ) আসমান ও জমিনকে হাতে নিয়ে বলবেন- আমিই হলাম জাব্বার, আমি ব্যতিত যারা জাব্বার ও অহংকারী আছ তোমরা কোথায়? নবী করিম ﷺ এ কথা বলার সময় ডানে ও বামে ঝুঁকে ছিলেন। ইবনে ওমর (রা.) বলেন, আমি দেখলাম যে, মিম্বরের নীচের অংশ এমনভাবে নড়তে লাগল যে, আমি ভাবলাম মিম্বর রাসূল ﷺকে ফেলে দেবে কিনা।[২০৯]

[২০৬]. আব্দুল রহমান জামী (র.) (৮৯৮হি.), শাওয়াহেদুন নবুয়ত, উর্দু, বেরেলী, পৃ:১৯৫
[২০৭]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:২য়, পৃ:১২৮
[২০৮]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:২য়, পৃ:১২৯
[২০৯]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা,আরবী, বৈরুত, খন্ড:২য়, পৃ:১২৯

১৮৯. বৃক্ষ শাখার আলো দান :

ইমাম আবু নঈম (র.) হযরত আবু সাঈদ খুদুরী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা বর্ষা রাত্রে রাসূল ﷺ এশা'র নামাযের জন্য বাইরে তাশরীফ নিলে একটি আলো প্রকাশিত হল। এতে তিনি হযরত কাতাদাহ ইবনে নোমান (রা.)কে দেখতে পান। তিনি তাকে বললেন, হে কাতাদাহ! তুমি নামায শেষে আমি আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত আপন স্থানে অবস্থান করবে। তিনি নামায শেষ করে হযরত কাতাদাহ (রা.)কে একটি গাছের ডাল দিয়ে বললেন, خزهذا يضئ لك امامك عشرًا وخلفك عشرًا "এটা ধর। এটি তোমার দশ কদম আগে ও দশ কদম পিছে তোমাকে আলো দিবে।"

১৯০. কুলির পানি থেকে ফলজ বৃক্ষ :

আল্লামা যমখশরী "রবীউল আবরার" নামক গ্রন্থে হযরত উম্মে মা'বাদ (রা.)'র খালাত বোন হিন্দ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা নবী করিম ﷺ আমার তাঁবুতে আরাম করছিলেন। ঘুম থেকে উঠে তিনি পানি তলব করলেন। পানি দিয়ে তিনি হাত ধুয়ে এবং কুলি করে কুলির পানি তাঁবুর পাশেই একটি বৃক্ষের শিকড়ে নিক্ষেপ করলেন। সকালে উঠে আমরা দেখি সেখানে একটি তরু-তাজা বৃক্ষ উঠে ফলের ভারে নুয়ে পড়েছে এবং পাকা ফলের সুগন্ধি বের হচ্ছে। এই বৃক্ষের ফল মধুর চেয়েও মিষ্টি ছিল। কোন ক্ষুধার্ত লোকে খেলে পরিতৃপ্ত হয়ে যেতো। কোন পিপাসার্ত লোকে খেলে তৃষ্ণা মিটে যেতো এবং কোন অসুস্থ লোকে খেলে সুস্থ হয়ে যেতো। কোন ছাগল কিংবা ভেড়া ঐ বৃক্ষের পাতা খেলে দুধে স্তন পূর্ণ হয়ে যেতো। আমরা ঐ বৃক্ষের নাম রেখেছি মোবারাকাহ। লোকেরা দূর-দূরান্ত থেকে আমাদের কাছে বিভিন্ন প্রকারের রোগীদের নিয়ে এসে ঐ বৃক্ষের ফল খেয়ে শেফা লাভ করত।

একদিন আমরা দেখলাম যে, ঐ বৃক্ষের সব পাতা শুকিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। এতে আমরা খুবই দুঃখিত হলাম। পরে রাসূল ﷺ'র ইন্তেকালের সংবাদ পেলাম। এর ত্রিশ বছর পর আমরা দেখলাম ঐ বৃক্ষের শাখা-প্রশাখায় পর্যন্ত শুধু কাঁটা আর কাঁটা এবং ফল ঝড়ে পড়েছে। ঐ দিনই আমরা হযরত আলী (রা.)'র শাহাদতের সংবাদ পেয়েছি। এরপর থেকে ঐ বৃক্ষে আর ফল ধরেনা তবে আমরা ঐ বৃক্ষের পাতা থেকে উপকৃত হচ্ছি। একদিন উঠে দেখি ঐ বৃক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে এবং পাতাগুলো মরে শুকিয়ে গিয়েছে। আমরা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লাম। এ সময় আমরা হযরত হোসাইন (রা.)'র শাহাদতের সংবাদ পাই। এরপর ঐ বৃক্ষ মরে শুকিয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল।[২১০]

১৯১. কূপের পানি বৃদ্ধি :

বনী সা'দের একটি দল নবী করিম ﷺ'র খেদমতে হাযির হয়ে আবেদন করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আমাদের পরিবার-পরিজনকে এমন এক কূপের পাশে রেখে এসেছি যে কূপে পানি নিতান্ত কম, যা আমাদের জন্য মোটেও যথেষ্ট নয়। আমরা চাই যেন আপনার

[২১০]. আব্দুর রহমান জামী (র.) (৮৯৮হি.), শাওয়াহেদুন নবুয়ত, উর্দু, বেরেলী, পৃ:১১৭

দোয়ায় এর পানি বৃদ্ধি পায় আর এর দ্বারা আমাদের মান-সম্মান বৃদ্ধি পায় এবং আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের কাছে যেন আমাদের মুখাপেক্ষী হতে না হয়।

রাসূল ﷺ একজনকে কিছু পাথর আনতে বললে সে তিনটি পাথর নিয়ে আসল। তিনি ঐ পাথরগুলো হাতে নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে ঐ ব্যক্তিকে পাথরগুলো দিয়ে বললেন, যাও, আল্লাহর নাম নিয়ে এই পাথরগুলো একটি একটি করে কূপে নিক্ষেপ করবে। সে গিয়ে এরূপ করলে কূপের পানি এমনভাবে বৃদ্ধি পেল তারা তাদের দুশমনদের উপর প্রাধান্যতা বিস্তার করতে সক্ষম হল এবং তারাই মুতাওয়াল্লী হয়ে গেল।[২১১]

১৯২. মেঘের ছায়া দান :

ইবনে আবি শায়বা, ইমাম তিরমিযি, বায়হাকী, আবু নঈম এবং খারায়েতী হযরত আবু মুছা আশআরী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আবু তালেব কুরাইশের কতিপয় মুরুব্বীকে নিয়ে সিরিয়া ভ্রমণে বের হলেন। সঙ্গে নবী করিম ﷺ ও ছিলেন। কাফেলা যখন (বাহিরা) রাহেবের নিকটে পৌঁছে তখন তারা সওয়ারী থেকে অবতরণ করে যাত্রা বিরতি করল। রাহেব কাছে আসলেন। অথচ ইতিপূর্বে কত কাফেলা আসা-যাওয়া করেছে কিন্তু রাহেব কোন দিন তাদের কাছে আসতেন না এবং তাদের প্রতি দৃষ্টিপাতও করতেন না। রাহেব এসে কাফেলার ভিতরে ঘুরে ঘুরে কি যেন খুঁজছেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র হাত ধরে বলতেছেন- ইনি সায়্যিদুল আলামীন, ইনি সমগ্র পৃথিবীবাসীর রাসূল, তাকেই আল্লাহ তায়ালা রাহমাতুল্লিল আলামীন বানিয়ে প্রেরণ করেছেন।

কুরাইশী মুরুব্বীরা বলল- আপনি কিভাবে বুঝলেন? তিনি বললেন, যখন আপনারা এই জনপদ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন প্রত্যেক বৃক্ষ ও পাথর সিজদা করতেছিল। অথচ বৃক্ষ ও পাথর নবী ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করেনা। আমি তাঁকে দু'কাঁধের মধ্যবর্তী কোমল স্থানে আপেলের ন্যায় মহরে নবুয়ত দ্বারা চিনে ফেলেছি।

তারপর রাহেব চলে গিয়ে সকলের জন্য খাবার তৈরী করে আনেন। এ সময় তিনি কাফেলার উট চরাতে গিয়েছিলেন। রাহেব বললেন, তাঁকে ডাক। যখন তিনি আসলেন তখন এক খন্ড মেঘ তাঁকে ছায়া দিচ্ছিল। রাহেব বলল- দেখ, তাঁকে মেঘে ছায়া দিচ্ছে। তিনি আসার পূর্ব থেকে লোকেরা গাছের ছায়ায় ছিল। তিনি আসা মাত্র গাছের ছায়া অন্যদের উপর থেকে সরে তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

রাহেব দাঁড়িয়ে তাদেরকে কসম করে বললেন, আপনারা তাঁকে নিয়ে রোমে যাবেন না। কেননা সেখানের অধিবাসীরা তাঁকে চিনে ফেলবে আর তাঁকে হত্যা করে ফেলবে। রাহেব অন্য দিকে ফিরে দেখেন- নয়জন রোমবাসী আসতেছে। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কেন এসেছ? উত্তরে তারা বলল, আমরা সেই নবীর খোঁজে (হত্যার উদ্দেশ্যে) বের হয়েছি যিনি এই শহরে প্রকাশ হবেন। আর সবদিকে তাঁর খোঁজে লোক পাঠানো হয়েছে। রাহেব তাদেরকে বললেন, তোমাদের কি ধারণা যে, আল্লাহ যদি কোন কিছু করার ইচ্ছে

[২১১]. আব্দুর রহমান জামী (র.) (৮৯৮হি.), শাওয়াহেদুন নবুয়ত, উর্দু, বেরেলী, পৃ:১৭৪

পোষণ করেন তবে কি কোন মানুষ তা রোধ করতে পারবে? তারা বলল, না। ঐ রোমবাসীরা রাহেবের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করল এবং তার কাছে রয়ে গেল। ইমাম তিরমিযি হাদিসটিকে 'হাসন' এবং ইমাম হাকেম 'সহীহ' বলেছেন।[২১২]

১৯৩. লাঠির ইঙ্গিতে মুর্তি ভেঙ্গে যাওয়া :

ইমাম বায়হাকী ও আবু নঈম (র.) আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার (র.) এর সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ যখন মক্কা বিজয়ের দিন বায়তুল্লাহ এ প্রবেশ করলেন তখন সেখানে তিনশত ষাটটি মুর্তি পেলেন। তিনি প্রত্যেক মুর্তির দিকে লাঠি দিয়ে ইশারা করতেন আর বলতেন, جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

"সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল।" (সূরা বনী ইস্রাঈল, আয়াত-৮১) তখন তিনি যেই মূর্তির দিকেই ইশারা করতেন সাথে সাথে লাঠি লাগানো ব্যতিত মুর্তি আপনা-আপনি ভেঙ্গে পড়তো।[২১৩]

১৯৪. পর্বত ও বৃক্ষের সালাম দেওয়া :

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মক্কায় নবী করিম ﷺ'র সাথে থাকতাম। একবার রাসূল ﷺ'র সাথে মক্কার পাহাড় ও বৃক্ষসমূহের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। فلم يمرُّ بشجر ولاجبل الا قال السلام عليك يا رسول الله "তখন যেসব পাহাড় ও বৃক্ষের পাশ দিয়ে তিনি গমণ করতেন প্রত্যেক পাহাড় ও বৃক্ষ 'আস্সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ' বলে সালাম করত।"[২১৪]

১৯৫. পাথরে সালাম দেওয়া :

হযরত জাবির ইবনে সামুরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, ان بمكة لحجرًا كان يسلّم على ليالى بُعثتُ الى لَأعرفه اذا مررت عليه "মক্কায় একটি পাথর ছিল। যে রাতে আমার নবুয়ত প্রকাশ হয়েছিল সে রাত থেকে ঐ পাথর আমাকে সালাম করত। আজো যদি আমি তার পাশ দিয়ে যাই তবে তাকে আমি চিনবো।"[২১৫]

১৯৬. লাঠি আলো দেওয়া :

হযরত মাইমুন ইবনে যায়েদ ইবনে আবি আবস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ হযরত আবি আবস ইবনে জাবের (রা.)কে তার দৃষ্টিশক্তি হারানোর পর একটি লাঠি প্রদান করেন এবং বললেন تنور بهذه "এটা দ্বারা আলো গ্রহণ কর।" অতঃপর সেই প্রদত্ত লাঠি তাকে আলো প্রদান করত।[২১৬]

---

২১২. সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:১ম, পৃ:১৪০
২১৩. সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:১ম, পৃ:৪৩৭
২১৪. আবু নঈম ইস্পাহানী (র.) (৪৩০হি.), দালায়েলুল নবুয়ত, উর্দু, দিল্লী, পৃ:৩৪৯
২১৫. আবু নঈম ইস্পাহানী (র.) (৪৩০হি.), দালায়েলুন নবুয়ত, উর্দু, দিল্লী, পৃ:৩৫৭
২১৬. ড. মুস্তফা মুরাদ, মু'জিযাতুর রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরবী, কায়রো, মিশর, পৃ:৭৮

১৯৭. মেঘের আনুগত্য :

ইবনে সা'দ, আবু নঈম, ইবনে আসাকের ও ইবনে তাররাহ (র.) হযরত আতা ইবনে আবি রাবাহ (র.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, হযরত হালিমা (রা.) রাসূল ﷺ তাঁর দুধুবোন সীমা'র সাথে দুপুরে পশু পালের দিকে বেরিয়ে গেলেন। হযরত হালিমা (রা.) তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে তাঁর বোনের সাথে পেলেন। হালিমা সীমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এই গরমে তুমি তাঁকে এখানে কেন এনেছ? তাঁর বোন সীমা বলল, يا امه ما وجد اخى حرًّا رأيت غمامة تظل عليه اذا وقف وقفت واذا سار سارت حتى انتهى الى هذا الموضع "হে মা! আমার ভাইয়ের মোটেও গরম লাগেনি। এক মেঘে তাঁকে ছায়া দান করতে দেখেছি। যখন সে দাঁড়াত মেঘও দাঁড়িয়ে যেতো, সে চললে মেঘও চলতো এভাবে এই জায়াগা পর্যন্ত পৌঁছেছি। একথা শুনে হযরত হালিমা (রা.) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি সত্যি? সে বলল, খোদার কসম, সত্যি।[২১৭]

---

২১৭. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:১ম, পৃ:১০০

পশু পাখির আনুগত্য

১৯৮. হরিণীর প্রতিশ্রুতি :

হযরত ইমাম তাবরানী (আল কবীর গ্রন্থে) ও আবু নঈম (র.) হযরত উম্মে সালমা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা রাসূল ﷺ এক উন্মুক্ত ময়দান দিয়ে তাশরীফ নিচ্ছিলেন। সেখানে ইয়া রাসূলাল্লাহ! বলে একটি আওয়াজ শুনে তিনি ফিরে দেখেন কেউ নেই। পুনরায় তাকালে দেখতে পেলেন যে, একটি হরিণী বাঁধা রয়েছে। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! একটু এদিকে আসুন। তিনি হরিণীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন কি প্রয়োজন? হরিণী বলল, ঐ পাহাড়ে আমার দু'টি বাচ্চা আছে। আপনি আমাকে খুলে দিন যাতে আমি বাচ্চাদেরকে দুধ পান করায়ে আসতে পারি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি দুধ পান করায়ে আবার ফিরে আসবে? উত্তরে বলল, যদি আমি ফিরে না আসি তবে আল্লাহ যেন আমাকে দশ মাস গর্ভীতা উটনীর ন্যায় শাস্তি দেন।

তখন তিনি হরিণীকে ছেড়ে দিলে সে গিয়ে তার বাচ্চাদ্বয়কে দুধ পান করায়ে ফিরে আসে আর তিনি হরিণীকে বেঁধে রাখেন। এ সময় শিকারী গ্রাম্য ব্যক্তিটি ঘুমিয়ে ছিল। সে ঘুম থেকে উঠে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার কি কোন কিছু প্রয়োজন হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি এই হরিণীকে মুক্ত করে দাও। তখন সে হরিণীকে আযাদ করে দিল আর হরিণী দৌঁড়ে যেতে যেতে বলতে লাগল- اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله।[২১৮]

১৯৯. অদৃশ্যের সংবাদ প্রদান :

ইবনে আদী ও ইমাম বায়হাকী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা এক রাখাল তার বকরীগুলোর হেফাজতে রত থাকা অবস্থায় একটি বাঘ এসে বকরী তুলে নিয়ে যেতে লাগলে রাখাল দৌঁড়ে গিয়ে বকরীকে বাঘের মুখ থেকে কেড়ে নিল। তখন বাঘ স্পষ্ট ভাষায় বলল, তুমি কি খোদাকে ভয় করোনা? আমার রিযিক কেন চিনিয়ে নিচ্ছ, যা আল্লাহ আমাকে দান করেছেন? রাখাল বলল, কি আশ্চর্য! বাঘও কথা বলতেছে। তখন রাখালের কথা শুনে বাঘ বলল, এর চেয়েও আশ্চর্য্যের বিষয় হল নাখলা স্থানে রাসূলে খোদা ﷺ লোকদেরকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীর সংবাদ শুনাচ্ছেন।

বাঘের মুখে একথা শুনে রাখাল রাসূল ﷺ'র কাছে এসে আদ্যোপান্ত ঘটনা বর্ণনা করে মুসলমান হয়ে যায়।[২১৯]

---

২১৮. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:২য়, পৃ:১০১ ও কাযী আয়ায (র.) (৪৭৬-৫৪৪হি.), শেফা শরীফ, আরবী, মাকতাবাতুস সাফা, কায়রো, মিশর, খন্ড:১ম, পৃ:২০৬

২১৯. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:২য়, পৃ:১০৩

২০০. বাঘের আবেদন :

ইবনে সা'দ ও আবু নঈম (র.) হযরত মুত্তালিব ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, একদা নবী করিম ﷺ সাহাবীদের নিয়ে মদীনায় ছিলেন। হঠাৎ একটি বাঘ এসে তাঁর সামনে দন্ডায়মান হয়ে আবেদনের সুরে কথা বলা আরম্ভ করল। রাসূল ﷺ উপস্থিত লোকদেরকে বললেন, তোমাদের কাছে বাঘদের পক্ষ থেকে এই বাঘটি প্রতিনিধি হিসেবে এসেছে। তোমরা চাইলে ওদের জন্য কিছু খাবার নির্ধারিত করে দাও, যাতে তারা তা সীমালঙ্গন করতে না পারে। আর যদি চাও তবে যেভাবে আছে সেভাবেই চলবে। তবে তোমরা সর্বদা শঙ্খিত থাকবে- কখন সে এটা ওটা নিয়ে যাবে আর সেটিই তার রিযিক হবে।

সাহাবায়ে কিরাম বললেন, আমরা নিজেরাই অভাবী সুতরাং এদেরকে কিছু দিতে আমাদের সম্মতি নেই। এতে তিনি তিন আঙ্গুলের ইঙ্গিতে বাঘকে ইশারা করে বললেন, তুমি ওদের বকরীকে চিনিয়ে নিতে থাক। সাথে সাথে বাঘ ফিরে মাথা নেড়ে নেড়ে দূরে চলে গেল।[২২০]

২০১. জঙ্গলী জন্তুর আদব :

ইমাম আহমদ, আবু ইয়ালা, বায্যার, তাবরানী (আল আওসাত গ্রন্থে), বায়হাকী, আবু নঈম, দারে দুত্নী ও ইবনে আসাকের (র.) হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আলে রাসূল ﷺ'র নিকট একটি জঙ্গলী জন্তু ছিল। রাসূল ﷺ বাইরে কোথাও তাশরীফ নিলে সেটি খেলতে খেলতে বাইরে চলে যেতো এবং পুনরায় চলে আসতো। আর যখন তিনি চলে আসতেন সেটি ঘরে এসে বসে থাকতো। তিনি যতক্ষণ ঘরে থাকতেন, ততক্ষণ কোন নড়াচড়া করতোনা।[২২১]

২০২. রাসূল ﷺ'র প্রতি গাধার ভালবাসা :

ইবনে আসাকের (র.) আবু মনযূর (র.) থেকে বর্ণনা করেন, খায়বর বিজয়ের সময় রাসূল ﷺ এর ভাগে একটি কাল রঙের গাধা এসেছিল। তিনি ঐ গাধার সাথে কথা বললেন। তিনি এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি? গাধা বলল, আমার নাম ইয়াযিদ ইবনে শিহাব। আমার পূর্বপুরুষের বংশ থেকে আল্লাহ তায়ালা ষাটটি গাধা সৃষ্টি করেছেন। এদের সবার উপর আম্বিয়ায়ে কিরাম আরোহণ করেছেন। আমার আশা যে, আপনি আমার উপর আরোহণ করবেন। কেননা, বর্তমানে আমার পূর্বপুরুষের বংশে আমি ছাড়া আর কোন গাধা জীবিত নেই আর আম্বিয়ায়ে কেরামের মধ্যে আপনি ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই।

আমি এক ইহুদীর মালিকানাধীন ছিলাম। সে আমার উপর আরোহণ করতে চাইলে আমি ধাক্কা দিয়ে তাকে ফেলে দিতাম। সে আমার পিটে ও পেটে হাত দিয়ে মারতো। অর্থাৎ রাসূল ﷺকে তার পিটে বসাবে বলে ঐ ইহুদীক বসতে দেয়নি।

---

২২০. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:২য়, পৃ:১০৪

২২১. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:২য়, পৃ:১০৫

রাসূল ﷺ খুশী হয়ে তার নাম রাখেন 'ইয়াফুর'। এই গাধা রাসূল ﷺ'র এতই অনুগত ছিল যে, তিনি ঐ গাধার মাধ্যমে কাউকে ডাকা পাঠালে গাধা গিয়ে ঐ ব্যক্তির ঘরে মাথা দিয়ে দরজায় নাড়া দিত আর ঘরের মালিককে ইশারা করে বুঝিয়ে দিত যে, তাকে রাসূল ﷺ ডাকতেছেন।

নবী করিম ﷺ ইন্তেকাল করলে এই 'ইয়াফুর' আবুল হায়শাম ইবনে নাহিয়্যান এর কূপে গিয়ে রাসূল ﷺ'র ওফাতের বিরহে ও দুঃখে কূপে পড়ে আত্মহত্যা করেছিল।[২২২]

২০৩. উটের ফরিয়াদ :

হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা গযওয়ায়ে যাতির রেকা থেকে ফেরৎ আসার পথে 'হাররাহ' নামক স্থানের নীচু এলাকায় পৌঁছি তখন সম্মুখ থেকে একটি উট দৌড়তে দৌড়তে এসে রাসূল ﷺ'র সামনে দন্ডায়মান হল। হুযূর ﷺ আমাদেরকে বললেন, اتدرون ما قال هذا الجمل "তোমরা কি বুঝেছ, এই উট কি বলেছে?" এই উট তার মালিকের বিপক্ষে আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতেছে। এর মালিক কয়েক বছর যাবৎ এর দ্বারা ক্ষেতের কাজ করিয়েছে। এখন সে তাকে যবেহ করার ইচ্ছে করেছে। জাবের! তুমি গিয়ে এর মালিককে আমার কাছে নিয়ে এসো। জাবের বলেন, আমি বললাম, আমিতো এর মালিককে চিনি না। তিনি বললেন, এই উট তোমাকে এর মালিকের কাছে নিয়ে যাবে।

হযরত জাবের (রা.) বলেন, ঐ উট আমার সামনে সামনে দ্রুত বেগে চলতে চলতে আমাকে নিয়ে তার মালিকের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আমি এর মালিককে রাসূল ﷺ'র কাছে নিয়ে আসলাম। এই গযওয়ায় এমন এমন আশ্চর্যজনক মু'জিযা রাসূল ﷺ থেকে সংঘটিত হয়েছিল যার ফলে হযরত জাবের (রা.) বলেন- এই গযওয়াকে গযওয়াতুল আয়াজীব তথা বহু আশ্চর্যের গযওয়া বলা হত।[২২৩]

২০৪. অলস উট দ্রুতগতিসম্পন্ন হওয়া :

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি জিহাদের উদ্দেশ্যে রাসূল ﷺ'র সাথে রওয়ানা হলাম। পথে আমার উট পিছে পড়ে গেল, ফলে আমি কাফেলা থেকে পিছে পড়ে রইলাম। রাসূল ﷺ এসে আমার অবস্থা সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করেন। আমি বললাম, আমার উট অলস হয়ে আমাকে পিছে ফেলে দিল। রাসূল ﷺ স্বীয় লাঠি দিয়ে উটকে মৃদু প্রহার করে বললেন, তুমি আরোহণ কর। সুতরাং আমি আরোহণ করলাম। এরপর উট এত দ্রুতগামী হল যে, রাসূল ﷺ'র আগে চলে যাওয়া থেকে বিরত রাখার জন্য উটকে বাঁধা দিতাম।[২২৪]

---

২২২. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী বৈরুত, খন্ড:২য়, পৃ:১০৭ ও কাযী আয়ায (র.) (৪৭৬-৫৪৪হি.), শেফা শরীফ, আরবী, মাকতাবাতুস সাফা, কায়রো, মিশর, খন্ড:১ম, পৃ:২০৬

২২৩. সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:১ম, পৃ:৩৭৩

২২৪. সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী, (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:১ম, পৃ:৩৭৪

২০৫. ছাগল আপন মালিকের কাছে চলে যাওয়া :

ইমাম বায়হাকী (র.) হযরত মুছা ইবনে উকবা ও হযরত উরওয়াহ (রা.) থেকে অপর এক সূত্রে হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, খায়বার এর সৈন্যদল একজন রাখাল হাবশী গোলামকে ধরে নবী করিম ﷺ'র খেদমতে নিয়ে আসেন। সে এসে বলল, আমি যদি মুসলমান হই তবে আমি কি লাভ করবো? নবী করিম ﷺ বললেন, জান্নাত লাভ করবে। সে বলল, ঠিক আছে আমি মুসলমান হলাম তবে আমার এতগুলো ছাগলের কি হবে? এগুলো হল আমানত। কারো একটি কারো দু'টি আবার কারো আরো বেশী। অর্থাৎ এগুলোকে কিভাবে মালিকের কাছে পৌঁছাবো। নবী করিম ﷺ বললেন, তুমি এক মুষ্টি কংকর নিয়ে ঐগুলোর মুখে নিক্ষেপ কর। সবগুলো আপন আপন মালিকের কাছে পৌঁছে যাবে। সে এক মুষ্টি কংকর নিয়ে ছাগল পালের দিকে নিক্ষেপ করলে ছাগল পালের প্রত্যেকটি ছাগল দৌড়ে দৌড়ে আপন মালিকের কাছে পৌঁছে গেল।

তারপর ঐ গোলাম যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে শাহাদত বরণ করল অথচ সে আল্লাহর সামনে একটি সিজদাও দেয়নি কিন্তু রাসূল ﷺ তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দেন এবং বলেন, আমি তার কাছে জান্নাতের হুরদের থেকে দু'টি হুর তার বিবি হিসেবে দেখেছি।[২২৫]

২০৬. মালিকের বিরুদ্ধে উটের অভিযোগ :

ইমাম আহমদ, বায়হাকী ও আবু নঈম (র.) হযরত ইয়ালা ইবনে মুররাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ থেকে তিনটি মু'জিযা দেখেছি। একদা আমরা রাসূল ﷺ'র সাথে সফরে এমন একটি উটের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম যাকে দিয়ে পানি উঠানো হত। উট তাঁকে দেখে গর্দান মাটিতে রেখে তার মালিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করল। নবী করিম তার মালিককে ডাকালেন এবং বললেন, এই উট দিয়ে বেশী কাজ করিয়ে অল্প খাবার দেওয়ার অভিযোগ করেছে। সুতরাং তুমি তার প্রতি দয়া কর। একথা বলে তিনি চলে গেলেন।

অতঃপর আমরা আরেক মনযিলে গিয়ে থামলাম। সেখানে নবী করিম ﷺ এক স্থানে নিদ্রা যাপন করলেন। ইত্যবসরে একটি বৃক্ষ মাটি ফেটে এসে তাঁকে ছায়াদান করল। তিনি জাগ্রত হলে বৃক্ষ পুনরায় আপন জায়গায় চলে গেল। আমি তাঁকে এ ব্যাপারে বললে তিনি বলেন, বৃক্ষটি আমাকে সালাম করার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলে, আল্লাহ তা মঞ্জুর করেন, অত:পর শিশুর ঘটনা বর্ণনা করেন।[২২৬]

২০৭. অবাধ্য উট বাধ্য হওয়া :

ইমাম বায়হাকী (র.) হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, বনী সালমার এক ব্যক্তির পানি তোলার উট বদ মেজাজী হয়ে তার উপর আক্রমণ করল এবং পানি তোলা বন্ধ করে দিল। ফলে বাগান শুকিয়ে গেল। সে উট সম্পর্কে নবী করিম ﷺকে অভিযোগ করলে

---

২২৫. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:১ম, পৃ:৪১৯

২২৬. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:২য়, পৃ:৬৩

তিনি খেজুর বাগানের দরজা পর্যন্ত চলে যান। কেউ তাঁকে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি বাগানে প্রবেশ করবেন না। কেননা, আমরা ঐ পাগল উট আপনাকে আক্রমণ করার ভয় করছি। তিনি বললেন, তোমরা বাগানে প্রবেশ কর, ভয়ের কিছুই নেই।

উট রাসূল ﷺকে দেখামাত্র স্বীয় মাথা নিচু করে চলে এসে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে গেল এবং তাঁকে সিজদা করল। তখন তিনি বললেন, তোমরা উট নিয়ে যাও আর পানি তোলার জন্য রশি লাগিয়ে দাও।[২২৭]

২০৮. উটের সিজদা করা :

ইমাম তাবরানী ও আবু নঈম (র.) হযরত ইয়ালা ইবনে মুররাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদিন নবী করিম ﷺ বের হলেন। একটি উট চিৎকার করতে করতে এসে তাঁকে সিজদা করল। তখন উপস্থিত মুসলমানগণ বলল, نحن احق ان نسجد للنبى صلى الله عليه وسلم "আমরা আপনাকে সিজদা করার অধিক হকদার।" তখন তিনি বললেন, لو كنت امر احدًا ان يسجد لغير الله لامرت المراة ان تسجد لزوجها "আল্লাহকে ছাড়া যদি কাউকে সিজদা করতে আমি আদেশ দিতাম তবে স্ত্রীদেরকে তাদের স্বামীকে সিজদা করতে আদেশ দিতাম।"

তোমরা কি বুঝেছ এই উট কি বলতেছে? সে বলতেছে- আমি আমার মালিকের চল্লিশ বছর খেদমত করেছি। এখন যখন বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি তখন আমাকে খাবার কমিয়ে দিল আর কাজ বেশী নেয়া আরম্ভ করে দিল। এখন বিবাহ উপলক্ষে আমাকে যবেহ করে দিতে চাচ্ছে।

তিনি একজনকে উটের মালিকের কাছে পাঠিয়ে তাকে ডেকে আনেন। ঘটনার সত্যতা যাচাই করলে তারা বলল, খোদার কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঘটনা সত্য। তিনি বললেন, আমি চাই যে, তোমরা উটকে আমার কাছে রেখে যাও।[২২৮]

২০৯. উটের অভিযোগ :

ইমাম আবু নঈম (র.) হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, এক আনসারী ব্যক্তির উট অবাধ্য হয়ে উত্তেজিত হলে সে নবী করিম ﷺকে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার উট আবাধ্য হয়ে জমির শেষ প্রান্তে গিয়ে উত্তেজিত হয়ে আছে। আর ভয়ে আমি তার কাছে যেতে সাহস পাচ্ছিনা। তখন তিনি উটের নিকটে গেলে উট তাঁকে দেখে গর্দান মাটিতে রেখে কি যেন বলতে বলতে রাসূল ﷺ'র সামনে এসে বসে গেল এবং উটের চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। তিনি আনসারীকে বললেন, হে অমুক! আমি দেখতেছি যে, তোমার উট তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতেছে। তুমি তার উপর ইহসান কর। মালিক রশি নিয়ে এসে উটের গলায় বেঁধে নিল।[২২৯]

---

২২৭. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:২য়, পৃ:৯৪
২২৮. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:২য়, পৃ:৯৬
২২৯. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:২য়, পৃ:৯৬

২১০. অলস গাধী সরস হওয়া :

হযরত হালিমা সা'দিয়া (রা.) বলেন, আমি যখন শিশু মুহাম্মদকে নিয়ে বাড়ী ফিরে যাচ্ছি তখন আমি আমার গাধীর উপর আরোহণ করলাম আর মুহাম্মদ ﷺকে আমার সামনে বসালাম। আমি দেখলাম যে, গাধী তিনবার বায়তুল্লাহর দিকে সিজদা করে মাথা তুলে এমন দ্রুত বেগে চলা আরম্ভ করল, সব সওয়ারীদের আগে চলে গেল আর অন্যান্য সওয়ারীগুলো পিছনে পড়ে রইল। আমার সাথীরা বলতে লাগল, হে হালিমা! তোমার সওয়ারীর লাগাম নিয়ন্ত্রণ কর। এটা কি সেই সওয়ারী যেটি শত চেষ্টার পরও অগ্রসর হত না? আমি নিশ্চিত হলাম যে, এ সব কিছু এই বাচ্চার বরকতেই হচ্ছে।[২৩০]

২১১. উভয় জগতের সমগ্র সৃষ্টির ভাষা জানা :

নবী করিম ﷺ উভয় জগতে সমগ্র সৃষ্টির ভাষা, কথা, আবেদন নিবেদন বুঝতে সক্ষম ছিলেন। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর উপর বিশেষ দয়া ও মর্যাদা। যেহেতু তিনি সমগ্র সৃষ্টির প্রতি প্রেরিত সেহেতু আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সব ভাষার জ্ঞান দান করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه "আমি প্রত্যেক রাসূলকে তাঁর সম্প্রদায়ের ভাষা জ্ঞান দিয়ে পাঠিয়েছে।" সুতরাং এটি তাঁর একটি বড় মু'জিযা।[২৩১]

২১২. গুই সাপের সাক্ষ্য :

ইমাম তাবরানী (আওসাত ও সগীর গ্রন্থে), ইবনে আদী, হাকেম (আল মু'জিযাত গ্রন্থে), ইমাম বায়হাকী ও ইবনে আসাকের (র.) হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, একদা রাসূল ﷺ আপনজনদের এক অনুষ্ঠানে বসে আছেন। বনী সুলাইম গোত্রের এক গ্রাম্য ব্যক্তি এসেছে। সে একটি গুই সাপ শিকার করেছিল। সঙ্গে সেটিও ছিল। সে বলল, লাত-ওজ্জার শপথ, এই গুই সাপ আপনার উপর ঈমান না আনা পর্যন্ত আমিও ঈমান আনবো না। তিনি গুই সাপকে সম্বোধন করে বললেন, হে গুই সাপ! আমি কে? এই গুই সাপ এমন সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় উত্তর দিল যে, সমস্ত লোক শুনেছিল এবং বুঝেছিল। সে বলল, লাব্বায়েক ওয়া সা'দায়ক ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কার ইবাদত কর? সে বলল, الذى فى السماء عرشه وفى الارض سلطانه وفى البحر سبيله وفى الجنة رحمته وفى النار عذابه "আমি ঐ সত্ত্বার ইবাদত করি যার আরশ আকাশে, যার ক্ষমতা পৃথিবীতে, যার রাস্তা সমুদ্রে, যার রহমত জান্নাতে ও যার শাস্তি জাহান্নামে।" তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আমি কে? সে বলল, انت رسول رب العالمين خاتم النبيين قدافلح من صدقك وقدخاب من كذبك "আপনি সমগ্র পৃথিবীর পালন কর্তার রাসূল, সর্বশেষ নবী। যারা আপনাকে বিশ্বাস করেছে তারা সফলকাম হয়েছে আর যারা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।" একথা শুনে গ্রাম্য লোকটি মুসলমান হয়ে গেল।[২৩২]

---

২৩০. আব্দুর রহমান জামী (র.) (৮৯৮হি.), শাওয়াহেদুন নবুয়ত, উর্দু, বেরেলী, পৃ:৬২
২৩১. ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০হি.), হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, উর্দু, গুজরাট, খন্ড:২য়, পৃ:৩৩০
২৩২. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী বৈরুত, খন্ড: ২য়, পৃ:১০৭ ও কাবী আয়ায (র.) (৪৭৬-৫৪৪হি.), শেফা শরীফ, আরবী, মাকতাবাতুস সাফা, কায়রো, মিশর, খন্ড:১ম, পৃ:২০৩

২১৩. চিল পাখির খেদমত :

ইমাম বায়হাকী ও আবু নঈম (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ প্রাকৃতিক প্রয়োজনের ইচ্ছে করলে তিনি লোকালয় থেকে বহুদূরে চলে যেতেন। একদা তিনি এই উদ্দেশ্যে তাশরীফ নিলেন। আমি তাঁর পেছনে পেছনে গেলাম। তিনি একটি বৃক্ষের নীচে বসে গেলেন। তিনি তাঁর মোজা খুলে ফেললেন। তারপর একটি মোজা পরিধান করলেন এমন সময় একটি পাখি এসে দ্বিতীয় মোজাটি ছোঁ মেরে নিয়ে গেল আর উড়ে উপরে উঠে মোজাকে নাড়া দিয়ে মোজা থেকে একটি বিষাক্ত চামড়া পাল্টানো কালো সাপ ফেলল। তখন নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন- هذه كرامة اكرمنى الله بها "এটি এমন কারামত যদ্বারা আল্লাহ আমাকে সম্মানিত করেছেন।"[২৩৩]

২১৪. অলস গাধা দ্রুতগামী হওয়া :

হযরত ইবনে সা'দ (র.) হযরত ইসহাক ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবু তালহা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ সা'দ (রা.)'র সাথে সাক্ষাত করেন এবং তার কাছে দুপুরে কায়লুলা (বিশ্রাম) করেন। রোদ একটু ঠান্ডা হলে একজন গ্রাম্য ব্যক্তি দূর্বল, অলস ও ধীরগতি সম্পন্ন একটি গাধা আনল যার উপর তুলার তৈরী কাপড় সিলানো ছিল। তিনি এর উপর আরোহণ করে ঘরে পৌঁছে গাধাটি পুনরায় ফেরৎ দেন।

এরপর থেকে গাধাটি এমন দ্রুতগামী ও শক্তিশালী হয়ে গেল যে, কোন সওয়ারীই এত দ্রুত বেগে চলতে পারে না।[২৩৪]

২১৫. ঘোড়ার আনুগত্য :

কাযী আয়ায (র.) শেফা শরীফে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ এক সফরে নামাযের জন্য মনযিল করলেন এবং নিজের ঘোড়াকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, যতক্ষণ আমরা নামায শেষ করবোনা ততক্ষণ নড়াচড়া করবে না। আল্লাহ তোমার মধ্যে বরকত দান করবেন। অতঃপর তিনি নামায আদায় করলেন কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত ঘোড়া তার শরীরের কোন অংশ পর্যন্ত নড়াচড়া করেনি। এতে বুঝা যায় যে, অবোধ জন্তু তাঁর কথা বুঝে এবং তাঁর আনুগত্য করে।[২৩৫]

২১৬. খচ্চর নবীর কথা বুঝা :

ইমাম বগভী, বায়হাকী, আবু নঈম ও ইবনে আসাকের (র.) হযরত শায়বা ইবনে ওসমান হাজাবী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ হযরত আব্বাস (রা.) কে বললেন- মাটি থেকে কিছু কংকর নিয়ে আমাকে দাও।আল্লাহ তায়ালা তাঁর এই কথা তাঁর খচ্চরের বোধগম্য করে দেন। খচ্চর নীচু হয়ে এমনভাবে বসে গেল তার পেট মাটিতে লেগে গেল।

২৩৩. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, বৈরুত, খন্ড:২য়, পৃ:১০৮
২৩৪. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:২য়, পৃ:১০৬
২৩৫. ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০হি.), হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, উর্দু, গুজরাট, খন্ড:১ম, পৃ:৭৩১

তখন তিনি নিজেই কয়েকটি কংকর তুলে নিয়ে দুশমনের দিকে নিক্ষেপ করেন আর বলেন, شاهت الوجوه حم لاينصرون[২৩৬]

২১৭. ছাগল দলের তা'জীম :

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ একটি বাগানে তাশরীফ নিলেন। সাথে আবু বকর, ওমর ও আরো কয়েকজন আনসারী সাহাবী ছিলেন। বাগানে কতগুলো ছাগল ছিল। ছাগল দল তাঁকে দেখা মাত্র তাঁর সামনে এসে সিজদাবনত হয়ে গেল। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এটা দেখে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই ছাগল দলের চেয়ে আপনাকে সিজদা করার আমরাই বেশী হকদার।

তিনি এরশাদ করলেন, আমার উম্মতের জন্য এরূপ সিজদা করা জায়েয নেই। পরস্পর পরস্পরকে সিজদা করা যদি বৈধ হত তবে আমি স্বামীকে সিজদা করতে স্ত্রীকে আদেশ দিতাম।[২৩৭]

২৩৬. ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০হি.), হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, উর্দু, গুজরাট, খন্ড:১ম, পৃ:৭৩১
২৩৭. আবু নঈম ইস্পাহানী (র.) (৪৩০হি.), দালায়েলুন নবুয়ত, উর্দু, নয়া দিল্লী, পৃ:৩৪২

অল্পতে বরকত হওয়া

২১৮. একজনের খাবার চল্লিশজনে খাওয়া :

ইবনে ইসহাক ও বায়হাকী (র.) হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, যে সময় নবী করিম ﷺ'র উপর وانذر عشيرتك الاقربين "হে নবী! আপনার কবিলার নিকটতম ব্যক্তিদেরকে জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন করুন" আয়াত নাযিল হয় তখন তিনি বললেন, হে আলী! একটি ছাগলের পায়া এবং এক সা' খাদ্য বস্তু নিয়ে খাবার তৈরী কর এবং এক পেয়ালা দুধও তৈরী রাখ। তারপর বনী আব্দুল মোত্তালেবের লোকদের একত্রিত কর।

হযরত আলী (রা.) বলেন, আমি তাঁর কথামত সব কিছু তৈরী করেছি, বনী আব্দুল মোত্তালেবের প্রায় চল্লিশ জন লোক এসেছে। তাদের মধ্যে হযরতের চাচা আবু তালেব, হামযা, আব্বাস ও আবু লাহাবও ছিল। আমি খাবারের পেয়ালা তাদের সামনে নিলাম। রাসূল ﷺ প্রথমে ঐ পেয়ালা থেকে লম্বা এক টুকরা গোশ্ত নিয়ে দাঁত মোবারক দিয়ে ছিড়ে পেয়ালার চতুর্দিকে ঢেলে দিলেন। তারপর উপস্থিত সকলকে বললেন, তোমরা বিসমিল্লাহ বলে খাও। তখন সকলেই পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করলেন আর আমরা শুধু পেয়ালায় আঙ্গুলের চাপ দেখতেছি মাত্র কিন্তু সব খাবার রয়ে গেল। অথচ খোদার কসম, খাবার মাত্র একজনের পরিমাণ মত ছিল। তারপর বললেন, হে আলী! সবাইকে দুধ পান করাও। যে পেয়ালায় দুধ ছিল আমি তা নিয়ে তাদের সকলকে দুধ পান করালাম। সবাই তৃপ্ত হল। খোদার কসম! আমাদের মধ্যে একজন যদি তা পান করত তবে শেষ হয়ে যেতো। এরপর রাসূল ﷺ যখন তাদের সাথে (কুরআন কিংবা হেদায়েত সম্পর্কে) কথা বলতে চেয়েছেন তখন আবু লাহাব সর্বাগ্রে বলে উঠল, হে লোকেরা! তোমাদের সঙ্গী তোমাদের উপর যাদু করেছে। একথা শুনে সবাই বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে গেল। রাসূল ﷺ তাদের সাথে আর কোন কথা বলার সুযোগ পেলেন না।

পরের দিনও নবী করিম ﷺ বললেন, হে আলী! গতকালের ন্যায় খানা-পিনা তৈরী কর। আমি তৈরী করলাম আর লোকদের একত্রিত করলাম। রাসূল ﷺ প্রথম দিন যে রকম খাবার খাওয়ায়েছিলেন আজকেও অনুরূপ খাওয়ালেন এবং তারা সকলেই পরিতৃপ্ত হলো। তারপর তিনি বললেন, হে বনী আব্দুল মোত্তালেব! আমি আরবের কোন যুবককে জানিনা, যে স্বীয় সম্প্রদায়ের কছে আমার চেয়ে উত্তম কিছু নিয়ে এসেছে। আমি তোমাদের কাছে দুনিয়া-আখেরাতের বিষয় নিয়ে এসেছি।[২৩৮]

২১৯. এক সা যব এক হাজার লোকের পরিতৃপ্ত খাবার :

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খনন করা হচ্ছিল তখন আমি নবী ﷺকে ভীষণ ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেখতে পেলাম।

[২৩৮]. ইমাম সুয়ূতী, জালালা উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:১ম, পৃ:২০৫

তখন আমি আমার স্ত্রীর কাছে ফিরে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কাছে খাবার বস্তু কিছু আছে কি? আমি রাসূলুল্লাহ ﷺকে দারুণ ক্ষুধার্ত দেখেছি। একথা শুনে তিনি একটি চামড়ার পাত্র এনে তা থেকে এক সা পরিমাণ যব বের করে দিলেন। আমাদের গৃহপালিত একটি বকরীর বাচ্চা ছিল। আমি সেটি যবেহ করলাম এবং গোশ্ত কেটে কেটে ডেকচিতে ভরলাম। আর আমার স্ত্রী যব পিষে দিল। আমি আমার কাজ শেষ করার সাথে সাথে সেও তার কাজ শেষ করল। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ'র কাছে (তাঁকে ডেকে আনার জন্য) যাচ্ছিলাম। আমার স্ত্রী বলল, আমাকে রাসূলুল্লাহ ও তাঁর সাহাবীদের নিকট লজ্জিত করবেন না। (অর্থাৎ- খাবার অল্প তাই সবাইকে নয় বরং কয়েকজনকে ডেকে আনবেন।)

এরপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ'র নিকট গিয়ে চুপে চুপে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আমাদের একটি বকরীর বাচ্চা যবেহ করেছি এবং আমাদের ঘরে এক সা যব ছিল। তা আমার স্ত্রী পিষে রেখেছে। আপনি আরো কয়েকজন নিয়ে আমার সাথে আসুন। তখন নবী করিম ﷺ উচ্চস্বরে সবাইকে বললেন, হে পরিখা খননকারীগণ! জাবের খানার ব্যবস্থা করেছে। এসো, তোমরা সকলেই চল। এরপর রাসূল ﷺ বললেন, আমি না আসা পর্যন্ত তোমরা ডেকচি নামাবে না এবং খামির থেকে রুটিও তৈরী করবে না। আমি বাড়ীতে আসলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামসহ তাশরীফ আনলেন। এরপর আমি আমার স্ত্রীর নিকট আসলে সে বলল, তোমার মঙ্গল করুন। তুমি একি করলে? এতগুলো লোক নিয়ে আসলে? অথচ খাদ্য একেবারে অল্প। আমি বললাম, তুমি যা বলেছ আমি তাই করেছি।

এরপর সে রাসূলুল্লাহর সামনে আটার খামির বের করে দিলে তিনি তাতে মুখের লালা মোবারক মিশিয়ে দিলেন এবং বরকতের জন্য দোয়া করলেন। এরপর তিনি ডেকচির দিকে এগিয়ে গিয়ে তাতে মুখের লালা মোবারক মিশিয়ে বরকতের জন্য দোয়া করলেন। তারপর বললেন, হে জাবের! রুটি প্রস্তুতকারিনীকে ডাক। সে আমার পাশে বসে রুটি প্রস্তুত করুক এবং ডেকচি থেকে পেয়ালা ভরে গোশ্ত পরিবেশন করুক। তবে চুলা থেকে ডেকচি নামাবে না। আগত সাহাবায়ে কিরামের সংখ্যা ছিল এক হাজার। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, তাঁরা সকলেই তৃপ্তি সহকারে খেয়ে অবশিষ্ট খাদ্য রেখে চলে গেলেন। অথচ আমাদের ডেকচি পূর্বের ন্যায় তখনও টগবগ করছিল এবং আমাদের আটার খামির থেকেও পূর্বের মত রুটি তৈরী হচ্ছিল।[২৩৯]

২২০. তাবুকে কূপের পানি পূর্ণ হয়ে যাওয়া :

ইমাম বায়হাকী ও আবু নঈম (র.) হযরত উরওয়া (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ যে সময় তাবুকে অবস্থান করছিলেন তখন সেখানে পানির স্বল্পতা ছিল। তিনি হাতে এক ক্রোশ পানি নিয়ে কুলি করে কুলির পানি একটি কূপে নিক্ষেপ করলেন। ফলে কূপে পানি ফুলে উঠে উপর অংশ পর্যন্ত পূর্ণ হয়ে গেল এবং এখনো পর্যন্ত এরূপই রয়েছে।[২৪০]

[২৩৯]. ইমাম বুখারী, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (র.) (২৫৬হি.), বুখারী শরীফ, আরবী, ইউপি, ইন্ডিয়া, পৃ:৫৮৮
[২৪০]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:১ম, পৃ:৪৫৩

২২১. সংগৃহীত সামান্য খাবারে অভাবনীয় বরকত :

ইমাম মুসলিম (র.) হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ যখন তাবুকে পৌঁছেন তখন সাহাবায়ে কিরাম ক্ষুধায় দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। তারা আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি অনুমতি দিলে আমরা আমাদের উট যবেহ করে খেয়ে শক্তি অর্জন করতে পারি। হযরত ওমর (রা.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আপনি এরূপ করেন তবে সওয়ারী কমে যাবে। বরং আপনি যদি অবশিষ্ট খাবার সংগ্রহ করে আল্লাহর দরবারে বরকতের জন্য দোয়া করেন, আশাকরি আল্লাহ তায়ালা এতে বরকত দেবেন।

রাসূল ﷺ বলেছেন সুন্দর পরামর্শ। তিনি চামড়ার একটি দস্তরখানা নিয়ে বিছায়ে দিলেন। তারপর তাদের অতিরিক্ত পাথেয় নিয়ে আসতে ঘোষণা দেন। অতঃপর কেউ একমুষ্টি খাবার, কেউ একমুষ্টি খেজুর, আর কেউ একটুকরা রুটি নিয়ে আসতে আসতে দস্ত রখানায় কিছু খাবার বস্তু সংগ্রহ হল। এরপর তিনি বরকতের জন্য দোয়া করলেন এবং সাহাবায়ে কিরামকে বললেন, তোমরা আপন আপন পাত্র ভরে নাও। ফলে সৈন্যদের মধ্যে এমন কারো পাত্র ছিলনা যা ভরে নেয়নি এবং সবাই পরিতৃপ্ত হয়ে খেয়ে নিয়েছিলেন, এরপরও খাবার দস্তরখানায় রয়ে গেল। তারপর রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, আর আমি আল্লাহর রাসূল। এই কালিমা নিয়ে সন্দেহ ব্যতীত যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে মিলবে তাকে জান্নাতে প্রবেশে বাঁধা দেয়া হবে না।[২৪১]

২২২. খালি কূপ পানিতে পূর্ণ হওয়া :

হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- হুদায়বিয়ায় আমরা নবী করিম ﷺ'র সাথে চৌদ্দশ' লোক ছিলাম। হুদায়বিয়া হল একটি কূপ। আমরা তা হতে সব পানি এমনভাবে উঠিয়ে নিলাম যে, তাতে একফোঁটা পানিও বাকী থাকল না। নবী ﷺ কূপের কিনারায় বসে সামান্য পানি আনার জন্য আদেশ করলেন। সামান্য আনীত পানি কুলি করে ঐ পানি কূপে নিক্ষেপ করলেন। আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। তখন কূপটি পানিতে ভরে গেল। আমরা পান করে তৃপ্তি লাভ করলাম, আমাদের উটগুলোও পানি পানে তৃপ্ত হল।[২৪২]

২২৩. অল্প খাবার অনেকজনে খাওয়া :

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আবু তালহা (রা.) তদীয় (পত্নী) উম্মে সুলাইমকে বললেন, আমি নবী করিম ﷺ এর কণ্ঠস্বর দুর্বল শুনেছি। আমি তাঁর ক্ষুধা বুঝতে পেরেছি। তোমার নিকট কোন খাবার আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ,

[২৪১]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:১ম পৃ:৪৫৪
[২৪২]. ইমাম বুখারী, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (র.) (২৫৬হি.), সহীহ বুখারী শরীফ, আরবী ইউপি, ইন্ডিয়া, পৃ:৫০৫, হাদীস নং ৩৩২৪

আছে। এই বলে তিনি কয়েকটা যবের রুটি বের করলেন। তারপর তার একখানা ওড়না বের করে এর কিয়দাংশ দিয়ে রুটিগুলো মুড়ে আমার হাতে গোপন করে রেখে দিলেন ও ওড়নার অপর অংশ আমার শরীরে জড়িয়ে দিলেন এবং আমাকে নবী ﷺ'র খেদমতে পাঠালেন।

রাবী আনাস (রা.) বলেন, আমি তাঁর নিকট গেলাম। ঐ সময় তিনি কতিপয় লোকসহ মসজিদে অবস্থান করছিলেন। আমি গিয়ে তাঁদের সম্মুখে দাঁড়ালাম। নবী ﷺ আমাকে দেখে বললেন, তোমাকে আবু তালহা পাঠিয়েছে? আমি বললাম, জী হ্যাঁ। নবী ﷺ বললেন, খাওয়ার দাওয়াত দিয়ে পাঠিয়েছে? আমি বললাম, জী হ্যাঁ। তখন নবী ﷺ সঙ্গীদেরকে বললেন, চল, আবু তালহা আমাদেরকে দাওয়াত করেছে। আনাস (রা.) বলেন- আমি তাঁদের আগেই চলে গিয়ে আবু তালহা (রা.) কে নবী ﷺ'র আগমন বার্তা শুনালাম। ইহা শুনে আবু তালহা বলেন, হে উম্মে সুলাইম! নবী ﷺ তাঁর সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে আসছেন। তাঁদেরকে খাওয়ানোর মত কিছুই আমাদের কাছে নেই? উম্মে সুলাইম (রা.) বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।

আবু তালহা (রা.) তাঁদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বাড়ী হতে কিছুদূর অগ্রসর হলেন এবং রাসূল ﷺ'র সাক্ষাত করলেন। রাসূল ﷺ তাকে নিয়ে তার ঘরে আসলেন। আর বললেন, হে উম্মে সুলাইম! তোমার নিকট যা কিছু আছে তা নিয়ে এসো। তিনি যবের ঐ রুটিগুলো হাজির করলেন এবং তাঁর নির্দেশে রুটিগুলো টুক্‌রো টুক্‌রো করা হল। উম্মে সুলাইম ঘিয়ের পাত্র ঝেড়ে মুছে সামান্য ঘি বের করে তা তরকারী স্বরূপ পেশ করলেন। এরপর রাসূল ﷺ কিছু পাঠ করে তাতে ফুঁ দিলেন। তারপর দশজনকে খাওয়ার জন্য নিয়ে আসতে বললেন। তাঁরা দশজন আসলেন এবং রুটি খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন। তারপর আরো দশজনকে আসতে বলা হল। তাঁরা আসলেন এবং তৃপ্ত সহকারে রুটি খেয়ে বেরিয়ে গেলেন। আবার আরো দশজনকে আসতে বলা হল। তাঁরাও আসলেন এবং পেট ভরে খেয়ে নিলেন। অনুরূপভাবে সমেবত সকলেই রুটি খেয়ে পরিতৃপ্ত হলেন। তারা সর্বমোট সত্তর বা আশিজন ছিলেন।[২৪৩]

২২৪. পাওনাদারের প্রাপ্য শোধ :

হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তাঁর পিতা (আব্দুল্লাহ (রা.) ওহুদ যুদ্ধে) ঋণ রেখে শাহাদত বরণ করেন। তিনি বলেন, তখন আমি নবী করিম ﷺ'র দরবারে উপস্থিত হয়ে বললাম, আমার পিতা অনেক ঋণ রেখে গেছেন। আমার নিকট বাগানের উৎপন্ন কিছু খেজুর ব্যতীত অন্য কোন সম্পদ নেই। কয়েক বছরের উৎপাদিত খেজুর একত্রিত করলেও এর দ্বারা তাঁর ঋণ শোধ হবে না। আপনি দয়া করে আমার সাথে চলুন, যাতে (আপনাকে দেখে) পাওনাদারগণ আমার প্রতি কঠোর মনোভাব গ্রহণ না করে।

নবী ﷺ তাঁর সাথে গেলেন এবং খেজুরের একটি স্তুপের চারদিকে ঘুরে দোয়া করলেন। এরপর অন্য স্তুপের নিকটে গিয়ে বসে পড়লেন এবং জাবির (রা.) কে বললেন,

[২৪৩]. ইমাম বুখারী, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (র.) (২৫৬হি.), সহীহ বুখারী শরীফ, আরবী, ইউপি, ইন্ডিয়া, পৃ:৫০৫, হাদিস নং ৩৩২৫

খেজুর বের করে দিতে থাক। অতঃপর সকল পাওনাদের প্রাপ্য শোধ করে দিলেন অথচ পাওনাদারদের যা দিলেন তার সমপরিমাণ খেজুর রয়ে গেল।[২৪৪]

২২৫. রাসূল ﷺ'র বরকতে পরিতৃপ্ত হওয়া :

ইবনে সা'দ আবু নঈম ও ইবনে আসাকের হযরত আতা (র.) থেকে তিনি হযরত ইবনে আব্বাস থেকেও মুজাহিদসহ আরো অনেক থেকে বর্ণনা করেন, যখন আবু তালেব এর পরিবারের সদস্যরা একত্রে বসে কিংবা একা একা রাসূল ﷺ ব্যতীত খাবার খেতেন তখন তাদের পেট ভরে খাওয়া হতনা অর্থাৎ পরিতৃপ্ত হতনা। কিন্তু যখন রাসূল ﷺ সহ খেতে বসতেন তখন সবাই পরিতৃপ্ত হতেন।

অতঃপর সকাল সন্ধ্যা যখন খাওয়ার সময় হত তখন আবু তালেব পরিবারের সদস্যদের বলত থাম, আমার পুত্র আসুক। তারপর তিনি যখন আসতেন তখন তাঁর সাথে খাবার খেলে সবাই পরিতৃপ্ত হয়ে খেতেন এবং আরো খাবার থেকে যেতো। আর তিনি খাবারে শরীক না হলে সবাই ক্ষুধার্ত থেকে যেতো।

যদি ঘরে দুধ থাকে তাহলে চাচা প্রথমে তাঁকে পান করাতেন পরে সবাই তা থেকে পান করতো এতে সবাই পরিতৃপ্ত হয়ে যেতো। পক্ষান্তরে দুধের পেয়ালা তাঁকে না দিয়ে অন্য কেউ যদি পান করতো তখন একজনই তা পান করে ফেলতো। এতে চাচা তাঁকে বলতেন- তুমি বড়ই বরকতমন্ডিত। সব ছেলেরা সকালে চোখে ময়লা নিয়ে ঘুম থেকে উঠে কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও মাথায় তেল, চোখে সুরমা লাগানো অবস্থায় ঘুম থেকে উঠতেন।[২৪৫]

২২৬. এক দেরহামের খাবার সকল আহলে বাইতের যথেষ্ট হওয়া :

ইবনে সা'দ (র.) হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, এক রাতে (খাবার না থাকার কারণে) আমরা খাবার না খেয়ে ঘুমালাম। সকালে উঠে আমি তালাশ করে একটি দেরহাম পেলাম যা দিয়ে কিছু খাবার ও গোশ্ত কিনে আনলাম এবং ফাতেমাকে দিলাম। তিনি রুটি ও সালন তৈরী করে বললেন, আমার পিতাকেও ডাকলে ভাল হত। আমি তাঁকে ডাকতে গেলাম তখন তিনি আল্লাহর কাছে ক্ষুধা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেছেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের ঘরে খাবার আছে, আপনি তাশরীফ আনুন। রাসূল ﷺ যখন আসেন তখন ডেকচিতে খাবার ফুটতেছে। তিনি বললেন, আয়েশার জন্য খাবার তুলে পৃথক করে রাখ। সুতরাং আয়েশার জন্য এক বাটি নিয়ে পৃথকভাবে রাখা হল। তারপর বললেন, হাফসা'র জন্য তুলে রাখ। হাফসার জন্যও এক বাটি তুলে রাখা হল। এভাবে হযরত ফাতেমা (রা.) রাসূল ﷺ'র নয়জন স্ত্রীর জন্য পাত্রভরে খাবার পৃথক পৃথক করে রেখে দিলেন।

এরপর তিনি বললেন, তোমার স্বামী ও তোমার পিতার জন্য রেখে দাও এবং তোমার জন্যও রাখ, আর খাও। হযরত ফাতেমা (রা.) বলেন, সকলের জন্য খাবার তুলে রাখার পর

[২৪৪]. ইমাম বুখারী, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (র.), সহীহ বুখারী শরীফ, আরবী, ইউপি, ইন্ডিয়া, পৃ:৫০৫, হাদিস নং-৩৩২৭
[২৪৫]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:১ম, পৃ:১৪০

ডেক্‌চি খুলে দেখি ডেক্‌চির উপরিভাগ পর্যন্ত খাবার ভর্তি ছিল আর আমরা আল্লাহর ইচ্ছে মোতাবেক খেয়েছি।[২৪৬]

২২৭. ত্রিশ সা' যব দিয়ে সপরিবারে ছয়মাস খাওয়া :

ইমাম হাকেম ও বায়হাকী (র.) হযরত নওফল ইবনে হারেস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তার বিয়ের জন্য রাসূল ﷺ'র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনি তাকে ত্রিশ সা' যব দান করেন। নওফল বলেন- আমরা ঐ যব ছয়মাস পর্যন্ত খেয়েছিলাম। তারপর পাল্লা দিয়ে মেপে দেখি সামান্য পরিমাণ যব রয়েছে মাত্র। আমি এই ঘটনা রাসূল ﷺকে বললে তিনি বলেন, যদি তুমি মেপে না দেখতে তবে সারা জীবন খেতে পারতে।[২৪৭]

২২৮. খালি পাত্র পূন ভর্তি হওয়া :

হযরত আনাস (রা.)'র আম্মা হযরত উম্মে সুলাইম (রা.) রাসূল ﷺ'র খেদমতে এক বাটি ঘি হাদিয়া পাঠালেন। তিনি ঘি রেখে খালি বাটি পাঠিয়ে দেন। অপর এক মহিলা উম্মে সুলাইম (রা.)'র কাছে সামান্য ঘি চাইলে তিনি তাকে বললেন, সমস্ত ঘি রাসূল ﷺকে দিয়ে ফেলেছি আমাদের কাছে আর ঘি নেই। মহিলা বলল, একটু দেখুন না, বাটিতে সামান্য রয়ে গেছে কিনা।

উম্মে সুলাইম তার মেয়েকে বললেন, বাটিটি দেখ সামান্য ঘি আছে কিনা। মেয়ে গিয়ে দেখে বাটিতে ঘি পূর্ণ। উম্মে সুলাইম (রা.) রাসূল ﷺ'র দরবারে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমার ঘি গ্রহণ করেন নি কেন? তিনি বললেন, কেন, আমি তো পুরো বাটি খালি করে দিয়েছি। উম্মে সুলাইম (রা.) বললেন, সেই খোদার কসম, যিনি আপনাকে সত্য রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন, সেই খালি বাটির মুখ পর্যন্ত ঘি পূর্ণ হয়ে আছে। তিনি মুচকী হেসে বললেন, সেগুলো ব্যবহার করতে থাকো আর বাটি সেই স্থান থেকে সরাবে না।[২৪৮]

২২৯. খালি ঘি'র বাটি থেকে সারা জীবন খাওয়া :

হযরত উম্মে শুরাইক (রা.) একদা তার দাসীর মারফত একবাটি ঘি রাসূল ﷺ'র খেদমতে প্রেরণ করলেন। তিনি ঘি রেখে খালি বাটি পাঠিয়ে দেন এবং দাসীকে বললেন এটি নিয়ে লটকিয়ে রাখবে আর মুখ বন্ধ করবেনা। দ্বিতীয় দিন উম্মে শুরাইক (রা.) ঐ বাটি দেখেন যে, বাটি ঘিয়ে ভর্তি। তিনি দাসীকে ডেকে বকা দিয়ে বলেন, তোমাকে বলেছি ঘি রাসূল ﷺ'র কাছে নিয়ে যেতে। তুমি নাওনি কেন? সে শপথ করে বলল, আমি ঘি নিয়ে গিয়েছি এবং তিনি বাটি খালি করে আমাকে দিয়ে দিয়েছেন। আর আমি উহাকে উল্টিয়ে দেখেছি এক ফোঁটা ঘিও ছিলনা। তবে তিনি বলেছিলেন উহাকে লটকিয়ে রাখতে আর মুখ বন্ধ না করতে।

[২৪৬]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:২য়, পৃ:৮১
[২৪৭]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:২য়, পৃ:৮৬
[২৪৮]. আব্দুর রহমান জামী (র.) (৮৯৮হি.), শাওয়াহেদুন নবুয়ত, উর্দু, বেরেলী, পৃ:২২৭

উম্মে শুরাইক (রা.) সারা জীবন ঐ বাটি থেকে ঘি খেয়েছিলেন। একদা বাহাত্তর জন ব্যক্তি ঐ বাটি থেকে ঘি খেয়েছিল কিন্তু এতে বিন্দুমাত্রও কমেনি।[২৪৯]

২৩০. মাত্র সাতটি খেজুর থেকে অগণিত খেজুর হওয়া :

ইমাম ওয়াকেদী, আবু নঈম ও ইবনে আসাকের (র.) হযরত আরবায ইবনে সারিয়্যা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা রাসূল ﷺ'র সাথে তাবুক যুদ্ধে ছিলাম। একরাতে তিনি হযরত বেলাল (রা.) কে জিজ্ঞেস করেন, রাতে খাবারের জন্য কিছু আছে? হযরত বেলাল (রা.) খোদার কসম করে বলেন, আমরা আমাদের থলে ঝেড়ে ফেলেছি। অর্থাৎ- আমাদের কাছে খাওয়ার কিছুই নেই। তিনি হযরত বেলাল (রা.) কে বললেন, দেখ হয়তো পেয়ে যাবে।

অতঃপর হযরত বেলাল (রা.) একেকটি থলে নিয়ে ঝাড়তে লাগলেন। কোনটি থেকে একটি, কোনটি থেকে দু'টি খেজুর পড়েছে। এভাবে আমি হযরত বেলাল (রা.)'র হাতে সাতটি খেজুর দেখেছি। রাসূল ﷺ একটি বড় থলে নিয়ে সেখানে খেজুরগুলো রাখলেন। এরপর তিনি থলের ভিতরে খেজুরে হাত মোবারক রেখে বললেন, বিসমিল্লাহ খাও। আমরা তিন জনে খেয়েছি। আমি খাওয়ার সময় গণনা করেছি মোট চুয়ান্নটি খেজুর গুনেছি আর দানাগুলো আমার অপর হাতে ছিল। আমার অপর দুই সাথীও অনুরূপ করেছিল। এমনকি আমরা তৃপ্ত হয়ে হাত তুলে নিলাম। দেখলাম সাতটি খেজুর যেভাবে ছিল সেভাবে রয়েছে। তারপর বললেন, يا بلال ارفعها فانه لايأكل منها احد الا فضل منها شبعًا "হে বেলাল! এই খেজুরগুলো তুলে নাও। এগুলো থেকে যেই খাবে সেই পরিতৃপ্ত হবে।"

পরের দিন তিনি বেলালকে ডেকে বললেন, খেজুরগুলো নিয়ে এসো। খেজুর আনলে তিনি হাত মোবারক খেজুরের উপর রেখে বললেন, বিসমিল্লাহ, খাও। আমরা খেলাম এবং তৃপ্ত হলাম আর আমরা মোট দশজন ছিলাম। আমরা তৃপ্ত হয়ে হাত উঠিয়ে নিলাম কিন্তু খেজুর পূর্বের ন্যায় অবশিষ্ট রয়েছে। রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আমি আমার রবকে যদি লজ্জা না করতাম তবে আমাদের পরবর্তীতে আগত লোকেরাসহ মদীনা মুনাওয়ারা পৌঁছা পর্যন্ত খেতে পারতাম। তারপর খেজুরগুলো এক বালককে দিয়ে দেন সে তা দাঁতে চিবুতে চিবুতে চলে গেল।[২৫০]

২৩১. আঙ্গুল মোবারক থেকে নির্গত পানি ত্রিশ হাজার লোক ও চব্বিশ হাজার উট-ঘোড়া পান করা :

ইমাম ওয়াকেদী ও আবু নঈম (র.) হযরত আবু কাতাদাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা রাসূল ﷺ'র সাথে সৈন্যসহ যুদ্ধে (তাবুক) যাচ্ছি। সৈন্যরা এমন পিপাসার্ত হল যে, সৈন্য, ঘোড়া ও উটের গর্দান ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হল। তিনি সামান্য পানি ভর্তি একটি লোটা আনালেন এবং এতে তিনি আঙ্গুল মোবারক রাখলেন। তখন তাঁর

[২৪৯]. আব্দুল রহমান জামী (র.) (৮৯৮হি.), শাওয়াহেদুন নবুয়ত, উর্দু, বেরেলী, পৃ:২২৮
[২৫০]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী বৈরুত, খন্ড:১ম, পৃ:৪৫৫

আঙ্গুল মোবারকের মধ্যবর্তী স্থান থেকে পানি প্রবাহিত হতে লাগল। এমনভাবে প্রবাহিত হল সবাই পানি পান করে তৃপ্ত হল। তারা তাদের ঘোড়া ও উট গুলোকেও পানি পান করালো। এ সময় তাদের সাথে বার হাজার উট, বার হাজার ঘোড়া ও ত্রিশ হাজার লোক ছিল।[২৫১]

২৩২. তিনটি ডিম সকলে পরিতৃপ্ত হয়ে খাওয়া :

ইমাম ওয়াকেদী ও আবু নঈম (র.) হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, যে সময় নবী করিম ﷺ 'গযওয়ায়ে যাতুর রিকা' এ যাত্রা করার মনস্থ করেন তখন আলবা ইবনে যিয়াদ হারেসী তিনটি উট পাখির ডিম নিয়ে রাসূল ﷺ'র কাছে এসে আরজ করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই ডিমগুলো আমি উট পাখির বাসায় পেয়েছি। তিনি বললেন, জাবের! ডিমগুলো নিয়ে রান্না করে আন। অতঃপর আমি গিয়ে রান্না করে একটি বড় পেয়ালায় করে নিয়ে আসলাম আর রুটি তালাশ করতে লাগলাম।

নবী করিম ﷺ ও তাঁর সাহাবায়ে কিরাম রুটি ছাড়া ঐ ডিম খাওয়া আরম্ভ করে দেন। প্রথমে তিনি পরিতৃপ্ত হলেন কিন্তু ডিম পুরোটাই রয়ে গেল। তারপর দাঁড়িয়ে গেলেন। এরপর ঐ ডিম থেকে তাঁর সকল সাহাবায়ে কিরাম খেলেন। অত:পর আমরা ধীরে ধীরে হয়ে রওয়ানা হলাম।[২৫২]

২৩৩. এক বাটি খাবার খন্দক যুদ্ধের সকল মুজাহিদের জন্য যথেষ্ট হওয়া :

ওয়াকেদী ও ইবনে আসাকের (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগীস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, উম্মে আমের রাসূল ﷺ'র কাছে একটি বাটি পাঠালেন যেখানে খেজুর, ঘি ও পানির দ্বারা তৈরী খাবার ছিল। এ সময় তিনি প্রয়োজন পরিমাণ খাওয়ার পর তাবুর বাইরে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। তাঁর আহ্বানকারী উপস্থিত সকলকে সন্ধ্যার খাবার খাওয়ার জন্য ডাকলে খন্দক যুদ্ধে উপস্থিত সকল মুজাহিদ পরিতৃপ্ত হয়ে খাবার গ্রহণ করলেন অথচ খাবার প্রথমে যতটুকু ছিল তখনও ততটুকু রয়ে গিয়েছিল।[২৫৩]

২৩৪. কয়েকটি খেজুর সকলের জন্য যথেষ্ট হওয়া :

ইমাম বায়হাকী ও আবু নঈম (র.) হযরত নোমান ইবনে বশীর (রা.)'র বোন থেকে বর্ণনা করেন, তার বোন বলেন, খন্দকের যুদ্ধের সময় আমার মা আমার কাপড়ের আঁচলে কয়েকটি খেজুর দিয়ে আমাকে আমার পিতা ও মামার নিকট পাঠালেন। তখন তারা খন্দক খননে লিপ্ত ছিলেন। আমি নবী করিম ﷺ'র পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি আমাকে ডাক দিলে আমি তাঁর কাছে গেলাম। তিনি আমার আঁচল থেকে খেজুরগুলো নিয়ে নিলেন। খেজুর পরিমাণে এত কম ছিল যে, তাতে তাঁর হাত মোবারকও ভরেনি।

তিনি একটি কাপড় বিছায়ে সেখানে খেজুরগুলো ছেড়ে দিলেন ফলে খেজুর কাপড়ের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। তারপর তিনি খন্দক খননকারী সকলকে আদেশ দিলেন যে, তোমরা একত্রিত হয়ে খেজুর খেয়ে যাও। তারা এসে খেজুর খেতে লাগল আর খেজুর

[২৫১]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:১ম, পৃ:৪৫৬
[২৫২]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:১ম, পৃ:৩৭৫
[২৫৩]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:১ম, পৃ:৩৭৭

বাড়তে লাগল। এভাবে সবাই খেজুর তৃপ্ত হয়ে খাওয়ার পরও কাপড়ের কোনায় খেজুর পড়ে রইল।[২৫৪]

২৩৫. আল্লাহর পক্ষ থেকে রিযিক আসা :

হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত, একদা নবী করিম ﷺ কয়েকদিন যাবৎ খাবার খাননি এমনকি ক্ষুধার্ত থাকা কষ্টদায়ক হয়ে পড়ল। তিনি হযরত ফাতেমা (রা.)'র কাছে এসে বললেন, হে ফাতেমা! তোমার কাছে কিছু আছে? তিনি বললেন, না। যখন তিনি চলে গেলেন তখন তার এক প্রতিবেশী মহিলা দু'টি চাপাতি রুটি ও এক টুকরা গোশ্ত পাঠালেন। হযরত ফাতেমা (রা.) এ গুলোকে একটি পেয়ালায় ঢেকে রেখে রাসূল ﷺকে ডেকে পাঠান। তিনি আসলেন এবং বললেন, আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয় কিছু দিয়েছেন। ঠিক আছে নিয়ে এসো। ঐ পেয়ালা আনা হলে তিনি ঢাক্নি খুলে দেখেন পেয়ালা রুটি ও গোশ্ত দ্বারা ভর্তি। হযরত ফাতেমা (রা.) দেখে অবাক হয়ে গেলেন, আর বুঝে নিলেন নিশ্চয় আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকত হয়েছে। তখন নবী করিম ﷺ বললেন- من اين لك هذا يا بُنية "হে আমার প্রিয় কন্যা! এগুলো তোমার কাছে কোথা হতে এলো?" তিনি উত্তর দিলেন- يا ابت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب "হে আমার পিতা! এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে। নিশ্চয় তিনি যাকে ইচ্ছে অগণিত রিযিক দান করেন।" (সূরা আলে ইমরান আয়াত নং ৩৭) অতঃপর নবী ﷺ এরশাদ করেন- আলহামদুলিল্লাহ, হে আমার প্রিয় কন্যা! আল্লাহ তায়ালা তোমাকে বনী ইস্রাইলের মহিলাদের সর্দার তথা হযরত মরিয়ম (আ.)'র সাদৃশ্য করেছেন। তার জন্যও এরূপ আল্লাহর পক্ষ থেকে রিযিক আসত। তাকেও যখন জিজ্ঞেস করা হত এগুলো কোথা হতে আসে? সেও অনুরূপ উত্তর দিত। তারপর তিনি হযরত আলী (রা.)কে ডাকলেন এবং তিনি, আলী, ফাতেমা, হাসান-হোসাইন সহ সকল বিবিগণ সহ পরিবারের সবাই তৃপ্ত হয়ে খাবার খেলেন আর পেয়ালা পূর্বের ন্যায় ভর্তি রয়ে গেল। হযরত ফাতেমা (রা.) ঐ অবশিষ্ট খাবার প্রতিবেশীগণের নিকট পাঠালেন। আল্লাহ তায়ালা ঐ খাবারে অনেক বরকত ও প্রচুর কল্যাণ দান করেছেন।[২৫৫]

২৩৬. একটি থলে থেকে দু'শ ওসক খেজুর খাওয়া :

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইসলাম গ্রহণের পর আমার উপর তিনটি বড় মুসিবত অবতীর্ণ হয়। একটি হল নবী করিম ﷺ'র ওফাত, দ্বিতীয়টি হল হযরত ওসমান (রা.)'র শাহাদত আর তৃতীয়টি হল সফরে খাবার রাখার থলে হারিয়ে যাওয়া। লোকেরা বলল, থলের ঘটনা কি? হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, আমরা নবী করিম ﷺ'র সাথে সফরে ছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন তোমার কাছে কি খাবার কিছু আছে? আমি বললাম, থলের মধ্যে সামান্য খেজুর আছে। তিনি বললেন, নিয়ে এসো। আমি থলে থেকে খেজুর বের করে তাঁর কাছে আনলাম। তিনি উহা স্পর্শ করে এগুলোর

[২৫৪]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:১ম, পৃ:৩৮০
[২৫৫]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:২য়, পৃ:৮২

জন্য দোয়া করেন আর বললেন দশজন করে করে ডাক। এভাবে দশজন করে এসে পুরো সৈন্যবাহিনী তৃপ্ত হয়ে খাওয়ার পর থলের মধ্যে খেজুর অবশিষ্ট রয়ে গেল।

তিনি বললেন, হে আবু হুরাইরা! যখনই থলে থেকে কিছু নিতে চাইবে এতে হাত প্রবেশ করে খেজুর নিবে তবে কখনো থলে ঝেড়ে ফেলবেনা। ঐ থলে থেকে আমি রাসূল ﷺ, হযরত আবু বকর, ওমর এবং হযরত ওসমান (রা.)'র শাসনামল পর্যন্ত খেয়েছিলাম। হযরত ওসমান (রা.) যখন শাহাদাত বরণ করেন তখন আমার ঘরের জিনিসপত্র লুট করা হয়েছিল আর এসময় ঐ বরকতের থলেটিও নিয়ে গিয়েছিল। আমি উহা থেকে দু'শ ওসক খোরমা খেয়েছি।[২৫৬]

২৩৭. দুধে বরকত :

হযরত আবু হুরইরা (রা.) বলতেন- আল্লাহর কসম! যিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, আমি ক্ষুধার জ্বালায় আমার পেটকে মাটিতে রেখে উপুড় হয়ে পড়ে থাকতাম। আর কোন সময় ক্ষুধার জ্বালায় আমার পেটে পাথর বেঁধে রাখতাম। একদিন আমি ক্ষুধার যন্ত্রণায় বাধ্য হয়ে নবী ﷺ ও সাহাবীগণের বের হওয়ার পথে বসে থাকলাম। আবু বকর (রা.) যেতে লাগলে আমি কুরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তাঁকে প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য হল তিনি আমার ক্ষুধার্ত অবস্থা বুঝতে পেরে আমাকে পরিতৃপ্ত করে কিছু খাওয়াবেন। কিন্তু তিনি চলে গেলেন, কিছুই করলেন না। কিছুক্ষণ পর ওমর (রা.) যাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে কুরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। এতেও আমার উদ্দেশ্য ছিল তিনি আমাকে পরিতৃপ্ত করে খাওয়াবেন। কিন্তু তিনি চলে গেলেন। আমার কোন ব্যবস্থা করলেন না। তার পরক্ষণে আবুল কাসিম ﷺ যাচ্ছিলেন। তিনি আমাকে দেখেই মুস্কি হাসলেন এবং আমার মনের অস্তিরতা আমার চেহরার অবস্থা থেকে তিনি আঁচ করতে পারলেন। তারপর বললেন,, হে আবু হুরাইরা! আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি হাযির আছি। তিনি বললেন, তুমি আমার সঙ্গে চল। এ বলে তিনি চললেন, আমিও তাঁর অনুসরণ করলাম। তিনি ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন এবং আমাকেও প্রবেশের অনুমতি দিলেন। তিনি ঘরে প্রবেশ করে একটি পেয়ালার মধ্যে সামান্য পরিমাণ দুধ পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ দুধ কোথা থেকে এসেছে? তাঁরা বললেন, এটা আপনাকে অমুক পুরুষ অথবা অমুক মহিলা হাদিয়া দিয়েছেন। তখন তিনি বললেন, হে আবু হুরাইরা! তুমি সুফফাবাসীদেরকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এসো। রাবী বলেন, সুফফাবাসীরা ইসলামের মেহেমান ছিলেন। তাদের কোন পরিবার ছিলনা এবং তাদের কোন সম্পদও ছিল না। আর কারো উপর নির্ভরশীল হওয়ারও সুযোগ ছিলনা। যখন কোন সাদকা আসত তখন তিনি তা তাদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। তিনি এর থেকে কিছুই গ্রহণ করতেন না। আর কোন হাদিয়া আসলে তার কিছু অংশ তাদেরকে দিয়ে দিতেন এবং এর থেকে নিজেও কিছু রাখতেন। এর মধ্যে তাদেরকে শরীক করতেন। (আবু হুরাইরা (রা.) বলেন- এ আদেশ শুনে আমি হতাশ হলাম। মনে মনে ভাবলাম যে, এ সামান্য দুধ দ্বারা সুফফাবাসীদের কি হবে? এ সামান্য দুধ আমার জন্যই যথেষ্ট হতো। এটা পান করে আমি শরীরে কিছুটা শক্তি পেতাম।

[২৫৬]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:২য়, পৃ:৮৫

এরপর যখন তারা এসে গেলেন, তখন তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, আমিই যেন তা তাদেরকে দেই। আর আমার আশা রইলনা যে, এ দুধ থেকে আমি কিছু পাবো। কিন্তু আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশ না মেনে কোন উপায় নেই। তাই তাঁদের কাছে গিয়ে তাঁদেরকে ডেকে আনলাম। তাঁরা এসে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে তিনি তাদেরকে অনুমতি দিলেন। তাঁরা এসে ঘরে আসন গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন, হে আবু হুরাইরা! তুমি পেয়ালাটি নিয়ে তাদেরকে দাও। আমি পেয়ালা নিয়ে একজনকে দিলাম। তিনি পরিতৃপ্ত হয়ে পান করে পেয়ালাটি আমাকে দিয়ে দিলেন। আমি আর একজনকে দিলাম। তিনিও পরিতৃপ্ত হয়ে পান করে পেয়ালাটি আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। এমনিভাবে সকলকে দিতে দিতে নবী ﷺ পর্যন্ত পৌঁছলাম। তাঁরা সবাই তৃপ্ত হয়েছিলেন। তারপর তিনি পেয়ালাটি হাতে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে মুচ্‌কি হেসে বললেন, এখন শুধু আমি আর তুমি আছি। আমি বললাম, আপনি ঠিক বলছেন ইয়া রাসূলাল্লাহ। তিনি বললেন, এখন তুমি বসে পান কর। তখন আমি বসে কিছু পান করলাম। তিনি বললেন, তুমি আরো পান কর। আমি আরো পান করলাম। তিনি বার বার আমাকে পান করার নির্দেশ দিতে লাগলেন। এমনকি আমি বলতে বাধ্য হলাম যে, আর পারছিনা। যে সত্তা আপনাকে সত্য ধর্মসহ পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম আর পান করার মত পেটে জায়গা নেই। তিনি বললেন, তাহলে আমাকে দাও। আমি পেয়ালাটি তাঁকে দিলে তিনি আলহামদুলিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ বলে বাকীটা পান করলেন।[২৫৭]

২৩৮. তীর গেড়ে কূপের পানি বৃদ্ধি করা :

ইমাম বুখারী (র.) বুখারী শরীফে হযরত মিসওয়ার ইবনে মাখারমা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ হুদায়বিয়ার একটি অল্প পানি ওয়ালা কূপের পাশে অবতরণ করেন। তখন সাহাবায়ে কিরাম তা থেকে সামান্য সামান্য পানি নিতে নিতে অল্পক্ষণের মধ্যেই কূপের পানি শেষ হয়ে গেল। তারা তাঁর কাছে পানির অভাবের ও পিপাসার কথা ব্যক্ত করলে তিনি একটি তীর বের করেন এবং সেটিকে কূপে গেড়ে দিতে আদেশ করেন। তীর কূপে গেড়ে দিলে সেই তীরের বরকতে কূপে পানি বৃদ্ধি হয়ে উপচে পড়তে লাগল। সবাই পরিতৃপ্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন করল। এসময় সাহাবায়ে কিরামের সংখ্যা ছিল প্রায় দেড়হাজার।[২৫৮]

২৩৯. দু'জনের খাবার একশ' আশি জনে খাওয়া :

হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ যখন হিযরত করে মদীনায় তাশরীফ আনেন তখন আমি তাঁর ও হযরত আবু বকর (রা.)'র জন্য শুধু দু'জনের পরিমাণ খাবার তৈরী করেছি। আমি খাবার এনে সামনে রাখলে তিনি বললেন যাও, মদীনার বিশিষ্ট সম্মানিত ব্যক্তিবর্গগণকে ডেকে নিয়ে এসো। কথাটি আমার কাছে বড় ভারী মনে হল। কেননা আমার কাছে এর বেশী খাবার ছিলনা। তিনি আবার বললেন, যাও,

[২৫৭]. ইমাম বুখারী, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (র.) (২৫৬হি.), সহীহ বুখারী শরীফ, আরবী, ইউপি, ইন্ডিয়া, পৃ:৯৫৫, হাদিস নং-৬০০৮

[২৫৮]. ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০হি), হুজ্জাতুল্লাহি আলামীন, উর্দু, গুজরাট, খন্ড:২য়, প:২৭১

ত্রিশজন মদীনার সম্মানিত ব্যক্তিকে ডেকে নিয়ে এসো। আমি গিয়ে ডেকে নিয়ে আসলাম, তারা আসলে তিনি বললেন, খাও! তারা খাওয়া আরম্ভ করল, এমনকি সবাই তৃপ্ত হয়ে খেল। তারপর তারা সাক্ষ্য দিল যে, আপনি আল্লাহর সত্য রাসূল এবং যাবার পূর্বে তারা তাঁর হাতে ইসলামের উপর বাইয়াত গ্রহণ করল।

তিনি আবার বললেন, যাও, আরো মদীনার ষাটজন নেতৃবৃন্দ ডেকে নিয়ে এসো। আবু আইয়ুব (রা.) বলেন, ত্রিশের পরিবর্তে ষাটজনের কথা শুনে আমি দ্বিগুণ চিন্তিত হয়ে পড়লাম, তারপরও ডেকে আনলাম। তিনি তাদেরকে বললেন, ভাই! তৃপ্ত সহকারে খেয়ে নাও। তারাও তৃপ্ত হয়ে খেল এবং সাক্ষ্য দিল যে, আপনি আল্লাহর রাসূল। আর যাবার আগে তারাও তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করল।

এরপর তিনি পুনরায় বললেন, তুমি গিয়ে আরো নব্বইজন মদীনাবাসীকে ডেকে নিয়ে এসো। এখন ত্রিশ ও ষাটের স্থলে নব্বই জনের কথা শুনে প্রথম দুই বারের চেয়ে কয়েকগুণ বেশী ভয় অনুভব করছি। কিন্তু তাদেরকেও ডেকে আনলে তারাও তৃপ্ত হয়ে খেল এবং সাক্ষ্য দিল যে, আপনি আল্লাহর সত্য রাসূল। তারাও নবী করিম ﷺ'র হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে চলে গেল। আবু আইয়ুব (রা.) বলেন- সেদিন আমার দু'জনের খাবার একশ আশিজন লোকে খেয়েছিল এবং তারা সবাই ছিল আনসার।[২৫৯]

[২৫৯]. আবু নঈম ইস্পাহানী (র.) (১৩৫০হি.), দালায়েলুন নবুয়ত, উর্দু, দিল্লী, পৃ:৩৮২ ও ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:২য়, পৃ:৮০

মনের কথা জানা

২৪০. আবু সুফিয়ানের মনের কথা জানা :

হযরত ইবনে সা'দ, বায়হাকী ও ইবনে আসাকের (র.) হযরত আবু ইসহাক সুবাইঈ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, আবু সুফিয়ান ইবনে হারাব মক্কা বিজয়ের পর বসে মনে মনে বলতেছে যে, যদি মুহাম্মদের বিপক্ষে একটি বড় দলকে প্রস্তুত করতে পারতাম। ইত্যবসরে রাসূল ﷺ এসে তার দু'কাধের মধ্যবর্তী স্থানে হাত রেখে বললেন, যদি তুমি এরূপও করতে তবুও আল্লাহ তায়ালা তোমাকে লাঞ্ছিত করতেন। তখন আবু সুফিয়ান মাথা তুলে দেখল রাসূল ﷺ তার মাথার সামনে দন্ডায়মান। আবু সুফিয়ান আরজ করল, এই সময় আপনার নবী হওয়ার বিষয়টি আমার ইয়াকীন ছিলনা, তাই আমার মনে এইসব কথা সৃষ্টি হচ্ছে।

অন্য এক বর্ণনায় আছে আবু সুফিয়ান রাসূল ﷺ'র বিরুদ্ধে মনে মনে দ্বিতীয়বার যুদ্ধ করার চিন্তা করছিল। এমন সময় হঠাৎ রাসূল ﷺ এসে তার বক্ষে থাপ্পর দিয়ে বললেন, এতেও আল্লাহ তায়ালা তোমাকে লাঞ্ছিত করতেন। তখন আবু সুফিয়ান বলল, اتوب الى الله واستغفرالله مما تفوهت بـه "আমি মনে মনে যেসব কথা বলেছি সেগুলো থেকে আল্লাহর কাছে তাওবা ও মাগফিরাত কামনা করছি।"[২৬০]

২৪১. স্বামী-স্ত্রীর গোপন কথা জানা :

ইমাম বায়হাকী, আবু নঈম ও ইবনে আসাকের (র.) হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যেই রাতে সাহাবায়ে কিরাম মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন সেটি মক্কা বিজয়ের রাত ছিল। সেই রাতে তারা সকাল পর্যন্ত তাকবীর, তাহলীল, বায়তুল্লাহর তাওয়াফে ব্যস্ত ছিলেন। আবু সুফিয়ান তার স্ত্রী হিন্দাকে বলল- দেখতেছ ইহা আল্লাহর পক্ষ থেকে হচ্ছে।

অতঃপর সকাল হলে আবু সুফিয়ান রাসূল ﷺ'র খেদমতে আসলে তিনি তাকে বললেন, قلت لهند اترين هذا من الله نعم هـو مـن الله "তুমি হিন্দাকে বলেছিলে ইহা আল্লাহর পক্ষ থেকে হচ্ছে, হ্যাঁ, ইহা আল্লাহর পক্ষ থেকেই হচ্ছে।" তখন আবু সুফিয়ান বলল, اشهد انك عبد الله ورسوله والله ماسمع قولى هذا احد من الناس الا الله وهنـد "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। খোদার কসম, আমার এই কথা আল্লাহ ও হিন্দা ছাড়া অন্য কেউ শুনেনি।"[২৬১]

[২৬০]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:১ম, পৃ:৪৪১
[২৬১]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:১ম, পৃ:৪৪১

২৪২. স্বামী-স্ত্রীর গোপনীয়তা প্রকাশ :

হযরত উকাইলী ও ইবনে আসাকের (র.) হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বাহ'র সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করার প্রাককালে আবু সুফিয়ানের সাক্ষাত মিলে। তিনি তাকে বললেন- يا ابا سفيان هل كان بينك وبين هند كـذا وكـذا "হে আবু সুফিয়ান! তোমার আর হিন্দা'র মধ্যে এরূপ এরূপ কথা হয়েছে?" তখন আবু সুফিয়ান মনে মনে বলতে লাগল নিশ্চয় হিন্দা আমার গোপন কথা ফাঁস করে দিয়েছে। আমি তাকে এর শাস্তি স্বরূপ এরূপ এরূপ করবো।

রাসূল ﷺ তাওয়াফ থেকে অবসর নিলে আবার আবু সুফিয়ানের সাথে সাক্ষাত হল। তখন তাকে বলল, لا تكلم هند فانها لم تفش من سرك شـيئًا "হে আবু সুফিয়ান! হিন্দাকে কিছু বলোনা, কেননা সে তোমার গোপনীয়তা ফাঁস করেনি।" তখন আবু সুফিয়ান বলল, اشـهد انك رسول الله "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল।"[২৬২]

ইবনে সা'দ ইবনে আসাকের ও হারেস ইবনে আবু উসামা স্বীয় মসনদে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবি বকর ইবনে হাযম (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ বের হলেন আর আবু সফিয়ান মসজিদে বসা ছিল। সে মনে মনে বলতেছিল যে, আমার বুঝে আসতেছেনা যে, মুহাম্মদ কিসের কারণে আমাদের উপর বিজয় লাভ করলো?

অতঃপর নবী করিম ﷺ তার নিকটে এসে তার বক্ষে হাত মেরে বললেন, بالله يغلبك "আল্লাহর সাহায্যই তোমার উপর বিজয় দান করেছে।" তখন আবু সুফিয়ান বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি.আল্লাহর রাসূল।[২৬৩]

২৪৩. আগমনের উদ্দেশ্য বলে দেওয়া :

ইমাম বায়হাকী ও আবু নঈম (র.) হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ'র সাথে মসজিদে খাইফে বসে ছিলাম। তখন রাসূল ﷺ'র নিকট একজন আনসারী ও একজন সকফী এসে আরজ করল যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার কাছে এসেছি। তিনি বললেন, তোমরা যদি চাও তবে আমি তোমাদেরকে বলে দেবো তোমরা কি প্রশ্ন করতে এসেছো। আর যদি চাও তবে তোমরা প্রশ্ন করতে থাক আর আমি উত্তর দিতে থাকবো। তারা বলল, বরং আপনিই বলুন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যাতে আমাদের ঈমান মজবুত হয়।

তখন রাসূল ﷺ সকফী ব্যক্তিকে বললেন, তুমি এজন্য এসেছো যে, তোমার রাতের নামায, রুকু ও সিজদা এবং স্বীয় রোষা ও নাপাকীর গোসল সম্পর্কে আমার কাছে জিজ্ঞেস করতে। তারপর আনসারীকে বললেন, তুমি এসেছো তুমি তোমার ঘর থেকে বায়তুল্লাহর দিকে বের হলে কিভাবে আরাফাহ ময়দানে অবস্থান করবে কিভাবে মাথা মুন্ডাবে, কিভাবে

[২৬২]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:১ম, পৃ:৪৪১
[২৬৩]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:১ম, পৃ:৪৪১

তাওয়াফ করবে আর কিভাবে পাথর নিক্ষেপ করবে ইত্যাদি বিষয়ে জানার জন্য। একথা শুনে তারা উভয় আরজ করল, খোদার কসম, আমরা নিশ্চিত এই মাসয়ালাগুলো আপনার থেকে জেনে নেওয়ার জন্য এসেছি।[২৬৪]

২৪৪. বিলম্বে ফিরে আসার কারণ জানা :

হযরত ওসমান (রা.)'র মাওলা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ হযরত ওসমান (রা.)'র নিকট কিছু হাদিয়া পাঠিয়েছেন। যে ব্যক্তি হাদিয়া নিয়ে এসেছে সে ফিরে যেতে একটু বিলম্ব করলে নবী করিম ﷺ তাকে বললেন, তুমি কেন দেরী করেছ আমি বলবো? তুমি একবার ওসমানের দিকে তাকাচ্ছিলে আরেকবার রোকেয়ার দিকে তাকাচ্ছিলে আর মনে মনে ভাবতেছিলে তারা উভয়ের মধ্যে কে অধিক সুন্দর। সে বলল, ঠিক বলেছেন, এ কারণেই আমার বিলম্ব হয়েছিল।[২৬৫]

২৪৫. আহলে কিতাবীদের আগমনের উদ্দেশ্য জানা :

হযরত উতবাহ ইবনে আমের জুহানী (রা.) বলেন, একদিন আমি রাসূল ﷺ'র মজলিস থেকে বের হয়ে চলে যাচ্ছিলাম। পথে কয়েকজন আহলে কিতাবের সাথে সাক্ষাত হল যারা কিতাব নিয়ে আসতেছে। তারা আমাকে বলল, আমাদের জন্য একটু অনুমতি নাও, যাতে আমরা তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে পারি। আমি ফিরে গিয়ে তাঁকে বললাম। তিনি বললেন, তাদের সাথে আমার কি প্রয়োজন। তারা আমার কাছে এমন বিষয়ে প্রশ্ন করবে যার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমিতো একজন আল্লাহর বান্দা। তিনি যতক্ষণ আমাকে অবহিত না করেন ততক্ষণ আমি জানিনা।

তারপর তিনি পানি আনতে বললেন, পানি দিয়ে অজু করে তিনি দু'রাকাত নামায আদায় করেন। তখন তাঁর মুখমন্ডল দিয়ে আনন্দের চিহ্ন পরিস্ফুটিত হচ্ছিল। তিনি বললেন, যাও তাদেরকে এবং সকল সাহাবাকে ডেকে নিয়ে এসো। সাবাই ভিতরে আসলে তিনি বললেন, তোমরা কি চাও, তোমরা কি কি প্রশ্ন করতে এসেছ এবং তার উত্তর কি তা আমি এমন উত্তর দেবো যা তোমাদের গ্রন্থে লিখিত আছে? তারা বলল, হ্যাঁ, ঐ সব প্রশ্ন বলুন যা আমরা জিজ্ঞেস করতে এসেছি। তিনি বললেন, তোমরা ইস্কান্দর'র ঘটনা জানতে এসেছো আর আমি তোমাদেরকে ঐসব উত্তর দেবো যা তোমাদের গ্রন্থে লিখা আছে। তখন তিনি ইস্কান্দর'র পুরো কাহিনী বর্ণনা করে শুনালেন। তারা সকলেই স্বীকার করল যে, সত্যিই আমাদের কিতাবেও অনুরূপ বর্ণনা বিদ্যমান।[২৬৬]

[২৬৪]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:২য়, পৃ:৬৫ ও আব্দুর রহমান জামী (র.) (৮৯৮হি.), শাওয়াহেদুন নবুয়ত, উর্দু বেরেলী, পৃ:২২১

[২৬৫]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:২য়, পৃ:১৮০

[২৬৬]. আব্দুর রহমান জামী (র.) (৮৯৮হি.), শাওয়াহেদুন নবুয়ত, উর্দু, বেরেলী, পৃ:২২৩

মৃতকে জীবিত করা

২৪৬. রাসূল ﷺ'র মাতার ইসলাম গ্রহণ :

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বিদায় হজ্বে আমাদেরকে হজ্ব করায়েছিলেন এবং তিনি আমাকে নিয়ে 'উকবাতুল হাজনু' নামক স্থানে গমণ করলেন। এ সময় তিনি ক্রন্দনরত ও পেরেশান ছিলেন। কিন্তু ফিরে আসার সময় উৎফুল্ল ছিলেন ও মুচকি হাসছিলেন। আমি তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন,

ذهبت الى قبرأمى فسألت الله ان يحيها فامنت بى ورد ها الله

"আমি আমার মায়ের কবরে গিয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলাম যে, মা জীবিত হয়ে যেন আমার উপর ঈমান আনেন। (আল্লাহ তায়ালা আমার দোয়া কবুল করেন। তিনি তাঁকে জীবিত করে দেন এবং আমার উপর ঈমান আনেন) অতঃপর পুনরায় আল্লাহ তাঁকে পূর্বাবস্থায় ফেরৎ দেন।"[২৬৭]

২৪৭. হাড্ডি থেকে ছাগল জীবিত করা :

ইমাম আবু নঈম (র.) হযরত আব্দুর রহমান ইবনে কা'ব ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত জাবের (রা.) নবী করিম ﷺ'র কাছে এসে দেখেন যে, তাঁর চেহারা মোবারক (ক্ষুধায়) কিছুটা পরিবর্তন হয়ে গেল। তিনি ঘরে এসে স্ত্রীকে বললেন, আমার মনে হয় রাসূল ﷺ'র প্রচন্ড ক্ষুধা পেয়েছে, যার ফলে তাঁর নুরানী চেহারা মোবারক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। স্ত্রী বলল, আমাদের কাছে তো কিছুই নেই তবে এ বকরী ও অতিরিক্ত সামান্য খাবার আছে। অতঃপর বকরী যবেহ করা হল। সামান্য যব ছিল তা পিসে রুটি তৈরী করল এবং গোশত রান্না করে বড় এক পেয়ালা শরীদ তৈরী করে তাঁর খেদমতে নিয়ে আসলেন। তিনি বললেন, হে জাবের! তোমার সম্প্রদায়ের লোকদের আমার কাছে ডেকে নিয়ে এসো। তিনি বলেন, আমি সবাইকে ডেকে নিয়ে আসলাম। একদল যেতো আর গিয়ে তৃপ্ত হয়ে খেয়ে আসত আবার আর একদল যেতো তারাও তৃপ্ত হয়ে খেয়ে আসতো। এভাবে সবাই পরিতৃপ্ত হয়ে খেয়েছে কিন্তু পেয়ালায় তাই রয়ে গেল যা প্রথমে ছিল।

তিনি খাবার গ্রহণকারী লোকদের বলেছিলেন, তোমরা খাবার খাও তবে হাড্ডি ভেঙ্গে ফেলবেনা। তারপর তিনি হাড্ডিগুলো একত্রিত করে ঐগুলোর উপর হাত মোবারক রেখে কিছু পাঠ করলেন যা আমি শুনিনি। হঠাৎ বকরী কান ঝাড়তে ঝাড়তে দাঁড়িয়ে গেল। তখন তিনি আমাকে বললেন- خذ شـاتك "তোমার বকরী নাও।" তারপর আমি বকরী নিয়ে ঘরে গেলে স্ত্রী জিজ্ঞেস করল এটা আবার কোন বকরী? আমি বললাম, এটি সেই বকরী যেটি আমরা যবেহ করেছিলাম। রাসূল ﷺ আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন। ফলে এই বকরী আমাদের জন্য জীবিত হয়ে গেল। আমার স্ত্রী বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর রাসূল।[২৬৮]

[২৬৭]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:২য়, পৃ:৬৬

[২৬৮]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:২য়, পৃ:১১২ ও আবু নঈম ইস্পাহানী (র.) (৪৩০হি.), দালায়েলুন নবুয়ত, উর্দু, দিল্লী, পৃ:৫৪৯

২৪৮. হযরত জাবির (রা.)'র মৃত দুই ছেলে জীবিত হওয়া :

হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ'র অভ্যাস ছিল যে, কেউ দাওয়াত দিলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করতেন না। একদা হযরত জাবির (রা.) তাঁকে দাওয়াত দেন। তিনি বলেন, অমুক দিন আসবো। নির্দিষ্ট দিনে তিনি জাবিরের ঘরে তাশরীফ নিলেন। রাসূল ﷺকে তার ঘরে দেখে এতই খুশী হল যে, ঘরে গোলাপজল ছিটায়ে আনন্দ উৎফুল্ল মনে তাঁর কাছে এসে অভ্যর্থনা জানিয়ে ঘরে নিয়ে যায়। হযরত জাবির (রা.) যিয়াফতের জন্য ছাগল যবেহ করে রান্নার ব্যবস্থা করতে লাগল। তার দু'জন সন্তান ছিল। বড় ছেলে ছোট ছেলেকে বলল, আমাদের পিতা আমাদের ছাগল কিভাবে যবেহ করেছে তোমাকে বলবো? সে ছোট ভাইকে মাটিতে শুয়াইয়ে গালায় চুরি চালিয়ে অজ্ঞতা বশতঃ ছোট ভাইকে যবেহ করে দিল। হযরত জাবির (রা.)'র স্ত্রী তা দেখে দৌড়ে আসলে বড় ছেলে ভয়ে ঘরের ছাদে উঠে গেল। মাকে তার দিকে আসতে দেখে ভয়ে ছেলে ঘরের ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যুবরণ করল। এই ধৈর্য্যশীল মহিলা রাসূল ﷺ'র মেহেমানদারিতে ব্যাঘাত হবার ভয়ে এই হৃদয় বিদারক ঘটনায় বিন্দুমাত্র কান্না-কাটি করেনি বরং ধৈর্য্যধারণ করে। ছেলেদের উপর একটি চাদর দিয়ে ঢেকে রেখে এই সংবাদ প্রকাশ হতে দেয়নি। মা যদিও রাসূল ﷺ'র খেদমতের স্বার্থে বাহ্যিকভাবে উৎফুল্ল ছিল কিন্তু মনে মনে সন্তানের মৃত্যুতে শোকাহত। এমন কি স্বামী হযরত জাবির (রা.) কেও এ সংবাদ দেয়নি।

খানা রান্না করে রাসূল ﷺ'র সামনে পেশ করা হলে হযরত জিব্রাঈল (আ.) অবতরণ করে বললেন, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, যেন জাবিরকে বলা হয় তার সন্তান দু'টি নিয়ে আসতে আর আপনার সাথে খাবার খেতে। রাসূল ﷺ জাবিরকে বললেন, তোমার সন্তান দু'টি কোথায়? তাদের নিয়ে এসো। আমি তাদের নিয়ে খাবার খাবো। জাবির তাড়াতাড়ি ভিতরে গিয়ে স্ত্রীকে বলল, সন্তানেরা কোথায়? স্ত্রী বলল, তারা এখন হয়তো কোথাও বাইরে গিয়েছে। জাবির (রা.) এসে তাঁকে অবহিত করল যে, এই মুহূর্তে তারা ঘরে নেই। আপনি খাবার গ্রহণ করুন। নবী করিম ﷺ বললেন, আল্লাহ তায়ালার আদেশ যেন তাদের নিয়ে খাবার গ্রহণ করা হয়।

হযরত জাবির (রা.) স্ত্রীর কাছে দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলে তখন স্ত্রী কেঁদে উঠে দুই সন্তানের উপর থেকে চাদর তুলে সমস্ত ঘটনা বলে দিল। উভয়ে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর কদমেপাকে পড়ে গেল এবং সমস্ত ঘরে কান্নার রোল পড়ে গেল। হযরত জিব্রাঈল (আ.) এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এই বাচ্চাদের লাশের সামনে দাঁড়িয়ে দোয়া করুন, জীবনদাতা আল্লাহ। তিনি সেখানে গিয়ে দোয়া করলে আল্লাহর হুকুমে তারা জীবিত হয়ে গেল।[২৬৯]

২৪৯. কবর থেকে জীবিত করা :

ইমাম বায়হাকী দালায়েল গ্রন্থে লিখেন- রাসূল ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে ইসলামের দাওয়াত দিলে সে বলল, আমি অপনার উপর ঈমান আনবোনা যতক্ষণ না আপনি আমার

[২৬৯]. আব্দুর রহমান জামী (র.)(৮৯৮হি.), শাওয়াহেদুন নবুয়ত, উর্দু, বেরেলী, পৃ:১৪৩

মেয়েকে জীবিত করে দেন। তিনি বললেন, আমাকে তার কবর দেখাও। তখন সে তাঁকে তার মেয়ের কবর দেখালে তিনি বললেন, হে অমুক মহিলা! মেয়ে কবর থেকে উত্তর দিল লাব্বায়েক ওয়া সা'দায়েক ইয়া রাসূলাল্লাহ। তিনি মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি পৃথিবীতে ফিরে আসতে চাও? সে উত্তর দিল না, ইয়া রাসূলাল্লাহ। আমি আল্লাহ তায়ালাকে আমার পিতা-মাতা থেকে উত্তম ও দয়াবান পেয়েছি এবং ইহকাল থেকে পরকালকে উত্তম দেখেছি।[২৭০]

২৫০. কবর থেকে উঠে আসা :

কাযী আয়ায (র.) শাফা শরীফে হযরত হাসান বসরী (র.) থেকে বর্ণনা করেন, একজন ব্যক্তি রাসূল ﷺ'র দরবারে এসে বলল, আমি আমার মেয়েকে অমুক উপত্যকায় কবর দিয়ে এসেছি। তিনি লোকটির সাথে ঐ উপত্যকায় তাশরীফ নিয়ে যান এবং সেই মেয়েকে নাম ধরে ডাকলেন- হে অমুক! আল্লাহর হুকুমে জীবিত হয়ে যাও। সে লাব্বায়েক ওয়া সা'দায়েক বলতে বলতে কবর থেকে বের হয়ে আসল। তিনি সেই মেয়েকে বললেন, তোমার পিতা-মাতা ইসলাম গ্রহণ করেছে। যদি তুমি চাও তবে তোমাকে তাদের কাছে পাঠিয়ে দেবো। মেয়ে উত্তরে বলল, তাদের আর প্রয়োজন নেই। আমি আল্লাহ তায়ালাকে তাদের চেয়ে উত্তম পেয়েছি।[২৭১]

[২৭০]. ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০হি.), হুজ্জাতুল্লাহিল আলাল আলামীন, উর্দু, গুজরাট, খন্ড:১ম, পৃ:৬৭৫ ও কাযী আয়ায (র.) (৪৭৬-৫৪৪হি.) শেফা শরীফ, আরবী, মাকতাবাতুস সাফা, কায়রো, মিশর, খন্ড:১ম, পৃ:২০৯

[২৭১]. ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০হি.), হুজ্জাতুল্লাহিল আলাল আলামীন, উর্দু, গুজরাট, খন্ড:১ম, পৃ:৬৭৫

কবরে অক্ষত থাকা

২৫১. নবীগণের শরীর খাওয়া মাটির উপর হারাম :

ইমাম ইবনে মাজাহ ও আবু নঈম (র.) হযরত আউস ইবনে আউস সকফী (রা.) থেকে তিনি নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তোমাদের দিন সমূহের মধ্যে জুমা'র দিন হল সর্বশ্রেষ্ঠ। সুতরাং এই দিন তোমরা আমার উপর বেশী করে দুরূদ শরীফ পাঠ কর। তোমাদের দুরূদ আমার কাছে পেশ করা হবে। তারা আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে আপনার নিকট পেশ করা হবে? অর্থাৎ- আপনার শরীর মোবারক কি অক্ষত অবস্থায় বহাল থাকবে? উত্তরে তিনি বলেন, ان الله حرّم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء

"আম্বিয়ায়ে কিরামের শরীর মোবারক খাওয়া আল্লাহ তায়ালা মাটির উপর হারাম করে দিয়েছেন।"[২৭২]

হযরত যুবাইর ইবনে বাক্কার (র.) (আখবারে মদীনা গ্রন্থে) হযরত হাসান (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন- যিনি রুহুল কুদুস তথা হযরত জিব্রাঈল (আ.)'র সাথে কথা বলবেন মাটি তাঁর মাংস ভক্ষণ করতে অনুমতি প্রাপ্ত হয়নি।[২৭৩]

২৫২. রাসূল ﷺ কবরে জীবিত :

ইমাম ইস্পাহানী (র.) আত্ তারগীব গ্রন্থে হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আমার উপর দুরূদ পাঠ করে আমি তার দুরূদ শুনি, আর যে ব্যক্তি দূর থেকে আমার উপর দুরূদ প্রেরণ করে তা আমার কাছে পাঠানো হয়।[২৭৪]

২৫৩. দুরূদ প্রেরণের জন্য ফেরেস্তা নিয়োগ :

ইমাম ইস্পাহানী (র.) হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিনে ও রাতে একশ বার দুরূদ শরীফ পাঠ করবে আল্লাহ তায়ালা তার একশটি প্রয়োজন পূর্ণ করে দিবেন। তন্মধ্যে সত্তরটি হবে পরকালের আর বাকী ত্রিশটি হবে ইহকালের প্রয়োজন।

আল্লাহ তায়ালা এই জন্য একজন ফেরেস্তা নিয়োগ দিয়েছেন, যিনি এই দুরূদ শরীফ নিয়ে আমার কবরে এমনভাবে প্রবেশ করে যেমন তোমাদের নিকট কেউ হাদিয়া-উপঢৌকন নিয়ে আসে। তিনি আরো বলেন, ان علمى بعد موتى كعلمى فى الحياة "নিশ্চয় আমার ইন্তে কালের পরেও আমার ইলম সেই রকমই আছে যেই রকম জীবদ্দশায় ছিল।"[২৭৫]

---

[২৭২]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:২য়, পৃ:৪৮৯
[২৭৩]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:২য়, পৃ:৪৮৯
[২৭৪]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:২য়, পৃ:৪৮৯
[২৭৫]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:২য়, পৃ:৪৯০

২৫৪. উম্মতের দুরূদ-সালাম রাসূল ﷺ'র নিকট পেশ করা হয় :

ইবনে রাহওয়াইয়া (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ليس احد من امة محمد صلى الله عليه وسلم يصلى او يسلم عليه الابلغه يصلى عليك فلان ويسلم عليك فلان -

"রাসূল ﷺ'র যেকোন উম্মত তাঁকে দুরূদ কিংবা সালাম পেশ করে তা তাঁর কাছে এই বলে পাঠানো হয় যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক ব্যক্তি আপনার উপর দুরূদ পাঠ করেছে, অমুক ব্যক্তি আপনাকে সালাম দিয়েছে।"[২৭৬]

২৫৫. কবর শরীফ থেকে আযানের ধ্বনি :

ইমাম আবু নঈম (র.) হযরত সাঈদ বিন মুসায়্যিব (র.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি গরমকালে রাতের বেলায় মসজিদে নববী শরীফে আসতাম আর আমি ছাড়া মসজিদে কেউ থাকতনা। নামাযের সময় হলে আমি কবর শরীফ থেকে আযান শুনতাম।

অপর বর্ণনায় তিনি বলেন, আমি গ্রীষ্মকালে রাসূল ﷺ'র কবর শরীফ থেকে সর্বদা আযান ও ইকামত শুনতাম।[২৭৭]

২৫৬. কবর শরীফ থেকে ক্ষমার ঘোষণা :

হযরত আলী (রা.) বলেন, আমরা রাসূল ﷺকে দাফন করার পর একজন গ্রাম্য ব্যক্তি এসে তাঁর কবরের মাটিতে পড়ে মাথায় মাটি লাগিয়ে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আদেশ করেছেন আর আমরা শুনেছি। আপনি কুরআনে করিম আল্লাহ থেকে শিখেছেন আর আমরা আপনার কাছ থেকে শিখেছি। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا

"তারা যদি নিজেদের আত্মার উপর জুলুম করে হে নবী! আপনার দরবারে আসত অতঃপর তারা আল্লাহর কাছে মাগফিরাত কামনা করত আর রাসূল তাদের মাগফিরাতের সুপারিশ করতেন তবে অবশ্যই তারা আল্লহকে অধিক তাওবা কবুলকারী দয়ালু পেতো।" (সূরা নিসা, আয়াত নং ৬৪)

আমি আমার আত্মার উপর জুলুম করেছি এবং আপনার দরবারে উপস্থিত হয়েছি যেন আপনি আমার জন্য মাগফিরাত তলব করেন। এই বলে লোকটি কান্না করতে লাগলে এই সময় কবর শরীফ থেকে আওয়াজ আসল "তোমাকে ক্ষমা করা হয়েছে।"[২৭৮]

২৫৭. মৃতের সাথে কথা বলা :

হযরত ওবাইদ ইবনে মরযুক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদীনা মুনাওয়ারায় একজন মহিলা ছিল যে মসজিদ ঝাড়ু দিত। সে মহিলা মারা গেল। ঐ মহিলা সম্পর্কে নবী

---

[২৭৬]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:২য়, পৃ:৪৯০
[২৭৭]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:২য়, পৃ:৪৯০
[২৭৮]. আব্দুর রহমান জামী (র.) (৮৯৮হি.), শাওয়াহেদুন নবুয়ত, উর্দু, বেরেলী, পৃ:১৮৯

করিম ﷺ অবহিত ছিলেন না। একদা তিনি সে মহিলার কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় জিজ্ঞেস করেন, এটি কার কবর? উপস্থিত লোকেরা বলল, এটি উম্মে মেহজানের কবর। তিনি বললেন, এটি কি সেই মহিলার কবর, যে মসজিদ ঝাড়ু দিত? লোকেরা বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি সকলকে নিয়ে কাতার বন্দি হয়ে ঐ মহিলার নামাযে জানাযা আদায় করলেন।

তারপর তিনি কবরস্থ সেই মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন ای العمل وجدت افضل؟ "তুমি কবরে কোন আমলটি উত্তম পেয়েছ"? লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! এই মহিলা কি শুনতেছে? তিনি বললেন ما انتم باسمع منها فذكر انها اجابت "তোমরা (জীবিতরা) এর চেয়ে (মৃতদের) বেশী শুনতে পাওনা। মহিলাটি কবর থেকে তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিল।"[২৭৯]

২৫৮. রাসূল ﷺ চাইলে মৃতকে জীবিত করতে পারেন :

হযরত আবু নঈম (র.) হযরত যমরাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তির নিকট কিছু বকরী ছিল। সে যখন দুধ দোহন করত তখন সে দুধের পেয়ালা নিয়ে নবী করিম ﷺ'র কাছে আসতো। কিছুদিন যাবৎ সে দুধ নিয়ে আসেনি। তার পিতা এসে তাঁকে জানাল যে, সে মৃত্যুবরণ করেছে। তখন নবী ﷺ তাকে বললেন, তুমি কি চাও, আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি যেন তোমার ছেলে জীবিত হয়ে যায়, নাকি ধৈর্য্যধারণ করবে আর কিয়ামত দিবসে তোমার ছেলে তোমাকে হাত ধরে জান্নাতে নিয়ে যাবে? আর সেদিন তোমার ইচ্ছে মত বেহেস্তের যে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্য কে এরূপ করবে? উত্তরে তিনি বললেন, তোমার জন্য তোমার ছেলে করবে আর প্রত্যেক মু'মিনের ছেলে পিতার জন্য এরূপ করবে।[২৮০]

২৫৯. ভূনা ছাগলের দাঁড়িয়ে কথা বলা :

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন- আমি যুদ্ধ থেকে মদীনায় ফেরার পথে আমার প্রচন্ড ক্ষুধা পেয়েছিল। ইত্যবসরে একজন ইহুদী মহিলা সম্মুখ থেকে আমার সাক্ষাত হল। তার মাথায় বড় একটি থালি যাতে ভূনা ছাগলের বাচ্চা ছিল এবং হাতে সামান্য চিনিও ছিল। সে বলতে লাগল, মহান আল্লাহর প্রশংসা যিনি আপনাকে নিরাপদে মদীনায় পৌঁছে দেন। আল্লাহর জন্য আমি মানত করেছি যে, আপনি যদি নিরাপদে ফিরে আসেন তবে আমি এই ছাগল যবেহ করে ভূনে আপনাকে খাওয়াবো। আল্লাহ فاستنطق الله الجدى فاستوى قائمًا على اربع قوائم فقال يا محمد لا تاكلنى فانى مسموم তায়ালা ছাগলকে বাক শক্তি দান করলেন আর সেই ভূনা ছাগল চার পায়ে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, হে মুহাম্মদ! অমাকে খাবেন না, কেননা আমি বিষমিশ্রিত।"[২৮১]

২৬০. বিষপানে ক্ষতি না হওয়া :

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, যখন খায়বার বিজয় হয় তখন ইহুদীদের পক্ষ থেকে একটি বকরী রাসূল ﷺকে হাদিয়া দেওয়া হয়। সেই বকরীটি বিষ মিশানো ছিল। (বুখারী শরীফ)

[২৭৯]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:২য়, পৃ:১১২
[২৮০]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:২য়, পৃ:১১৩
[২৮১]. আবু নঈম ইস্পাহানী (র.) (৪৩০হি.), দালায়েলুন নবুয়ত, উর্দু, দিল্লী, পৃ:১৭৩

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম কাসতুল্লানী (র.) বলেন, খায়বার যুদ্ধে যখন ইহুদীদের জন্য মুসলমানদের আনুগত্য স্বীকার ব্যতীত অন্য কোন পথ বাকী রইলনা তখন তারা ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। ইহুদী হারিসের কন্যা ও সালাম ইবনে মুশকিমের স্ত্রী যয়নাব একটি বকরীর গোশতে বিষ মিশিয়ে তা রাসূল ﷺ'র জন্য হাদিয়া পাঠালো। রাসূলাল্লাহ ﷺ বকরীটির গোশত খেলেও বিষ তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারেনি বটে, কিন্তু তাঁর সাহাবী বারাআ ইবনে মা'রূর (রা.) বিষক্রিয়ার ফলে শহীদ হন। ষড়যন্ত্রকারী ধরা পড়ার পর প্রথমে তাকে মাফ করে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীতে যখন বারাআ (রা.) বিষক্রিয়ায় শহীদ হন তখন 'কিসাস' হিসেবে তাকে হত্যা করা হয়। তবে হযরত মা'মার (রা.) বলেন, ঐ মহিলা পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিল বিধায় তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছিল।[২৮২]

হযরত আবু সাঈদ খুদুরী (রা.) বর্ণনা করেন, এক ইহুদী মহিলা ভূনা ছাগল নিয়ে নবী করিম ﷺ'র জন্য হাদিয়া আনে। সাহাবীগণ খেতে চাইলে নবী করিম ﷺ বললেন, থাম, فان عضوًا لها يخبرنى انها مسمومة "এই ছাগলের অঙ্গ আমাকে সংবাদ প্রদান করেছে যে, সে বিষ মিশ্রিত।"

তখন নবী করিম ﷺ ঐ মহিলাকে ডেকে পাঠান এবং খাবারে বিষ মিশানোর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে সে বলল, যদি আপনি মিথ্যাবাদী হন তবে লোকদেরকে আপনার থেকে মুক্তি দেবো, আর যদি সত্যবাদী হন, তবে আল্লাহ আপনাকে অবশ্যই এ ব্যাপারে অবহিত করবেন। তখন নবী করিম ﷺ সাহাবীগণকে বললেন, তোমরা আল্লাহর নামে খাও। সুতরাং সাহাবীগণ সেই বিষ মিশ্রিত ভূনা ছাগল খেলেন কিন্তু কারো কোন ক্ষতি হয়নি।[২৮৩]

[২৮২]. বুখারী শরীফের প্রান্ত টীকা, পৃ:৬১০, টীকা নং ২
[২৮৩]. আবু নঈম ইস্পাহানী (র.) (৪৩০হি.), দালায়েলুন নবুয়ত, উর্দু, নয়া দিল্লী, প:১৭২

আগুনে দগ্ধ না হওয়া

২৬১. আগুনে রুমাল পরিষ্কার করা :

ইমাম আবু নঈম (র.) হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুস সামাদ (র.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.)'র কাছে আসলাম। তিনি তার দাসীকে বললেন, দস্তরখানা নিয়ে এসো আমরা খানা খাবো। সে দস্তরখানা আনলে তিনি তাকে বললেন, রুমালটি আন। সে ময়লাযুক্ত একটি রুমাল নিয়ে এলো। তিনি তাকে আগুন জ্বালাতে নির্দেশ দেন। সে আগুন জ্বালালে তিনি রুমালটি আগুনে নিক্ষেপ করলেন। রুমালটি আগুনে দুধের ন্যায় সাদা পরিষ্কার হয়ে গেল।

আমরা হযরত আনাস (রা.)কে জিজ্ঞেস করলাম এটি কেমন রুমাল? তিনি বললেন, كان منديل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح به وجهه "এটি সেই রুমাল যা দিয়ে রাসূল ﷺ তাঁর চেহারা মোবারক মুছতেন।" এটি ময়লা হলে আমরা আগুনে নিক্ষেপ করি ফলে সেটি দুধের মত সাদা হয়ে যায়। لان النار لاتأكل شيأً مرّ على وجوه الانبياء عليهم الصلاة والسلام কেননা, যে বস্তু আম্বিয়ায়ে কেরামের চেহরার সাথে লেগেছে সে বস্তুকে আগুনে দগ্ধ করতে পারেনা।[২৮৪]

২৬২. রুটি আগুনে না পোড়া :

একদা রাসূল (স.) হযরত ফাতেমা (রা.)'র ঘরে তাশরীফ নিলেন। হযরত ফাতেমা (রা.) সে সময় চুলা জ্বালিয়ে রুটি পাকানো আরম্ভ করলেন। চুলার আগুনের তাপে তিনি ঘেমে গেলেন। এটা দেখে রাহমাতুল লিল আলামীন নিজ হাতে কয়েকটি রুটি আগুনে দিলেন। কিছুক্ষণ পর হযরত ফাতেমা (রা.) দেখলেন রাসূল ﷺ'র হাত মোবারক দ্বারা আগুনে প্রদত্ত রুটি কাঁচা রয়ে গেল। আগুনের কোন প্রভাব তাতে পড়েনি। হযরত ফাতেমা (রা.) দেখে অবাক হয়ে গেলেন। রাসূল ﷺ অবাক হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার অবাক হওয়ার কারণ হল, যে সব রুটিতে আপনার হাত মোবারক লেগেছে সেগুলো এখনো পর্যন্ত কাঁচা রয়ে গিয়েছে। আগুনে এগুলোর উপর বিন্দুমাত্রও প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। রাসূল ﷺ একথা শুনে বললেন, হে প্রিয় কন্যা! এতে অবাক হওয়ার কি আছে? কেননা, যেসব বস্তুতে আমার হাত স্পর্শ করবে আগুন তাতে কোন প্রভাব ফেলতে পারেনা। সুতরাং আমার হাত মোবারক লাগা রুটিকে চুলার আগুনে কিভাবে জ্বালাবে?[২৮৫]

---

২৮৪. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:২য়, পৃ:১৩৪

২৮৫. আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র.) (১০৫২হি.), মাদারেজুন নবুয়ত, ফার্সী, খন্ড: ২য়, পৃ:৩১৫

২৬৩. বস্তুর পরিবর্তন :

হযরত সালেম ইবনে জা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ দু'জন ব্যক্তিকে কোন কাজে পাঠাতে চাইলে তারা আরজ করল ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কাছে পথের কোন পাথেয় নেই। রাসূল ﷺ এরশাদ করলেন- তোমাদের পানির মশক আমার কাছে নিয়ে এসো। তারা তা আনলে তিনি ঐ মশকে পানি ভরতে আদেশ দিলেন এবং তার মুখ বন্ধ করে দিয়ে তাদেরকে বললেন, এই পানির মশক নিয়ে যাও। যখন তোমরা অমুক স্থানে পৌঁছবে তখন আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে রিযিক দান করবেন।

অতঃপর তারা দু'জন রওয়ানা হয়ে যেই স্থানের কথা নবী করিম ﷺ বলেছিলেন সেই স্থানে পৌঁছল তখন তারা মশকের মুখ খুললে সেখানে দুধ ও মাখন দেখতে পেল। তারা তা পেট ভরে আহার করল।[২৮৬]

২৬৪. পাথর পানিতে ভাসা :

ইমাম ফখর উদ্দিন রাযী (র.) স্বীয় বিখ্যাত তাফসীর, তাফসীরে কবীর-এ বর্ণনা করেন, আল্লাহ তায়ালা হযরত নূহ (আ.)এর কিশ্তিকে পানিতে ডুবতে দেননি বরং পানিতে ভাসিয়ে রাখেন। পক্ষান্তরে আমাদের রাসূল ﷺকে এর চেয়েও বড় মু'জিযা দান করেন।

একদা নবী করিম ﷺ পানির পাশে অবস্থান করছিলেন। সেখানে ইকরামা ইবনে আবু জেহেল উপস্থিত ছিল। সে বলল- হে মুহাম্মাদ! যদি আপনি রাসূল হওয়ার দাবীতে সত্যবাদী হন তবে পানির অপর পাশে বিদ্যমান ঐ পাথরকে আপনার দিকে আহ্বান করুন যাতে পানিতে না ডুবে ভাসতে ভাসতে আপনার কাছে চলে আসে। অতঃপর তিনি পাথরকে ইশারা করা মাত্র পাথর আপন স্থান থেকে পানির উপর ভাসতে ভাসতে নবীর কদমে পাকে এসে রেসালাতের সাক্ষ্য দিল।[২৮৭]

---

২৮৬. ইউসুফ নবাহানী (র.) (১৩৫০হি.), হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, উর্দু, গুজরাট, খন্ড:২য়, পৃ:২৫৩

২৮৭. আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০হি.), হুজ্জাতুল্লাহি আলালা আলামীন, উর্দু, পৃ:৪৯

জান্নাতী রিযিক

২৬৫. জান্নাতী খাবার :

ইমাম আহমদ, দারেমী, নাসায়ী, হাকেম (তিনি এ হাদিসখানা বিশুদ্ধ বলেছেন) বায্যার, আবু ইয়ালা ও তাবরানী হযরত সালমা ইবনে নুফাইল (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা নবী করিম ﷺ'র পাশে বসা ছিলাম। হঠাৎ কেউ জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার জন্য কি আসমান থেকে অন্য রেওয়াতে আছে জান্নাত থেকে খাবার আসে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। জিজ্ঞেস করল, কিসে করে আসে? তিনি বললেন, 'মিসখানাহ' (পানি গরম করার পাত্র) করে। সে জিজ্ঞেস করল, তাতে আপনার কিছু খাবার অবশিষ্ট ছিল? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সে বলল, ঐগুলো কোথায়? তিনি বললেন- ঐগুলো আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে।[২৮৮]

২৬৬. জান্নাতী আঙ্গুর :

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত জিব্রাঈল (আ.) রাসূল ﷺ'র নিকট এসে বলেন, আপনার প্রভু আপনাকে সালাম দিয়েছেন আর আমাকে দিয়ে আপনার জন্য আঙ্গুরের খোসা প্রেরণ করেন। তিনি আঙ্গুরের খোসা নিয়ে নিলেন।[২৮৯]

২৬৭. গায়েবী রিযিক :

হযরত নাফে (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা নবী করিম ﷺ'র সাথে প্রায় চারশ' সাহাবী সফর সঙ্গী ছিলাম। আমরা এমন এক জায়গায় মনযিল করলাম যেখানে পানির নাম নিশানাও ছিলনা। এই জায়গায় অবতরণ করা সকলের মনপুত হলনা। নবী করিম ﷺকে অবতরণ করতে দেখে আমরাও অবতরণ করলাম।

হঠাৎ করে লোহার ন্যায় মজবুত শিং বিশিষ্ট একটি ছাগল নবী করিম ﷺ নিকটে এসে গেল। তিনি ঐ ছাগল থেকে দুধ দোহন করে সকল সৈন্যদের তৃপ্ত সহকারে পান করান এবং নিজেও পান করেন। তারপর বলেন- يا نافع اَملِكها وما اراك تَملكها "হে নাফে! তুমি এটাকে সামলে রাখ তবে আমি জানি যে, তুমি এটাকে সামলাতে পারবে না।" রাসূল ﷺ'র এই মন্তব্য শুনে আমি একটি বড় পেরেক মাটিতে ভালভেবে গেড়ে শক্ত রশি ছাগলের গলায় বেঁধে পেরেকের সাথে বেঁধে দিলাম। ইত্যবসরে রাসূল ﷺ নিদ্রা যাপন করলেন এবং লোকেরাও ঘুমিয়ে পড়ল আর আমিও ঘুমিয়ে পড়লাম। আমি জাগ্রত হয়ে দেখি রশি খুলে পড়ে রইল আর ছাগল অদৃশ্য। নবী করিম ﷺ'র নিকট এসে এ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলে তিনি আমাকে বললেন, হে নাফে! আমি তোমাকে বলেছিলাম না, তুমি ওটাকে সংরক্ষণ করতে পারবেনা। তিনি বললেন, ان الذى جاء بها هو الذى ذهب بها "নিশ্চয় যিনি উহাকে এনেছিলেন তিনিই নিয়ে গেলেন।"[২৯০]

---

২৮৮. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:২য়, পৃ:৯২
২৮৯. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:২য়, পৃ:৯৩
২৯০. আবু নঈম ইস্পাহানী (র.) (৪৩০হি.), দালায়েলুন নবুয়ত, উর্দু, দিল্লী, পৃ:৩৮২

শরীর মোবারক

২৬৮. শরীর মোবারক সুগন্ধি :

ইমাম বায়হাকী ও ইবনে আসাকের (র.) হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি নবী করিম ﷺ'র সাথে মোসাফাহা করলে কিংবা আমার শরীরের কোন অংশ তাঁর শরীর মোবারকের কোন অংশের সাথে স্পর্শ করলে তিন দিন পর্যন্ত আমি সুগন্ধি অনুভব করতাম।[২৯১]

ইমাম আহমদ (র.) হযরত ওয়ায়েল হুজর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ একটি কূপ থেকে পানি নিয়ে লোটায় কুলি করে লোটার পানি সেই কূপে ঢেলে দেন ফলে ঐ কূপ থেকে কস্তুরীর ন্যায় সুগন্ধি উঠতো।[২৯২]

ইমাম মুসলিম, হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

ما شممت عنبرًا قط ولا مسكًا ولاشيئًا اطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم

"আমি রাসূল ﷺ'র ন্যায় সুগন্ধি আম্বর, মিশক ও অন্য কোন বস্তুর মধ্যে অনুভব করিনি।"[২৯৩]

২৬৯. ছায়া বিহীন কায়া :

হযরত হাকীম তিরমিযি (র.) হযরত যাকওয়ান (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, সূর্য্যের আলো কিংবা চাঁদের কিরণে নবী করিম ﷺ'র ছায়া দেখা যেতো না। ইবনে সাবআ (র.) বলেন, ইহা তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তার কারণ হলো তিনি হলেন নূর। তিনি সূর্য্য ও চাঁদের আলোতে বের হলে তাঁর ছায়া পরিলক্ষিত হতোনা।[২৯৪]

২৭০. মশা-মাছির তা'জীম :

কাযী আয়ায (র.) শেফা শরীফে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ'র শরীর মোবারকে মাছি বসতোনা। ইবনে সাবআ (র.) বলেন, নবী করিম ﷺ'র কাপড়েও কখনো মাছি বসেনি কোন ভোমরা (کھمل) তাঁকে কোনদিন কষ্ট দেয়নি।[২৯৫]

২৭১. ঘাম মোবারক সুগন্ধি :

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ হযরত উম্মে সুলাইম (রা.)'র ঘরে তাশরীফ নিতেন। তিনি তাঁর জন্য চামড়ার চাটাই বিছিয়ে দিতেন। রাসূল ﷺ

---

২৯১. ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০হি.), হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, উর্দু, গুজরাট, খন্ড:১ম, পৃ:৭০২
২৯২. প্রাগুক্ত, পৃ:৭০৩
২৯৩. ইমাম মুসলিম (র.) (২৫১হি.), সূত্র, গোলাম রাসূল সাঈদী; শরহে সহীহ মুসলিম, উর্দু, খন্ড:৬, পৃ:৭৮০
২৯৪. ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০হি.)), হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, উর্দু, গুজরাট, খন্ড:২য়, পৃ:৩৮০
২৯৫. ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০হি.), হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, উর্দু, গুজরাট, খন্ড:২য়, পৃ:৩৮০

তাতে আরাম করতেন। তিনি উঠে গেলে উম্মে সুলাইম (রা.) ঐ চাটাই থেকে তাঁর ঘাম মোবারক নিয়ে আতর দানীতে সংগ্রহ করে রাখতেন।[২৯৬] (তিরমিযি ও ইবনে মাজাহ)

২৭২. রাস্তা সুগন্ধি হওয়া :

ইমাম বুখারী (র.) তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব তারীখে বুখারীতে হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ'র কিছু অসাধারণ ও দূর্লভ বৈশিষ্ট্য ছিল। যেমন, তিনি যেই রাস্তা দিয়ে গমণ করতেন লোকেরা বুঝতে পারত যে, তিনি এই পথ দিয়ে গমণ করেছিলেন। কেননা, তাঁর শরীর মোবারকের সুগন্ধিযুক্ত ঘাম মোবারক পুরো রাস্তাকে সুগন্ধি করে দিত যা অনেক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকত।[২৯৭]

২৭৩. ঘাম মোবারক সংরক্ষণ :

ইমাম মুসলিম (র.) হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ আমাদের ঘরে তাশরীফ আনেন এবং দুপুরে বিশ্রাম নিলেন। যখন তাঁর শরীর থেকে ঘাম বের হচ্ছিল তখন আমার মা একটি শিশি নিয়ে ঘাম মোবারক সংরক্ষণ করে নিলেন। তিনি জাগ্রত হয়ে আমার মা কে বললেন, উম্মে সুলাইম! তুমি কি করতেছ? তিনি আরজ করলেন, হুযূর ﷺ'র ঘাম মোবারক নিচ্ছি যা আমরা সুগন্ধির জন্য ব্যবহার করবো। কেননা, এই ঘাম মোবারক সব সুগন্ধি থেকে উত্তম সুগন্ধি।[২৯৮]

২৭৪. ঘাম মোবারকের সুগন্ধি সমগ্র মদীনায় ছড়িয়ে পড়া :

হযরত আবু ইয়ালা ও তাবরানী (র.) হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী করিম ﷺ'র খেদমতে হাযির হয়ে আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার মেয়েকে বিবাহ দিয়েছি। আমি আশা করছি যেন আপনি আমাকে সাহায্য করবেন। এ সময় তাঁর কাছে দেওয়ার মত কিছুই ছিলনা, তিনি তাকে বললেন, তুমি একটি শিশির ও একটি কাঠের কাঠি নিয়ে এসো। সে উভয়টি নিয়ে আসলে তিনি স্বীয় উভয় হাত মুছে ঘাম মোবারক নিয়ে শিশির ভর্তি করে দিয়ে বললেন, নাও। আর তোমার মেয়েকে বলবে, এই শিশিরে কাঠি ডুবিয়ে সুগন্ধি হিসেবে যেন ব্যবহার করে। মেয়েটি এই ঘাম মোবারক ব্যবহার করলে সমগ্র মদীনাবাসীরা এর সুগন্ধি অনুভব করেছিল। এ কারণে লোকেরা তার ঘরকে بيت المطيبين তথা "সুগন্ধিযুক্তদের ঘর" বলত।[২৯৯]

২৭৫. সর্বত্তোম সুগন্ধি :

ইমাম মুসলিম (র.) বর্ণনা করেন, হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ আমাদের ঘরে তাশরীফ আনেন এবং দুপুরে কায়লুলাহ (শয়ন) করলেন। তাঁর

---

[২৯৬]. আবু নঈম ইস্পাহানী (র.) (৪৩০হি.), দালায়েলুন নবুয়ত, উর্দু, দিল্লী, পৃ. ৩৯২।

[২৯৭]. আবু নঈম ইস্পাহানী (র.) (৪৩০হি.), দালায়েলুন নবুয়ত, উর্দু, দিল্লী, পৃ:৩৯২ ও কাযী আয়ায (র.) (৪৭৬-৫৪৪হি.), শেফা শরীফ, আরবী, মাকতাবাতুস সাফা, কায়রো, মিশর, খন্ড:১ম, পৃ:৫৩

[২৯৮]. ইউসূফ নাবাহানী (র.) (১৩৫০হি.), হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, উর্দু, গুজরাট, পাকিস্তান, খন্ড:২য়, পৃ:৩৭৮, কাযী আয়ায (৪৭৬-৫৪৪হি.), শেফা শরীফ, আরবী, মাকতাবাতুস সাফা, কায়রো, মিশর, খন্ড:১ম, পৃ:৫৩

[২৯৯]. ইউসূফ নাবহানী (র.) (১৩৫০হি.), হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, উর্দু, গুজরাট, পাকিস্তান, খন্ড:২য়, পৃ:৩৭৯

শরীর মোবারক থেকে ঘাম বের হচ্ছিল। তখন আমার মা শিশির এনে ঘাম মোবারক শিশিরে ভরে নিলেন। তিনি জাগ্রত হয়ে চোখ খুলে জিজ্ঞেস করেন, হে উম্মে সুলাইম! কি করতেছ? উত্তরে বললেন, এই ঘাম মোবারক আমরা সুগন্ধি হিসাবে ব্যবহার করি। কেননা এগুলো সর্বত্তোম সুগন্ধি।[৩০০]

২৭৬. স্থায়ী সুগন্ধি :

ইমাম দারেমী, বায়হাকী ও আবু নঈম (র.) হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ এর কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি যখন কোন রাস্তা দিয়ে গমন করতেন তখন প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁর ঘাম মোবারকের সুগন্ধি দ্বারা বুঝতে পারতেন যে, তিনি এই রাস্তা দিয়ে গমন করেছিলেন। অথবা এই জন্য বুঝতে পারতেন যে, যখন তিনি গমন করতেন তখন রাস্তার পাশের গাছ ও পাথর তাঁকে সিজদা করতো।[৩০১]

২৭৭. ঘাম মোবারক দিয়ে বিবাহে সাহায্য :

হযরত আবু ইয়ালা, তাবরানী ও ইবনে আসাকের (র.) হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি এসে নবী করিম ﷺ কে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার কন্যাকে বিয়ে দিয়েছি আমি চাই আপনি আমাকে সাহায্য করুন। তিনি বললেন, আমার কাছে তো কিছুই নেই। আচ্ছা প্রশস্ত মুখ বিশিষ্ট একটি শিশির নিয়ে এসো এবং একটি কাঠের কাঠি নিয়ে এসো। অত:পর লোকটি তা নিয়ে আসলে রাসূল ﷺ স্বীয় উভয় বাহু মোবারক থেকে ঘাম নিয়ে শিশিরে ভরা আরম্ভ করলেন। শিশির ভর্তি হলে লোকটিকে দিয়ে বললেন, তুমি তোমার কন্যাকে বলবে যে, এই কাঠিটি শিশিরে ভিজিয়ে তা দিয়ে (শরীরে) সুগন্ধি লাগাবে।

যখন সে এই সুগন্ধি ব্যবহার করল তখন সমগ্র মদীনাবাসী এই সুগন্ধি অনুভব করেছিল। এ কারণে তারা (মদীনাবাসীরা) তার ঘরকে সুগন্ধিযুক্ত ঘর বলে নামকরণ করেছে।[৩০২]

২৭৮. গোলাপ ফুলের সুগন্ধির উৎস :

কোন কোন হাদিসে এসেছে যে, গোলাপ ফুলের সুগন্ধি রাসূল ﷺ'র ঘাম মোবারক থেকে সৃষ্টি হয়েছে। হাদিসে এরূপ আছে যে, নবী করিম ﷺ বলেন, আমি মে'রাজ থেকে ফিরে আসার পর আমার শরীরের এক ফোঁটা ঘাম মাটিতে পড়েছিল তা থেকে গোলাপ ফুল জন্ম হয়। যে আমার সুগন্ধি পেতে চায়, সে যেন গোলাপ ফুলের সুগন্ধি নেয়।[৩০৩]

২৭৯. শরীর মোবারক শীতল ও সুগন্ধি :

ইমাম মুসলিম (র.) হযরত জাবের ইবনে সামুরাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ'র সাথে যোহরের নামায আদায় করি। তিনি নামায শেষে তাঁর

---

[৩০০]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল খুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড ১ম, পৃ. ১১৪

[৩০১]. প্রাগুক্ত।

[৩০২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫

[৩০৩]. আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র.) (১০৫২হি.), মাদারেজুন নবুয়ত, ফার্সী, খন্ড:১ম, পৃ:৩০

ঘরের দিকে গেলে আমিও তাঁর সাথে গেলাম। সামনে থেকে কয়েকজন ছোট বালক আসল। তিনি তাদের প্রত্যেকের মুখের উপর হাত বুলিয়ে দেন এবং আমার মুখেও হাত বুলিয়ে দেন। আমি তাঁর হাত মোবারকের ঠান্ডা ছোঁয়া এবং সুগন্ধি এমনভাবে অনুভব করেছি যেন كانما اخرجها من جؤنة عطار "তিনি তাঁর হাত মোবারক যেন আতর বিক্রয়কারীর আতরের বোতল থেকে বের করেছেন।"[৩০৪]

২৮০. শরীর মোবারক মেশক আম্বর থেকেও বেশী সুগন্ধি :

ইমাম মুসলিম (র.) হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ'র শরীরের রঙ ছিল শুভ্র ও উজ্জল, তাঁর ঘামের ফোঁটা মুতির ন্যায় আলোক উজ্জল ছিল। তিনি যখন চলতেন সামনের দিকে কিঞ্চিৎ ঝুঁকে চলতেন। আমি কোন রেশমী কাপড়কে রাসূল ﷺ'র চেয়ে বেশী নরম ও মুলায়েম পাইনি এবং কোন মেশকে আম্বরকেও তাঁর (শরীর মোবারকের) চেয়ে বেশী সুগন্ধি পাইনি।[৩০৫]

[৩০৪]. ইমাম মুসলিম (র.) (২৬১হি.), মুসলিম শরীফ, সূত্র, গোলাম রাসূল সাঈদী, শরহে সহীহ মুসলিম, উর্দু, খন্ড:৬ষ্ঠ, পৃ:৭৮০
[৩০৫]. ইমাম মুসলিম (র.) (২৬১হি.), মুসলিম শরীফ, সূত্র, গোলাম রাসূল সাঈদী, শরহে সহীহ মুসলিম, উর্দু, গুজরাট, পাকিস্তান, খন্ড:৮ষ্ঠ, পৃ:৭৮১

চেহারা মোবারক

২৮১. চেহারা মোবারকের নূর :

ইবনে আসাকের (র.) হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা আমি সাহ্‌রীর সময় সেলাই করতেছি। আমার হাত হতে সুই পড়ে গেলে অনেক খুঁজেছি কিন্তু পাইনি। এ সময় রাসূল ﷺ প্রবেশ করেন। فثبت الابرة بشعاع نور وجهه "তাঁর চেহারা মোবারকের নুরানী আলোতে সুই পেয়ে গেলাম।" আমি তাঁকে এ সংবাদ দিলে তিনি বললেন, হে হুমাইরা! الويل ثم الويل ثلاثا لمن حرم النظر الى وجهى "যারা আমার চেহারার দীদার থেকে বঞ্চিত তাদের জন্য আফসোস- কথাটি তিনি তিনবার বলেছিলেন।"[৩০৬]

ইমাম তিরমিযি (র.) হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

ما رأيت شيئا احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنّ الشمس تجرى فى وجهه –

"আমি রাসূল ﷺ'র চেয়ে অধিক সুন্দর কিছু দেখিনি, যেন সূর্য্য তাঁর চেহারা মোবারকে নেমে আসত।[৩০৭]

ইমাম তিরমিযি ও দারেমী (র.) হযরত জাবের ইবনে সামুরাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি একবার চাঁদনী রাতে নবী করিম ﷺকে দেখলাম। তিনি লাল বর্ণের চাদর পরিহিত ছিলেন। আমি একবার তাঁর দিকে দেখি একবার চাঁদের দিকে দেখি। فاذا هو احسن عندى من القمر "অতঃপর আমি তাঁকে চাঁদের চেয়েও বেশী সুন্দর পেয়েছি।"[৩০৮]

২৮২. আওয়াজ মোবারক :

ইমাম বায়হাকী ও আবু নঈম (র.) হযরত বারা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اسمع العواتق فى خدورهن –

"রাসূল (স.) আমাদেরকে ভাষণ দিলেন। তাঁর আওয়াজ পর্দার আড়ালের মহিলারা পর্দার ভিতর থেকেও শুনেছিল।"[৩০৯]

ইমাম বায়হাকী ও আবু নঈম (র.) হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, এক জুমা'র দিন নবী করিম ﷺ মিম্বরে বসে লোকদেরকে বললেন, তোমরা বসে যাও।

[৩০৬]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:১ম, পৃ:১০৭
[৩০৭]. ইমাম তিরমিযি (র.) (২৭৯হি.), তিরমিযি শরীফ, সূত্র, মিশকাত শরীফ, আরবী, পৃ:১৫৮
[৩০৮]. শেখ অলি উদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ (র.) (৭৪০হি.), মিশকাত শরীফ, আরবী, পৃ: ১৫৭
[৩০৯]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:১ম, পৃ:১১৩

আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.) ও এই আওয়াজ শুনেছিলেন। অথচ এ সময় তিনি ছিলেন বনী গনমে। অতঃপর তিনি সেখানেই বসে গেলেন।[৩১০]

ইবনে সা'দ ও আবু নঈম (র.) আব্দুর রহমান ইবনে মুয়ায (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ আমাদেরকে মীনায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। তখন আমাদের শ্রবণশক্তি বৃদ্ধি হয়ে গেল। আমরা তাঁর ভাষণ নিজেদের ঘরে বসে শুনেছি।[৩১১]

ইবনে মাজাহ ও বায়হাকী (র.) হযরত উম্মে হানী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ'র রাতের বেলার কা'বার ভিতরের কেরাত আমরা নিজেদের ঘর থেকেও শুনতে পেতাম। كنا نسمع قرأة النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل عند الكعبة وانا على عريشي[৩১২]

জিহ্বা মোবারক

২৮৩. কূপ থেকে সুগন্ধি বের হওয়া :

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইবনে মাজাহ্, বায়হাকী ও আবু নঈম (র.) হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, একদা রাসূল ﷺ এর সামনে পানি ভর্তি বালতি পেশ করা হল। তিনি তা থেকে পান করলেন এবং বাকী পানি একটি কূপে নিক্ষেপ করলেন অথবা তিনি কুলি করে কুলির পানি কূপে নিক্ষেপ করলেন। তখন সেই কূপ থেকে মেশ্‌কের ন্যায় সুগন্ধি আসতে লাগল।[৩১৩]

২৮৪. কূপের পানি সুস্বাদু হওয়া :

আবু নঈম (র.) হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ একদা তার ঘরের কূপে থু থু নিক্ষেপ করেন ফলে فلم يكن بالمدينة بئر اعذب منها "মদীনা শরীফে এই কূপের চেয়ে বেশী সুস্বাদু পানির কোন কূপ ছিলনা।"[৩১৪]

২৮৫. মুখের দুর্গন্ধ দূরীভূত হওয়া :

তাবরানী (র.) হযরত উমাইরাহ বিনতে মসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এবং তাঁর বোনেরা নবী করিম ﷺ এর কাছে বাইয়াতের উদ্দেশ্যে গমন করেন। তাঁরা সংখ্যায় ছিল পাঁচজন। তাঁরা প্রবেশ করে দেখেন যে, তিনি মাংস আহার করতেছেন। তিনি তাদেরকে মাংস স্বীয় দাঁতে ছিড়ে ছিড়ে দিলেন এবং সকলেই এক টুকরা এক টুকরা খেলেন। অতঃপর ঐ সব মহিলাদের মুখে মৃত্যু পর্যন্ত কখনো দুর্গন্ধ হয়নি।[৩১৫]

---

৩১০. প্রাগুক্ত
৩১১. প্রাগুক্ত
৩১২. প্রাগুক্ত
৩১৩. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:১ম, পৃ:১০৫
৩১৪. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:১ম, পৃ:১০৫
৩১৫. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:১ম, পৃ:১০৫

লালা মোবারক

২৮৬. লালা মোবারক মহৌষধ :

হযরত আবু বারা (রা.) নবী করিম ﷺ'র খেদমতে দু'টি ঘোড়া ও দু'টি উট উপঢৌকন হিসেবে প্রেরণ করে। তিনি বললেন, আমি যদি মুশরিকদের হাদিয়া গ্রহণ করতাম তবে আবু বারা'র হাদিয়াও কবুল করতাম। লোকেরা আবেদন করল, হুযূর! আবু বারা অসুস্থ। সে সুস্থতার জন্য এই তোহফা আপনার খেদমতে পাঠিয়েছে।

তিনি মাটির একটি ঢিলা তুলে নিয়ে তাতে স্বীয় মুখের লালা মোবারক লাগিয়ে বললেন, এটাকে পানিতে মিশিয়ে তাকে পান করাও। যখন এরূপ করা হয়েছে তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে শেফা দান করেন।[৩১৬]

২৮৭. শরীরের কাটা অংশ জোড়া লাগানো :

ইবনে ইসহাক ও বায়হাকী (র.) স্বীয় সূত্রে খুবাইব ইবনে আব্দুর রহমান থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমার দাদা খুবাইব বদরের যুদ্ধে তরবারীর আঘাতে শরীরের একটি অংশ কেটে একদিকে ঝুলে পড়ল। রাসূল ﷺএর উপর লালা মোবারক লাগিয়ে দিয়ে শরীরের অপর অংশের অঙ্গের সাথে মিলিয়ে দেন। এতে কাটা অংশ শরীরের সাথে এমনভাবে জোড়া লেগে গেল শরীরে আঘাতের কোন চিহ্নই ছিলনা।[৩১৭]

২৮৮. ঝুলে পড়া চোখ পুনঃস্থাপন :

হযরত আবু নঈম (র.) আব্দুল্লাহ ইবনে আবি সা'সা' (রা.)'র সূত্রে বর্ণনা করেন, আবু সাঈদ খুদুরী (রা.) থেকে তিনি তাঁর ভাই কাতাদাহ ইবনে নোমান (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার উভয় চোখে বদরের দিন আঘাত লেগেছিল ফলে উভয় চোখ বের হয়ে আমার দু'চোয়ালের উপর এসে পড়েছিল। আমি ঐ চোখ দু'টি নিয়ে রাসূল ﷺ'র নিকট আসলাম। তিনি উভয় চোখ আপনস্থানে লাগিয়ে দিয়ে স্বীয় মুখের লালা মোবারক লাগিয়ে দেন ফলে চোখ দু'টি সুস্থ হয়ে চমকাতে লাগল।[৩১৮]

২৮৯. শয়তানের অনিষ্ট থেকে রক্ষা :

ইমাম বায্যার, তাবরানী আওসাত গ্রন্থে ও আবু নঈম (র.) হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা রাসূল ﷺ'র সাথে গযওয়ায়ে 'যাতির রেকা' এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে "হাররাহ ওয়াকাম" নামক স্থানে পৌঁছলাম। সেখানে একজন গ্রাম্য মহিলা তার সন্তানসহ এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এ আমার সন্তান। সে আমার অবাধ্য

---

৩১৬. আব্দুর রহমান জামী (র.) (৮৯৮হি.), শাওয়াহেদুন নবুয়ত, উর্দু, বেরেলী, পৃ:১৩৭
৩১৭. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:১ম, পৃ:৩৩৬
৩১৮. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:১ম, পৃ:৩৩৮

হয়ে পড়েছে। তার উপর শয়তান প্রভাব বিস্তার করেছে। তিনি সে সন্তানের মুখ খুলে তাতে লালা মোবারক নিক্ষেপ করেন এবং তিন বার বললেন, اخس عدو الله انا رسول الله "লাঞ্ছিত হও হে আল্লাহর দুশমন, আমি আল্লাহর রাসূল"।

তারপর তিনি মহিলাকে বললেন, তুমি তোমার সন্তানকে নিয়ে যাও। তাকে যে কষ্ট দিত সে আর তার কাছে কখনো আসবে না। যখন আমরা গযওয়া থেকে ফেরৎ আসতেছি তখন ঐ মহিলা আবার আসল। রাসূল ﷺ তার কাছে তার ছেলের খবর নিলে মহিলা বলল, পূর্বে যে (শয়তান) আসত এখন সে আর আসেনা।[৩১৯]

২৯০. মুখের যখম ভাল হওয়া :

ইবনে সা'দ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদাহ (রা.) থেকে তিনি তাঁর পিতা আবু কাতাদাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, গযওয়ায়ে "যী করদ" এর দিন রাসূল ﷺ আমাকে দেখে আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, اللهم بارك له فى شعره وبشره "হে আল্লাহ! তার চুলে ও চামড়ায় বরকত দান করুন।" তিনি আরো বললেন, তোমার চেহারার কল্যাণ হোক, মুসআদাহকে হত্যা করেছ? আমি বললাম, জী, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমার চেহারায় কি হয়েছে? আমি বললাম তীর লেগেছে। তিনি বললেন আমার কাছে এসো, আমি তাঁর কাছে গেলে তিনি ক্ষত স্থানে স্বীয় লালা মোবারক লাগিয়ে দেন। ফলে এমন সুস্থ হয়ে গেলাম যেন আমার কোন আঘাতই লাগেনি এবং এতে কোন পুঁজও সৃষ্টি হয়নি। আবু কাতাদাহ সত্তর বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছিলেন অথচ তাকে দেখলে মনে হত যেন পনের বছরের যুবক।[৩২০]

২৯১. মাথার আঘাত ভাল হওয়া :

ইমাম বায়হাকী ও আবু নঈম (র.) হযরত উরওয়াহ ও হযরত মুছা ইবনে উকবা (রা.)'র সূত্রে হযরত ইবনে শিহাব থেকে বর্ণনা করেন, তিন বলেন, রাসূল ﷺ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.)কে ত্রিশটি সওয়ারীসহ ইয়াসির ইবনে রিযাম ইহুদীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে পাঠান। এই দলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস (রা.)ও ছিলেন। ইয়াসির ইহুদী আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস এর চেহারায় এমন আঘাত করল যে, তাঁর মাথার মগজ পর্যন্ত পৌঁছেছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস (রা.) রাসূল ﷺ'র খেদমতে আসলে তিনি তার আহত স্থানে লালা মোবারক লাগিয়ে দেন।

অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস (রা.)'র ইন্তেকাল পর্যন্ত ঐ আহত স্থান থেকে কখনো রক্তও পড়েনি এবং কোন প্রকারের ব্যাথাও অনুভব করেনি।[৩২১]

---

৩১৯. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:১ম, পৃ:৩৭৩
৩২০. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:১ম, পৃ:৪১৬
৩২১. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:১ম, পৃ:৪২৭

২৯২. আহত স্থান ভাল হওয়া :

ইবনে আসাকের হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আযহার (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হুনাইনের যুদ্ধের দিন হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.) আহত হন। রাসূল ﷺ তার আহতস্থানে স্বীয় লালা মোবারক লাগিয়ে দিলে খালেদ পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেন।[৩২২]

২৯৩. মিষ্ট ভাষী হওয়া :

ইমাম তাবরানী (র.) হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, জনৈক মহিলা পুরুষদের সাথে খারাপ ব্যবহার করত অর্থাৎ তার মুখের ব্যবহার খুবই খারাপ ও অশালীন ছিল। একদা সে রাসূল ﷺ'র পাশ দিয়ে যাচ্ছিল আর রাসূল ﷺ "সারিদ" আহার করছিলেন। মহিলা তাঁর থেকে "সারিদ" খুঁজলে তিনি তাকে তা দিলেন। মহিলা বলল, আমাকে আপনার মুখের ভিতর থেকে দিন। অতঃপর তিনি তাঁর মুখের ভিতর থেকে দিলে সে খেয়ে ফেলে। এরপর তার মধ্যে এমন লজ্জাবোধ সৃষ্টি হল যে, সে মৃত্যুপর্যন্ত কখনো কারো সাথে অশ্লীল আচরণ ও ব্যবহার করেনি।[৩২৩]

২৯৪. মাথা ও পায়ের আঘাত ভাল হওয়া :

ইমাম বায়হাকী (র.) ইসহাক (র.)'র সনদে বর্ণনা করেন, হযরত হারেস বিন আউস (র.) কা'ব ইবনে আশরাফ ইহুদীকে হত্যা কারীদের একজন। কারো তরবারীর আঘাতে তার মাথা ও পায়ে আঘাত পেয়েছিল। সঙ্গীরা তাকে নবী করিম ﷺ'র খেদমতে নিয়ে আসল। তিনি তার আহতস্থানে লালা মোবারক লাগিয়ে দেওয়ার সাথে সাথে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল।[৩২৪]

২৯৫. লালা মোবরাক উত্তম খাদ্য ও পানীয় :

একদা দুগ্ধপানকারী একটা ছোট ছেলেকে রাসূল ﷺ'র খেদমতে আনা হল। তিনি তাঁর লালা মোবারক তার মুখে দিলে সে এমন তৃপ্ত হল যে, সারাদিন সে আর দুধ পান করেনি।

একদিন হযরত ইমাম হাসান (রা.) প্রচন্ড পিপাসার্ত ছিলেন। তখন নবী করিম ﷺ স্বীয় জিহবা মোবারক তার মুখে রাখলে তিনি তাঁর জিহবা মোবারক চুষতে লাগলেন। এতে তিনি সারাদিন তৃপ্ত ছিলেন, দুধপানের প্রয়োজন হয়নি।[৩২৫]

২৯৬. পোড়া হাত ভাল হওয়া :

ইমাম বুখারী তারীখ গ্রন্থে বর্ণনা করেন, মুহাম্মদ ইবনে হাতেব (রা.) বর্ণনা করেন, আমার মা উম্মে জামিল আমাকে বলেছেন যে, আমি তোমাকে হাবশা থেকে নিয়ে মদীনায় আগমণ করি। একরাতে আমি মদীনা শরীফে চুলায় ডেক্‌চি তুলে রান্না করতেছি। লাকড়ি

---

৩২২. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:১ম, পৃ:৪৫০
৩২৩. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:২য়, পৃ:১২২
৩২৪. ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০হি.), হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, উর্দু, গুজরাট, খন্ড:১ম, পৃ:৬৮১
৩২৫. শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র.) (১০৫২হি.), মাদারেজুন নবুয়ত, ফার্সী, খন্ড:১ম, পৃ:১১ ও জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:১ম, পৃ:১০৬

শেষ হয়ে গেলে আমি লাকড়ি আনতে গেলে তুমি ডেক্‌চিতে হাত দিলে ডেক্‌চি উল্টে তোমার বাহুতে পড়ে হাত পুড়ে গিয়েছিল। আমি তোমাকে নবী করিম ﷺ'র কাছে নিয়ে গেলে তিনি তোমার বাহুতে লালা মোবারক লাগিয়ে দিতে দিতে এই দোয়া পাঠ করলেন- اذهب البأس ربّ الناس اشف انت الشافى لاشفاء الّا شفائك شفاءً لايغـادر سـقمًا "হে মানুষের প্রভূ! অনিষ্ট দূরীভূত করে দিন। শেফা দান করুন, আপনিই শেফা দানকারী। আপনার শেফা ব্যতীত পূর্ণ কোন শেফা নেই। এমন শেফা দিন যাতে কোন রোগ অবিশিষ্ট না থাকে।" তখন আমি তাঁর সম্মুখ থেকে এখনো উঠিনি তোমার হাত ভাল হয়ে গিয়েছে।[৩২৬]

২৯৭. শিশুদের উত্তম খাদ্য :

ইমাম বায়হাকী ও আবু নঈম (র.) রাসূল ﷺ'র আযাদকৃত দাসী রাজিনা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ আশুরার দিন নিজের ও হযরত ফাতেমা (রা.)'র দুধপানকারী শিশুদেরকে ডেকে তাদের মুখে থু থু দিতেন। তারপর তাদের মা'দেরকে বলতেন, لا ترضعنهم الى الليل فكـان ريقـه يجـزيهم "আজ রাত পর্যন্ত এদেরকে দুধ পান করাইওনা, কেননা লালা মোবারক তাদের পানাহারের জন্য যথেষ্ট।[৩২৭]

ইমাম তাবরানী ও ইবনে আসাকের (র.) হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা রাসূল ﷺ'র সাথে এক সফরে বের হলাম। পথে হযরত হাসান ও হোসাইন (রা.)'র ক্রন্দনের আওয়াজ আসল। তারা উভয়ই তাদের মা হযরত ফাতেমা (রা.)'র কাছে ছিল নবী করিম ﷺ দ্রুত তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, আমার সন্তানদের কি হয়েছে, তারা কাঁদতেছে কেন? ফাতেমা (রা.) বলেন, পিপাসা লেগেছে তাই কাঁদতেছে। তিনি পানি তালাশ করলেন কিন্তু এক ফোঁটা পানিও পাওয়া যায়নি। তখন তিনি হযরত ফাতেমা (রা.)কে বললেন, তাদের একজনকে আমাকে দাও। তিনি (ফাতেমা) পর্দার আড়াল থেকে একজনকে দিলে রাসূল ﷺ তাঁর বক্ষে লাগালেন আর সে উচ্চস্বরে কাঁদতে লাগল। তারপর তিনি তাঁর জিহ্বা মোবারক তার মুখে রাখলে সে চুষতে লাগল আর ক্রন্দন বন্ধ করে চুপ হয়ে গেল। এভাবে অপরজনও কাঁদতে লাগলে তাকেও অনুরূপ করলে সেও ক্রন্দন বন্ধ করে চুপ হয়ে গেল। এভাবে উভয় ছেলে চুপ হয়ে গেল আর তাদের ক্রন্দনের শব্দ শোনা যায়নি।[৩২৮]

---

৩২৬. ইউসুফ নাবহানী (র.), হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, উর্দু, গুজরাট, খন্ড:১ম, পৃ:৬৮৬
৩২৭. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:১ম, পৃ:১০৫
৩২৮. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:১ম, পৃ:১০৬

চোখ মোবারক

২৯৮. রাসূল ﷺ দিনে রাতে সমান দেখতেন :

عن عائشة رضى الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى فى الظلماء كما يرى فى الضوء

"হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ আলোতে যেরূপ দেখতেন অনুরূপ ঘোর অন্ধকারেও দেখতেন।" (বায়হাকী)

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র.) হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন-

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتى ههنا فوالله ما يخفى على ركو عكم ولاسجد وكم انى لأراكم وراء ظهرى (متفق عليه)

"রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, তোমরা মনে কর আমি শুধু সামনের দিকটা দেখি? খোদার শপথ তোমাদের রুকু, সিজদা আমার অগোচরে নয়। আমি তোমাদেরকে আমার পিঠের তথা পিছনে দিক দিয়েও দেখি।" (বুখারী মুসলীম) [৩২৯]

عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بالليل فى الظلمة كما يرى بالنهار من الضوء-

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ দিনের আলোয় যেভাবে দেখতেন রাতের অন্ধকারেও অনুরূপ দেখতেন।"[৩৩০] (বায়হাকী)

হযরত আনাস ও আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ নামাযে দণ্ডায়মান হলে বলতেন, তোমরা কাতার সোজা কর এবং সবাই সমান হয়ে দাঁড়াও। কেননা, আমি তোমাদেরকে পেছন থেকেও দেখি যেভাবে সামনে থেকে দেখি।[৩৩১]

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ আমাদেরকে যোহরের নামায পড়ালেন। একেবারে শেষ কাতারে একজন মুসল্লী নামাযে খারাপ কিছু করল। রাসূল ﷺ সালাম ফিরিয়ে তাকে ডাক দিয়ে বললেন, হে অমুক ব্যক্তি! তুমি কি আল্লাহকে ভয় করনা, তুমি কিভাবে নামায পড়তেছ তা দেখবেনা? انكم ترون انه يخفى على شئ مما تصنعون والله انى لأرى من خلفى لما راى من بين يدىّ "তোমরা মনে কর যে, তোমাদের আমল আমার অগোচরে থাকে। খোদার শপথ, আমি সামনে যেভাবে দেখি পিছনেও অনুরূপ দেখি।"[৩৩২]

---

৩২৯. ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০হি), হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, উর্দু, গুজরাট, খন্ড:২য়, পৃ:৩৬৯
৩৩০. ড. মুস্তফা মুরাদ, মু'জিযাতুর রাসূল (স.), আরবী, কায়রো, মিশর, পৃ:১৪৪)
৩৩১. আবু নঈম ইস্পাহানী (র.) (৪৩০হি.), দালায়েলুন নবুয়ত, উর্দু, দিল্লী, পৃ: ৩৯০
৩৩২. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) (২৪১হি.) সূত্র, মিশকাত শরীফ, আরবী, পৃ:৭৭

২৯৯. রাসূল ﷺ'র দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণ শক্তি :

ইমাম তিরমিযি, ইবনে মাজাহ ও আবু নঈম (র.) হযরত আবু যর গিফারী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আমি যা দেখতে পাই তোমরা তা দেখনা। আমি যা শুনতে পাই তোমরা তা শুননা। আসমান গুড় গুড় আওয়াজ দিচ্ছে আর এরূপ করাই উচিত। আসমানে চার আঙ্গুল পরিমান জায়গা খালি নাই যেখানে ফেরেস্তাগণ আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদারত নেই। অর্থাৎ পুরো আসমানে ফেরেস্তাগণ সিজদায় নিয়োজিত আছেন।

আবু নঈম (র.) হযরত হাকীম ইবনে হাযাম (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা আমরা সাহাবায়ে কেরাম নবী করিম ﷺ'র সাথে ছিলাম। হঠাৎ করে তিনি সাহাবাগণকে বললেন, ؟ اسمع ما تسمعون আমি যা শুনতে পাচ্ছি তোমরা কি তা শুনতেছ? তারা বলল, না আমরা কিছুই শুনতে পাচ্ছিনা। তিনি বলেন- انى لاسمع اطيط السماء وماتلام ان تنط مافيها موضع شبر الّا وعليه ملك ساجد اوقائم "আমি শুনতেছি, আসমান গুড় গুড় করে শব্দ করতেছে, এরূপ করাই উচিত। সেখানে এক বিগত পরিমাণ জায়গাও খালি নেই যেখানে ফেরেস্তাগণ সিজদা কিংবা দণ্ডায়মান অবস্থায় নেই।"[৩৩৩]

৩০০. কবর আযাব শ্রবণ :

ইমাম মুসলিম (র.) হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ খচ্চরে আরোহণ করে বনী নাজ্জারের বাগান দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমরা তাঁর সাথে ছিলাম। হঠাৎ খচ্চর থেমে গিয়ে এমনভাবে গতি পরিবর্তন করল তাঁকে পিঠ থেকে ফেলে দেওয়ার উপক্রম হল। তিনি সেখানে চার, পাঁচটি কিংবা ছয়টি কবর দেখতে পেলেন। তিনি জানতে চাইলেন যে, এই কবর বাসীদেরকে কেউ চিনে কিনা? জনৈক ব্যক্তি বলল, আমি এদেরকে চিনি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন এরা কখন মৃত্যুবরণ করেছে? লোকটি বলল, তারা মুশরিক অবস্থায় মারা গিয়েছে।

তখন তিনি বললেন, তারা আপন আপন কবরে আযাবে লিপ্ত। যদি তোমাদেরকে (মৃত্যুর পর) দাফন করা না হত তবে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করতাম যেন আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকেও কবর আযাবের শব্দ শুনান যা আমি শুনতেছি।[৩৩৪]

ইমাম হাকেম (র.) হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ও হযরত বেলাল (রা.) জান্নাতুল বাকী দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি হযরত বেলাল (রা.) কে জিজ্ঞেস করেন- يا بلال هل تسمع ما اسمع؟ "হে বেলাল! আমি যা শুনতেছি তুমি কি তা শুনতেছ?" বেলাল আরজ করলেন, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ। তিনি বললেন, তুমি কি এই কবরবাসীর আওয়াজ শুনতে পাচ্ছনা যাদেরকে আযাব দেওয়া হচ্ছে।[৩৩৫]

---

৩৩৩. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:১ম, পৃ:১১৩
৩৩৪. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:২য়, পৃ:১৪৮
৩৩৫. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:১৪৯

৩০১. মু'মিনের সাথে জান্নাতী হুরের বিবাহ :

ইমাম ইস্পাহানী (র.) (আত্ তারগীব গ্রন্থে) হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা রাসূল ﷺ'র সাথে বের হলাম এবং একটি উন্মুক্ত ময়দান অতিক্রম করছিলাম। আমরা দেখলাম যে, একজন আরোহী আমাদের দিকে আসতেছে। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথা থেকে আসতেছ? সে বলল, আমার সম্পদ, সন্তান ও কাবীলা থেকে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাওয়ার ইচ্ছে করেছ? সে বলল, রাসূল ﷺ'র কাছে যাচ্ছি। তিনি বললেন, তুমি পৌঁছে গিয়েছ।

তিনি তাকে ইসলাম শিক্ষা দিলেন, সে মুসলমান হল। তার উটের পা ইঁদুরের গর্তে পড়ে মাটিতে পড়ে গেল। ফলে সে উট থেকে পড়ে মৃত্যুবরণ করল। রাসূল ﷺ বললেন, আমি দেখলাম যে, দু'জন ফেরেস্তা তার মুখে জান্নাতের ফল দিচ্ছে।

ইবনে আসাকের (র.) হযরত ইবনে মসউদ (রা.) থেকে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেন। তবে ঐ হাদিসে এতটুকু বাড়তি আছে- নবী করিম ﷺ তার কবরে নামলেন এবং দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করার পর বেরিয়ে এসে বললেন, তার কবরে বড় বড় চোখ বিশিষ্ট জান্নাতী হুর অবতরন করল আর প্রত্যেকেই আরজ করল- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদেরকে তার সাথে বিবাহ দেন। অর্থাৎ আমাদেরকে তার স্ত্রী বানিয়ে দিন। আমি তন্মধ্যে সত্তরজন হুরকে তার সাথে বিবাহ করিয়ে দিলাম।

এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হল যে, রাসূল ﷺ'র ইখতিয়ার আছে যে, তিনি চাইলে যে কোন মু'মিনের সাথে যে কোন হুরকে বিবাহ দিতে পারেন। যেভাবে তিনি দুনিয়ার যে কোন মহিলাকে যে কারো সাথে বিবাহ দেওয়ার অধিকার রাখেন।[৩৩৬]

---

৩৩৬. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য় পৃ:১৫০

পেশবা মোবারক ও মল মোবারক

৩০২. পেশাব মোবারক পানে দোযখ হারাম :

ইমাম তাবরানী ও বায়হাকী (র.) বিশুদ্ধ সনদে হযরত হাকীমাহ বিনতে উমাইমাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি তার মা থেকে বর্ণনা করেন, তার মা বলেন, রাসূল ﷺ একটি কাঠের পেয়ালায় পেশাব করতেন এবং তা তাঁর খাটের নীচে রেখে দিতেন। এক রাতে তিনি উঠে জিজ্ঞেস করেন, পেশাবের পেয়ালা কোথায়? উত্তরে বলা হল যে, হযরত উম্মে সালমা (রা.)'র সেই খাদেমা বাররাহ যে উম্মে সালমার সাথে হাবশা থেকে এসেছিল সে তা পান করে ফেলেছে ।

তখন নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, لقد احتظرت من النار بحظار "জাহান্নামের আগুন তার উপর হারাম হয়ে গেল।"[৩৩৭]

৩০৩. কূপের পানি মিষ্টি হওয়া :

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ নামাযে দীর্ঘ কিয়াম করতেন। তিনি নিজের ঘরে অবস্থিত একটি কূপে পেশাব করতেন। ফলে পুরো মদীনা শরীফে ঐ কূপের চেয়ে মিষ্টি পানি ওয়ালা কূপ ছিলনা। তাঁর ঘরে কোন মেহেমান আসলে তিনি সেই কূপ থেকে মিঠা পানি এনে দিতেন। জাহেলী যুগে সেই কূপের নাম ছিল আল বরূদ।[৩৩৮]

৩০৪. পেশাব মোবারক পেটের উপশম :

আবু ইয়ালা হাকেম, দারে কুতুনী, তাবরানী ও আবু নঈম (র.) হযরত উম্মে আইমান (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ একবার রাত্রে একটি মাটির পাত্রে পেশাব করেছিলেন। আমি রাতে ঘুম হতে উঠলাম এবং প্রচণ্ড পিপাসার্ত ছিলাম। ফলে আমি ঐ পাত্র থেকে পেশাব পান করেছি। সকালে উঠে আমি ঘটনা তাঁকে অবহিত করলাম তখন তিনি একটু হেসে বললেন- اما انك لا يتجعن بطنك ابدًا "তোমার পেটে কখনো ব্যাথা হবে না।"

হযরত আবু ইয়ালা (র.)'র মতে রাসূল ﷺ এরূপ বলেছিলেন- انك لن تشتكى بطنك بعد يومك هذا ابدًا "আজ থেকে কোন দিন তোমার পেটের রোগ হবে না।"[৩৩৯]

৩০৫. মল মোবারক পাক :

উম্মুল মু'মিনিন হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বায়তুল খালা-এ তাশরীফ নিলে প্রয়োজন শেষে আমি ভিতরে গিয়ে কস্তুরীর সুগন্ধি ব্যতীত কিছুই পেতাম না। আমি এ কথা তাঁকে বললে, তিনি বলেন- انا معاشر الانبياء نبتت اجسادنا على ارواح اهل الجنة فما خرج منها من شئ ابتلعته الارض "আমরা আম্বিয়ায়ে কিরামগণের শরীর জান্নাতীদের শরীরের ন্যায় সৃষ্টি করা হয়েছে। এদের থেকে যা কিছু বের হয় মাটি তা গিলে ফেলে।"[৩৪০]

---

৩৩৭. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:৪৪১
৩৩৮. আবু নঈম ইস্পাহানী (র.) (৪৩০হি.), দালায়েলুন নবুয়ত, উর্দু, দিল্লী, পৃ:৩৯৩
৩৩৯. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:৪৪১
৩৪০. ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০হি.), হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, উর্দু, গুজরাট, খণ্ড:২য়, পৃ:৩৮২

রক্ত মোবারক

৩০৬. রক্ত মোবারক পবিত্র :

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করিম ﷺ'র খেদমতে হাযির হলেন। এ সময় তিনি সিঙ্গা লাগিয়েছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, হে আব্দুল্লাহ! এই রক্ত গুলো এমন জায়গায় ফেলে এসো, যেখানে কেউ দেখবে না। আব্দুল্লাহ রক্ত নিয়ে গিয়ে তা পান করে চলে আসল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আব্দুল্লাহ! রক্ত কি করেছ? সে উত্তর দিল ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এমন গোপন স্থানে ঢেলে দিয়েছি, যেখানে সর্বদা মানুষের অগোচরে থাকবে। তিনি বললেন, সম্ভবত তুমি তা পান করেছ। সে বলল, হ্যাঁ। অনেকেই মনে করত আব্দুল্লাহ (রা.) শক্তিশালী হওয়া ঐ রক্ত মোবারকের বরকতেই হয়েছিল।[৩৪১]

৩০৭. রক্ত পানে মুক্তি :

ইমাম তাবরানী ও আবু নঈম (র.) হযরত সালমান ফার্সী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিন রাসূল ﷺ'র দরবারে প্রবেশ করেন সেখানে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.)কে দেখেন যে, তার সামনে একটি পাত্রে পানীয় জাতীয় বস্তু রয়েছে আর তিনি তা পান করতেছেন। রাসূল ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, রক্ত কি করেছ? উত্তরে তিনি বলেন, انى احببت ان يكون من دم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جوفى "রাসূল ﷺ'র রক্ত মোবারক আমার পেটে থাকাটাই আমি ভালবাসি।" সে জন্য আমি তা পান করে ফেলেছি। তখন রাসূল ﷺ এরশাদ করেন- ويل لك من الناس وويل للناس منك لاتمسك النار الاقسم اليمين[৩৪২]

৩০৮. রক্ত মোবারক পানে জাহান্নামের আগুন হারাম হওয়া :

ইমাম দারে কুতনী (র.) হযরত আসমা বিনতে আবি বকর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ একদা সিঙ্গা লাগিয়ে রক্ত বের করে আমার ছেলেকে রাখতে দেন। সে রক্ত পান করে ফেলল। হযরত জিব্রাঈল (আ.) এসে এ ব্যাপারে তাঁকে অবহিত করলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি করেছ? সে উত্তর দিল আপনার রক্ত মোবারক মাটিতে ফেলে দেওয়া আমার পছন্দ হয়নি তাই আমি তা পান করে ফেলেছি। তখন নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন- لاتمسك النار "তোমাকে জাহান্নামের আগুনে স্পর্শ করবে না।" আর তিনি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেন- ويل للناس منك وويل لك من الناس[৩৪৩]

৩০৯. রাসূল ﷺ'র রক্ত পানে প্রশংসিত হওয়া :

ইমাম হাকেম (র.) হযরত আবু সাঈদ খুদুরী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূল ﷺ'র মাথা মোবারকে আঘাত লেগেছিল। আমার পিতা এসে তাঁর

---

৩৪১. ইউসুফ নাবহানী (র.), হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, উর্দু, গুজরাট, খণ্ড:২য়, পৃ:৩৮১
৩৪২. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:৪৪০
৩৪৩. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:৪৪০

মাথা মোবারক থেকে নির্গত রক্ত মোবারক মুখে চুষে নিয়ে পান করে ফেললেন। তখন তিনি এরশাদ করেন, কেউ যদি এমন ব্যক্তি দেখতে চায় যার রক্তের সাথে আমার রক্ত মিশে গিয়েছে, তাহলে সে যেন মালেক ইবনে সানান (রা.)কে দেখে নেয়।

তাবরানী'র অপর বর্ণনায় আছে, তার রক্ত আমার রক্তের সাথে মিশে গেল। আর তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না।[৩৪৪]

লোম ও চুল মোবারক

৩১০. লোম মোবারকের মূল্য :

হযরত ইবনে সীরীন (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবীদা (র.)কে বললাম, আমাদের কাছে নবী করিম ﷺ'র একটি কেশ মোবারক রয়েছে যা আমরা আনাস (রা.)'র কাছ থেকে কিংবা আনাস (রা.)'র পরিবারের থেকে পেয়েছি। তিনি বললেন, তাঁর একটি লোম মোবারক আমার কাছে থাকাটা সারা পৃথিবী এবং পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে তা পাওয়ার চাইতে বেশী পছন্দনীয়।[৩৪৫]

৩১১. চুল মোবারক মহৌষধ :

রাসূল ﷺ হুদাইবিয়ায় চুল কাটালেন এবং সমস্ত চুল মোবারক একটি সবুজ বৃক্ষে নিক্ষেপ করলেন। উপস্থিত সকল সাহাবায়ে কিরাম ঐ বৃক্ষের নীচে একত্রিত হয়ে চুল মোবরাক কাড়াকাড়ি করে নিয়ে নিলেন। হযরত উম্মে আম্মারাহ (রা.) বলেন, এ সময় আমি ও কয়েকখানা চুল মোবারক নিয়েছিলাম। রাসূল ﷺ'র ওফাতের পর কেউ অসুস্থ হলে আমি ঐ মোবারক চুলগুলো পানিতে ডুবিয়ে পানি রোগীকে পান করালে আল্লাহ তায়ালা তাকে সুস্থ করে দিতেন।[৩৪৬]

৩১২. চোখ উঠা রোগ ভাল হওয়া:

আব্দুল্লাহ ইবনে মাওহাব (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে আমার পরিবারের লোকেরা এক পেয়ালা পানিসহ হযরত উম্মে সালমা (রা.)'র কাছে পাঠাল। উম্মে সালমা'র কাছে রক্ষিত একটি রূপার পানি ভর্তি পাত্র থেকে (ইউনুসের পুত্র) ইসরাঈল তিনটি আঙ্গুল দিয়ে কিছু পানি তুলে নিল। ঐ পাত্রের মধ্যে নবী করিম ﷺ'র কয়েকটি চুল মোবারক ছিল। কোন লোকের যদি চোখ উঠত কিংবা অন্য কোন রোগ দেখা দিত, তবে উম্মে সালমা'র কাছ থেকে পানি আনার জন্য পাঠিয়ে দিত। আমি সে পাত্রের মধ্যে একবার লক্ষ্য করলাম, দেখলাম লাল রঙের কয়েকটি চুল আছে।[৩৪৭]

---

৩৪৪. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:৪৪১
৩৪৫. ইমাম বুখারী, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র.) (২৫৬হি.), সহীহ বুখারী শরীফ, আরবী, ইউপি, ইন্ডিয়া, খণ্ড:১ম, পৃ:২৯
৩৪৬. আব্দুর রহমান জামী (র.) (৮৯৮হি.), শাওয়াহেদুন নবুয়ত, উর্দু, বেরেলী, পৃ:১৪৮
৩৪৭. ইমাম বুখারী, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র.), (২৫৬হি.), সহীহ বুখারী শরীফ, আরবী, ইউপি, ইন্ডিয়া, খণ্ড:২য়, পৃ:৮৭৫

৩১৩. চুল মোবারক তাবাররুক :

ইমাম বায়হাকী (র.) ও ইবনুল আসীর (র.) 'উসদুল গাবাহ' গ্রন্থে হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা নবী করিম ﷺ'র সাথে উমরাহ করেছিলাম। তিনি মাথা মোবারক মুণ্ডালে সাহাবায়ে কিরাম চুল মোবারক নিতে ঝাপিয়ে পড়ল। আমি এগিয়ে গিয়ে তাঁর কপালের চুল মোবারক তাবাররুক হিসেবে অর্জন করলাম। এটি আমি আমার টুপির অগ্রভাগে রেখে দিই। এরপর থেকে আমি যে দিকেই যুদ্ধে যেতাম বিজয় আমার পদচুম্বন করত।[৩৪৮]

৩১৪. চুল মোবারক আগুনে দগ্ধ না হওয়া :

"নসীমুর রিয়াজ" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আদম ইবনে জাহের আলভীর নিকট রাসূল ﷺ'র চৌদ্দটি চুল মোবারক ছিল। তিনি হালাবের এক আমীরকে ঐ চুল মোবারক গুলো হাদিয়া দিলেন। ঐ আমীর আলভী সম্প্রদায় হযরত আলী (রা.)'র বংশ অনুসারীদেরকে ভালবাসতেন। হালাবের আমীর ঐ চুল মোবারক গুলোকে অত্যন্ত ভক্তির সাথে গ্রহণ করলেন এবং ইবনে জাহেরকেও যথাযথ সম্মান করে পুরস্কৃত করলেন।

দীর্ঘদিন পরের ঘটনা। আমীদ/ আদম ইবনে জাহের আলভী ঐ আমীরের সাথে দেখা করতে আসলেন। কিন্তু আমীর তাঁর দিকে তাকিয়ে কথাও বললেন না। আলভী আমীরের রাগের কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, আমি জানতে পেরেছি যে, তুমি আমাকে যে চুল দিয়েছ, আসলে তা রাসূলুল্লাহর নয়। তুমি আমার সাথে প্রতারণা করেছ। আলভী আমীরের মনের সন্দেহ দূর করার উদ্দেশ্যে বললেন, চুল মোবারকগুলো বের করে আনুন। অতঃপর আগুন প্রজ্জলিত করে চুল মোবারকগুলো তাতে নিক্ষেপ করা হল। কিন্তু আগুনে ঐ চুল মোবারক গুলোকে জ্বালাতে পারল না। বরং আগুনের ভেতর থেকে উক্ত চুল মোবারক গুলোর শোভা আরো বর্দ্ধন হল। এ দৃশ্য দেখে আমীরের ভুল ভাঙ্গল এবং আলভীকে পূর্বাপেক্ষা আরো বেশী তাজীম ও সম্মান করে হাদিয়া ও তোহ্ফা প্রদান করলেন।[৩৪৯]

---

৩৪৮. ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০হি.), হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, উর্দু, গুজরাট, খণ্ড:২য়, পৃ:৩৩৮
৩৪৯. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল আজিজ, মোযেযা'য়ে আম্বীয়া ও আউলিয়া কেরামের হাজার ঘটনা, বাংলা, পৃ:৬০

হাত মোবারকের মু'জিযা

৩১৫. আঙ্গুল মোবারক দিয়ে পানি প্রবাহিত হওয়া :

হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ'র নিকট একটি পানির পাত্র আনা হল। তখন তিনি (মদীনার নিকটবর্তী) 'যাওরা' নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। নবী করিম ﷺ তাঁর হাত মোবারক ঐ পাত্রে রেখে দিলেন আর তখনই পানি অঙ্গুলির ফাঁক দিয়ে উপচে পড়তে লাগল। ঐ পানি দিয়ে উপস্থিত সকলেই অজু করে নিলেন। কাতাদাহ (র.) বলেন- আমি আনাস (রা.) কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের লোক সংখ্যা কত ছিল? তিনি বললেন, আমরা তিনশ' বা তিনশ' এর কাছাকাছি ছিলাম।[৩৫০]

৩১৬. দুই মশক পানি চল্লিশ জনে পান করা :

হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত, খায়বারের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে তারা রাসূল ﷺ'র সাথে ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ আমাকে অগ্রগামী দলের সাথে পাঠিয়ে দেন এবং আমরা ভীষণ তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লাম। এমতাবস্থায় আমরা পথ চলছি। হঠাৎ এক উষ্ট্রারোহিনী মহিলা আমাদের নযরে পড়ল। সে পানি ভর্তি দু'টি মশকের মধ্যখানে পা ঝুলিয়ে বসেছিল। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম, পানি কোথায়? সে বলল, আশেপাশে কোথাও পানি নেই। আমরা বললাম, তোমার ও পানির স্থানের মধ্যে দূরত্ব কতটুকু? সে বলল, একদিন ও একরাতের দূরত্ব। আমরা তাকে বললাম, রাসূলুল্লাহর নিকট চল। সে বলল, রাসূলুল্লাহ কে? আমরা তাকে বাধ্য করে নবীর খেদমতে নিয়ে গেলাম। সে নবীর খেদমতে এসেও ঐ জাতীয় কথাবার্তাই বলল যা সে আমাদের সঙ্গে বলেছিল। তবে সে তাঁর নিকট বলল, সে কয়েকজন ইয়াতীম সন্তানের মাতা।

নবী ﷺ তার মশক দু'টি নামিয়ে ফেলতে আদেশ করলেন। অতঃপর তিনি দু'টির মুখে হাত মোবারক বুলালেন। আমরা তৃষ্ণাকাতর চল্লিশজন মানুষ পানি পান করে পিপাসা নিবারণ করলাম। তারপর আমাদের সকল মশক, বাসনপত্র পানি ভর্তি করে নিলাম। তবে উটগুলোকে পানি পান করান হয় নাই, এত সবের পরও মহিলার মশক দু'টি এত পানি ভর্তি ছিল যে, তা ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল।[৩৫১]

৩১৭. হাত মোবারক থেকে ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়া :

হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুদায়বিয়ায় অবস্থানকালে একদিন সাহাবায়ে কেরাম পীপাসায় কাতর হয়ে পড়লেন। নবী করিম (স.)'র

[৩৫০]. ইমাম বুখারী, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র.) (২৫৬হি.), সহীহ বুখারী শরীফ, আরবী, ইউপি, ইন্ডিয়া, পৃ:৫০৪, হাদিস নং ৩৩১৯

[৩৫১]. ইমাম বুখারী, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র.) (২৫৬হি.), সহীহ বুখারী শরীফ, আরবী, ইউপি, ইন্ডিয়া, পৃ:৫০৪, হাদিস নং ৩৩১৮

সম্মুখে একটি (চামড়ার) পাত্রে অল্প পানি ছিল। তিনি অজু করলেন। তাঁর নিকট প্রচুর পানি আছে মনে করে সকলে ঐ দিকে ভীড় করতে লাগলেন। নবী করিম ﷺ বললেন, তোমাদের কি হয়েছে? তাঁরা বললেন, আপনার সম্মুখস্থ পাত্রের সামান্য পানি ব্যতীত অজু ও পান করার মত পানি আমাদের নিকট নেই।

নবী করিম ﷺ যখন ঐ পাত্রে হাত মোবারক রাখলেন তখনই তাঁর হাত উপচিয়ে ঝর্ণা ধারার ন্যায় দ্রুতগতিতে পানি বের হতে লাগলো। আমরা সকলেই এই পানি থেকে পান করলাম ও অজু করলাম। বর্ণনাকারী সালিম বলেন, আমি জাবির (রা.)কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কতজন ছিলেন? তিনি বললেন, আমরা যদি একলক্ষও হতাম তবুও আমাদের জন্য পানি যথেষ্ট হত। তবে আমরা ছিলাম মাত্র পনেরশ।[৩৫২]

৩১৮. অল্প বয়স্ক ছাগল বাচ্চার স্তনে দুধ :

তায়ালুসী, ইবনে সা'দ, ইবনে আবি শায়বা, বায়হাকী ও আবু নঈম (র.) হযরত ইবনে মসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক ছিলাম এবং মক্কা মুকাররমায় উকযা ইবনে আবি মুয়ীতের ছাগল চড়াতাম। রাসূল ﷺ ও আবু বকর মুশরিকদের থেকে (হিজরতের সময়) গোপনে আমার কাছে আসলেন। উভয় হযরত আমাকে বললেন, হে বালক! তোমার কাছে কি পান করার মত দুধ আছে? আমি বললাম, আমি আমানতদার। তারপর তাঁরা বললেন, তোমার কাছে কি এমন ছাগলের বাচ্চা আছে? যার সাথে আদৌ কোন পুরুষ ছাগলের মিলন হয়নি। আমি বললাম, হ্যাঁ, আছে। আমি এ ধরণের ছাগল ধরে তাঁদের কাছে নিয়ে গেলাম। হযরত আবু বকর (রা.) ওটাকে বাঁধলেন আর নবী করিম ﷺ ছাগলের স্তন ধরলেন এবং কিছু দোয়া পড়ে স্তন মালিশ করলেন। সাথে সাথে ছাগলের স্তন দুধে পূর্ণ হয়ে গেল।

হযরত আবু বকর (রা.) পাথরের একটি পেয়ালা দিলেন রাসূল ﷺকে। তিনি দুধ দোহন করে ঐ পেয়ালাতে নিলেন আর নিজে ও আবু বকর (রা.) দুধ পান করলেন আমাকেও পান করালেন। অতঃপর তিনি ছাগলের স্তনকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে স্তন শুকিয়ে যাও। সাথে সাথে স্তন শুকিয়ে পূর্বের ন্যায় হয়ে গেল।[৩৫৩]

যেহেতু উক্ত ছাগল স্তনে দুধ রাসূল ﷺ'র হাত মোবারক ও দোয়ার বরকতে এসেছিল সেহেতু দুধপান করা বৈধ হয়েছিল।- সংকলক

৩১৯. দূর্বল ও অসুস্থ ছাগল থেকে প্রচুর দুধ দোহন করা :

ইমাম বগভী, ইবনে শাহীন, ইবনে সাকন, ইবনে মুনদাহ, তাবরানী, হাকেম, বায়হাকী ও আবু নঈম (র.) হুবাইশ ইবনে খালেদ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ, আবু বকর ও তাঁর গোলাম ফুহাইরা এবং তাদের পথ প্রদর্শক আব্দুল্লাহ ইবনে আরকীত মক্কা থেকে মদীনা হিযরতের সময় উম্মে মা'বাদের দুই তাঁবুর পাশ দিয়ে গমণ করছিলেন। উম্মে মা'বাদ

[৩৫২]. ইমাম বুখারী, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র.) (২৫৬হি.), সহীহ বুখারী শরীফ, আরবী, ইউপি, ইন্ডিয়া, পৃ:৫০৫, হাদিস নং ৩৩২৩

[৩৫৩]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:৪৪১

ছিলেন বয়স্ক ও অত্যন্ত বিচক্ষণ। তিনি তাঁবুর বাইরে চাদর মুড়িয়ে বসে থাকতেন আর পথিককে পানাহার করাতেন। তারা তার কাছ থেকে মাংস ও খেজুর কিনতে চাইলেন কিন্তু কিছুই পেলেন না। অতঃপর রাসূল ﷺ তাঁবুর এক পাশে একটি ছাগল দেখে জিজ্ঞেস করেন- হে উম্মে মা'বাদ! এটা কি রকম ছাগল? উম্মে মা'বাদ উত্তর দিলেন, ছাগলটি রোগে দূর্বল হওয়ায় অন্যান্য ছাগলের সাথে চারণভূমিতে যেতে অক্ষম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটাতে দুধ পাওয়া যাবে? উম্মে মা'বাদ উত্তর দিলেন, ছাগলটি খুবই অসুস্থ। তিনি বললেন, তুমি আমাকে এটা থেকে দুধ দোহন করতে অনুমতি দেবে? উত্তরে উম্মে মা'বাদ বললেন, আপনি যদি দুধ পাবেন বলে মনে করেন তবে দোহন করুন।

রাসূল ﷺ দুর্বল ও অসুস্থ ছাগলটি আনালেন এবং স্তনে স্বীয় হাত মোবারক মালিশ করলেন আর আল্লাহর নাম নিয়ে উম্মে মা'বাদের জন্য এবং তার ছাগলের জন্য দোয়া করেন। সাথে সাথে ছাগল দুধ দোহনের জন্য পা ফাঁক করে দিয়ে স্তনে দুধ ভর্তি করে দিল। তিনি দশজনের জন্য যথেষ্ট হয় এমন এক বড় পাত্র সংগ্রহ করে তাতে দুধ দোহন করেন এবং পাত্র উপচে পড়ার উপক্রম হল। তারপর প্রথমে উম্মে মা'বাদকে তারপর স্বীয় সাথীদেরকে পরিতৃপ্ত করে পান করালেন। সবশেষে তিনি নিজে দুধ পান করেন। এভাবে সবাই দ্বিতীয়বার দুধ পান করেন। এরপর তিনি পাত্রে দ্বিতীয়বার দুধ দোহন করেন। এবারও দুধে পাত্র পূর্ণ হয়ে যায়। এই দুধ উম্মে মা'বাদকে দিয়ে তার থেকে বাইয়াত গ্রহণ করে চলে যান।

এর কিছুক্ষণ পর উম্মে মা'বাদের স্বামী আবু মা'বাদ জঙ্গল থেকে দুর্বল ছাগলগুলো নিয়ে এসেছেন। তিনি দুধ দেখে অবাক হয়ে বললেন, তোমার কাছে দুধ কোথা হতে আসল? অথচ ছাগল চারণভূমি থেকে দূরে ঘরে অবস্থান করতেছে। তখন উম্মে মা'বাদ বললেন, খোদার কসম, আমাদের পাশ দিয়ে এমন বরকতময় ব্যক্তির গমণ হয়েছে যার অবস্থা এরূপ এরূপ। তিনি তার স্বামীকে রাসূল ﷺএর পরিচয় ও গুণাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করেন।[৩৫৪]

ইবনে সা'দ ও আবু নঈম (র.) ওয়াকেদীর সূত্রে বর্ণনা করেন, উম্মে মা'বাদ বর্ণনা করেন, যে ছাগলটির স্তনে নবী করিম (স.) হাত মোবারক মালিশ করে দুধ দোহন করেছিলেন ঐ ছাগলটি আমাদের কাছে হযরত ওমর ফারুক (রা.)'র যামানা পর্যন্ত ছিল। সকাল-সন্ধ্যা আমরা ওটা থেকে দুধ দোহন করতাম অথচ অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষের কারণে ঘাস বা ছাগলের খাবার যোগ্য কিছুই ছিলনা।[৩৫৫]

৩২০. চেহারা হল পুর্ণিমার চাঁদের ন্যায় :

ইমাম বুখারী (তারীখ গ্রন্থে) ইমাম বগভী ও ইবনে মুনদাহ (আস সাহাবাহ) নামক গ্রন্থে সায়্যেদ ইবনে আলা ইবনে বিশর থেকে, তিনি তার পিতা, তিনি তার দাদা বিশর ইবনে মুয়াবিয়া থেকে বর্ণনা করেন, তিনি তার পিতা মুয়াবিয়া ইবনে সওর (রা.) এর সাথে নবী করিম ﷺ'র দরবারে আগমন করেন। তিনি তার মাথায় হাত মেবারক মাসেহ করে দেন

[৩৫৪]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:১ম, পৃ:৩০৯
[৩৫৫]. প্রাগুক্তি, পৃ:৩১১

এবং তার জন্য দোয়া করেন। রাসূল ﷺ'র মাসেহের ফলে তার চেহারা পুর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জল ছিল এবং তিনি যাকে হাত বুলিয়ে দিতেন সেও রোগ ও দোষ মুক্ত হয়ে যেতো।[৩৫৬]

৩২১. স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি :

হযরত আবু হোরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ আমি আপনার কাছ থেকে বহু হাদিস শুনি কিন্তু ভুলে যাই। তিনি বললেন তোমার চাদর খুলে ধর। আমি তা খুলে ধরলাম। তিনি দু'হাত অঞ্জলী করে তাতে কিছু ঢেলে দেওয়ার মত করে বললেন, এটা তোমার বুকের সাথে লাগিয়ে ধর। আমি তা বুকের সাথে লাগালাম। এরপর থেকে আমি কিছুই ভুলিনি।[৩৫৭]

৩২২. সাপের বিষ নিষ্ক্রিয় হওয়া :

হিজরতের সময় রাসূল ﷺ যখন হযরত আবু বকর (রা.) সহ সওর পর্বতের গুহায় পৌঁছেন তখন হযরত আবু বকর (রা.) গুহার ভিতরে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন, যাতে ভিতরে কোন কষ্টদায়ক বস্তু থাকলে তা থেকে তাঁকে নিরাপদে রাখা যায়। গর্তে প্রবেশ করে তিনি যে কয়টি ছিদ্র দেখলেন সব কয়টিকে আঙ্গুল দিয়ে চিপে বন্ধ করে দিলেন। তবে একটি ছিদ্র বড় ছিল বলে তিনি এর মুখে নিজের পায়ের মুড়ি দিয়ে চেপে রেখে মুখ বন্ধ করে দেন। অপর বর্ণনায় আছে যে, তিনি স্বীয় চাদর ছিড়ে ছোট ছিদ্রের মুখ বন্ধ করেছিলেন। যখন কাপড় শেষ হয়ে গেল তখন তিনি বড় ছিদ্রে স্বীয় পা রেখে দিলেন। তখন তিনি নবী করিম ﷺকে আরজ করলেন- আমি স্থান নিরাপদ করেছি এখন আসতে পারবেন।

রাসূল ﷺ গুহায় অবতরণ করলেন এবং একটু বিশ্রাম নিলেন। এদিকে হযরত আবু বকর (রা.) সাপের বিষের যন্ত্রণায় ছটপট করতেছিলেন। সকাল হলে তিনি আবু বকর (রা.)'র পা ফুলা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু বকর! তোমার পায়ে কি হয়েছে? তিনি আরজ করলেন, হুযূর! সাপে কেটেছে। রাসূল ﷺ এরশাদ করলেন, আমাকে বলনি কেন? তিনি আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার ঘুমের ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে আমার মনে সায় দেয়নি। তখন রাসূল ﷺস্বীয় হাত মোবারক হযরত আবু বকর (রা.)'র পায়ের দংশন স্থানে বুলিয়ে দেন। সাথে সাথে সাপের বিষ ও ফুলা অদৃশ্য হয়ে গেল।[৩৫৮]

৩২৩. ভাঙ্গা পা সুস্থ হওয়া :

হিজরতের চতুর্থ বছর নবী করিম ﷺ পাঁচজন ব্যক্তিকে খায়বর পাঠিয়েছিলেন সালাম ইবনে আবিত তাহকীককে হত্যা করার জন্য। এদের মধ্যে হযরত আবু কাতাদাহ (রা.)ও ছিলেন। তারা রাতের বেলায় তার ঘরে প্রবেশ করে তাকে হত্যা করে বাইরে চলে আসল। আবু কাতাদাহ তার কামান সেখানে ভুলে ফেলে এসেছিল। সে পুনরায় গিয়ে ভিতর থেকে কামান নিয়ে আসল। তবে তার পায়ে প্রচণ্ড আঘাত লাগল। কেউ কেউ বলেন, তার পা

[৩৫৬]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:৪৭
[৩৫৭]. ইমাম বুখারী, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র.) (২৫৬হি.), সহীহ বুখারী শরীফ, আরবী, ইউপি, ইন্ডিয়া, পৃ:২২
[৩৫৮]. আব্দুর রহমান জামী (র.) (৮৯৮হি.), শাওয়াহেদুন নবুয়ত, উর্দু, বেরেলী, পৃ:১১৪

ভেঙ্গে গিয়েছিল। সে পাগড়ী দিয়ে পা বেঁধে সঙ্গীদের কাছে চলে আসল। তারা তাকে পালা করে করে বহন করে নবী করিম ﷺ'র দরবারে নিয়ে আসল। তিনি তাঁর হাত মোবারক তার পায়ে বুলিয়ে দিলেন সাথে সাথে সে সুস্থ হয়ে গেল।[৩৫৯]

৩২৪. শয়তানের প্রতারণা থেকে মুক্তিলাভ :

ইমাম আবু নঈম (র.) হযরত ওসমান ইবনে আবুল আস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ যখন আমাকে তায়েফ প্রেরণ করেন তখন আমার নামাযে ত্রুটি হতে লাগল। আমি নামাযে কি পড়ি তা আমার বোধগম্য হচ্ছে না। আমি নবী করিম ﷺ'র কাছে এসে তাঁকে এ ব্যাপারে অবহিত করলে তিনি বলেন, ওটা শয়তান। অর্থাৎ শয়তান তোমার নামাযে এরূপ করতেছে। তুমি আমার কাছে এসো। আমি তাঁর কাছে গেলে তিনি বললেন, মুখ খুল। তিনি আমার বক্ষে হাত মোবারক মেরে আমার মুখে লালা মোবারক দিয়ে বললেন, اخرج عدوالله "বেরিয়ে যা, আল্লাহর শত্রু।" তিনি তিনবার এরূপ করে আমাকে বললেন, তুমি তোমার ন্যায় আমল করতে থাক। এরপর থেকে শয়তান আমাকে আর ওয়াসওয়াসা দিতে পারে নি।[৩৬০]

৩২৫. স্মরণ শক্তি প্রখর হওয়া :

ইমাম বায়হাকী ও আবু নঈম (র.) হযরত ওসমান ইবনে আবুল আস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺকে আমার স্মরণ শক্তি হ্রাস পাওয়া সম্পর্কে অবহিত করে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি পবিত্র কুরআন মুখস্থ করতে পারছি না। তিনি বললেন, এটা 'খানযাব' নামক শয়তানের কাজ। হে ওসমান! আমার কাছে এসো। তারপর তিনি তাঁর হাত মোবারক আমার বক্ষে রাখেন যার শীতল প্রভাব আমার দু'কাঁধের মধ্যখানে অনুভব করেছি। অতঃপর তিনি বললেন, اخرج يا شيطان من صدر عثمان "হে শয়তান! ওসমানের বক্ষ থেকে বেরিয়ে যা।" এরপর থেকে আমার স্মরণ শক্তি এত প্রখর হল যে, যখন যা শুনতাম তা মুখস্ত করে ফেলতাম।[৩৬১]

৩২৬. চেহারা আলোকিত হওয়া :

হযরত ইবনে সা'দ বলেন, যিয়াদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মালেক (রা.) নবী করিম ﷺ'র দরবারে প্রতিনিধি হয়ে আসেন। রাসূল ﷺ তার জন্য দোয়া করেন এবং হাত মোবারক তার মাথায় বুলিয়ে নাক পর্যন্ত এনেছেন। বনু হেলাল (হেলাল গোত্রের লোকেরা) বলত যে, যিয়াদের চেহারায় সর্বদা বরকতের চিহ্ন পরিস্ফুটিত হত।

জনৈক কবি আলী ইবনে যিয়াদের প্রসংশায় নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেন-

يا ابن الذى مسح الرسول برأسه + وعاء له بالخير عند المسحد

اعنى زيادًا لا اريد سواه + من غائر او منهم او منجد

[৩৫৯]. আব্দুর রহমান জামী (র.) (৮৯৮হি.), শাওয়াহেদুন নবুয়ত, উর্দু, বেরেলী, পৃ:১৩৯
[৩৬০]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড ২য়, পৃ. ২৪
[৩৬১]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:২৪৭

ما زال ذاك النور فى عرنينه + حتى تبوأبيته فى ملحد

"হে ঐ ব্যক্তির সন্তান! যার মাথায় রাসূল ﷺ হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন এবং মসজিদে তার জন্য দোয়া করেছিলেন। এর দ্বারা আমার উদ্দেশ্য হল যিয়াদ, অন্য কেউ নয়। রাসূল ﷺ'র হাত মোবারকের নূর যিয়াদের নাকের মধ্যে মৃত্যু পর্যন্ত পরিস্ফুটিত হয়েছিল।"[৩৬২]

৩২৭. ঘোড়া থেকে পড়ে না যাওয়া :

আবু নঈম (র.) হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি ঘোড়ায় শক্তভাবে বসতে পারতাম না। রাসূল ﷺকে এ ব্যাপারে বললে তিনি স্বীয় হাত মোবারক আমার বক্ষে মেরে আমার জন্য এই দোয়া করেন- اللهم ثبته واجعله هاديًا "হে আল্লাহ! তাকে মজবুত করে দাও এবং পথ প্রদর্শক বানিয়ে দাও।" সে বলল, এরপর থেকে আমি আর ঘোড়া থেকে পড়ে যাইনি।[৩৬৩]

৩২৮. কূপের পানি উপচে পড়া :

রাসূল ﷺ তাবুকে পৌঁছার পূর্বেই সাহাবায়ে কিরামকে বলছিলেন, তোমরা আগামীকাল সকালে তাবুকে পৌঁছে যাবে তবে একটি কথা মনে রেখ, যতক্ষণ আমি না আসবো ততক্ষণ তোমরা সেখানকার পানি স্পর্শ করবে না। তারা পুরোদল সেখানে পৌঁছে দেখে কূপে পানি খুবই কম। রাসূল ﷺ'র কথা মতে কেউ পানিতে হাত দেয়নি। তিনি সেখানে তাশরীফ আনলে তিনি ঐ কূপের পানি দিয়ে হাত ধুইলে কূপের পানি পূর্ণ হয়ে উপচে পড়তে লাগল। সকল মুসলমানগণ প্রয়োজন অনুসারে পানি পাত্রে ভরে নিল। তিনি হযরত মুয়ায (রা.)কে বললেন, তোমার বয়স এত দীর্ঘায়ূ হবে যে, এই কূপের পানি দিয়ে এই এলাকার বাগান সমূহে সেচ দিতে দেখবে।[৩৬৪]

৩২৯. ঝুলে পড়া চোখের পুতলি স্বস্থানে স্থাপন :

হযরত ইবনে আদী, আবু ইয়ালা ও বায়হাকী (র.) আসেম ইবনে ওমর ইবনে কাতাদাহ থেকে তিনি তার দাদা কাতাদাহ ইবনে নোমান (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, বদর যুদ্ধের দিন তার চোখে আঘাত লাগল। ফলে চোখের পুতলি বের হয়ে চোয়ালে ঝুলে পড়ল। লোকেরা তা টেনে ফেলে দিতে উদ্যত হল এবং এ ব্যাপারে রাসূল ﷺ'র কাছে জিজ্ঞেস করল তারা। তিনি বললেন, না, তোমরা এরূপ করো না। তিনি কাতাদাহকে ডাকলেন এবং স্বীয় হাত মোবারক দিয়ে স্বস্থানে টিপ দিয়ে লাগিয়ে দিলেন। চোখটি এমনভাবে লেগে গেল যে, যেন চোখে কোন আঘাতই লাগেনি। অন্য বর্ণনায় আছে- কাতাদাহ (রা.)'র দু'চোখের মধ্যে ঐ চোখটিই বেশী ভাল ও সুস্থ ছিল।[৩৬৫]

[৩৬২]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:৩৩
[৩৬৩]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:৩৪
[৩৬৪]. আব্দুর রহমান জামী (র.) (৮৯৮হি.), শাওয়াহেদুন নবুয়ত, উর্দু, বেরেলী, পৃ:১৭১
[৩৬৫]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:১ম, পৃ:৩৩৭

৩৩০. লাকড়ি হল তলোয়ার :

ইমাম ওয়াকেদী, উমর ইবনে উসমান হাজাবী (র.) থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে তিনি তাঁর ফুফু থেকে বর্ণনা করেন, উক্কাশাহ ইবনে মিহসান (রা.) বলেন, বদর যুদ্ধের দিন আমার তলোয়ার ভেঙ্গে গিয়েছিল। রাসূল ﷺ আমাকে একটি লাকড়ি তথা গাছের ঢাল দান করলেন। দেখলাম ওটা একটা লম্বা সাদা ধবধবে তরবারী। আমি ওটা দিয়ে যুদ্ধ করলাম। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা মুশরিকদের পরাজিত করলেন। ঐ তরবারী তার মৃত্যু পর্যন্ত তার কাছেই ছিল। হাদিসখানা ইমাম বায়হাকী ও ইবনে আসাকেরও বর্ণনা করেন।[৩৬৬]

৩৩১. গাছের ঢাল হল তরবারী :

হযরত ওয়াকেদী ও বায়হাকী (র.) হযরত উসামা ইবনে যায়েদ লাইসী (রা.) এবং বনী আসহাল গোত্রের অনেক লোক থেকে বর্ণনা করেন, বদর যুদ্ধের দিন সালমা ইবনে আসলাম ইবনে হারীস (রা.)'র তলোয়ার ভেঙ্গে গেলে তিনি নিরস্ত্র হয়ে গেলেন। রাসূল ﷺ 'ইবনে তাব' নামক গাছের ঢাল যা তাঁর হাত মোবারকে ছিল তা সালমাকে দিয়ে বললেন, এটা দিয়ে আঘাত কর। সাথে সাথে ঐ গাছের ঢাল তীক্ষ্ণ তরবারীতে রুপান্তরিত হয়ে গেল। (যা দিয়ে তিনি যুদ্ধ করেন) এই তরবারী জাসরে আবি উবাইদ-এ শাহাদত বরণ করা পর্যন্ত তার সাথে ছিল।[৩৬৭]

৩৩২. খেজুর বৃক্ষের শাখা হল তরবারী :

ইমাম আব্দুর রাজ্জাক (র.) সাঈদ ইবনে আব্দুর রহমান থেকে তিনি তাঁর মাশায়েখগণ থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা.) উহুদ যুদ্ধের দিন নবী করিম ﷺ'র নিকট আসেন। তাঁর তরবারী নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। হুযূর ﷺ তাকে খেজুর বৃক্ষের একটি শাখা দিলেন। ঐ শাখাটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশের হাতে গিয়ে তরবারী হয়ে গেল। হাদিসখানা ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করেন।[৩৬৮]

৩৩৩. মাথার চুল কালো থাকা :

ইমাম বুখারী (র.) (তারীখ গ্রন্থে) আবু সুফিয়ান ফাযারী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আমার আযাদকৃত গোলামদের নিয়ে নবী করিম ﷺ'র দরবারে এসে মুসলমান হলাম। তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। বর্ণনাকারীগণ বলেন, নবী করিম ﷺ তার মাথার যতটুকু স্থানে হাত রেখেছেন ততটুকু চুল কালো ছিল আর অবশিষ্ট চুল সাদা ছিল।[৩৬৯]

৩৩৪. মাথার চুল সাদা না হওয়া :

ইবনে সা'দ (র.) সায়েব ইবনে ইয়াযিদের মাওলা (আযাদ কৃত গোলাম) হযরত আতা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিন বলেন, সায়েব'র মাথার তালু থেকে কপাল পর্যন্ত চুল কালো

৩৬৬. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:১ম, পৃ:৩৩৮
৩৬৭. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:১ম, পৃ:৩৩৮
৩৬৮. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:১ম, পৃ:৩৫৯
৩৬৯. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:১৩৮ ও ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০হি.), হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, উর্দু, গুজরাট, খণ্ড:১ম, পৃ:৬৯৯

ছিল আর মাথার বাকী অংশের চুল ছিল সাদা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আমার মাওলা! আপনার ন্যায় এই আশ্চর্যজনক চুল আমি আর কারো দেখিনি। তিনি বললেন, হে প্রিয় বৎস! তুমি জাননা এর কারণ কি। আমি একদা ছোটকালে অন্যান্য বাচ্চাদের সাথে খেলতেছিলাম। রাসূল ﷺ সেদিক দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। তিনি আমার নাম জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, আমার নাম সায়েব ইবনে ইয়াযিদ। তখন তিনি তাঁর হাত মোবারক আমার মাথায় বুলিয়ে দেন এবং এই দোয়া করেন, بارك الله فيه অতএব এই চুল কখনো সাদা হবে না।[৩৭০]

৩৩৫. চুল-দাঁড়ি সাদা না হওয়া :

ইমাম বুখারী (তারীখ গ্রন্থে) ও ইমাম বায়হাকী (র.) ইউনুচ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আনাস (রা.) থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেন, রাসূল ﷺ যখন মদীনা মুনাওয়ারায় আগমন করেন তখন আমি দু'সপ্তাহের শিশু ছিলাম। আমাকে তাঁর কাছে আনা হলে তিনি তাঁর হাত মোবারক আমার মাথায় রেখে আমার জন্য বরকতের দোয়া করে বলেন, আমার নামে এর নাম রাখ তবে আমার উপনাম রেখোনা। তিনি বিদায় হজ্বে যখন এসেছিলেন তখন আমার বয়স হয়েছিল দশ বছর।

হযরত ইউনুচ (র.) বলেন, আমার পিতা এত বয়স পেয়েছিলেন যে, তার সব মাথার চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল তবে যে স্থানে রাসূল ﷺ হাত মোবারক রেখেছিলেন সে স্থানে তার চুল-দাঁড়ি সাদা হয়নি।[৩৭১]

৩৩৬. চেহারা সতেজ থাকা :

ইমাম তিরমিযি (র.) ও ইমাম বায়হাকী (র.) হযরত আবু যায়েদ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ আমার মাথা ও দাঁড়িতে স্বীয় হাত মোবারক বুলিয়ে এই দোয়া করেন, اللهم جمله। "হে আল্লাহ! তাকে সুন্দর রাখুন।" বর্ণনাকারী বলেন, তার বয়স একশত নয় বছর হয়েছে কিন্তু তার দাঁড়ি মোটেও সাদা হয়নি। তার চেহারা আমৃত্যু তরু-তাজা ছিল।[৩৭২]

৩৩৭. হাত মোবারকের স্পর্শে রোগ মুক্তি :

ইমাম আহমদ, ইমাম বুখারী (তারীখ গ্রন্থে), তাবরানী ও বায়হাকী (র.) হযরত হানযালা ইবনে হুযাইম (র.) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম (স.) তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন এবং তার জন্য দোয়া করে বললেন, بورك فيك "তোমার মধ্যে বরকত হোক।" যিয়াল বলেন, আমি দেখেছি যে, হানাযালার কাছে এমন রুগ্ন বকরী আনা হত যেগুলোর স্তন ফুলে যেতো এবং ফুঁলা রোগে আক্রান্ত অনেক উট ও মানুষ আনা হত। তিনি স্বীয় হাতে থু

৩৭০. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:১৩৮ ও ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০হি.), হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, উর্দু, গুজরাট, খণ্ড:১ম, পৃ:৬৯৯
৩৭১. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:১৩৮ ও ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০হি.), হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, উর্দু, গুজরাট, খণ্ড:১ম, পৃ:৭০০
৩৭২. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:১৩৮

থু নিয়ে ঐ রুগ্ন বকরী, উট ও মানুষের ফুলাস্থানে মালিশ করতেন আর বলতেন- بسم الله على اثريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ফলে ফুলা ও ব্যাথা নিমিষেই চলে যেতো।[৩৭৩]

ইমাম বুখারী (র.) (তারীখ গ্রন্থে) ও বগভী ইবনে মুনদাহ থেকে, আবু নঈম (র.) (দালায়েল গ্রন্থে) হযরত বিশর ইবনে মুয়াবিয়া থেকে বর্ণনা করেন, তিনি তার পিতার সাথে রাসূল ﷺ'র নিকট আসলে তিনি তার চেহারা ও মাথায় হাত বুলিয়ে দেন এবং তার জন্য দোয়া করেন। বিশরের চেহারায় তাঁর হাত মোবারকের প্রভাবে এমন শুভ্র চিহ্ন পরিস্ফুটিত হতো যেন ঘোড়ার কপালের শুভ্র চিহ্ন। আর যে কোন রুগ্ন ব্যক্তি বা বস্তুর উপর হাত রাখলে সাথে সাথে সুস্থ হয়ে যেতো।[৩৭৪]

৩৩৮. হাতের স্পর্শে শ্রেষ্ঠ সুগন্ধি লাভ :

ইমাম তাবরানী (র.) উত্তম সনদে ও ইমাম বায়হাকী উতবা ইবনে ফারকাদ (রা.) এর স্ত্রী উম্মে আসেম (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, উতবা'র নিকট আমরা চার জন স্ত্রী ছিলাম। আমরা প্রত্যেকেই ভাল মানের সুগন্ধি ব্যবহার করতাম এবং আমাদের প্রত্যেকেই চাইতো যে, অপরের চেয়ে তার সুগন্ধিই উত্তম হোক। অর্থাৎ উত্তম সুগন্ধি ব্যবহারে প্রতিযোগিতা করতাম। অথচ উতবা সুগন্ধি স্পর্শও করতোনা কিন্তু আমাদের সকলের চেয়ে তার সুগন্ধি ছিল বেশী। যখন তিনি লোক সমাগমে বসতেন তখন সবাই তার সুগন্ধির প্রশংসা করতো।

আমরা তার এই সুগন্ধির কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, রাসূল ﷺ'র যামানায় আমার শরীরে এক প্রকারের রোগ হয়েছিল। এই রোগের অভিযোগ নিয়ে আমি তাঁর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে জামা খুলতে বললে আমি জামা খুলে খালি গায়ে তাঁর সামনে বসলাম। তিনি তাঁর হাত মোবারকে ফুঁক দিয়ে হাত আমার পেট ও পিঠে মালিশ করেছিলেন। ঐ দিন থেকে এই সুগন্ধি আমার থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছে।[৩৭৫]

৩৩৯. আঙ্গুল মোবারক :

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, নবী করিম ﷺ'র আঙ্গুল মোবারক থেকে পানি প্রবাহিত হওয়া বিষয়ক মু'জিযা বিভিন্ন স্থানে বড় বড় লোক সমাগমে কয়েক দফা প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি আরো বলেন- وردت من طرق كثيرة يفيد مجمو عها للعلم القطعى المستفاد من المتواتر المعنوى "এই সম্পর্কীয় বর্ণনা এত বেশী সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, সবগুলো মিলে ইলমে কাতয়ী তথা অকাট্য জ্ঞানের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে যা মুতাওয়াতিরে মা'নভী সমতুল্য।"

ওলামায়ে কেরামগণ এরশাদ করেন, এ ধরণের মু'জিযা নবী করিম ﷺ ছাড়া অন্য কোন নবী থেকে পাওয়া যায়নি। কেননা নবী করিম ﷺ'র আঙ্গুল মোবারক ছিল হাড্ডি, গোশত, রক্ত ও চামড়ার সমন্বয়ে আর তা হতেই পানি প্রবাহিত হয়েছিল।

---

৩৭৩. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:১৪০
৩৭৪. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:১৪০
৩৭৫. ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০হি.), হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, উর্দু, গুজরাট, খণ্ড ২য়, পৃ. ২৬৩

ইমাম ইবনে আব্দুল বার (র.) ইমাম মযনী (র.) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ'র আঙ্গুল মোবারক থেকে পানি প্রবাহিত হওয়া হযরত মুসা (আ.)'র লাঠি মোবারকের আঘাতে পাথর ফেটে পানি প্রবাহিত হওয়া থেকে অধিক আশ্চর্যজনক। কেননা পাথর থেকে পানি প্রবাহিত হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার পক্ষান্তরে গোশত ও রক্ত থেকে পানি বের হওয়া স্বভাব-বিরোধী ও অতি আশ্চর্য ব্যাপার।[৩৭৬]

৩৪০. চার আঙ্গুল মোবারক থেকে পানি প্রবাহিত হওয়া :

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ কোবায় তাশরীফ নিলে সেখানকার কোন এক ঘর থেকে পানির ছোট একটি পেয়ালা পেশ করা হল যার মধ্যে তিনি হাত প্রবেশ করতে চাইলেন। কিন্তু ছোট হওয়ার কারণে প্রবেশ করাতে পারেন নি। তারপর তিনি তাঁর চারটি আঙ্গুল প্রবেশ করালেন তবে বৃদ্ধাঙ্গুল পেয়ালার বাইরে ছিল। তারপর সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা সকলে এসে পানি পান করে যাও।

হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমি নিজের কপালের চোখে দেখেছি যে, তাঁর আঙ্গুল মোবারক থেকে পানি প্রবাহিত হতে লাগল আর লোকেরা দলে দলে পানি পান করে যাচ্ছে। এভাবে সকলেই পরিতৃপ্ত হয়ে পানি পান করেছিল।[৩৭৭]

৩৪১. আঙ্গুল মোবারক পানির ঝর্ণা :

ইমাম আহমদ, বায়হাকী, বায্যার, তাবরানী ও আবু নঈম (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, একদা সৈন্য দলে কারো কাছে পানি ছিল না। রাসূল ﷺ'র খেদমতে এক ব্যক্তি এসে আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পুরো দলে কারো কাছে পানি নেই। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কি পানি আছে? সে বলল, হ্যাঁ, সামান্য পানি আছে মাত্র। তিনি বললেন, তা নিয়ে এসো। লোকটি বাটিতে করে সামান্য পানি আনলে তিনি বাটির মুখে আঙ্গুল মোবারক রেখে প্রশস্ত করলেন। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আমি সেই পানির ঝর্ণা অবলোকন করেছি যা তাঁর আঙ্গুল মোবারক থেকে উপচে পড়তেছে। রাসূল ﷺ হযরত বেলাল (রা.) কে আদেশ দিলেন যে, লোকদেরকে আহ্বান কর যেন তারা অজু'র জন্য এই বরকত মন্ডিত পানি নিয়ে যায়।[৩৭৮]

৩৪২. কূপের পানি বৃদ্ধি :

হযরত যিয়াদ ইবনে হারেস ছাদায়ী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা এক সফরে নবী করিম ﷺ'র সাথে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, তোমাদের কাছে পানি আছে? আমি বললাম, সামান্য পানি আছে যা শুধু আপনাকেই হবে। তিনি বললেন, সেই সামান্য পানি কোন পাত্রে ঢেলে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি পাত্র করে পানি নিয়ে আসলে তিনি হাত মোবারক পানির পাত্রে রাখেন। আমি দেখলাম তাঁর প্রত্যেক দুই আঙ্গুলের মধ্য হতে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হতে লাগল। তিনি বলেন, যদি আমার প্রভূকে

---

৩৭৬. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২, পৃ:১৪১
৩৭৭. ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০হি.), হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, উর্দু, গুজরাট, খণ্ড:২য়, পৃ:২৬৬
৩৭৮. ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০হি.), হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, উর্দু, গুজরাট, খণ্ড:২য়, পৃ:২৬৭

লজ্জা না করতাম তবে সর্বদা আমরা এখান থেকে পানি নিজেরা পান করতাম এবং অন্যদেরকেও পান করাতাম। আমার সাহাবীদের ডেকে আন যাদের পানি প্রয়োজন, তারা যেন প্রয়োজন মতে পানি সংগ্রহ করে রাখে।

যিয়াদ বলেন, আমি আমার সম্প্রদায়ের পক্ষ হতে প্রতিনিধি হিসেবে নবী করিম ﷺ'র দরবারে এসেছিলাম যাতে তাঁর থেকে শিখে গিয়ে আমার কওমকে ইসলামের শিক্ষা দিতে পারি। আমাদের দলের এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের সেখানে একটি কূপ আছে। শীতকালীন এতে পর্যাপ্ত পানি থাকে যা আমাদের জন্য যথেষ্ট হয় কিন্তু গ্রীষ্মকালে পানি অনেক কমে যায়। তখন আমরা আশে-পাশের কূপে গিয়ে প্রয়োজন পূরণ করি। বর্তমানে এটা আমাদের জন্য বড় কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। কেননা, আমরা মুসলমান হয়েছি আমাদের আশে-পাশের সবাই আমাদের শত্রু। সুতরাং আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন আমাদের কূপের পানি সর্বদা সমানভাবে বিদ্যমান থাকে। তখন রাসূল ﷺ সাতটি কংকর হাতে নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে দোয়া করলেন। তারপর বললেন, তোমরা গিয়ে এই কংকর গুলি একটি একটি করে কূপে নিক্ষেপ করবে এবং প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সময় বিসমিল্লাহ বলবে। অতএব এরপর অধিক পানির কারণে ঐ কূপের গভীরতা কতটুকু তা অনুমান করা সম্ভব ছিলনা।[৩৭৯]

৩৪৩. আঙ্গুল মোবারকের নীচ থেকে পানি প্রবাহিত হওয়া :

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺকে দেখলাম, তখন আসরের সালাতের সময় হয়ে গিয়েছিল। আর লোকজন অজু'র পানি তালাশ করতে লাগল কিন্তু পেলনা। তারপর রাসূল ﷺ'র কাছে কিছু পানি আনা হল। তিনি সে পাত্রে তাঁর হাত মোবারক রাখলেন এবং লোকজনকে তা থেকে অজু করতে বললেন। হযরত আনাস (রা.) বলেন, সে সময় আমি দেখলাম তাঁর আঙ্গুল মোবারকের নীচ থেকে পানি উথলে উঠছে। এমনকি তাদের শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত তা দিয়ে অজু করল।[৩৮০]

৩৪৪. আঙ্গুল মোবারকের মাঝখান থেকে পানি প্রবাহিত হওয়া :

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ এক পাত্র পানি চাইলেন। একটি বড় পাত্র তাঁর কাছে আনা হল, তাতে সামান্য পানি ছিল। অতঃপর তিনি তার মধ্যে তাঁর আঙ্গুল মোবারক রাখলেন। হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমি পানির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তাঁর আঙ্গুলের মাঝখান থেকে পানি উথলে উঠতে লাগল। হযরত আনাস (রা.) বলেন, যারা অজু করেছিল, আমি অনুমান করলাম তাদের সংখ্যা ছিল সত্তর থেকে আশিজন।[৩৮১]

৩৪৫. অল্প পানি দিয়ে আশিজনের উযূ :

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার নামাযের সময় উপস্থিত হলে যাঁদের বাড়ী নিকটে ছিল তারা অজু করার জন্য বাড়ী চলে গেলেন। আর কিছু লোক রয়ে গেলেন

৩৭৯. আবু নঈম ইস্পাহানী (র.) (৪৩০হি.), দালায়েলুন নবুয়ত, উর্দু, পৃ:৩৭০
৩৮০. ইমাম বুখারী, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র.) (২৫৬হি.), সহীহ বুখারী শরীফ, আরবী, ইউপি, ইন্ডিয়া, খণ্ড:১ম, পৃ:২৯
৩৮১. ইমাম বুখারী, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র.) (২৫৬হি.), সহীহ বুখারী শরীফ, আরবী, ইউপি, ইন্ডিয়া, পৃ:৩৩

তাঁদের অজুর কোন ব্যবস্থা ছিলনা। তখন রাসূল ﷺ'র জন্য একটি পাথরের পাত্রে করে সামান্য পানি আনা হল। পাত্রটি এত ছোট ছিল যে, এর মধ্যে তাঁর হাতের তালু খুলে দেওয়াও সম্ভব ছিলনা। এই পাত্রে তিনি হাত মোবারক প্রবেশ করালে আঙ্গুল মোবারক থেকে এমনভাবে পানি প্রবাহিত হতে লাগল যা থেকেই কওমের সকল লোক অজু করলেন। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম- আপনারা কতজন ছিলেন? তিনি বললেন, আশিজন বা আরো বেশী।[৩৮২]

৩৪৬. অল্প খাবারে ৭২ জন তৃপ্ত হওয়া :

ইমাম আবু নঈম ও ইবনে আসাকের (র.) হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ যখন যয়নাব বিনতে জাহাশ (রা.)কে বিবাহ করেন তখন আমার মা আমাকে বললেন, হে আনাস! নবী করিম ﷺ শাদী করেছেন এবং সকাল হয়েছে। আমার মনে হয় তাঁর কাছে কোন খাবার নাই। তুমি ঘরে যে খেজুর ও ঘি আছে তা নিয়ে এসো। আমি গিয়ে তা আনলাম। খেজুর গুলো (শুকিয়ে) স্বাদ পর্যন্ত পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল।

আমার মা তা দিয়ে 'হীস' তৈরী করে দিয়ে আমাকে বলেন, এগুলো রাসূল ﷺ ও তাঁর বিবির কাছে নিয়ে যাও। পাথরের একটি পাত্রে করে 'হীস' আমি তাঁর কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি বললেন, এগুলোকে ঘরের এক কোণে রেখে দাও। আর তুমি গিয়ে আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলীসহ অন্যান্য সাহাবাদের ডেকে নিয়ে এসো। আর মসজিদে যারা আছে, রাস্তায় যাদেরকে পাও সবাইকে ডেকে নিয়ে এসো। খাবারের স্বল্পতা ও লোকের আধিক্যতা আমাকে আশ্চর্য করে দিল। অতঃপর আমি সবাইকে ডেকে আনলাম। এত পরিমাণ লোক হল যে, হুজরা ও ঘর সব পূর্ণ হয়ে গেল।

তারপর তিনি বললেন, আনাস! ঐ খাবার নিয়ে এসো। আমি খাবার পাত্রটি নিয়ে আসলাম। এতে তিনি তাঁর তিনটি আঙ্গুল মোবারক প্রবেশ করে দিলে এই খাবার পাত্রে উচুঁ হয়ে বাড়তে লাগল আর লোকেরা তা হতে খেতে লাগল। সবাই খেয়ে অবসর নিলে দেখি পাত্রে ততটুকু খাবার রয়ে গেল যতটুকু প্রথমে ছিল। রাসূল ﷺ বললেন, এই খাবার যয়নবের সামনে রেখে এসো। হযরত সাবিত (রা.) বলেন, আমি হযরত আনাস (রা.)কে জিজ্ঞেস করলাম, এই খাবার কতজনে খেয়েছিলেন? তিনি বললেন, বাহাত্তর জনে।[৩৮৩]

৩৪৭. আল্লাহর পক্ষ থেকে খাবার বৃদ্ধি হওয়া :

ইমাম দারেমী, ইবনে আবি শায়বা, তিরমিযি, হাকেম ও বায়হাকী (র.) সকলেই হাদিসটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন, এবং আবু নঈম (র.) হযরত সামুরা ইবনে যুনদুব (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ'র কাছে খাবারের একটি পেয়ালা আনা হল। সকাল থেকে যোহর পর্যন্ত লোকজন আসতেছে আর খেয়ে যাচ্ছে। একদল খাওয়া শেষ করে দাঁড়ালে আর একদল খেতে বসে। জনৈক ব্যক্তি সামুরা (রা.)'র কাছে জিজ্ঞেস করল, খাবার কি বাড়তেছে? তিনি উত্তরে আকাশের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, ওখান (আল্লাহর পক্ষ) থেকেই খাবার বৃদ্ধি হচ্ছে।[৩৮৪]

৩৮২. ইমাম বুখারী, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র.) (২৫৬হি.), সহীহ বুখারী শরীফ, আরবী, ইউপি, ইন্ডিয়া, পৃ:৩২
৩৮৩. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:১ম, পৃ:৭৭
৩৮৪. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:৭৯

দূরবস্তু দৃশ্যমান হওয়া

৩৪৮. রাসূল ﷺ'র দৃষ্টিশক্তি :

হযরত সওবান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন- ان الله زوى لى الارض فرأيت مشارقها ومغاربها "আল্লাহ তায়ালা আমার জন্য পৃথিবীকে সংকুচিত করে দিয়েছেন। ফলে আমি পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত দেখি।"[৩৮৫]

মুল্লা আলী কারী (র.) (১০১৪হি.) তাঁর মিশকাত শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা গ্রন্থ আল মিরকাত-এ উপরিউক্ত হদিসের ব্যাখ্যায় বলেন,

حاصله انه طوى له الارض وجعلها مجموعة كهيئة كفّ فى مراة نظره-

"মোদ্দা কথা হল, আল্লাহ তায়ালা নবী করিম ﷺ'র জন্য পৃথিবীকে সংকুচিত করে দেন। আর সমগ্র পৃথিবীকে এমনভাবে তাঁর চোখের সামনে এনে দেন যেন হাতের তালু। অর্থাৎ হাতের তালু যেমন চোখের সামনে সম্পূর্ণ দৃশ্যমান অনুরূপ তাঁর চোখের সামনে সমগ্র পৃথিবী দৃশ্যমান।"[৩৮৬]

৩৪৯. মদীনা থেকে সিরিয়ার শাহী মহল দর্শন :

ইমাম বায়হাকী ও আবু নঈম (র. হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। খন্দক খননের সময় একাংশে আমাদের সামনে একটি শক্ত পাথর পড়ে ছিল, যাতে কোদাল অকৃতকার্য হল। অর্থাৎ কোদাল দ্বারা কাটা যাচ্ছে না। এ ব্যাপারে আমরা নবী করিম ﷺকে অবহিত করলাম। তিনি ঐ পাথরটি দেখে একটি কোদাল হাতে নিয়ে বিস্‌মিল্লাহ পড়ে একটি আঘাত করলেন। ফলে পাথরের একতৃতীয়াংশ ভেঙ্গে যায়। তখন তিনি বললেন, আল্লাহু আকবর! আমাকে সিরিয়ার চাবিকাটি দেওয়া হয়েছে। খোদার শপথ! আমি এখান থেকে সিরিয়ার লাল বর্ণের শাহী মহল দেখতেছি।

অতঃপর তিনি দ্বিতীয় আঘাত করলে পাথরের দুই তৃতীয়াংশ ভেঙ্গে গেল। তখন তিনি বললেন, আল্লাহু আকবর! আমি মাদায়েনের শুভ্র মহল দেখতে পাচ্ছি। তারপর তিনি তৃতীয়বার আঘাত করলে পাথরের বাকী অংশও ভেঙ্গে গেল। তখন তিনি বললেন, আল্লাহু আকবর, আমাকে ইয়েমেনের চাবিকাঠি অর্পন করা হয়েছে। খোদার কসম, আমি এই মুহূর্তে এখান থেকে 'সানয়া' নামক স্থানের মহলের দরজা সমূহ অবলোকন করতেছি।[৩৮৭]

৩৫০. সামনে পেছনে সমান দেখা :

ইমাম মুসলিম ও বায়হাকী (র.) হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূল ﷺ'র সাথে নামাযের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। তখন তিনি বললেন, হে

৩৮৫. ইমাম মুসলিম (র.) (২৬১হি.), মুসলিম শরীফ, সূত্র, মিশকাত শরীফ, আরবী, পৃ:৫১২
৩৮৬. মিশকাত শরীফের প্রান্ত টীকা, পৃ:৫১২
৩৮৭. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:১ম, পৃ:৩৭৮

লোক সকল! আমি তোমাদের সামনে ইমাম হিসেবে থাকি। তোমরা রুকু-সিজদায় আমার আগে যেওনা এবং আমার আগে তোমাদের মাথা রুকু-সিজদা থেকে উঠাবেনা। فانى اراكم من امامى ومن خلفى "কেননা আমি তোমাদেরকে সামনে-পেছনে উভয় দিক থেকে দেখি।" খোদার শপথ, আমি যা দেখছি তা যদি তোমরা দেখতে তবে তোমরা لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا "হাসতে কম আর কাঁদতে বেশী।" সাহাবায়ে কিরাম আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি দেখেছেন? উত্তরে তিনি বলেন- رائيت الجنة والنار "আমি জান্নাত ও জাহান্নাম দেখছি।" সুতরাং তিনি নামাযে তাঁর পেছনের কাতারের মুসল্লিদেরকেও দেখতেন যেভাবে সামনে দেখতেন।[৩৮৮]

৩৫১. জান্নাতী মহল দর্শন :

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বললেন, আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম। আমার সামনে একটি মহল দেখতে পেলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম এই মহল কার জন্য? ফেরেস্তারা বলল, এটি হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.)'র জন্য। তখন তিনি হযরত ওমর (রা.)কে সম্বোধন করে বললেন– হে ওমর! আমি ঐ মহলে শুধু তোমার গায়রত তথা ব্যক্তিত্বের কারণে প্রবেশ করিনি।

বর্ণনাকারী হযরত আবু বকর ইবনে আইয়্যাশ (র.) বলেন, আমি হযরত হুমাইদ (র.)'র কাছে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি ঐ মহল ঘুমে দেখেছেন নাকি জাগ্রত অবস্থায় দেখেছেন? তিনি বললেন, না, বরং তিনি জাগ্রত অবস্থায় দেখেছিলেন।[৩৮৯]

৩৫২. মক্কা থেকে বায়তুল মোকাদ্দাস দর্শন :

ইমাম মুসলিম (র.) হযরত আবু হোরাইরা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন- আমি হাতিমে কা'বায় দন্ডায়মান ছিলাম আর কুরাইশ বংশের লোকেরা আমার কাছে মে'রাজের ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাচ্ছে। তারা বায়তুল মোকাদ্দাস এর এমন কিছু নিদর্শন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছে যা আমার মনে ছিলনা। ফলে আমি খুবই চিন্তিত ছিলাম।

অতএব, আল্লাহ তায়ালা বায়তুল মোকাদ্দাসকে আমার চোখের সামনে এমনভাবে বিদ্যমান করে দিয়েছেন যে, আমি নিজের চোখে বায়তুল মোকাদ্দাস দেখতে পাচ্ছি। এখন কুরাইশ যে বিষয়ে প্রশ্ন করে আমি দেখে দেখে তার উত্তর দিচ্ছি।[৩৯০]

৩৫৩. মদীনা থেকে মু'তার যুদ্ধ দেখা :

ওয়াকেদী (র.) বলেন- মু'তার যুদ্ধে যখন মুসলমান ও কাফের উভয় দল মুখোমুখি হয় তখন রাসূল ﷺ মদীনা মুনাওরায় মিম্বরে তাশরীফ রাখেন এবং মিম্বর থেকে যুদ্ধের যাবতীয় পরিস্থিতি স্বচক্ষে অবলোকন করেন আর যুদ্ধের বর্ণনা দেন। তিনি মিম্বরে বসে

৩৮৮. ড. মুস্তফা মুরাদ, মু'জিযাতুর রাসূল (স.), আরবী, কায়রো, মিশর, পৃ:১৪৪
৩৮৯. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:২য়, পৃ:১৫১
৩৯০. আল্লামা ইউসুফ নাবহানী (র.) (১৩৫০হি.), হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, উর্দু, খণ্ড ১ম, পৃ:৬০১

যায়েদ বিন হারেসা (রা.), জাফর ইবনে আবি তালেব (রা.) ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.) কখন কিভাবে পতাকা উত্তোলন করেন শয়তান তাঁদেরকে কিভাবে প্রতারণা করার প্রচেষ্টা চালায় এবং কিভাবে তাঁরা যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন পুঙ্খানুরূপে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। শুধু তা নয় তিনি শাহাদাত প্রাপ্ত সেনাপতিগণের নামাযে জানাযাও পড়েছেন মদীনা শরীফে।[৩৫১]

৩৫৪. জান্নাতী-জাহান্নামীদের দর্শন :

হযরত উসামা ইবনে যায়িদ (রা.)'র সূত্রে নবী করিম ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়ালাম, (এরপর দেখতে পেলাম যে,) তথায় যারা প্রবেশ করেছে তারা অধিকাংশই নিঃস্ব। আর ধনাঢ্য ব্যক্তিরা আবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে। আর জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে। এরপর আমি জাহান্নামের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন (দেখতে পেলাম যে,) এখানে প্রবেশকারীদের অধিকাংশই হচ্ছে নারী।[৩৫২]

৩৫৫. জান্নাত-জাহান্নাম দর্শন :

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, একদা দ্বিপ্রহরের পর নবী করিম ﷺ বেরিয়ে এসে জোহরের নামাজ আদায় করলেন। সালাম ফিরানোর পর তিনি মিম্বরে উঠে দাঁড়ালেন এবং কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি উল্লেখ করলেন যে, কিয়ামতের পূর্বে অনেক বড় বড় ঘটনা সংঘটিত হবে। তারপর বললেন, কেউ যদি আমাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে চায় তাহলে করতে পারবে। খোদার কসম! আমি এখানে অবস্থান করা পর্যন্ত তোমরা আমাকে যে সব প্রশ্ন করবে আমি তোমাদের উত্তর দেবো। আনাস (রা.) বলেন, এতে উপস্থিত লোকেরা খুব কাঁদতে লাগল। আর রাসূল ﷺ খুব বলতে লাগলেন, তোমরা আমার কাছে প্রশ্ন কর। হযরত আনাস (র.) বলেন, তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার আশ্রয়স্থল কোথায়? তিনি বললেন, জাহান্নাম। তারপর আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা উঠে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা কে? তিনি বললেন, তোমার পিতা হুযাফা। হযরত আনাস (র.) বলেন, তারপর তিনি বার বার বলতে লাগলেন, তোমরা আমার কাছে প্রশ্ন কর, তোমরা আমার কাছে প্রশ্ন কর। এতে হযরত ওমর (রা.) হাঁটু গেড়ে বসে বললেন, আমরা আল্লাহকে রব হিসেবে মেনে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে এবং মুহাম্মদ ﷺকে রাসূল হিসাবে বিশ্বাস করে সন্তুষ্ট আছি। হযরত আনাস (রা.) বলেন, হযরত ওমর (রা.) যখন এ কথা বললেন, তখন রাসূল ﷺ নীরব হয়ে গেলেন। তারপর নবী করিম ﷺ বললেন, যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম করে বলছি, এইমাত্র আমি যখন নামাযে ছিলাম তখন এই দেয়ালের গ্রন্থে জান্নাত ও জাহান্নাম আমার সম্মুখে পেশ করা হয়েছিল। আজকের ন্যায় এমন কল্যাণ ও অকল্যাণ আমি আর দেখিনি।[৩৫৩]

---

[৩৫১]. আবু নঈম ইস্পাহানী (র.) (৪৩০হি.), দালায়েলুন নবুয়াত, উর্দু, পৃ:৪৭৯
[৩৫২]. ইমাম বুখারী, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (র.), সহীহ বুখারী শরীফ, আরবী, ইউপি, ইন্ডিয়া, পৃ:৯৬৯, হাদিস নং ৬১০৪
[৩৫৩]. ইমাম বুখারী, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (র.), সহীহ বুখারী শরীফ, আরবী, ইউপি, ইন্ডিয়া, পৃ:১০৮, হাদিস নং ৬৭৮

৩৫৬. উম্মতের রুকু-সিজদা রাসূল ﷺ'র অগোচরে নয় :

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র.) বর্ণনা করেন, হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, তোমরা কি মনে কর যে, আমার চেহারা ওই দিকে? খোদার কসম! তোমাদের রুকু, সিজদা আমার অগোচরে নয়। কেননা, আমি আমার পিঠের পেছনেও দেখি যেভাবে সামনে দেখি।[৩৫৪]

ইমাম মুসলিম (র.) হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, হে লোক সকল! আমি তোমাদের সামনে (ইমামতিতে) আছি। তোমরা আমার পূর্বে রুকু-সিজদায় যেওনা। কেননা, انى أراكم من امامى ومن خلفى আমি তোমাদেরকে আমার সম্মুখ থেকেও দেখি এবং পিছন থেকেও দেখি।[৩৫৫]

৩৫৭. মদীনা থেকে কা'বা দেখা :

আখবারে মদীনা নামক গ্রন্থে যুবাইর ইবনে বাক্কার (র.) হযরত নাফে ইবনে জুবাইর ইবনে মুতআম (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, আমার কাছে হাদিস পৌঁছেছে যে, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, আমি আমার এই মসজিদের (মসজিদের নববীর) কিবলা নির্ণয় করেছি বায়তুল্লাহকে দেখে দেখে। অর্থাৎ বায়তুল্লাহকে আমার সামনে আনা হয়েছে আর আমি বায়তুল্লাহ'র বরাবারে মসজিদের কিবলা নির্ণয় করেছি।

যুবাইর ইবনে বাক্কার (র.) আখবারে মদীনা নামক গ্রন্থে হযরত দাউদ ইবনে কায়স (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম ﷺ যখন মসজিদে নববী শরীফ নির্মাণ করতেছিলেন, তখন হযরত জিব্রাঈল (আ.) দাঁড়িয়ে কা'বার দিকে তাকিয়ে আছেন। তখন মসজিদে নববী ও কা'বার মধ্যবর্তী যেসব প্রতিবন্ধক ছিল তা তুলে দিলেন। অর্থাৎ নবী করিম ﷺ মদীনা শরীফ থেকে বায়তুল্লাহ স্বচক্ষে দেখতে পান।[৩৫৬]

৩৫৮. পিছন দিক থেকেও দেখা :

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, তোমরা কি মনে কর যে, আমার কিবলা শুধুমাত্র এদিকে? আল্লাহর শপথ! তোমাদের রুকু, তোমাদের খুশু (নামায বিনম্র হওয়া) কোন কিছুই আমার কাছে গোপন থাকেনা। আর নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের দেখি আমার পিছন দিক থেকেও।[৩৫৭]

৩৫৯. জান্নাতী আঙ্গুর নিতে চাওয়া :

হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম ﷺ একবার সালাতুল কুসূফ তথা সূর্য গ্রহণের নামায আদায় করলেন। তিনি নামাযে কিয়াম, রুকু ও সিজদা সমূহ দীর্ঘক্ষণ করে করে আদায় করেন। সালাত শেষ করে ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, জান্নাত আমার খুবই নিকটে এসে গিয়েছিল, এমনকি আমি যদি চেষ্টা করতাম তাহলে

---

[৩৫৪]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:১ম, পৃ:১০৪
[৩৫৫]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:১ম, পৃ:১০৪
[৩৫৬]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:১ম, পৃ:৩২১
[৩৫৭]. ইমাম বুখারী, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (র.), সহীহ বুখারী শরীফ, আরবী, ইউপি, ইন্ডিয়া, পৃ:২০১

জান্নাতের একগুচ্ছ আঙ্গুর তোমাদের এনে দিতে পারতাম। আর জাহান্নামও আমার একেবারে নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিল, এমনকি আমি বলে উঠলাম, ইয়া রব! আমিও কি তাদের সাথে? আমি একজন স্ত্রী লোককে দেখতে পেলাম।[৩৯৮]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ'র যুগে একবার সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তখন তিনি এজন্য সালাত আদায় করেন। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায় আপনাকে দেখলাম যেন কিছু একটা ধরতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু পরে দেখলাম, আবার পিছিয়ে এলেন। তিনি বললেন, আমাকে জান্নাত দেখানো হয় এবং তারই একটি আঙ্গুরের ছড়া নিতে যাচ্ছিলাম। আমি যদি তা নিয়ে আসতাম, তাহলে দুনিয়ার স্থায়িত্বকাল পর্যন্ত তোমরা তা খেতে পারতে।[৩৯৯]

৩৬০. স্থান সংকুচিত হওয়া :

ইবনে সা'দ, আবু ইয়ালা ও বায়হাকী (র.) হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ তাবুকে থাকাকালীন হযরত জিব্রাঈল (আ.) তাঁর কাছে তাশরীফ আনলেন এবং বললেন, মুয়াবিয়া ইবনে মুয়াবিয়া মযনী ইন্তেকাল করেছেন। আপনি কি তার জানাযা পড়বেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। জিব্রাঈল (আ.) তার উভয় বাহু নাড়া দিলে সমস্ত গাছ ও টিলা পড়ে মাটিতে সমান হয়ে গেল এবং জানাযা তাঁর সামনে আনা হল যাতে তিনি জানাযা স্বচক্ষে দেখতে পান। তারপর তিনি জানাযার নামায পড়লেন। তাঁর পিছনে ফেরেশতাদের দু'টি কাতার ছিল এবং প্রত্যেক কাতারে সত্তর হাজার ফেরেস্তা ছিল।

রাসূল ﷺ বলেন, আমি জিব্রাঈল (আ.)কে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ তায়ালার কাছে মুয়াবিয়া এত মর্যাদা কিভাবে লাভ করল? উত্তরে জিব্রাঈল (আ. বলেন, সে সূরা ইখলাসকে ভালবাসতো। সে হাঁটতে-বসতে, আসতে-যেতে সর্বদা সূরা ইখলাস তেলাওয়াত করতো।[৪০০]

৩৬১. রাসূল ﷺ'র সাথে সম্পর্কই মর্যাদার মানদন্ড :

হযরত ইবনে সা'দ (র.) মুহাম্মদ ইবনে ওমর ইবনে আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এরশাদ করেন, আমি হযরত জা'ফর (রা.)কে ফেরেস্তার আকৃতিতে জান্নাতে উড়তে দেখেছি আর তার পাখার সম্মুখ ভাগ হতে রক্তের ফোঁটা ঝড়তেছিল এবং হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রা.)কে জা'ফরের চেয়ে কম মর্যদায় দেখেছি। (তারা উভয় মুতার যুদ্ধে শহীদ হন।) তখন আমি বললাম, আমি যায়েদকে জাফরের চেয়ে কম মর্যাদাবান মনে করিনা। এখানে তার মর্যাদা কম হলো কেন? হযরত জিব্রাঈল (আ.) এসে উত্তর দেন যে, فقال ان زيدًا ليس بدون جعفر ولكنا فضلنا جعفر لقرابته منك "হযরত যায়েদ হযরত জা'ফরের চেয়ে মর্যদায় কম নয় তবে আমরা হযরত জা'ফর (রা.)কে আপনার নিকটতম আত্মীয়তার কারণে শ্রেষ্টত্ব দান করেছি।"[৪০১]

---

৩৯৮. ইমাম বুখারী, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (র.), সহীহ বুখারী শরীফ, আরবী, ইউপি, ইন্ডিয়া, পৃ:১০৩
৩৯৯. ইমাম বুখারী, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (র.), সহীহ বুখারী শরীফ, আরবী, ইউপি, ইন্ডিয়া, পৃ:১০৩
৪০০. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:১ম, পৃ:৪৬১
৪০১. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খন্ড:১ম, পৃ:৪৩৩

হযরত আদম (আ.)'র মু'জিযা

৩৬২. হরিণদল সুগন্ধি পাওয়া :

হযরত আদম (আ.) জান্নাত থেকে পৃথিবীতে যখন তাশরীফ আনলেন, তখন পৃথিবীর জীব-জন্তু তাঁর সাক্ষাতে আসতে আরম্ভ করল। তিনি প্রত্যেক জীব-জন্তুর প্রয়োজনানুপাতে সোয়া করতেন। এভাবে জঙ্গলের কয়েকটি হরিণও তাঁর সাক্ষাত লাভ ও সালাম করার নিয়তে উপস্থিত হয়। তিনি তাদের পিঠে হাত বুলিয়ে দেন এবং তাদের জন্য দোয়া করলেন। ফলে তাদের নাভী মেশকের ন্যায় সুগন্ধি হয়ে গেল। এ হরিণদল বিরল সুগন্ধির উপহার নিয়ে যখন অন্যান্য হরিণ দলের কাছে গেল তারা এই সুগন্ধি পাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করে জানতে পারল যে, এটি হযরত আদম (আ.)'র দোয়ার বরকত। অতঃপর অন্যান্য হরিণদল বলল, তাহলে আমরাও যাচ্ছি। তারা আসলে আদম (আ.) তাদের পিঠেও হাত বুলিয়ে দিলেন কিন্তু তাদের মধ্যে সুগন্ধি সৃষ্টি হয়নি।

তারা এসে অবাক হয়ে বলল, একি ব্যাপার! তোমরা গিয়েছ, সুগন্ধি পেয়েছ কিন্তু আমরা গেলাম কিছুই পেলাম না। তখন প্রথম দল উত্তরে বলল, তার কারণ হল- আমরা গিয়েছিলাম শুধু যিয়ারতের নিয়তে আর তোমরা গিয়েছ সুগন্ধি পাওয়ার আশায়। মূলত তোমাদের নিয়ত বিশুদ্ধ ছিলনা।[৪০২]

হযরত নূহ (আ.)'র মু'জিযা

৩৬৩. মহাপ্লাবন থেকে মুক্তি লাভ :

হযরত নূহ (আ.) হযরত আদম (আ.)'র ইন্তেকালের ১০২৬ বছর পর জন্মলাভ করেন। পবিত্র কুরআনে প্রায় ৪৩ জায়গায় তাঁর সম্পর্কে আলোচনা এসেছে। কুরআনের ভাষ্যমতে তিনি সাড়ে নয়শ বছর যাবৎ তাঁর সম্প্রদায়কে হেদায়েতের চেষ্টা করে নিস্ফল হন। আল্লাহ বলেন-

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَٰلِمُونَ ﴿١٤﴾ العنكبوت: ١٤

"নিশ্চয় আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের নিকট রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি। অতঃপর তিনি পঞ্চাশ বছর কম এক হাজার বছর সেখানে অবস্থান করেছিলেন। অত:পর তাদেরকে মহাপ্লাবন গ্রাস করেছিল, তারা ছিল পাপী।" (সূরা আনকাবুত, আয়াত নং ১৪)

এত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দাওয়াত কাজ চালিয়ে যাওয়ার পর মাত্র কয়েকজন ব্যতীত যখন কেউ ঈমান আনতেছেনা তখন তিনি চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তিনি বলেন-

---

৪০২. আব্দুর রহমান সফুরী (র.) (৮৯৪হি.), নুজহাতুল মাজালীস, খণ্ড:১ম, পৃ:৪, সূত্র: সাচ্ছি হেকায়াত, উর্দু, খণ্ড:১ম, পৃ:৫৩

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ﴿٥﴾ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ﴿٦﴾ نوح: ٥ - ٦

"হে প্রভূ! নিশ্চয় আমি আমার জাতিকে দিবা-রাত্রি দাওয়াত দিয়েছি। কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের শুধু সত্যপথ থেকে পলায়নের প্রবণতাই বৃদ্ধি করেছে। (সূরা নূহ আয়াত ৫ ও ৬)

তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁকে শান্তনা দিয়ে বলেন-

وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾ هود: ٣٦

"নূহ (আ.)'র উপর ওহী প্রেরণ করা হল যে, যারা ঈমান আনার তারা এনেছে এখন অবশিষ্টদের কেউ ঈমান আনয়নকারী নেই, সুতরাং তাদের আচরণে তুমি চিন্তিত হইওনা।" (সূরা হুদ, আয়াত নং ৩৬)

ওহীর মাধ্যমে যখন তিনি জানতে পারলেন যে, এরা ঈমান আনবেনা তখন তিনি তাদের ধ্বংসের জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেন-

وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴿٢٦﴾ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٢٧﴾ نوح: ٢٦ - ٢٧

"আর নূহ (আ.) বললেন, হে প্রভু! আপনি পৃথিবীতে একজন কাফেরকেও অবশিষ্ট রাখবেন না। যদি আপনি তাদেরকে এমনি (শাস্তি না দিয়ে) রেহাই দেন; তবে এরা আপনার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করে ফেলবে আর তাদের বংশধর যারা আসবে তারাও অবাধ্য হয়ে জন্মগ্রহণ করবে।" (সূরা নূহ, আয়াত নং ২৬ ও ২৭)

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর দোয়া কবুল করেন এবং ঐশী শিক্ষার মাধ্যমে তাঁকে নৌকা তৈরীর কৌশল শিক্ষা দিয়ে বড় আকারের একটি নৌকা তৈরীর নির্দেশ দেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন- وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴿٣٧﴾

"আর আপনি আমার সম্মুখে আমার নির্দেশ মোতাবেক একটি নৌকা তৈরী করুন এবং পাপীষ্ঠদের ব্যাপারে আমাকে কোন কথা বলবেন না। অবশ্যই তারা ডুবে মরবে।" (সূরা হুদ, আয়াত নং ৩৭)

আল্লাহ তায়ালা জিব্রাঈল (আ.)'র মাধ্যমে নৌকা তৈরীর প্রয়োজনীয় উপকরণাদি ও নির্মাণ কৌশল নূহ (আ.)কে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি তিনশ গজ দীর্ঘ, পঞ্চাশ গজ প্রস্থ, ত্রিশ গজ উচুঁ ও ত্রিতল বিশিষ্ট একটি নৌকা শাম গাছ দিয়ে তৈরী করলেন।

এই নৌকার উভয় পাশ দিয়ে অনেকগুলি জানালা ছিল। অতঃপর প্লাবনের প্রাথমিক আলামত স্বরূপ ভুমি হতে পানি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে লাগল। তখন তিনি ঈমানদারগণকে নৌকায় উঠতে আদেশ দেন। আর মানুষের প্রয়োজনীয় রসদপত্র সহ ঘোড়া, গরু, গাধা, ছাগল, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি সর্বপ্রকার প্রাণীর এক-এক জোড়া নৌকায় তুলে নেয়ার

আদেশ দেন। তাঁর নৌকায় আরোহণকারী মু'মিনের সংখ্যা ছিল মাত্র ৭২ কিংবা ৮০ জন। আল্লাহ বলেন, احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ﴿٤٠﴾ هود: ٤٠

"হে নূহ! জোড়া বিশিষ্ট প্রত্যেক প্রাণী এক-এক জোড়া করে নৌকায় তুলে নিন।" (সূরা হুদ, আয়াত নং ৪০)

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আসমান থেকে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করেন আর মাটি থেকেও প্রস্রবণ প্রবাহিত করে দেন।

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ - وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ (القمر: ١١-١٢)

অতঃপর আমি মুষলধারায় বর্ষণের সাথে সাথে আসমানের দ্বারসমূহ খুলে দিলাম এবং যমীনে প্রস্রবণরূপে প্রবাহমান করলাম। (সূরা কামার, আয়াত নং ১১ ও ১২)

তারপর দেখতে না দেখতে উপরে নীচে উভয় দিক থেকে পানি এসে মহাপ্লাবন সৃষ্টি হল। শুধু নৌকায় আরোহীগণ ছাড়া সবাই ধ্বংস হয়ে গেল। তবে একজন মু'মিন বৃদ্ধা নৌকায় আরোহণ না করেও অলৌকিকভাবে বেঁচে গিয়েছিলেন।

হযরত নূহ (আ.) ১০ রজব নৌকায় আরোহণ করেছিলেন। দীর্ঘ ছয়মাস পর্যন্ত নৌকা পানিতে ভেসেছিল। নৌকা ভাসতে ভাসতে যখন মক্কা শরীফের কা'বা শরীফের পাশে পৌঁছল তখন সাতবার নৌকা পানির উপর কা'বা শরীফের তাওয়াফ করল। আল্লাহ তায়ালা কা'বাকে পানির উপর তুলে নিয়ে রক্ষা করেছিলেন। পরিশেষে ১০ মহররম আশুরার দিন জুদী পাহাড়ে নৌকা ভিড়ল। শোকরিয়া স্বরূপ সেদিন হযরত নূহ (আ.) ও নৌকায় অবস্থানরত সব প্রাণী রোযা পালন করেছিলেন।[৪০৩]

হযরত ইদ্রিস (আ.)'র মু'জিযা

৩৬৪. জান্নাতে অবস্থান :

হযরত কা'ব আখবার (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত ইদ্রিস (আ.) মালাকুল মাওত তথা আজরাঈল (আ.)কে বললেন, মৃত্যু কিভাবে হয় এবং মৃত্যুর স্বাদ কি রকম হয় তা অনুধাবন করার জন্যে আমার রূহ কবজ করে দেখান। আজরাঈল (আ.) তাঁর কথা মতে তাঁকে মৃত্যুদান করলেন এবং পুনরায় তাঁর রূহ ফেরৎ দিয়ে তাঁকে জীবিত করে দেন। তারপর তিনি আজরাঈল (আ.)কে বললেন, আমাকে জাহান্নাম দেখান যাতে আমার মধ্যে খোদাভীতি বৃদ্ধি পায়। জাহান্নাম দেখানো হল। অতঃপর জাহান্নামের দারোগাকে বললেন, আমি জাহান্নামের উপর দিয়ে গমণ করতে চাই। তিনি জাহান্নামের উপর দিয়ে গমণ করলেন। এরপর তিনি আজরাঈল (আ.)কে বললেন, আমাকে জান্নাত দেখান। জান্নাতের

৪০৩. নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী (র.) (১৩৬৭হি.), খাযায়েনুল ইরফান, উর্দু, প্রাগুক্ত টীকা, খানযুল ঈমান, উর্দু, পৃ:২৭০

দরজা খুলে তাতে প্রবেশ করে কিছুক্ষণ অবস্থান করার পর আজরাঈল (আ.) বললেন, এখন বেরিয়ে আসুন, আপনার পৃথিবীতে চলে যান। তিনি বললেন, আমি এখান থেকে কোথাও যাব না। কেননা, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, كل نفس ذائقة الموت "প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।" আমি মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করেছি। আল্লাহ বলেছেন, وان منكم الا واردها "তোমাদের প্রত্যেককে জাহান্নামের উপর দিয়ে গমণ করতে হবে।" আমি তাও করেছি। আর এখন আমি জান্নাতে পৌঁছে গিয়েছি। আর জান্নাতে প্রবেশকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, وماهم منها بمخرجين "ওদেরকে (জান্নাতে প্রবেশকারীদেরকে) সেখান (জান্নাত) থেকে বের করা হবে না।" এখন আপনি আমাকে জান্নাত থেকে বের হতে বলছেন কেন?

ইত্যবসরে আল্লাহ তায়ালা আজরাঈল (আ.)কে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেন যে, ইদ্রিস (আ.) যা কিছু করেছে আমার অনুমতিতে করেছে, সুতরাং তাঁকে ছেড়ে দাও, সে জান্নাতেই থাকবে। অতএব তিনি জান্নাতে জীবিত আছেন।[৪০৪]

হযরত ছালেহ (আ.)'র মু'জিযা

৩৬৫. আল্লাহর উষ্ট্রী :

হযরত হুদ (আ.)'র পরে সামুদ জাতির প্রতি আল্লাহ তায়ালা হযরত ছালেহ (আ.) কে নবী হিসেবে প্রেরণ করেন। তিনি দীর্ঘ দিন সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেও সৎপথে আনতে সক্ষম হননি। অবশেষে সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে অক্ষম করার উদ্দেশ্যে একটি অস্বাভাবিক কাজ করে দেখাতে আবেদন জানাল। তিনি বললেন, তোমরা কি দেখতে চাও? তাদের সর্দার জানদা ইবনে আমর বলল, ঐ 'কাতেবা' পাহাড় থেকে একটি দশ মাসের গর্ভবতী, সবল ও স্বাস্থ্যবতী উষ্ট্রি বের করে দেখান। তবে আমরা বুঝব যে, আপনি সত্য নবী আর আমরা আপনার উপর ঈমান আনবো।

তিনি তাদের থেকে কঠোর অঙ্গীকার নিলেন যে, যদি আমি তোমাদের দাবী পূরণ করে এই মু'জিযা দেখাই তবে তোমরা ঈমান আনবে কিনা? তারা সবাই এই মর্মে অঙ্গীকার করলে তিনি আল্লাহর দরবারে দু'রাকাত নামায পড়ে দোয়া করলে সাথে সাথে পাহাড়ে কম্পন সৃষ্টি হল এবং জীব-জন্তু বাচ্চা প্রসবের সময় যেরূপ শব্দ করে সেরূপ শব্দ করে বিরাট প্রস্তর খণ্ড বিস্ফোরিত হয়ে তার ভেতর থেকে তাদের দাবীর অনুরূপ একটি উষ্ট্রি বের হল। সাথে সাথে উষ্ট্রী এমন একটি বাচ্চা প্রসব করল যা মায়ের সমান। মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.) বলেন- এই উষ্ট্রীর মাধ্যমে বহু মু'জিযা প্রকাশ পেয়েছে। যথা- ১. এটি পিতা-মাতা বিহীন জন্মলাভ করা, ২. কঠিন পাথর থেকে বের হওয়া, ৩. খুব সবল, স্বাস্থ্যবতী ও যুবতী হওয়া, ৪. গর্ভবতী উষ্ট্রী সৃষ্টির সাথে সাথে বাচ্চা দেওয়া, ৫. বাচ্চাও আবার অন্যান্য স্বাভাবিক বাচ্চার ন্যায় ছোট ও নাজুক ছিলনা বরং তাও মায়ের সমান, ৬. এই উষ্ট্রি একদিন পর পর কূপে পানি পান করত এবং কূপের সমস্ত পানি একেবারে পান করে ফেলত, ৭. এই উষ্ট্রীর পানি পানের নির্ধারিত দিনে অন্যান্য পশুদল পানি পান করতে

[৪০৪]. আল্লামা নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী (র.) (১৩৬৭হি.), খাযায়েনুল ইরফান, উর্দু, প্রান্ত টীকা, খানযুল ঈমান, উর্দু,পৃ:৩৬৯

কূপে আসত না, ৮. এটি এত বেশী পরিমাণ দুধ দিত যে, পুরো সামুদ জাতির জন্য যথেষ্ট হয়ে যেত এবং যে চারণ ভূমিতে এটি চরত তাতে অভাবনীয় বরকত হত।[৪০৫]

৩৬৬. সামুদ জাতির ধ্বংস :

হযরত সালেহ (আ.)'র বিস্ময়কর মু'জিযা দেখে অল্প সংখ্যক লোক ঈমান আনল কিন্তু অধিকাংশ লোকেরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করল। খোদায়ি আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় হিসাবে তিনি সম্প্রদায়ের লোকদের বলেছিলেন, এখন তোমরা এই উষ্ট্রীদ্বয়কে দেখাশুনা কর। এদেরকে কোনরূপ কষ্ট দিওনা। যেমন আল্লাহ বলেন-

هَٰذِهِۦ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِىٓ أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٣﴾ الأعراف: ٧٣

"এটি আল্লাহর উষ্ট্রী- তোমাদের জন্যে নিদর্শন। অতএব, আল্লাহর ভূখন্ডে চরে বেড়াতে দাও এবং একে অনিষ্টের অভিপ্রায়ে স্পর্শ করোনা। নতুবা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পাকড়াও করবে।" (সূরা আল আ'রাফ, পারা: ৮, আয়াত নং ৭৩)

অবশেষে এই উষ্ট্রী সামুদ জাতির জন্য পরীক্ষার বিষয়ে পরিণত হল। যে কূপ থেকে মানুষ, জীব-জন্তু পানি পান করত, উষ্ট্রী সব পানি একাই পান করে ফেলত। তাই ছালেহ (আ.) পালা করে দিলেন যে, একদিন সবাই পান করবে আর একদিন শুধু উষ্ট্রী পানি পান করবে। তাছাড়া এই উষ্ট্রীদ্বয় যে কোন চারণভুমি কিংবা যে কারো ক্ষেত-খামারে চরবে কেউ বাঁধা দিতে পারবে না। এসব কারণে তাদের বেশ অসুবিধা হচ্ছিল কিন্তু আযাবের ভয়ে সহ্য করে যেত।

অতঃপর সম্প্রদায়ের দু'জন সুন্দরী মহিলা ছিল যারা সম্পদশালী ছিল এবং নিজেদের চেয়েও অধিক সুন্দরী কন্যাও ছিল তাদের। একজনের নাম হল আনীযাহ অপর জনের নাম হল সাদকা বিনতে মুখতার। সাদকা তার চাচাত ভাই মিছদাকে বলল, আমি বিধবা নারী তোমাকে বিবাহ করবো যদি তুমি ঐ উষ্ট্রীকে হত্যা করতে পার। অপরজনে জারজ সন্তান কেদার ইবনে সালেফ নামক ব্যক্তিকে ডেকে বলল, তুমি ঐ উষ্ট্রীর হত্যায় যদি সাহায্য কর তবে আমার সুন্দরী মেয়েদের থেকে যাকে ইচ্ছে তোমাকে বিয়ে দেবো। এরা দু'জন গোপনে পানির কূপের রাস্তায় গিয়ে অপেক্ষায় রইল। এদিকে উষ্ট্রীদ্বয় পানি পান করে আসার সময় মিছদা তীর নিক্ষেপ করল যাতে উষ্ট্রীর পায়ের গোড়ালীতে লেগে মাটিতে পড়ে গেল। তারপর কেদার তলোয়ার নিয়ে প্রথমে উষ্ট্রীর পা কাটল পরে যবেহ করে দিল। উষ্ট্রী তিনটি আওয়াজ দিয়ে মৃত্যুবরণ করল। বাচ্চাটি 'কাতেবা' পাহাড়ের চূড়ায় উঠে তিনটি আওয়াজ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। ছালেহ (আ.) এই ঘটনা শুনে অত্যন্ত মর্মাহত হলেন এবং তাদেরকে আযাবের জন্য প্রস্তুত থাকতে বললেন। কিন্তু তাতেও তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে লাগল।

[৪০৫]. হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.), (১৩৯১হি.), তাফসীরে নঈমী, উর্দু, খণ্ড:৮ম, পারা: ৮ম, পৃ:৬৬৩

অবশেষে তিনি আযাবের ধরণও বর্ণনা করে দেন এভাবে- যবেহের তিনদিন পর তোমাদের উপর পরিপূর্ণ আযাব আসবে। তারা উষ্ট্রী যবেহ করেছিল বুধবারে। প্রথমদিন বৃহস্পতিবার তোমাদের নারী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সবার মুখমন্ডল হলদে ফ্যাকাশে হয়ে যাবে। দ্বিতীয় দিন শুক্রবার সবার মুখমন্ডল গাঢ় লাল বর্ণ ধারণ করবে এবং তৃতীয় দিন শনিবার সবার মুখমন্ডল ঘোর কৃষ্ণবর্ণের হয়ে যাবে আর এটাই হবে তোমাদের জীবনের শেষ দিন। অতঃপর তাঁর কথা মোতাবেক সবকিছু আলামত প্রকাশ পেল। তিনি শনিবার দিবাগত রবিবার রাতে মু'মিনগণকে নিয়ে শামের দিকে রওয়ানা দিয়ে ফিলিস্তিনে রামালা নামক স্থানে গিয়ে অবস্থান করেন। ঐ দিন সকালে সামুদ জাতি কাফনের কাপড় উড়িয়ে, গায়ে সুগন্ধি লাগিয়ে মৃত্যুর জন্য মাটিতে উপড় হয়ে শুয়ে পড়ল এবং মাঝে-মধ্যে আকাশের দিকে দেখত যেন কোন দিক থেকে ও কিভাবে আযাব আসে অবলোকন করতে পারে। রবিবার দুপুরে হঠাৎ আকাশ থেকে একটি বজ্রধ্বনি আসল যাতে বড় ধরণের ভূমিকম্পন সৃষ্টি হল। ফলে সকলেই মৃত্যুবরণ করল।[৪০৬]

হযরত ইব্রাহীম (আ.)'র মু'জিযা

৩৬৭. বালু গমে পরিণত হওয়া :

নমরূদ একজন প্রভাবশালী বাদশা ছিল। একদা দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে নমরূদ খাদ্য বিতরণ করতে লাগল। যারা তার কাছে খাদ্য বস্তু নেওয়ার জন্য আসত সে জিজ্ঞেস করত তোমার প্রভু কে? যারা বলত- আপনিই আমাদের প্রভু, তাদেরকে খাদ্য দিত। হযরত ইব্রাহীম (আ.)ও খাদ্য নিতে গেলে সে তাঁকে জিজ্ঞেস করল তোমার প্রভু কে? উত্তরে তিনি বলেন, যিনি হায়াত-মওতের মালিক তিনিই আমার প্রভু। সে বলল, এই ক্ষমতা তো আমারও আছে। দু'জন কয়েদী ডেকে সে একজনকে হত্যা করায়ে দিল আর অপরজনকে আযাদ করে দিয়ে বলল, দেখ, যাকে ছেড়ে দিলাম তাকে জিন্দেগী তথা হায়াত দিলাম আর যাকে হত্যা করলাম তাকে মৃত্যু দিলাম। সুতরাং আমিই তো প্রভু, হায়াত-মওত আমার আয়ত্বে। মুলত নমরূদ হায়াত-মওতের মালিক হওয়ার মমার্থ অনুধাবন করতে পারেনি। তাই ইব্রাহীম (আ.) সে বিষয়ে বিতর্কে না গিয়ে বললেন-আমার প্রভু সর্বদা সূর্য পূর্ব দিক থেকে উদিত করেন আর পশ্চিম দিকে অস্ত করেন। যদি তুমি প্রভু হয়ে থাক তবে সূর্যের উদয়-অস্ত পরিবর্তন করে দেখাও। অন্তত একবার হলেও সূর্যকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত কর। এবার নমরূদ চুপ হয়ে গেল এবং কোন উত্তর দিতে না পেরে বলল, তোমার জন্য আমার কাছে কোন খাদ্যবস্তু নেই, তুমি তোমার সে প্রভুর কাছে খাদ্য প্রার্থনা কর যার ইবাদত তুমি কর।

হযরত ইব্রাহীম (আ.) খালি হাতে ফেরৎ আসার সময় পথে বালুময় এলাকা থেকে এক থলে বালু ভরে ঘরে নিয়ে আসেন। বালুর থলে রেখে তিনি শুয়ে গেলেন। তাঁর স্ত্রী সারা (আ.) থলে খুললে তাতে উন্নত মানের গম পেলেন। তিনি তা দিয়ে রুটি তৈরী করেন।

[৪০৬]. হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.), (১৩৯১হি.), তাফসীরে নঈমী, উর্দু, দিল্লী, খণ্ড:৮ম, পারা:৮ম, পৃ:৬৮৩ ও ৬৯০

ইব্রাহীম (আ.) ঘুম থেকে জাগ্রত হলে স্ত্রী তাঁর খেদমতে খাবার পেশ করলে জিজ্ঞেস করলেন এই গম কোথা থেকে আসল? উত্তরে স্ত্রী বললেন, এগুলো এই থলেই পেয়েছি। তখন ইব্রাহীম (আ.) বুঝতে পারলেন, এই রিযিক আল্লাহ তায়ালাই দান করেছেন।

এরপর আল্লাহ তায়ালা একজন ফেরেশতাকে মানুষের আকৃতি দান করে নমরূদের কাছে পাঠান। ফেরেস্তা বললেন, তোমার প্রভু বলতেছেন- তুমি আমার উপর ঈমান আন। সে বলল, প্রভু তো আমিই, আমার প্রভু আবার কে হবে? এভাবে ফেরেশতা তিনবার বলার পর আল্লাহ তায়ালা নমরূদ বাহিনীর উপর মশার আযাব প্রেরণ করেন। এত বেশী মশা আগমন করল ফলে সূর্য আচ্ছাদিত হয়ে গেল। সুর্যের আলো মাটিতে পড়তেছেনা। এই মশাগুলো নমরূদ ব্যতীত সকলের রক্ত চুষে মাংস পর্যন্ত খেয়ে ফেলল শুধু হাড্ডিগুলো পড়ে রইল। একটি মশা নমরূদের নাক দিয়ে মস্তিষ্কে প্রবেশ করে চারশ বছর পর্যন্ত মগজে আঘাত করেছিল। মাথার উপর আঘাত করলে মশার আঘাতও বন্ধ থাকে নতুবা মশা মগজে আঘাত করতে থাকে। সুতরাং দিবা-রাত্রি তার মাথায় জুতার আঘাত মারতে হত। এমনকি তার দরবারের একটি নিয়ম করে দেয়া হল যে, দরবারে যে-ই আসবে তার মাথায় জুতার আঘাত করতে হবে। এভাবে চারশ বছর পর্যন্ত ছিল। নমরূদ ইতিপূর্বে চারশ বছর আরাম-আয়েশে বাদশাহী করেছিল। আর চারশ বছর জুতা-পেঠা খেয়েছিল। সে মোট আটশ বছরের কিছু বেশী হায়াত পেয়েছিল।[৪০৭]

ইবনে আবি শায়বা (র.) আবু সালেহ (র.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ইব্রাহীম (আ.)'র মু'জিযায় যে বালু গমে রূপান্তরিত হয়েছিল সেই গমকে বপন করা হলে তা গম বৃক্ষ হয়ে শিকড় থেকে শাখার উপরিভাগ পর্যন্ত খোশায় ভরে যেতো।[৪০৮]

৩৬৮. মৃতকে জীবিত করা :

একদা হযরত ইব্রাহীম (আ.) সমুদ্রের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলেন যে, একটি মৃত লাশ পড়ে আছে। সমুদ্রে জোয়ার আসলে মাছেরা এর মাংস ভক্ষণ করে আবার পানি নীচে নেমে গেলে কখনো হিংস্র জীব-জন্তু ভক্ষণ করে, কখনো পশু-পক্ষীরা ভক্ষণ করে। তিনি চিন্তা করলেন, একটি মুর্দা কতগুলো জীব-জন্তুর পেটে গেল। কিয়ামতের দিন এর হাড্ডি মাংস একত্রিত হয়ে কিভাবে পূণঃ জীবিত হবে। তখনো তিনি আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করলেন- হে পরওয়ারদেগার! আমাকে মৃতকে জীবিত করার পদ্ধতি দেখান যাতে আমার মনে প্রশান্তি আসে এবং যাতে আমার বিশ্বাস ইলমুল ইয়াকীন থেকে আইনুল ইয়াকীন তথা চাক্ষুস বিশ্বাসে উপনীত হতে পারি।

তারপর তাঁকে আদেশ দেয়া হল যে, চারটি পাখি ধরে এগুলো লালন-পালন করে নিজের পোষ মানিয়ে নাও, যাতে ডাকামাত্র চলে আসে। তারপর এগুলোকে যবেহ করে হাড়-মাংস, পালক ইত্যাদি সবগুলোকেই কিমায় পরিণত করে সেগুলোকে কয়েকভাগ করে কিছু পাহাড়ে, কিছু মাঠে এবং কিছু বাতাসে নিক্ষেপ কর আর একাংশ নিজের কাছে রেখে দাও। তারপর দাঁড়িয়ে ঐগুলোকে ডাক দাও এই বলে- হে পাখিরা! আল্লাহর হুকুমে আমার

[৪০৭]. হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.), (১৩৯১হি.), তাফসীরে নঈমী, উর্দু, দিল্লী, খণ্ড:৩য়, পারা: ৩য়, পৃ:৬৭
[৪০৮]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:৩০৮

নিকট চলে এসো। তখন এগুলো তাৎক্ষণিক জীবিত হয়ে দৌঁড়ে তোমার কাছে চলে আসবে।

অতঃপর তিনি ময়ুর, মোরগ, কবুতর ও গুদ কিংবা কাক ধরে আল্লাহর কথা মত লালন-পালন করে, পোষ মানিয়ে নিলেন। পরে যবেহ করে গোশতকে কিমায় পরিণত করে ভালভাবে মিশিয়ে চারটি, সাতটি কিংবা দশটি পাহাড়ে নিক্ষেপ করলেন এবং এসব পাখিগুলোর মাথা নিজের কাছে রেখে দেন। তারপর ডাক দিলেন- হে পাখিরা! আল্লাহর হুকুমে আমার নিকট চলে এস। সাথে সাথে হাড়ের সাথে হাড়, মাংসের সাথে মাংস, পালকের সাথে পালক মিলে শূন্যে তাঁর চোখের সামনে চারটি পাখির বডি তৈরী হয়ে দৌঁড়ে দৌঁড়ে তাঁর কাছে চলে আসল এবং আপন আপন মাথার সাথে জুড়ে গিয়ে পূর্ণ পাখি হয়ে গেল।[৪০৯]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন-

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (سورة البقرة : ٢٦٠)

"আর স্মরণ করুন, যখন ইব্রাহীম বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে দেখান, কেমন করে আপনি মৃতকে জীবিত করেন। বললেন, তুমি কি বিশ্বাস করনা? বলল, অবশ্যই বিশ্বাস করি, তবে এজন্যে দেখতে চাই যাতে অন্তরে প্রশান্তি লাভ করতে পারি। বললেন, তাহলে চারটি পাখি ধরে নাও। সেগুলোকে নিজের পোষ মানিয়ে নাও। অতঃপর সেগুলোর দেহের একেকটি অংশ বিভিন্ন পাহাড়ের উপর রেখে দাও। তারপর সেগুলোকে ডাক; তোমার নিকট দৌঁড়ে চলে আসবে। আর জেনে রেখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা আল বাকারা, পারা:৩য়, আয়াত নং ২৬০)

৩৬৯. মুখের ভাষা পরিবর্তন :

হযরত ইবনে সা'দ স্বীয় সনদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত ইব্রাহীম (আ.) নমরূদের আগুন থেকে বের হয়ে 'কুসী' থেকে রওয়ানা হন। তখন তাঁর ভাষা ছিল সুরিয়ানী। তিনি যখন ফুরাত নদী পার হয়ে যান তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর ভাষা পরিবর্তন করে ইবরানী করে দেন। নমরূদ তাঁর পেছনে তাঁকে ধরার জন্যে লোক পাঠিয়ে বলল, সুরিয়ানী ভাষায় কথা বলার লোক পেলে তাদেরকে পাকড়াও করবে। তারা গিয়ে ইব্রাহীম (আ.)'র সাথে সাক্ষাত করেছে কিন্তু তাঁর মুখে ইবরানী ভাষা শুনে তারা তাঁকে ছেড়ে দেয়। ফলে তিনি এবারও নমরূদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেলেন।[৪১০]

৩৭০. আঙ্গুল থেকে দুধ, পানি, মধু ইত্যাদি প্রবাহিত হওয়া :

তাফসীরে আযিযী'র উদ্ধৃতি দিয়ে মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.) বলেন, হযরত ইব্রাহীম (আ.) হযরত নূহ (আ.)'র তুফানের ১৭০৯ (সতেরশ নয়) বছর পরে এবং হযরত

[৪০৯]. হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.), (১৩৯১হি.), তাফসীরে নঈমী, উর্দু, দিল্লী, খণ্ড:৩য়, পারা:৩য়, পৃ:৯১
[৪১০]. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:৩০৭

ঈসা (আ.)'র জন্মের প্রায় ২৩০০ (দুই হাজার তিনশ) বছর পূর্বে বাবেল শহরে জন্মলাভ করেন।[৪১১]

একদা নমরূদ স্বপ্নে দেখল যে, আকাশে একটি তারকা উদিত হল যার আলোতে সূর্য ও চন্দ্রের আলো অন্ধকার হয়ে গেল। সে ভীত হয়ে গণকদের ডেকে এর ব্যাখ্যা চাইলে তারা বলল, এই বছর অপনার রাজ্যে এমন এক সন্তান ভুমিষ্ট হবে যে আপনার ধ্বংসের কারণ হবে এবং আপনার ধর্ম তারই হাতে ধ্বংস হবে। এ সংবাদ শ্রবণে নমরূদ ভীষণ ভাবে ভয় পেয়ে গেল। অতঃপর সে আদেশ জারি করল যে, এ বছর যেসব সন্তান জন্ম হবে তাদেরকে হত্যা করা হোক। ফলে এক লক্ষ বেকসুর সন্তান হত্যা করা হল। এ আদেশও জারি করল যে, কোন স্বামী-স্ত্রী মিলন করতে পারবে না এবং তারা যেন পরস্পর পরস্পর থেকে পৃথক থাকে। এসব হুকুম পালন হচ্ছে কিনা দেখা-শুনার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হল। কিন্তু কুদরতী ফায়সালাকে ঠেকাবে কে? এত কিছুর পরও ইব্রাহীম (আ.) মাতৃগর্বে তাশরীফ নিলেন। ইব্রাহীম (আ.)'র আম্মাজান অল্প বয়স্কা ছিলেন বিধায় গর্ভ প্রকাশ পায়নি। প্রসব সময় সন্নিকট হলে মা একটি গর্তে চলে যান যা শহরের অদুরে তাঁর পিতা তারেক তৈরী করেছিলেন। সেখানে তিনি জন্মলাভ করেন।

মা তাঁকে গর্তে রেখে আসেন এবং প্রতিদিন যথাসময়ে গিয়ে দুধপান করায়ে আসেন। মা যখন তাঁর কাছে যেতেন তখন দেখতেন যে, তিনি অঙ্গুলির অগ্রভাগ চুষতেছেন এবং তা থেকে দুধ বের হত। মা'আরিজুন্নবুয়্যত গ্রন্থের ৩১০ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, হযরত ইব্রাহীম (আ.) সেই গর্তে থাকাকালীন তাঁর এক অঙ্গুলি থেকে পানি, অপর অঙ্গুলি থেকে দুধ, তৃতীয় অঙ্গুলি থেকে মধু ও চতুর্থ অঙ্গুলি থেকে ঘি বের হত। সেখানে তিনি এত দ্রুত বেড়েছিলেন যে, সাধারণ সন্তান দু'বছরে যা বাড়ত তিনি এক মাসে ততটুকু বেড়ে যেতেন। মতান্তরে তিনি সেখানে সাত, তের ও সতের বছর ছিলেন।[৪১২]

৩৭১. মুর্তির মুখে বুলি :

আযর ছিল হযরত ইব্রাহীম (আ.)'র চাচা। সে উন্নত মানের মুর্তি বানিয়ে চড়া মূল্যে বিক্রি করত। বাজারে বিক্রি করার জন্য সে ইব্রাহীম (আ.)কেও মূর্তি দিয়ে বাজারে পাঠাত। হযরত ইব্রাহীম (আ.) মুর্তি কাঁধে নিয়ে বাজারে গিয়ে বলতেন- من يشترى مالا يضرولاينفع "এই মুর্তি কে কিনবে যে কোন লাভ-ক্ষতি করতে পারেনা।" ফলে তাঁর কাছ থেকে কেউ মুর্তি ক্রয় করে না। মূর্তি ফেরৎ নিয়ে সন্ধা বেলায় তিনি ঘরে আসলে চাচা জিজ্ঞেস করত মুর্তি বিক্রি হলনা কেন? সম্ভবত তুমি এগুলোর কোন প্রশংসা করনি। এই শহরে কোন বস্তুর প্রশংসা না করলে কেউ তা কিনেনা। তিনি বললেন, চাচা! আমি এদের প্রশংসা কিভাবে করব, এরাতো বধির, কানে শুনে না, অন্ধ-চোখে দেখেনা এবং এত অক্ষম যে, নিজের থেকে একটি মশাও তাড়াতে পারে না। তারপর চাচাকে হেদায়েতের উদ্দেশ্যে বললেন, ৳

[৪১১]. তাফসীরে নঈমী, উর্দু, খণ্ড:১ম, পারা: ১ম, পৃ:৬৬৯
[৪১২]. মাওলানা নূর মুহাম্মদ, মাওয়ায়েজে রেজভীয়্যা, উর্দু, দিল্লী, খণ্ড: ৪র্থ, পৃ:২

ابت لم تعبد ما لا يسمع ولايبصر ولا يغنى عنك شيئا "হে চাচা! এমন বস্তুর ইবাদত কেন করতেছেন যা শুনেও না, দেখেও না এবং আপনার থেকে কোন বিপদাপদ ও দূরীভূত করতে পারে না।"

আযর কোন উত্তর দিতে না পেরে বলল, হে ইব্রাহীম! এই মূর্তি যদি তোমার রেসালতের ও তোমার খোদার একত্ববাদের সাক্ষ্য দেয় তবে আমি তোমার উপর ঈমান আনবো। হযরত ইব্রাহীম (আ.) দোয়ার জন্য হাত উঠালেন আর সব মূর্তি থেকে আওয়াজ আসল- ابراهيم خليل الله لا اله الا الله আযর এই মু'জিযা দেখে বলল, ইব্রাহীম তো বড় যাদুকর, এই বলে সে ঈমান গ্রহণ করলনা।[৪১৩]

৩৭২. অগ্নিকুণ্ড শীতল হওয়া :

নমরূদ ও তার সম্প্রদায় সম্মিলিত ভাবে সিদ্ধান্ত নিল যে, ইব্রাহীম (আ.)কে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হোক। এ প্রসঙ্গে কুরআনে বলা হয়েছে,

قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ﴿٩٧﴾ الصافات: ٩٧

"তার জন্য একটি ইমারত তৈরী করা হোক তারপর প্রজ্জলিত অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হোক।" (সূরা সাফ্ফাত, পারা:২৩, আয়াত:৯৭) তখন তারা পাথর দিয়ে ত্রিশ গজ লম্বা, বিশগজ প্রস্থ চারটি দেওয়াল তৈরী করে ঘোষণা করল যে, নমরূদের আদেশ যে, ছোট-বড় নারী-পুরুষ সকলেই লাকড়ি জমা করে এখানে আনতে হবে অন্যথায় ইব্রাহীমের সাথে তাকেও অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হবে। ফলে সকলেই কাঠ সংগ্রহ করে বিশাল স্তুপ করল। দীর্ঘ একমাস যাবৎ কাঠ সংগ্রহের কাজ চলল। এমনকি তাদের অসুস্থ মহিলা মান্নত করল যে, ভাল হলে অগ্নিকুন্ডের জন্য কাঠ সংগ্রহ করবে। অতঃপর তাতে অগ্নিসংযোগ করে সাতদিন পর্যন্ত প্রজ্জলিত করতে থাকে। অগ্নিশিখা আকাশ চুম্বি হল। কোন পাখি এর উপর আকাশে উড়লে জ্বলে ছাই হয়ে যেত।

এরপর হযরত ইব্রাহীম (আ.)কে হাত-পা ও গলায় বেঁধে তাঁকে আগুনের পাশে আনা হল। কিন্তু অগ্নিকুন্ডের পাশে যাওয়াই মুশকিল হয়ে পড়ল। অগ্নির অসহ্য তাপের কারণে তার ধারে-কাছেও যাওয়ার কারো সাধ্য ছিলনা। তারা দুঃচিন্তায় পড়ে গেল কিভাবে তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করবে। এমতাবস্থায় শয়তান এসে ইব্রাহীম (আ.)কে 'মিনজানিকে' (এক প্রকার নিক্ষেপন যন্ত্র) রেখে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করার পদ্ধতি শিখিয়ে দিল। যখন তাঁকে মিনজানিকে রেখে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপের প্রস্তুতি নিচ্ছিল তখন এই দৃশ্য দেখে ফেরেস্তাকুল, দ্যুলোকে ভূলোকে সমস্ত সৃষ্টিজীব চিৎকার করে কেঁদে উঠল আর আরজ করল- হে আল্লাহ! সমগ্র ভূপৃষ্ঠে শুধুমাত্র তোমার একজন বান্দাই তোমার ইবাদত করতেছে। তাঁকে আজ অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। যদি অনুমতি হয় তবে আমরা তাঁকে সাহায্য করতে পারি। আল্লাহ বলেন, যদি তিনি সাহায্য চায় তবে অনুমতি দিলাম তোমরা

[৪১৩]. মুল্লা মুঈন ওয়ায়েজ আল হারবী (র.) (৯০৭হি.), মা'আরিজুন্নবুয়্যত, পৃ:৩১৯

সাহায্য করতে পার। আর যদি আমার কাছে চায় তবে অমি তাকে সাহায্য করব। তখন পানি ও বাতাসের দায়িত্বান ফেরেস্তাদ্বয় এসে সাহায্যের আবেদন করলে তিনি বলেন, তোমাদের সাহায্যের কোন প্রয়োজন নেই, প্রভুর সন্তুষ্টিতেই ইব্রাহীম সন্তুষ্ট। মিনজানিক থেকে তাঁকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করার পর যখন তিনি অগ্নিকুন্ডের নিকটে পৌঁছে গেলেন তখন জিব্রাঈল (আ.) তাঁর খেদমতে এসে বলল, يا ابراهيم الك حاجة "হে ইব্রাহীম! সাহায্যের প্রয়োজন আছে?" উত্তরে তিনি বললেন, نعم اما اليك فلا "প্রয়োজন তো আছে তবে তোমার কাছে নয়।" জিব্রাঈল (আ.) বলল, আচ্ছা যার কাছে প্রয়োজন তাকে আহ্বান করুন। কারণ আগুনের একেবারে নিকটে এসে গিয়েছেন আপনি। তিনি বললেন, علمه بحالى حسبى من سوالى "তিনি আমার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত আছেন, তিনিই আমার প্রয়োজন পুরণে যথেষ্ট।" তখন আল্লাহ তায়ালা আগুনকে আদেশ করলেন-

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٩﴾ الأنبياء: ٦٩

"হে আগুন! ইব্রাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও। (সূরা আম্বিয়া, পারা:১৭, আয়াত নং ৬৯) সাথে সাথে অগ্নিকুন্ড আরামদায়ক বাগানে পরিণত হয়ে গেল এবং তাঁকে জান্নাতি রেশমী পোষাক পরিধান করায়ে বেহেশ্‌তী একটি তখ্‌তে বসানো হল। ডানে জিব্রাঈল (আ.), বামে মিকাঈল (আ.) বসে আছেন অপর এক ফেরেস্তা হাতে পাখা নিয়ে বাতাস করতেছে। যে সব রশি বেঁধে তাঁকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করেছিল সেগুলো পর্যন্ত পুড়ে ছাই হয়ে গেল কিন্তু ইব্রাহীম (আ.)'র একটি লোমও পুড়েনি বরং কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, আল্লাহর আদেশে সে সময় পৃথিবীর সমস্ত প্রজ্জলিত আগুন নিভে গিয়েছিল।[৪১৪]

৩৭৩. হযরত ইব্রাহীম (আ.)'র আওয়াজ :

বায়তুল্লাহ'র নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে আল্লাহ তায়ালা হযরত ইব্রাহীম (আ.)কে নির্দেশ দেন যে, তুমি মানব জাতিকে বায়তুল্লাহয় হজ্বব্রত পালনের উদ্দেশ্যে আগমণের জন্য আহ্বান কর। তিনি মকামে ইব্রাহীম নামক পাথরখানা নিয়ে আবু কুবাইস পাহাড়ে রেখে এবং এই পাথরে দাঁড়িয়ে সমগ্র মানব জাতিকে আহ্বান করলেন। পবিত্র কুরআনে তাঁর আহ্বান সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে,

وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾ الحج: ٢٧

"এবং মানুষের মধ্যে হজ্বের জন্যে ঘোষণা প্রচার কর। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সর্বপ্রকার কৃশকায় উটের পিঠে সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্ত থেকে।" (সূরা হাজ্ব, পারা: ১৭, আয়াত নং ২৭)

ইব্রাহীম (আ.)'র এই আহ্বান আল্লাহ তায়ালা বিশ্বের কোণে কোণে পৌঁছিয়ে দেন এবং শুধু তখনকার জীবিত মানুষ পর্যন্ত নয়; বরং ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্ত আগমণকারী সকল মানুষের কানে কানে এই আহ্বান পৌঁছিয়ে দেন। যারা এই ঘোষণা শুনে চুপ ছিল তাদের ভাগ্যে হজ্বের সুযোগ হবেনা। আর যারা যতবার لبيك اللهم لبيك বলে জবাব দিয়েছিলেন

[৪১৪]. মুল্লা মুঈন আল হারবী (র.) (৯০৭হি.), মা'আরেজুন্নবুয়্যত, পৃ:৩২৬

তারা ততবার হজ্ব করতে পারবেন। এ সময় এই পাথরে হযরত ইব্রাহীম (আ.)'র পায়ের অঙ্গুলির চাপ বসে গেল। ইহা ইব্রাহীম (আ.)'র স্থায়ী মু'জিযা যা আদৌ বিদ্যমান।[৪১৫]

৩৭৪. মকামে ইব্রাহীম :

হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাঈল (আ.) কা'বা ঘরের পূণনির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেন। ইব্রাহীম (আ.) ছিলেন মূল কারিগর আর ইসমাঈল (আ.) ছিলেন সহকারী। কা'বার দেয়াল যখন উচুঁ হয়ে গেল হাতের নাগালে পাওয়া যাচ্ছিলনা তখন তিনি ইসমাঈল (আ.)কে বললেন, আমার জন্য একখানা উচুঁ পাথর নিয়ে এসো যার উপর দাঁড়িয়ে দেয়াল নির্মাণ কাজ করতে পারি। হযরত ইসমাঈল (আ.) পাথরের খুঁজে জাবলে আবু কুবাইস নামক পাহাড়ের দিকে যাওয়ার পথে জিব্রাঈল (আ.)'র সাক্ষাত হয়। জিব্রাঈল (আ.) তাঁকে বললেন, আসুন, আমি আপনাকে এমন এক পাথরের সন্ধান দেবো যেটি হযরত আদম (আ.) পৃথিবীতে আসার সময় জান্নাত থেকে এনেছিলেন। আর ইদ্রীস (আ.) নূহ (আ.)'র তুফানের ভয়ে এটাকে এই পাহাড়ে দাফন করে রেখেছিলেন।

পাহাড়ের নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে জিব্রাঈল (আ.) বললেন, এখানে দু'টি পাথর আছে একটিকে নিয়ে কা'বার দরজার নিকটে স্থাপন করে দিন যাতে তাওয়াফকারীগণ এটাকে চুমু খেতে পারে। এটি হল হাজরে আসওয়াদ। আর বড় পাথর খানাতে ইব্রাহীম (আ.) দাড়িয়ে কা'বা নির্মাণ করবেন। অতঃপর উভয় পাথর নিয়ে এসে হযরত ইব্রাহীম (আ.)কে দিলেন এবং খোদায়ী হুকুমও পৌঁছালেন। আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী ইব্রাহীম (আ.) হাজরে আসওয়াদকে দরজার পাশে স্থাপন করে দিলেন আর বড়টির উপর দাঁড়িয়ে কা'বার নির্মাণ কাজ করেন। যে পরিমাণ দেয়াল উচুঁ হতে যাচ্ছিল ততটুকু পরিমাণ এই পাথরখানাও উচুঁ হয়ে যেতো। এভাবে পাথরখানা বর্তমান আধুনিক যুগের আবিস্কৃত লিপ্ট'র ন্যায় কাজ করেছিল। এভাবে তিনি কা'বার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন।[৪১৬]

৩৭৫. বাঘে সিজদা করা :

মুফ্তি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.) তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ তাফসীরে নঈমীতে তাফসীরে আযিযী'র উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন- একদা হযরত ইব্রাহীম (আ.)'র যুগের কাফেররা দু'টি বাঘকে তাঁর দিকে ছেড়ে দিল। বাঘ দু'টি তাঁকে আক্রমণ করাতো দূরের কথা বরং বাঘ দু'টি তাঁর কদমে সিজদায় পড়ে জিহ্বা দিয়ে তাঁর কদম চাটতে লাগল।[৪১৭]

হযরত ইয়াকুব (আ.)'র মু'জিযা

৩৭৬. বাঘের সাথে কথোপকথন :

হযরত রবীয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ইয়াকুব (আ.)কে যখন বলা হল যে, হযরত ইউসুফ (আ.)কে বাঘে খেয়ে ফেলেছে, তখন তিনি সেই বাঘকে ডেকে বললেন,

৪১৫. হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.), (১৩৯১হি.), তাফসীরে নঈমী, উর্দু, দিল্লী, খণ্ড:১ম, পারা:১ম, পৃ:৬৮০

৪১৬. হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.), (১৩৯১হি.), তাফসীরে নঈমী, উর্দু, দিল্লী, খণ্ড:১ম, পারা:১ম, পৃ:৬৮০

৪১৭. হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.), (১৩৯১হি.), তাফসীরে নঈমী, উর্দু, দিল্লী, খণ্ড:১ম, পারা:১ম, পৃ:৬৭০

اكلت قرة عينى وثمرة فوادى "তুমি কি আমার চোখের নয়ন কলিজার টুকরা ইউসুফকে খেয়েছ?" উত্তরে বাঘ বলল- لم افعل "না, আমি একাজ করিনি।" তিনি বাঘকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথা থেকে আসতেছ আর কোথায় যাবার ইচ্ছে করেছ? বাঘে উত্তর দিল, মিশর থেকে আসতেছি আর জুরজান যাওয়ার ইচ্ছে করেছি।

তিনি পুনরায় বাঘকে জিজ্ঞেস করলেন, এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য কি? বাঘ উত্তরে বলল, আমি আপনার পূর্ববর্তী আম্বিয়াগণের কাছে শুনেছি যে, من زار حميما او قريبًا كتب الله له بكل خطوة الف حسنة وحط عنه الف سيئة ورفع له الف درجة "যে ব্যক্তি কোন বন্ধু কিংবা নিকটতম অত্মীয়ের সাথে সাক্ষাত করে তবে আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি কদমে একহাজার নেকী লিখে দেন আর একহাজার গুনাহ মুছে দেন এবং একহাজার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন।"

অতঃপর হযরত ইয়াকুব (আ.) তাঁর সন্তানদেরকে ডাকলেন এবং বললেন, এই বাঘ থেকে হাদিসখান লিখে নাও। কিন্তু বাঘে তাদেরকে হাদিস বর্ণনা করতে অসম্মতি জানাল। তিনি এর কারণ জিজ্ঞেস করলে বাঘে উত্তর দিল- انهم عصاة "কেননা, তারা অপরাধী গুনাহগার", তাই আমি তাদেরকে হাদিস বর্ণনা করবোনা।[৪১৮]

হযরত ইউসুফ (আ.)'র মুজিযা

৩৭৭. দোলনার শিশুর সাক্ষ্যদান :

আযীযে মিশরের স্ত্রী জুলেখা হযরত ইউসুফ (আ.)'র উপর আশেক হয়ে তাঁকে সাত দরজার ভিতরে নিয়ে দরজাসমূহ বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিয়ে পাপ কাজের দিকে আহ্বান করল। হযরত ইউসুফ (আ.) আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে আল্লাহর উপর নির্ভর করে তালাবদ্ধ বন্ধ দরজার দিকে দৌড় দিলে আপনা-আপনি দরজার তালা খুলে নীচে পড়ে গেল আর তিনি অনায়সে দৌড়ে বাইরে চলে গেলেন। পিছে পিছে জুলেখাও দৌড়ে এসে উভয় আযীযে মিশরের সামনে উপস্থিত হল। পালানোর সময় জুলেখা ইউসুফ (আ.)'র জামা ধরে রাখার কারণে তাঁর জামার পিছন দিক ছিড়ে গিয়েছিল। জুলেখা নিজের দোষ ইউসুফ (আ)'র উপর চাপিয়ে বলল, যে ব্যক্তি আপনার পরিজনের সাথে কুকর্মের ইচ্ছা করে, তাকে কারাগারে পাঠানো অথবা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেয়া ছাড়া তার আর কি শাস্তি হতে পারে? ইউসুফ (আ.) বললেন, সে-ই আমাকে আত্মসংবরণ না করতে ফুসলিয়েছে।

ব্যাপারটি ছিল খুবই স্পর্শকাতর। তাছাড়া কে সত্যবাদী তা নির্ণয় করা ছিল সুকঠিন। কারণ সাক্ষ্য-প্রমাণের কোন অবকাশ ছিলনা। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সত্য উদঘাটন করে স্বীয় নবীর পিম্পাপ ও নির্দোষ হওয়ার ব্যবস্থা কুদরতীভাবে করে রেখেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস ও আবু হুরাইরা (রা.)'র বর্ণনা অনুযায়ী একটি কচি শিশুকে আল্লাহ তায়ালা বিজ্ঞ ও দার্শনিক সুলভ বাকশক্তি দান করলেন। এ শিশু এ ঘরেই দোলনায় লালিত হচ্ছিল। হযরত ইউসুফ (আ.)'র মু'জিযা হিসাবে ঠিক ঐ মুহূর্তে শিশুটি দার্শনিক সুলভ বলে উঠল- ইউসুফ

৪১৮. ইমাম সুয়ূতী, জালাল উদ্দিন সুয়ূতী (র.), আল খাসায়েসুল কুবরা, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:২য়, পৃ:৩০৮

(আ.)'র জামাটি দেখ- যদি তা সামনের দিকে ছিন্ন থাকে, তবে জুলেখার কথা সত্য আর ইউসুফ (আ.) মিথ্যাবাদীরূপে সাব্যস্ত হবেন। পক্ষান্তরে যদি জামা পিছন দিক থেকে ছিন্ন থাকে, তবে মহিলা মিথ্যাবাদী এবং ইউসুফ (আ.) সত্যবাদী। অতঃপর দেখা গেল যে, তাঁর জামা পিছন দিকেই ছিন্ন ছিল। এতে ইউসুফ (আ.) নির্দোষ ও নিষ্পাপ সাব্যস্ত হলেন আর জুলেখা দোষী সাব্যস্ত হয়ে লজ্জিত হল। আল্লামা নঈম উদ্দিন মোরাদাবাদী (র.) বলেন, এই সাক্ষ্যদাতা শিশুটি জুলেখার মামাত ভাই ছিল যার বয়স হয়েছিল তখন মাত্র চার মাস। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা সূরা ইউসুফে আয়াত নং ২৩-৩০ পর্যন্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন।

৩৭৮. দূরবস্তু দৃশ্যমান হওয়া :

জুলেখা হযরত ইউসুফ (আ.)'র উপর প্রেমাসক্ত হয়ে আবদ্ধ ঘরে নিয়ে নির্জনে পাপ কাজের প্ররোচনা চালায় তখন স্বীয় পালন কর্তার প্রমাণ (বুরহান) তাঁর চোখের সামনে এসেছিল। ফলে অনিচ্ছাকৃত কল্পনা ও ধারণা অন্তর থেকে দূর হয়ে গেল। এ বুরহান কি ছিল তা নিয়ে মতানৈক্য থাকলেও হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে জুবাইর, মুহাম্মদ ইবনে সীরিন, হাসান বসরী (র.) প্রমুখ বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা মু'জিযা হিসাবে এ নির্জন কক্ষে হযরত ইউসুফ (আ.)'র স্বীয় পিতা হযরত ইয়াকুব (আ.)কে এমন অবস্থায় দেখতে পান যে, তিনি হাতের অঙ্গুলি দাঁতে চেপে ধরে তাঁকে সাবধান করে দিয়েছেন যেন পাপ কাজে লিপ্ত না হয়।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন-

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِۦ ۖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ أَن رَّءَا بُرْهَٰنَ رَبِّهِۦ ۚ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلْفَحْشَآءَ ۚ إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿٢٤﴾ يوسف: ٢٤

"নিশ্চয় মহিলা তাঁর বিষয়ে চিন্তা করেছিল এবং সেও মহিলার বিষয়ে চিন্তা করত যদি না সে স্বীয় পালনকর্তার 'বুরহান' অবলোকন করত। এমনিভাবে আমি তার কাছ থেকে মন্দ বিষয় ও নির্লজ্জ বিষয় সরিয়ে দেই। নিশ্চয় সে আমার মনোনীত বান্দাদের একজন।" (সূরা ইউসুফ, পারা:১২, আয়াত নং ২৪)

৩৭৯. জেলখানায় অদৃশ্যের সংবাদ ও স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান :

দোলনার শিশুর সাক্ষ্য দ্বারা ইউসুফ (আ.)'র নিষ্পাপ চরিত্র দিবালোকের ন্যায় ফুটে উঠার পর তিনি দোয়া করেছিলেন-

﴿ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدْعُونَنِىٓ إِلَيْهِ ۖ ﴿٣٣﴾ ﴾ يوسف: ٣٣

"হে প্রভূ! তারা আমাকে যে কাজের দিকে আহ্বান করে তার চাইতে আমি কারাগারে থাকাই পছন্দ করি।" (সূরা ইউসুফ, আয়াত নং ৩৩) তাছাড়া আযীযে মিশরও তাঁর স্ত্রী লোক নিন্দা বন্ধ করার লক্ষে কিছু দিনের জন্য তাঁকে কারাগারে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। ইউসুফ (আ.)'র দোয়া কবুল হল এবং তাঁকে কারাগারে পাঠিয়ে দিল। সাথে আরো দু'জন অভিযুক্ত কয়েদী কারাগারে প্রবেশ করল। তাদের একজন বাদশাকে মদ্যপান করাত অপর

জন বাবুর্চি ছিল। তারা উভয়জন বাদশাকে খাদ্যে বিষ মিশানোর অভিযোগে গ্রেফতার হয়ে কারাগারে আসল এবং তদন্ত কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কারাগারে থাকার সিদ্ধান্ত হল। কারাগারে ইউসুফ (আ.)'র সদাচরণে ও চারিত্রিক মাধুর্যে মুগ্ধ হল সকল কারাবাসী।

একদা ঐ দু'জন কয়েদী দু'টি স্বপ্ন দেখল এবং স্বপ্নে তা'বীর বর্ণনা করতে ইউসুফ (আ.)'র নিকট আসল। স্বপ্ন বর্ণনা করতে গিয়ে মদ্যপানকারী ব্যক্তি বলল, আমি স্বপ্ন দেখি যে, আঙ্গুর থেকে শরাব বের করছি। বাবুর্চি বলল, আমি স্বপ্ন দেখি যে, আমার মাথায় রুটিভর্তি পাত্র রয়েছে। তা থেকে পাখিরা টুকরা টুকরা করে খাচ্ছে। তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বলেন- মদ্যপানকারী মুক্তিপাবে এবং পুনরায় চাকুরীতে পূর্ণবহাল হয়ে বাদশাকে মদ্যপান করাবে। পক্ষান্তরে বাবুর্চির অপরাধ প্রমাণিত হবে এবং তাকে শূলে চড়ানো হবে। তার মাথার মগজ পাখিরা ঠুকরে খাবে। তাছাড়া কয়েদীদের নিকট খাবার আসার পূর্বেই তিনি কি খাবার আসবে, কতটুক পরিমাণ আসবে, ঐগুলোর রঙ কিরূপ হবে এবং কখন আসবে ইত্যাদি তাদেরকে অগ্রীম বলে দিতেন। আর তিনি যেরূপ বলতেন ঠিক সেরূপই হত।[৪১৯]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন-

وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِ ۖ قَالَ أَحَدُهُمَآ إِنِّىٓ أَرَىٰنِىٓ أَعْصِرُ خَمْرًا ۖ وَقَالَ ٱلْءَاخَرُ إِنِّىٓ أَرَىٰنِىٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِى خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ ۖ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِۦٓ ۖ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٣٦﴾ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِۦٓ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِۦ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا ۚ ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِى رَبِّىٓ ۚ إِنِّى تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْءَاخِرَةِ هُمْ كَٰفِرُونَ ﴿٣٧﴾ يوسف: ٣٦ - ٣٧

"আর তাঁর সাথে কারাগারে দু'জন যুবক প্রবেশ করল। তাদের একজন বলল, আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি মদ নিঙড়াচ্ছি। অপরজন বলল, আমি দেখলাম যে, নিজ মাথায় রুটি বহন করছি, তা থেকে পাখি ঠুকরিয়ে খাচ্ছে। আমাদেরকে এর ব্যাখ্যা বলুন। আমরা আপনাকে সৎকর্মশীল দেখতে পাচ্ছি। তিনি বললেন, তোমাদেরকে প্রত্যেহ যে খাদ্য দেয়া হয়, তা তোমাদের কাছে আসার আগেই আমি তার ব্যাখ্যা বলে দেবো। এ জ্ঞান আমার পালনকর্তা আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। আমি ঐ সব লোকের ধর্ম পরিত্যাগ করেছি যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনা এবং পরকালে অবিশ্বাসী। (সূরা ইউসুফ, পারা:১২, আয়াত নং ৩৬ ও ৩৭)

৩৮০. বাদশার স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান :

হযরত ইউসুফ (আ.) বার বছর জেলখানায় বিনা দোষে আবদ্ধ থাকার পর মিশরের বাদশা রাইয়্যান ইবনে ওয়ালীদ এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখলেন। তিনি স্বপ্ন দেখলেন যে, সাতটি মোটা তাজা গাভীকে অপর সাতটি দূর্বল গাভী খেয়ে ফেলতেছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও

---

৪১৯. মাওলানা হেফজুর রহমান, কাসাসুল কুরআন, উর্দু, করাচী, খণ্ড:১ম, পৃ:৩০০ ও আল্লামা নঈম মোরাদাবাদী (র.) (১৩৬৭হি.), খাযায়েনুল ইরফান, উর্দু, প্রান্ত টীকা কানযুল ঈমান, সূরা ইউসুফ, পারা:১২ পৃ:২৮৬

সাতটি শুষ্ক শীর্ষ দেখেছেন। বাদশা রাজ্যের স্বপ্নের ব্যাখ্যাদাতাদের একত্রিত করে এর ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। কিন্তু স্বপ্নটি কারো বোধগম্য হলনা। তাই তারা এটিকে কল্পনাপ্রসূত বলে উড়িয়ে দিয়ে এর ব্যাখ্যা করতে অপারগতা প্রকাশ করল। তখন ইউসুফ (আ.)'র বন্দী বন্ধু যে নির্দোষ সাব্যস্ত হয়ে মুক্তি লাভ করেছিল সে বলল, আমি এর ব্যাখ্যা বলে দিতে পারবো। তোমরা আমাকে জেলখানায় প্রেরণ কর।

সে জেলখানায় গিয়ে এই অদ্ভুদ স্বপ্নের কথা বললে হযরত ইউসুফ (আ.) এর যথার্থ ও বাদশার মনপুত ব্যাখ্যা প্রদান করেন। ব্যাখ্যায় তিনি বলেন- প্রথম সাতবছর তোমাদের ভাল ফলন হবে এরপর সাত বছর দুর্ভিক্ষ হবে। প্রথম বছরের অতিরিক্ত উৎপন্ন শস্য গমের শীষের মধ্যেই সংরক্ষিত রাখতে হবে যাতে দীর্ঘ দিন রাখলেও গমে পোকা না লাগে। পরবর্তী সাত বছর দুর্ভিক্ষের সময় সংরক্ষিত শস্য কাজে আসবে। এরপর প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে এবং উৎপাদনও বাড়বে।

লোক মারফত স্বপ্নের এই ব্যাখ্যা শুনে বাদশা অত্যন্ত খুশী হলেন এবং ইউসুফ (আ.)'র জ্ঞান-গরিমায় মুগ্ধ হয়ে স্বয়ং ইউসুফ (আ.)'র যবান থেকে এর ব্যাখ্যা শোনার জন্য তিনি তাঁকে জেল থেকে সম্মানের সহিত মুক্তি দিলেন। বাদশা তাঁর মুখ থেকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুনতে চাইলে প্রথমে তিনি নিখুঁত ও পুঙ্খানুরূপে বাদশার দেখা স্বপ্নের বিবরণ দিলেন যা বাদশা আজ পর্যন্ত কারো কাছে প্রকাশ করেন নি। তারপর স্বপ্নের ব্যাখ্যা ও এর সমাধান বর্ণনা করলে বাদশা মুগ্ধ হয়ে তাঁকে তার সাথে রেখে দেন। এক বছর পর রাষ্ট্রীয় দায়িত্বভার তাঁর উপর অর্পণ করে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। এভাবেই তিনি একজন গোলাম থেকে মিশরের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন।[৪২০]

৩৮১. জামা মোবারক :

হযরত ইউসুফ (আ.)'র ব্যবহৃত জামা মোবারকের মাধ্যমে তাঁর অনেক মু'জিযা প্রকাশিত হয়েছিল। এটি একটি পূর্বপুরুষের বরকত মন্ডিত জামা ছিল যা বংশ পরম্পরায় তিনি পেয়েছিলেন। এটি মুলত হযরত ইব্রাহীম (আ.)'র জামা ছিল যা জান্নাতী রেশম দিয়ে তৈরী। যখন হযরত ইব্রাহীম (আ.)কে নমরূদে জামা-কাপড় খুলে আগুনে নিক্ষেপ করছিল তখন হযরত জিব্রাঈল (আ.) তাঁকে ঐ জামা পরিধান করায়েছিলেন। এটি হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাঁর পুত্র হযরত ইসহাক (আ.)কে এবং তিনি তাঁর পুত্র হযরত ইয়াকুব (আ.)কে দান করেছিলেন। ইয়াকুব (আ.)'র সন্তানরা হযরত ইউসুফ (আ.)কে কূপে নিক্ষেপ করতে নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি ইউসুফ (আ.)'র গলায় জামাটি তাবীজ আকারে বেঁধে দিয়েছিলেন।

ইউসুফ (আ.)'র ভাইয়েরা তাঁকে হাত-পা বেঁধে জামা খুলে কূপে নিক্ষেপ করে রশি কেটে দিলে তিনি নীচে পতিত হওয়ার পূর্বেই হযরত জিব্রাঈল (আ.) আল্লাহর হুকুমে এসে তাঁকে একটি পাথরে বসিয়ে দিলেন এবং তাঁর হাত-পা খুলে দেন। পিতা কর্তৃক গলায় বেঁধে দেওয়া জামাটি খুলে জিব্রাঈল (আ.) তাঁকে পরিয়ে দেন। এই জামার বরকতে অন্ধকার কূপ আলোকিত হয়ে গেল।

[৪২০]. আল্লামা নঈম উদ্দিন মোরাদাবাদী (র.) (১৩৬৭হি.), খাযায়েনুল ইরফান, উর্দু, প্রান্ত টীকা, খানযুল ঈমান, পৃ:২৮৭ ও ২৮৮

এরপর হযরত ইউসুফ (আ.)'র সাথে তাঁর ভাইদের সাথে দীর্ঘদিন পরে নাটকীয়ভাবে পরিচয় হওয়ার পর যখন জানতে পারলেন যে, পিতা ইয়াকুব (আ.) তাঁর বিরহে কাঁদতে কাঁদতে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে তখন তিনি সেই ঐতিহাসিক জামাটি দিয়ে বলেছিলেন-

اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٣﴾ يوسف: ٩٣

"আমার এই জামাটি নিয়ে যাও এবং আমার পিতার চেহারার উপর রেখে দাও। এতে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। পরিবারের সকলকে আমার কাছে নিয়ে এস। এদিকে ইয়াকুব (আ.)'র জেষ্টপুত্র ইয়াহুদা মিশর থেকে জামা নিয়ে রওয়ানা হল ঐ দিকে প্রায় আড়াইশ মাইল দূর কেনানে হযরত ইয়াকুব (আ.), ইউসুফ (আ.)'র জামার বা শরীরের গন্ধ অনুভব করেন। আর ইয়াহুদা জামাটি নিয়ে তাঁর মুখে রাখল তখন সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে এল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন-

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ۖ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ ﴿٩٤﴾ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ﴿٩٥﴾ فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا ﴿٩٦﴾ يوسف: ٩٤ - ٩٦

"যখন কাফেলা (জামা নিয়ে) রওয়ানা হল তখন তাদের পিতা বললেন, তোমরা যদি আমাকে বোকা মনে না কর তবে বলি- আমি নিশ্চিতরূপেই ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি। লোকেরা বলল, আল্লাহর কসম, আপনি তো সেই পুরানো ভ্রান্তিতেই পড়ে আছেন। অতঃপর যখন সুসংবাদদাতা পৌঁছল, সে জামাটি তাঁর মুখে রাখল। অমনি তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন।"
(সূরা ইউসুফ, পারা:১৩, আয়াত নং ৯৪-৯৬)

হযরত মূসা (আ.)'র মুজিযা

৩৮২. হযরত মুসা (আ.)কে প্রদত্ত অসংখ্য মু'জিযা :

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে হযরত মুসা (আ.)কে নয়টি প্রকাশ্য নিদর্শন তথা মু'জিযা প্রদানের কথা উল্লেখ করেছেন। সূরা বনী ইসরাঈল'র একশ' এক নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন- ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات "আমি মুসাকে নয়টি প্রকাশ্য নিদর্শন তথা মু'জিযা দান করেছি।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- এই নয়টি মু'জিযা হল- যথা: এক. হযরত মুসা (আ.)'র লাঠি, যা অজগর সাপ হয়ে যেত, দুই. শুভ্র হাত, যা বগলের নীচ থেকে বের করতেই চমকাতে থাকত, তিন. মুখের তোতলামী দূর করে দেয়া, চার. বনী ইসরাঈলকে নদী পার হওয়ার জন্যে নদীকে দু'ভাগে বিভক্ত করে রাস্তা করে দেয়া, পাঁচ. অস্বাভাবিক ভাবে পঙ্গপালের আযাব প্রেরণ করা, ছয়. তুফান প্রেরণ করা, সাত. শরীরের কাপড়ে এত উকুন সৃষ্টি করা, যা থেকে আত্মরক্ষার কোন উপায় ছিলনা, আট. ব্যাঙের আযাব চাপিয়ে দেয়া, ফলে প্রত্যেক পানাহারের বস্তুতে ব্যাঙ কিলবিল করতো এবং নয়. রক্তের আযাব প্রেরণ করা। ফলে প্রত্যেক পাত্রে ও পানাহারের বস্তুতে রক্ত দেখা যেত।[৪২১]

[৪২১]. আল্লামা নঈম উদ্দিন মোরাদাবাদী (র.) (১৩৬৭হি.), খাযায়েনুল ইরফান, উর্দু, প্রান্ত টীকা, খানযুল ঈমান, পৃ:৩৪৯

৩৮৩. আগুনে দগ্ধ না হওয়া :

তাফসীরে আযিযী ও তাফসীরে খাযায়েনুল ইরফান কিতাবদ্বয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.) বলেন, একদা মিশরের বাদশা ফেরাউন স্বপ্ন দেখল যে, বায়তুল মোকাদ্দসের দিক থেকে একটি জ্বলন্ত অগ্নিশিখা বের হয়ে মিশরে প্রবেশ করে মিশরের সকল কিবতী সম্প্রদায়ের বাড়ী-ঘর জ্বালিয়ে ছারখার করে দিল কিন্তু আগুন বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের কোন ক্ষতি করল না।

এই স্বপ্ন দেখে ফেরাউন চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল এবং এর তা'বীর করার জন্য দেশের বড় বড় নজুম ও স্বপ্ন বিশারদগণকে তলব করা হল। তারা স্বপ্নের তাৎপর্য বর্ণনা করে বলল, অচিরেই বনী ইসরাঈল বংশে এমন এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে যে, আপনার সাম্রাজ্য ধ্বংস করে ফেলবে আর দেশের সবলোক তার অনুগত হয়ে যাবে। ফেরাউন এই কথা শুনে তৎক্ষণাত শহরের কতোয়ালকে ডেকে আদেশ দিল যেন একহাজার সিপাহী অস্ত্র-সস্ত্র সজ্জিত হয়ে এবং একহাজার ধাত্রী বনী ইসরাঈলের মহল্লায় চলে যায় এবং যে ঘরে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে তাকে যেন হত্যা করা হয়। মাত্র কয়েক বছরে বার হাজার অপর মতে সত্তর হাজার নবজাতক পুত্র সন্তান হত্যা করা হল এবং নব্বই হাজার গর্ভ নষ্ট করা হয়েছিল। খোদার কি শান! তখন বনী ইসরাঈলের বৃদ্ধরাও দ্রুত মরে যাচ্ছিল। এ অবস্থা দেখে কিবতী সম্প্রদায় ফেরাউনের কাছে আবেদন করল যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাদের বাচ্চাদেরকেও হত্যা করা হচ্ছে। এরূপ চলতে থাকলে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে আর আমরা খেদমতগার পাবো কোথায়? তখন ফেরাউন আদেশ দিল যে, এক বছর হত্যা করা হবে অপর বছর ছেড়ে দেয়া হবে।

খোদার কি মহিমা! যে বছর হত্যা মুলতবী সে বছর হযরত মুসা (আ.)'র বড় ভাই হযরত হারুন (আ.) জন্মগ্রহণ করেন আর হত্যার বছর হযরত মুসা (আ.) জন্মলাভ করেন।

হযরত মুসা (আ.)'র পিতার নাম ছিল ইমরান আর মাতার নাম ছিল আয়েয। আয়েয যখন গর্ভবতী হলেন তখন ফেরাউনের ধাত্রী ঘরে এবং সিপাহীরা দরজায় আসতে লাগল। প্রসবের দিন ঘনিয়ে আসলে একজন ধাত্রী স্থায়ীভাবে ঘরে বসবাস করতে আরম্ভ করল। হযতরত মুসা (আ.) রাতের বেলায় জন্মলাভ করেন। ধাত্রী তাঁকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। ধাত্রী তাঁর মাকে বলল, যে কোন প্রকারে তাঁকে হত্যা থেকে রক্ষা কর। এই বলে ধাত্রী একটি ছাগলের বাচ্চা যবেহ করে একটি ডেকচিতে ভরে সিপাহীদেরকে বলল, এই ঘরে একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে আমি তাকে যবেহ করে এই ডেকচিতে ভরে জঙ্গলে দাফন করতে নিয়ে যাচ্ছি। সিপাহীরা তার কথা বিশ্বাস করল আর সত্য-মিথ্যা তদন্ত করেনি। হযরত মুসা (আ.) তাঁর ঘরেই লালিত-পালিত হচ্ছিলেন।

এদিকে নজুমীরা ফেরাউনকে সংবাদ দিল যে, সেই সন্তান বনী ইসরাঈলে জন্ম হয়ে গিয়েছে। ফেরাউন কতোয়াল ডেকে ভৎর্সনা করলে সে বলল, আমরা বনী ইসরাঈলের সকল সন্তানকে নিজ হাতে হত্যা করেছি শুধু ইমরানের পুত্র সন্তানকে ধাত্রীর কথায় বিশ্বাস করে নিজের হাতে হত্যা করিনি। তারপর কতোয়ালের নির্দেশে হঠাৎ ইমরানের ঘরে সিপাহীরা

তল্লাশী চালাল। এ সময় হযরত মুসা (আ.) তাঁর বড় বোন মরয়মের কোলে ছিলেন। মরয়ম ভয়ে মুসাকে জ্বলন্ত আগুনের চুলায় রেখে উপরে পানির ডেকচি রেখে দিল। সিপাহী তল্লাশী করে কিছু না পেয়ে চলে গেলে মা জিজ্ঞেস করলেন মরয়ম! মুসা কোথায়? বোন সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলে মা মাথায় আঘাত করে করে চুলায় গিয়ে দেখেন চুলা থেকে আগুনের স্ফুলিঙ্গ উঠতেছে আর হযরত মুসা (আ.) নিরাপদে রয়েছেন। এটি মুসা (আ.) বাল্যকালীন মু'জিযা। এই ঘটনা তাঁর জন্মের চল্লিশ দিনের মাথায় সংঘটিত হয়েছিল।[৪২২]

৩৮৪. কুদরতী সুরক্ষা :

হযরত মুসা (আ.)'র মায়ের মনে শংকা জাগল যে, একে রক্ষা করা বড় মুশকিল হবে। তাই তিনি স্থির করলেন যে, একটি সিন্ধুক বানিয়ে তাতে হযরত মুসা (আ.)কে ভরে নীল নদীতে ভাসিয়ে দিলে হয়ত অন্য দেশে গিয়ে পৌঁছবে এবং অন্য কেউ তাকে লালন-পালন করবে। ঘরের সকলের পরামর্শক্রমে মহল্লার সানুম নাম্মী এক বৃদ্ধার দ্বারা কাঠের একটি সিন্ধুক বানালেন এবং কাউকে না বলার প্রতিশ্রুতি নেন। অতঃপর ফেরাউনের পক্ষ থেকে ঘোষণা হল যে, যে কেউ বনী ইসরাঈলে জন্মলাভকারী সন্তানের সংবাদ দেবে তাকে মোটা অংকের পুরুস্কার দেওয়া হবে। সানুম পুরুস্কারের লোভে সংবাদ প্রদানের উদ্দেশ্যে কিছুদূর গেলে মাটিতে তার পা গিরা পর্যন্ত ধ্বসে যায় এবং অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসল যে, যদি তুমি এই গোপনীয়তা ফাঁস কর তবে তোমাকে মাটিতে ধ্বসে ফেলা হবে। সানুম ভয় পেয়ে গেল এবং সিন্ধুক ইমরানের ঘরে পৌঁছে দিল আর আরজ করল- আমাকে সেই পবিত্র সন্তানের মুখ দেখান। মা তাকে হযরত মুসা (আ.)'র সাক্ষাত করালে সে তাঁর পদচুম্বন করে তাঁর উপর ঈমান এনেছে এবং সিন্ধুক তৈরীর বিনিময়ও নেয়নি।

অতঃপর মা মুসা (আ.)কে গোসল দিয়ে, উত্তম কাপড় পরিধান করায়ে সুগন্ধি লাগিয়ে সিন্ধুকে রেখে দিলেন আর কাঁদতে কাঁদতে নীল নদীতে নিয়ে আল্লাহর হাওলা করে সিন্ধুক নদীতে ভেসে দিলেন। সমুদ্র থেকে 'আইনুশ শামস' নামক একটি ছোট্ট নদী ফেরাউনের বাগানে পৌঁছেছে। এই সিন্ধুক ফেরাউনের বাগানে ঐ নদী দিয়ে পৌঁছে গেল। ফেরাউন তখন বাগানে ভ্রমণ করতেছিল। তার স্ত্রী আসীয়া সহ কয়েকজন বিশেষ ব্যক্তিবর্গও সঙ্গে ছিল। তারা সিন্ধুক তুলে ফেরাউনের কাছে নিয়ে আসল। সিন্ধুক খুলে দেখল সেখানে সুন্দর ফুটফুটে এক সন্তান। সে বলল, এটি সেই ছেলে যার সম্পর্কে গণকরা বলেছিল। আমার সৌভাগ্য যে, সে আপনা-আপনি আমার নিকট চলে এসেছে। সুতরাং সে তাকে দ্রুত হত্যার আদেশ দিলে স্ত্রী আসীয়া বললেন, ধারণার বশীভূত হয়ে আপনি হাজার হাজার সন্তান হত্যা করেছেন। একে হত্যা করবেন না, সম্ভবতঃ এটা অন্য কোন দূরদেশ থেকে এসেছে বনী ইসরাঈল থেকে নয়। আমার কোন সন্তান নেই আমি তাকে সন্তান বানিয়ে নেবো। ফেরাউন তার কথা রাখল। তাঁকে হত্যা করেনি। ওদিকে তাঁর বড় বোন মরয়ম মাকে সংবাদ দিল যে, মুসা স্বয়ং ফেরাউনের ঘরে পৌঁছে গেল। এ সংবাদ শুনে মা চিন্তায় অস্থির হলে আল্লাহ'র পক্ষ থেকে ইঙ্গিত আসল যে, তুমি কেঁদনা, তোমার ছেলের কোন ক্ষতি হবেনা এবং তোমার ছেলে তুমিই পাবে।

---

৪২২. হাকীমুল উম্মত মুফ্তি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.), (১৩৯১হি.), তাফসীরে নঈমী, উর্দু, দিল্লী, খণ্ড:১ম, পারা:১ম, পৃ:৩৪৯

অতঃপর আসীয়া শহরের দুধপান কারিনীগণকে একত্রিত করলেন তাঁকে দুধপান করার জন্য কিন্তু তিনি কারো দুধ পান করেন নি। বোন মরয়ম সেখানে উপস্থিত ছিল। সে বলল, এখানে একজন উত্তম দুধপানকারিনী মহিলা আছে যার দুধ অতি উত্তম। অনুমতি হলে তাকে ডেকে আনতে পারি। ফেরাউন বলল, তাড়াতাড়ী তাকে ডেকে আন। তাকে ডেকে আনা হলে তার দুধ পান করলেন এবং তার কোলে শান্ত হয়ে গেলেন। বিনিময়ে তাকে প্রতিদিন একটি আশরাফী দেওয়া হত। খোদার কি মহিমা! যার ভয়ে ফেরাউন হাজার হাজার সন্তান হত্যা করেছে সে সন্তানকে আজ ফেরাউন নিজেই সযত্নে লালন-পালন করতেছে। দীর্ঘ দু'বছর যাবৎ আয়েয মুসাকে দুধ পান করার পর এক খচ্ছরের বোঝাই পরিমাণ স্বর্ণ ও কয়েকটি উটের বোঝাই পরিমাণ অন্যান্য দামী উপঢৌকন দিয়ে হযরত আসীয়া তকে বিদায় দেন।[৪২৩]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন-

إِذْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰٓ ﴿٣٨﴾ أَنِ ٱقْذِفِيهِ فِى ٱلتَّابُوتِ فَٱقْذِفِيهِ فِى ٱلْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُّ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّى وَعَدُوٌّ لَّهُۥ ۚ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّى وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِىٓ ﴿٣٩﴾ إِذْ تَمْشِىٓ أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُۥ ۖ فَرَجَعْنَٰكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ﴿٤٠﴾ طه: ٣٨ - ٤٠

"যখন আমি তোমার মাতাকে নির্দেশ দিয়েছিলাম যা নির্দেশ দেয়ার প্রয়োজন ছিল। তুমি (মুসাকে) সিন্ধুকে রাখ অতঃপর তা নদীতে ভাসিয়ে দাও, অতঃপর নদী তাকে তীরে ঠেলে দেবে। তাকে আমার ও তার শত্রু উঠিয়ে নেবে। আমি তোমার প্রতি ভালবাসা সঞ্চারিত করে দিয়েছিলাম আমার নিজের পক্ষ থেকে যাতে তুমি আমার দৃষ্টির সামনে প্রতিপালিত হও। যখন তোমার বোন এসে বলল, আমি কি তোমাদেরকে বলে দেব কে তাকে লালন-পালন করবে? অতঃপর আমি তোমাকে তোমার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চক্ষু শীতল হয় এবং দুঃখ না পায়।" (সূরা ত্বাহা, পারা:১৬, আয়াত নং ৩৮-৪০)

৩৮৫. ফেরাউনের গালে থাপ্পর :

হযরত মুসা (আ.)কে হযরত আসীয়া (র.) লালন-পালন করছিলেন ফেরাউনও তাঁকে মহব্বত করতে লাগল। যখন তাঁর বয়স তিন বছর পূর্ণ হল তখন একদিন ফেরাউন তাঁকে কোলে নিয়ে আদর করার সময় তিনি ফেরাউনের দাড়ি ধরে এক থাপ্পর মারলেন। ফেরাউন আসীয়াকে ডেকে বলল, এটি মনে হয় সেই বাচ্চা যে আমার চির শত্রু। সে আমাকে অপদস্ত করেছে। আসীয়া বললেন, বাচ্চা অবুঝই হয়ে থাকে, এদের কাজের কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। এরাতো না বুঝে অনেক সময় আগুনেও হাত দেয়। ফেরাউন বলল, আচ্ছা তাহলে পরীক্ষা করা হোক। পরীক্ষার উদ্দেশ্যে একটি পাত্রে স্বর্ণ ও অন্য পাত্রে আগুন রাখা হোক। যদি সে আগুনে হাত দেয় তাহলে বুঝব সে অবুঝ। সুতরাং এরূপ করা হলে তিনি প্রথমে স্বর্ণের দিকে হাত বাড়ালে হযরত জিব্রাঈল (আ.) এসে তাঁর হাতকে আগুনের দিকে ফিরিয়ে

৪২৩. হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.), (১৩৯১হি.), তাফসীরে নঈমী, উর্দু, দিল্লী, খণ্ড:১ম, পারা:১ম, পৃ:৩৮০

দেন। তিনি আগুনে হাত দিয়ে একটি বড় আগুনের কয়লা মুখে পুরে দিলেন। এতে তাঁর জিহ্বা সামান্য পুরে যায় ফলে তোৎলা হয়ে গেলেন। তখন ফেরাউন আসীয়ার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করল।

হযরত মুসা (আ.)'র লালন-পালনের সময় ফেরাউন তাঁর অনেক মু'জিযা দেখেছিল। একদা তিনি মোরগকে তাসবীহ পড়ায়েছিলেন। আর একবার রান্না করা মুরগীকে জীবিত করেছিলেন।[৪২৪]

৩৮৬. নদীতে রাস্তা হওয়া :

হযরত মুসা (আ.)'র বয়স যখন আশি বছর এবং তাঁর বড় ভাই হযরত হারুন (আ.)'র বয়স তিরাশি বছর তখন ৯ মহররম দিবাগত রাতে বনী ইসরাঈলের যাবতীয় মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে মিশর ত্যাগের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। সামনে ছিলেন হারুন (আ.) আর পেছনে ছিলেন হযরত মুসা (আ.)। মধ্যখানে প্রায় ছয়লক্ষ সত্তর হাজার বনী ইসরাঈল ছিল। কিছুদূর গিয়ে তারা রাস্তা ভুলে গেলে তিনি প্রবীণ লোকদেরকে বললেন, এটি তোমাদের চেনা পথ, তোমরা ভুলে গেছ কেন? উত্তরে তারা বলল, হযরত ইউসুফ (আ.) মৃত্যুকালে আমাদেরকে অসিয়ত করেছিলেন যে, আমার সম্প্রদায় বনী ইসরাঈল মিশর থেকে চলে যাওয়ার সময় আমার তাবুত বের করে নিয়ে আমার পূর্বপুরুষ বুজুর্গদের কবরস্থানে যেন দাফন করে। আমরা সেই অসিয়ত পূর্ণ করিনি তাই পথ ভুলে গিয়েছি। তিনি সন্ধান করে কবর থেকে ইউসুফ (আ.)'র লাশ সংরক্ষিত তাবুত তুলে সকলের সম্মুখে ইউসুফ (আ.) কে অসিয়ত কৃত কবরস্থানে দাফন করে দেন। আল্লাহর মেহেরবাণীতে অল্প সময়ে অনেক পথ অতিক্রম করলেন তারা।

সকালে বনী ইসরাঈলের চলে যাওয়ার সংবাদ পেয়ে ফেরাউন রাগান্বিত হয়ে তৎক্ষণাত বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করে তাদের ধাওয়া করার উদ্দেশ্যে বের হল। যাদের সম্মুখভাগে ছিল সত্তর হাজার সৈন্য। তাফসীরে রূহুল বয়ানে আছে সত্তর লাখ। তাদেরকে দেখে বনী ইসরাঈল ভীত-সন্ত্রস্ত হলে হযরত মুসা (আ.) অভয় দিয়ে বলেন, আমার প্রভূ আমাকে নিশ্চয় পথ প্রদর্শন করবেন। সাথে সাথে ওহী আসল হে মুসা! স্বীয় লাঠি দিয়ে নদীতে প্রহার করে বল হে নদী! তুমি ফেটে আমাদেরকে রাস্তা করে দাও। তিনি লাঠি দিয়ে আঘাত করা মাত্র কুলযুম নদীতে বারটি রাস্তা হয়ে গেল যার মধ্যখানে পানি দেয়ালের ন্যায় হয়ে স্থির হয়ে গেল। সর্বপ্রথম হযরত ইউশা (আ.) স্বীয় ঘোড়া নিয়ে সেই পথ দিয়ে যাওয়া আরম্ভ করলেন পিছে হযরত হারুন (আ.) নামলেন। তাদেরকে যেতে দেখে পরে বনী ইসরাঈলের বার গোত্র বারটি পথ দিয়ে প্রবেশ করে এবং তারা প্রত্যেকে প্রত্যেককে দেখতে পেয়েছিল আর তারা এক গোত্র অপর গোত্রের সাথে কথা বলতে বলতে নদী পার হয়ে গেল।

ইত্যবসরে মহররমের দশ তারিখ শুক্রবার সকালে ফেরাউন বাহিনী নদীর তীরে পৌঁছে দেখল যে, নদী পথ দিয়ে বনী ইসরাঈল নদী পার হয়ে গেল। সে তার অনুসারীদেরকে

৪২৪. হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.), (১৩৯১হি.), তাফসীরে নঈমী, উর্দু, দিল্লী, খণ্ড:১ম, পারা:১ম, পৃ:৩৫১

বলল, নদী আমার জন্য পথ করে দিল যাতে আমাদের শত্রুকে গ্রেফতার করতে পারি। তোমরা সবাই এই পথে যাত্রা আরম্ভ কর। উজির হামান এসে চুপে চুপে ফেরাউনকে বলল, নদীতে পা রাখবেন না। রাখলে খোদার কুদরতী কৌশল বুঝতে পারবেন। বরং দ্রুত নৌকার ব্যবস্থা করুন। হামানের কথা শুনে ফেরাউন তার ঘোড়াকে নদীতে নামতে দিলনা তবে ইত্যবসরে হযরত জিব্রাঈল (আ.) মানুষের রূপ ধারণ করে একটি নারী ঘোড়ায় আরোহণ করে ফেরাউনের পুরুষ ঘোড়ার সম্মুখ দিয়ে যখন পানিতে নেমে গেলেন ফেরাউনের পুরুষ ঘোড়া ঐ নারী ঘোড়ার গন্ধ পেয়ে শত বাধা সত্ত্বেও নদীতে নেমে পড়ল। ফেরাউনের ঘোড়াকে নদীতে নামতে দেখে কিবতীদের সকল ঘোড়া সবকয়টি পথ দিয়ে নেমে গেল। ফেরাউনের সকল সৈন্য নদীতে নামলে খোদার হুকুমে আটকে থাকা পানি মিলে গেল এবং সবাই পানিতে ডুবে মরে গেল।[৪২৫]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন-

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِى ذَٰلِكُم بَلَآءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٤٩﴾ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَٰكُمْ وَأَغْرَقْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴿٥٠﴾ البقرة: ٤٩ - ٥٠

"আর স্মরণ করুন সে সময়ের কথা, যখন আমি তোমাদিগকে মুক্তি দান করেছি ফেরাউনের লোকদের কবল থেকে যারা তোমাদিগকে কঠিন শাস্তি দান করত। তোমাদের পুত্র সন্তানদেরকে যবাই করত আর তোমাদের স্ত্রীদিগকে অব্যহতি দিত। বস্তুত তাতে পরীক্ষা ছিল তোমাদের পালন কর্তার পক্ষ থেকে মহা পরীক্ষা। আর যখন আমি তোমাদের জন্য সাগরকে দ্বিখন্ডিত করেছি, অতঃপর তোমাদেরকে বাঁচিয়ে দিয়েছি এবং ডুবিয়ে দিয়েছি ফেরাউনের লোকদিগকে অথচ তোমরা দেখছিলে।" (সূরা বাকারা, পারা:১ম, আয়াত নং ৪৯ ও ৫০)

অন্যত্র বলেন,

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَٱضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِى ٱلْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَٰفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ﴿٧٧﴾ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِۦ فَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ﴿٧٨﴾ طه: ٧٧ - ٧٨

"আমি মুসার প্রতি এই মর্মে ওহী করলাম যে, আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাত্রি বেলায় বের হয়ে যাও এবং তাদের জন্য সমুদ্রে শুষ্কপথ নির্মাণ কর। পেছন থেকে এসে তোমাদের ধরে ফেলার আশঙ্কা করোনা এবং পানিতে ডুবে যাওয়ার ভয় করো না। অতঃপর ফেরাউন তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল এবং সমুদ্র তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করল।" (সূরা ত্বাহা, পারা:১৬, আয়াত নং ৭৭ ও ৭৮)

৪২৫. হাকীমুল উম্মত মুফ্তি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.), (১৩৯১হি.), তাফসীরে নঈমী, উর্দু, দিল্লী, খণ্ড:১ম, পারা:১ম, পৃ:৩৫৫

৩৮৭. মৃতকে জীবিত করা :

গো বৎস পূজার অপরাধে সত্তর হাজার বনী ইসরাঈল হত্যা হওয়ার পর হযরত মুসা (আ.) আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট হলেন যে, তুমি কিছু সংখ্যক লোক নিয়ে তুর পর্বতে যাও। সেখানে তারা নিজ সম্প্রদায়ের পক্ষে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। অপর বর্ণনায় আছে হযরত মুসা (আ.) তুর পর্বত থেকে তাওরাত নিয়ে এসে বনী ইসরাঈলের সামনে পেশ করলে তারা আল্লাহর কালাম বলে বিশ্বাস করতে পারেনি। তারা বলল, স্বয়ং আল্লাহ যদি আমাদের বলে দেন যে, এটি আমার প্রদত্ত কিতাব তবে আমরা বিশ্বাস করব। আল্লাহর অনুমতিক্রমে হযরত মুসা (আ.) তাদের কয়েকজনকে তুর পর্বতে যেতে বললেন। অতএব, তারা সত্তরজন লোককে মনোনীত করে হযরত মুসা (আ.)'র সঙ্গে তুর পর্বতে পাঠাল।

সেখানে পৌঁছে হযরত মুসা (আ.) আল্লাহর দরবারে দোয়া করলে আল্লাহ তা কবুল করেন। তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা গোসল কর, যাবতীয় গুনাহ থেকে তাওবা কর এবং তিনটি করে রোজা রাখ আর তাসবীহ-তাহলীল পাঠে রত থাক। তিনি তাদেরকে তুর পর্বতের নীচে রেখে নিজে পর্বতের উপরে তাশরীফ নিলেন। অতঃপর তারা দেখল যে, একটি শুভ্র স্তম্ভ এসে ধীরে ধীরে প্রসারিত হয়ে পুরো পর্বতকে আচ্ছাদিত করে ফেলল আর হযরত মুসা (আ.) পড়ে গেলেন। তারপর আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে কথা বললেন। এরা নীচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কালাম শ্রবণ করেছিল। তারা বলল, এ সব কালাম তো শুধু মুসা'র সাথে হয়েছে আমাদের সাথেও কথা বললে বিশ্বাস দৃঢ় হবে। হঠাৎ নুরের আভা তাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করলে তাদের কর্ণে এই কালাম পৌঁছল-

انى انا الله لااله الا انا ذوبكة اخرجكم من ارض معمر فاعبدونى ولاتعبدوا غيرى

"আমিই আল্লাহ, আমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, আমি মক্কার মালিক। আমিই তোমাদেরকে মিশর থেকে বের করে দেবো। তোমরা আমারই ইবাদত করবে। আমি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করোনা।"

অতঃপর হযরত মুসা (আ.) পর্বত থেকে নীচে নেমে এসে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি আল্লাহর কালাম শ্রবণ করেছ? উত্তরে তারা বলল, শ্রবণ তো করেছি। তবে কে জানে কথাগুলো কে বলেছিল। আমরা কি আল্লাহকে দেখেছি? আপনিই তো বলতেছেন বক্তা আল্লাহ, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হচ্ছেনা এগুলো যে আল্লাহর কথা। আল্লাহ যদি আমাদেরকে পরিস্কারভাবে সরাসরি দেখা দিয়ে বলেন তবে আমরা মেনে নেবো।

তখন আসমান থেকে বজ্রপাত হল। ফলে সেই সত্তর জন সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হল। তারা সেখানে একদিন একরাত মৃত ছিল। তখন মুসা (আ.) আল্লাহর কাছে নিবেদন করলেন, এমনি তারা আমার প্রতি কু-ধারণা পোষণ করে থাকে। এখন যদি এ সংবাদ তারা শুনে তবে বলবে যে, তুমি তো সত্তর হাজার লোককে এখানে হত্যা করিয়েছ আর বাকী সত্তরজনকে পাহাড়ে নিয়ে না জানি কিভাবে হত্যা করেছ। হে মাওলা! আমার বদনামী হবে, আমি তাদেরকে সাক্ষী হিসেবে নিয়ে এসেছি। এখন একী হল মাবুদ! হে আল্লাহ! আপনি এদেরকে পুনর্জীবিত করে আমাকে তাদের অপবাদ থেকে রক্ষা করুন। তাঁর দোয়ায় তারা

একেকজন করে ধারাবাহিকভাবে সবাই পুনর্জীবিত হয়ে গেল। তারপর মুসা (আ.) তাদেরকে নিয়ে লোকালয়ে ফিরে গেলেন।[৪২৬]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন,

وَإِذْ قُلْتُمْ يَٰمُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّٰعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴿٥٥﴾ ثُمَّ بَعَثْنَٰكُم مِّنۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٦﴾ البقرة: ٥٥ - ٥٦

"আর যখন তোমরা বললে, হে মুসা! আমরা কস্মিনকালেও তোমাকে বিশ্বাস করবনা, যতক্ষণ না আমরা আল্লাহকে প্রকাশ্যে দেখতে পাব। বস্তুত তোমাদিগকে পাকড়াও করল বিদ্যুৎ। অথচ তোমরা তা প্রত্যক্ষ করেছিলে। তারপর মরে যাবার পর তোমাদিগকে আমি পুনর্জীবিত করেছি। যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে পার।" (সূরা বাকারা, পারা:১ম, আয়াত নং ৫৫ ও ৫৬)

৩৮৮. হাত মোবারকের শুভ্রতা :

আল্লাহ তায়ালা আম্বিয়ায়ে কেরামগণের মধ্যে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ'র পর সবচেয়ে বেশী মু'জিযা দান করেছিলেন হযরত মুসা (আ.)কে। এসব মু'জিযার মধ্যে তাঁর ডান হাতের শুভ্রতা হল অন্যতম। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন-

وَٱضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ ﴿٢٢﴾ لِنُرِيَكَ مِنْ ءَايَٰتِنَا ٱلْكُبْرَى ﴿٢٣﴾ طه: ٢٢ - ٢٣

"(হে মুসা!) তোমার হাত বগলে রাখ, তা বের হয়ে আসবে নির্মল উজ্জল হয়ে অন্য এক নিদর্শনরূপে; কোন ত্রুটি ছাড়াই। এটা এজন্য যে, আমি আমার বিরাট নিদর্শনাবলীর কিছু তোমাকে দেখাবো।" (সূরা ত্বাহা, পারা:১৬, আয়াত নং ২২ ও ২৩)

অর্থাৎ তাঁর ডান হাত বাম বগলের নীচে রেখে বের করলে তা সূর্য্যের ন্যায় উজ্জল ও ঝলমল করত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, হযরত মুসা (আ)'র হাত থেকে দিবা-রাত্রি সূর্যের আলোর ন্যায় আলো প্রকাশ হত। এটি তাঁর অন্যতম মু'জিযার অন্তর্ভুক্ত ছিল। যখন তিনি পুনরায় হাত বগলের নীচে রেখে বাহুর সাথে মিলাতেন তখন হাত মোবারক পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিক হয়ে যেতো।[৪২৭]

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন-

وَنَزَعَ يَدَهُۥ فَإِذَا هِىَ بَيْضَآءُ لِلنَّٰظِرِينَ ﴿١٠٨﴾ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَٰذَا لَسَٰحِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٩﴾ الأعراف: ١٠٨ - ١٠٩

"আর (মুসা) বের করলেন নিজের হাত (বগলের নীচ থেকে) তা সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের চোখে ধবধবে উজ্জল দেখাতে লাগল। ফেরাউনের সাঙ্গ-পাঙ্গরা বলতে লাগল, নিশ্চয় লোকটি বিজ্ঞ যাদুকর।" (সূরা আল আ'রাফ, পারা:৯, আয়াত নং ১০৮ ও ১০৯)

[৪২৬]. হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.), (১৩৯১হি.), তাফসীরে নঈমী, উর্দু, দিল্লী, খণ্ড:১ম, পারা:১ম, পৃ:৩৭৮

[৪২৭]. আল্লামা নঈম উদ্দিন মোরাদাবাদী (র.) (১৩৬৭হি.), খাযায়েনুল ইরফান, উর্দু, প্রান্ত টীকা, খানযুল ঈমান, পৃ:৩৭৪

৩৮৯. লাঠি মোবারক :

হযরত মুসা (আ.)'র লাঠিটি জান্নাতের 'আস' বৃক্ষের শাখা ছিল যা হযরত আদম (আ.) সঙ্গে এনেছিলেন। এটি বংশ পরম্পরায় হযরত শোয়াইব (আ.) পর্যন্ত পৌঁছেছে। হযরত মুসা (আ.) হযরত শোয়াইব (আ.)'র ছাগল চরানোর সময় তিনি তা তাকে দিয়েছিলেন। এটির উচ্চতা হযরত মুসা (আ.)'র উচ্চতার সমান দশ হাত লম্বা ছিল। এতে উপরের দিকে দু'টি শাখা ছিল যা অন্ধকারে আলো প্রদান করত। মুসা (আ.)'র এই লাঠি দ্বারা সম্প্রদায়কে অনেক মু'জিযা প্রদর্শন করেন। 'কালযুম' সাগরে লাঠি দিয়ে পথ তৈরী করা, পাথরে আঘাতের মাধ্যমে বার গোত্রের জন্য বারটি পানির ঝর্ণা প্রবাহিত করা, সর্প হয়ে তাকে হেফাজত করা, ফেরাউনের যাদুকরের সর্পগুলোকে গ্রাস করা, তিনি হাত দিয়ে স্পর্শ করামাত্র পুনরায় লাঠি হয়ে যাওয়া, অন্ধকার রাতে আলো বিচ্ছুরিত করা ইত্যাদি আরো বহু মু'জিযা এই লাঠি থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।[৪২৮]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন-

وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ فَقُلْنَا ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ ۖ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾ البقرة: ٦٠

"আর মুসা যখন নিজ জাতির জন্য পানি চাইল তখন আমি বললাম, স্বীয় যষ্ঠির দ্বারা আঘাত কর পাথরের উপরে। অতঃপর তা থেকে প্রবাহিত হয়ে এল বারটি প্রস্রবণ। তাদের গোত্রেই চিনে নিল নিজ নিজ ঘাট।" (সূরা বাকারা, পারা:১ম, আয়াত নং ৬০)

লাঠি সর্প হওয়া সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

قَالُوا۟ يَٰمُوسَىٰٓ إِمَّآ أَن تُلْقِىَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿٦٥﴾ قَالَ بَلْ أَلْقُوا۟ ۖ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴿٦٦﴾ فَأَوْجَسَ فِى نَفْسِهِۦ خِيفَةً مُّوسَىٰ ﴿٦٧﴾ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿٦٨﴾ وَأَلْقِ مَا فِى يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوٓا۟ ۖ إِنَّمَا صَنَعُوا۟ كَيْدُ سَٰحِرٍ ۖ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴿٦٩﴾ فَأُلْقِىَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَٰرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿٧٠﴾ طه: ٦٥ - ٧٠

"তারা (যাদুকররা) বলল, হে মুসা! হয় তুমি নিক্ষেপ কর, না হয় আমরা প্রথমে নিক্ষেপ করি। মুসা বললেন, বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর। তাদের যাদুর প্রভাবে হঠাৎ তাঁর মনে হল, যেন তাদের রশিগুলো ও লাঠিগুলো ছুটাছুটি করছে। অতঃপর মুসা মনে মনে কিছুটা ভীতি অনুভব করলেন। আমি বললাম, ভয় করোনা তুমি বিজয়ী হবে। তোমার ডান হাতে যা আছে তা তুমি নিক্ষেপ কর। যা কিছু তারা করেছে এটা তা গ্রাস করে ফেলবে। তারা যা করেছে তা তো কেবলমাত্র যাদুকরের কলাকৌশল। যাদুকর যেখানেই থাকুক, সফল হবেনা। অতঃপর যাদুকররা সিজদায় পড়ে গেল। তারা বলল, আমরা হারুন ও মুসার পালন কর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম।" (সূরা ত্বাহা, পারা:১৬, আয়াত নং ৬৫-৭০)

[৪২৮]. হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.), (১৩৯১হি.), তাফসীরে নঈমী, উর্দু, দিল্লী, খণ্ড:১ম, পারা:১ম, পৃ:৩৯০

লাঠি সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আরো বর্ণিত আছে-

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ ﴿١٧﴾ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ ﴿١٨﴾ قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ ﴿١٩﴾ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴿٢٠﴾ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ ﴿٢١﴾ طه: ١٧ - ٢١

"হে মুসা! তোমার ডান হাতে ওটা কি? তিনি বললেন, এটা আমার লাঠি আমি এর উপর ভর দেই এবং এর দ্বারা আমার ছাগল পালের জন্যে বৃক্ষপত্র ঝেড়ে ফেলি এবং এতে আমার অন্যান্য কাজও চলে। আল্লাহ বললেন, হে মুসা! ওটা তুমি নিক্ষেপ কর। অতঃপর তিনি তা নিক্ষেপ করলেন। অমনি তা সাপ হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল। আল্লাহ বললেন, তুমি তাকে ধর এবং ভয় করোনা, আমি এখনি একে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেবো।" (সূরা ত্বাহা, পারা:১৬, আয়াত নং ১৭-২১)

অন্যত্র বলা হয়েছে-

قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٠٦﴾ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿١٠٧﴾ الأعراف: ١٠٦ - ١٠٧

"সে বলল, যদি তুমি কোন নিদর্শন তথা মু'জিযা নিয়ে এসে থাক, তাহলে তা উপস্থিত কর, যদি তুমি সত্যবাদী হও। তখন তিনি (মুসা আ.) নিক্ষেপ করলেন নিজের লাঠিখানা এবং তৎক্ষণাৎ তা জলজ্যান্ত এক অজগরে রূপান্তরিত হয়ে গেল।" (সূরা আল আ'রাফ, পারা:৯ আয়াত নং ১০৬ ও ১০৭)

৩৯০. হযরত মুসা (আ.)'র লাঠির কারিশমা :

হযরত শোয়াইব (আ.) হযরত মুসা (আ.)কে বলেছিলেন, অমুক ঘরে অনেক লাঠি আছে তুমি একটি লাঠি নাও। অতঃপর তিনি সেই ঘরে প্রবেশ করে একটি লাঠি নিয়ে আসলেন যেটি হযরত আদম (আ.) জান্নাত থেকে এনেছিলেন। এটি বংশ পরম্পরায় হযরত শোয়াইব (আ.) পর্যন্ত পৌঁছেছে। শোয়াইব (আ.) মুসা (আ.)কে বললেন, এই লাঠিটি ঘরে রেখে এসে অন্য একটি লাঠি নিয়ে এসো। তিনি ঘরে প্রবেশ করে পুনরায় ঐ লাঠিটি নিয়ে আসলেন। এভাবে সাতবার হওয়ার পর শোয়াইব (আ.) বুঝতে পারলেন যে, আল্লাহর কাছে মুসা (আ.)'র যথেষ্ট মর্যাদা রয়েছে।

সকাল হলে শোয়াইব (আ.) হযরত মুসা (আ.)কে বললেন, চারণভূমিতে ছাগলগুলো চরাতে নিয়ে যাও। তবে চারণভূমির বাম দিকে ঘাস বেশী থাকলেও সেদিকে ছাগল নিয়ে যেওনা। কারণ সেখানে একটি বৃহদ্বাকার সর্প আছে। বরং ঘাস কম হলেও তুমি চারণভূমির ডান দিকে ছাগল পাল নিয়ে যেও। তিনি ছাগলপাল চারণভূমিতে নিয়ে গেলে শতবাঁধা সত্ত্বেও ছাগলপাল বামদিকে চলে গেল। তিনি স্বাধীনভাবে ছাগলপালকে চরতে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন আর লাঠি খানা তাঁর পাশেই ছিল। হঠাৎ বৃহদাকার সাপটি বের হয়ে তাঁকে দংশন

করতে চাইলে লাঠিটি সর্প হয়ে ঐ সাপটির সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হল। অবশেষে মুসা (আ.)'র লাঠি সাপটিকে মেরে ফেলল। মুসা (আ.) জাগ্রত হয়ে দেখলেন লাঠি রক্তে রঞ্জিত হয়ে আছে আর পাশে সাপটি মরে পড়ে রইল। তিনি এই ঘটনা শোয়াইব (আ.)কে বললে তিনি অত্যন্ত খুশী হন এবং ঘোষণা করলেন, এ বছর যে সব ছাগলে দুই রঙের বাচ্চা দেবে সবগুলো হে মুসা! তোমার হয়ে যাবে। অতএব ঐ বছর প্রত্যেক ছাগলেই দুই রঙের বাচ্চা প্রসব করেছে। এতেও শোয়াইব (আ.) নিশ্চিত হলেন যে, আল্লাহর কাছে মুসা (আ.)'র বিশেষ মর্যাদা রয়েছে।[৪২৯]

৩৯১. মৃত দিয়ে মৃত জীবিত করা :

বনী ইসরাঈলে আবীল নামক জনৈক ধনাঢ্য নিঃসন্তান ব্যক্তি ছিল। তার চাচাত ভাই তাকে সম্পত্তির লোভে হত্যা করেছে। অথবা মুল্লা আলী কারী (র.) মিরকাত গ্রন্থে বলেছেন এই হত্যাকান্ডের কারণ ছিল বিবাহ জনিত। জনৈক ব্যক্তি নিহত ব্যক্তির কন্যার পানি গ্রহণ করার প্রস্তাব করে প্রত্যাখ্যাত হয় এবং এই পানিপ্রার্থী কন্যার পিতাকে হত্যা করে গা ঢাকা দেয়। ফলে হত্যাকারী কে? তা জানা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

অতঃপর হত্যাকারী হত্যা করে লাশ অপর বস্তি এলাকার কপাটে ফেলে আসে। আর সকালে গিয়ে নিজেই অভিভাবক সেজে হযরত মুসা (আ.)'র নিকট হত্যার বিচার দাবী করল এবং ঐ এলাকাবাসীকে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করল। এমনকি তাদের হত্যার বদলে হত্যা দাবী করল। হযরত মুসা (আ.) এলাকাবাসীর নিকট জানতে চাইলে তারা অস্বীকার করল এবং মুসা (আ.)কে বলল, আপনি দোয়া করুন যাতে এর প্রকৃত ঘটনা আল্লাহ তায়ালা উদঘাটন করে দেন।

অতঃপর তিনি আল্লাহর দরবারে দোয়া করলে আল্লাহ তায়ালা গাভী যবেহ করার নির্দেশ দেন। আর এই গাভী যবেহের রহস্য হল- হযরত মুসা (আ.) নিজে হত্যাকারীর পরিচয় দিলে হয়তো এই অবাধ্য বনী ইসরাঈল তা মানতনা। এই জন্য মু'জিযার মাধ্যমে মুর্দাকে জীবিত করে সে নিজেই যেন তার হত্যাকারীর নাম বলে দেয়। তাছাড়া কেসাস নেওয়ার জন্য ওয়ারিশের দাবীর প্রয়োজন হয়। তিনি চাইলেন যে, মুর্দা নিজেই কেসাসের দাবীদার হয়। এ ছাড়াও আরো একটা বড় রহস্য হল যে, আল্লাহ তায়ালা মুসা (আ.)'র মাধ্যমে একটা বড় মু'জিযা প্রদর্শন করা। আর তা হল মৃত গাভী দ্বারা মৃত লাশকে জীবিত করা।

তারপর তারা অভাবনীয় অধিক মূল্য দিয়ে কাঙ্খিত সেই গাভী ক্রয় করে যবেহ করে তার জিহ্বা, লেজ কিংবা অন্য কোন একটি অংশ সেই মৃতলাশের উপর নিক্ষেপ করা মাত্র লাশ জীবিত হয়ে স্পষ্ট ভাষায় নিজের হত্যাকারীর নাম বলে দিয়ে পুনরায় মৃত্যুবরণ করল।[৪৩০]

---

৪২৯. আল্লামা কামাল উদ্দিন দুমাইরী (র.) (৮০৮হি.), হায়াতুল হাইওয়ান, উর্দু, ইউপি, ইন্ডিয়া, খণ্ড:১ম, পৃ:৪৩৮

৪৩০. হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.), (১৩৯১হি.), তাফসীরে নঈমী, উর্দু, দিল্লী, খণ্ড:১ম, পারা:১ম, পৃ:৪২৩ ও ৪৩৮

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন-

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا۟ بَقَرَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَٰهِلِينَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا۟ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِىَ ۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ ۖ عَوَانٌۢ بَيْنَ ذَٰلِكَ ۖ فَٱفْعَلُوا۟ مَا تُؤْمَرُونَ ﴿٦٨﴾ قَالُوا۟ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّٰظِرِينَ ﴿٦٩﴾ قَالُوا۟ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِىَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَٰبَهَ عَلَيْنَا ۖ وَإِنَّآ إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا ۚ قَالُوا۟ ٱلْـَٰٔنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ ۚ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا۟ يَفْعَلُونَ ﴿٧١﴾ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَٱدَّٰرَأْتُمْ فِيهَا ۖ وَٱللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٢﴾ فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُحْىِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٣﴾ البقرة: ٦٧ - ٧٣

"যখন মুসা স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন, আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গাভী যবেহ করতে বলেছেন। তারা বলল, তুমি কি আমাদের সাথে উপহাস করছ? তিনি বললেন, মুর্খদের অন্ত র্ভূক্ত হওয়া থেকে আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তারা বলল, তুমি তোমার পালন কর্তার কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা কর, যেন সেটির রূপ বিশ্লেষণ করা হয়। তিনি বললেন, আল্লাহ বলেছেন, সেটা হবে একটা গাভী, যা বৃদ্ধ নয় এবং কুমারীও নয়, বার্ধক্য ও যৌবনের মাঝামাঝি বয়সের। এখন আদিষ্ট কাজ করে ফেল। তারা বলল, তোমার পালনকর্তার কাছে আমাদের জন্যে প্রার্থনা কর যে, তার রং কিরূপ হবে? তিনি বললেন, আল্লাহ বলেছেন যে, গাঢ় পীতবর্ণের গাভী- যা দর্শকদের চমৎকৃত করবে। তারা বলল, তুমি তোমার প্রভূর কাছে প্রার্থনা কর যেন তিনি বলে দেন যে, সেটা কিরূপ? কেননা; গরু আমাদের কাছে সাদৃশ্যশীল মনে হয়। ইনশাল্লাহ এবার আমরা অবশ্যই পথপ্রাপ্ত হব। তিনি বললেন, আল্লাহ বলেছেন যে, এ গাভী ভূকর্ষণ ও পানি সেচনের শ্রমে অভ্যস্ত নয়- হবে নিষ্কলঙ্ক, নিখুঁত। তারা বলল, এবার সঠিক তথ্য এনেছ। অতঃপর তারা সেটা যবেহ করল, অথচ যবেহ করবে বলে মনে হচ্ছিলনা। যখন তোমরা একজনকে হত্যা করে পরে সে সম্পর্কে একে অপরকে অভিযুক্ত করেছিলে। যা তোমরা গোপন করছিলে, তা প্রকাশ করে দেয়া ছিল আল্লাহর অভিপ্রায়। অতঃপর আমি বললাম, গরুর একটি খণ্ড দ্বারা মৃতকে আঘাত কর। এভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শন সমূহ প্রদর্শন করেন- যাতে তোমরা চিন্তা কর। (সূরা বাকারা, পারা:১ম, আয়াত নং ৬৭-৭৩)

৩৯২. 'মান্না' 'সালওয়া' অবতরণ ও মেঘের ছায়াদান :

বনী ইসরাঈলের আদি বাসস্থান ছিল শাম দেশে। হযরত ইউসুফ (আ.) এর সময়ে তারা মিশরে এসে বসবাস করতে থাকে। 'আমালেকা' নামক এক শক্তিশালী জাতি শাম দেশ দখল করে নেয়। ফেরাউনের অত্যাচার থেকে মুক্তি পেয়ে বনী ইসরাঈল শান্তিতে কিছু

দিন কালাতিপাত করার পর আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা (আ.)'র মাধ্যমে আদেশ দিলেন যে, তারা যেন তাদের আদি বাসস্থান শামকে জিহাদ করে শত্রু থেকে মুক্ত করে নেয়। তাছাড়া সেখানে বায়তুল মোকাদ্দাস ও হযরত ইব্রাহীম (আ.)'র কবরও ছিল। কিন্তু তারা মিশর থেকে বের হতে অস্বীকৃতি জানাল। অবশেষে বাধ্য হয়ে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হলেও পথিমধ্যে দফায় দফায় বিভিন্ন অযুহাতে অভিযোগ তুলে হযরত মুসা (আ.)কে কষ্ট দিচ্ছিল।

তারা যখন মিশর ও শামের মধ্যবর্তী এমন একটি ময়দানে পৌঁছল যেখানে পানাহারের কোন বস্তু ছিলনা এবং প্রচন্ড গরমে ময়দান উত্তপ্ত ছিল। যার নাম ময়দানে 'তীহ'। সেখানে পৌঁছে তারা আমালাকাদের শৌর্য-বীর্য্যের কথা জেনে সাহস হারিয়ে হীনবল হয়ে পড়ল এবং জিহাদ করতে পরিষ্কার অস্বীকার করল। তারা মুসা (আ.)কে বলল, আপনি ও আপনার খোদা গিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করুন, আমরা যাবনা বরং আমরা এখানেই থেকে যাব। তখন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে শাস্তিস্বরূপ সেখানে চল্লিশ বছর পর্যন্ত রেখে দিলেন। এই ময়দান মাত্র দশ বার মাইল এলাকা বিশিষ্ট একটি ভূ-খন্ড। এরা নিজেদের বাসস্থান মিশরে ফিরে আসার উদ্দেশ্যে সারাদিন চলার পর রাতে কোন মঞ্জিলে অবস্থান করত, কিন্তু ভোরে উঠে দেখতে পেত- যেখান থেকে যাত্রা আরম্ভ করেছিল সেখানেই রয়ে গেলে। এভাবে চল্লিশ বছর যাবৎ এ প্রান্তরে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে শ্রান্ত ও ক্লান্তভাবে বিচরণ করেছিল।

হযরত মুসা (আ.)'র দোয়ায় আল্লাহ তায়ালা দিনের বেলায় একখন্ড মেঘ তাদের উপর ছায়া দিয়ে প্রচন্ড গরম থেকে রক্ষা করতেন আর অন্ধকার রাতে নূরের জ্যোতির স্তম্ভ অবতীর্ণ করতেন যার আলোতে তারা কাজকর্ম চালিয়ে যেত। সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বেই প্রতিজনের জন্য এক সা' তথা প্রায় চার সের পরিমাণ 'মান্না' (এক জাতীয় সুস্বাদু হালুয়া) অবতীর্ণ হত যা তাদের সারা দিনের জন্য যথেষ্ট হত। জুমার দিন দ্বিগুন অবতীর্ণ হত কেননা, এ খাবার শনিবারে অবতীর্ণ হতনা। মিষ্টি খাবারে তারা বিরক্ত হয়ে মুসা (আ.)'র কাছে লবণাক্ত খাবার চাইলে প্রতিদিন আসরের পর উন্নতমানের 'সালওয়া' তথা কাবাবের ব্যবস্থা করা হয়। তবে শর্ত ছিল যে, অতিরিক্ত নিয়ে জমা করে রাখতে পারবে না। কিন্তু তারা শর্ত রাখতে পারেনি। তারা অতিরিক্ত নিয়ে পরের দিনের জন্য জমা করে রাখত। কারণ আগামীকাল আসবে কিনা সন্দিহান ছিল এবং আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা ছিলনা। ফলে ঐ খাবার নষ্ট হওয়া আরম্ভ হল এবং তা থেকে দুর্গন্ধ আসতে লাগল ফলে সেই আসমানী খাবার আসা বন্ধ হয়ে গেল।

এই দীর্ঘ চল্লিশ বছর যাবৎ বনী ইসরাঈলদের ময়দানে তীহে নখ, চুল ইত্যাদি বৃদ্ধি হতনা, কাপড় চোপড় ময়লা হতনা এবং পুরাতনও হতনা। আর যে সন্তান জন্মলাভ করত পোষাক নিয়েই জন্মলাভ করত যা শরীরের চামড়ার ন্যায় শরীরের বৃদ্ধির সাথে সাথে পোষাকও বৃদ্ধি পেত।[৪৩১]

৩৯৩. আল্লাহর সাথে সরাসরি বাক্য বিনিময় :

হযরত মুসা (আ.)'র সাথে আল্লাহর ওয়াদা ছিল যে, বনী ইসরাঈল যদি ফেরাউনের দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ করে তবে তাদের নতুন শরীয়ত তথা আসমানী কিতাব দেয়া হবে।

---

৪৩১. হাকীমুল উম্মত মুফ্তি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.), (১৩৯১হি.), তাফসীরে নঈমী, উর্দু, দিল্লী, খণ্ড:১ম, পারা:১ম, পৃ:৩৭৯

সময় হলে তিনি আল্লাহর ইঙ্গিতে তূর পর্বতে ত্রিশ দিন লাগাতার রোযা সহ এ'তেকাফ করেছেন। লাগাতার রোযা রাখার কারণে তিনি মুখে সামান্য দুর্গন্ধ অনুভব করলে চিন্তা করলেন যে, দুর্গন্ধ নিয়ে আল্লাহর সাথে কিভাবে কথা বলবেন। তাই তিনি মুখের দুর্গন্ধ দূর করার উদ্দেশ্যে মিসওয়াক করেছেন অথবা একটি সুগন্ধযুক্ত দানা মুখে চিবিয়ে খেয়ে ফেলেন। সাথে সাথে ওহী আসল, হে মুসা! তুমি আমার সাথে কথা বলার পূর্বে রোযা ভাঙ্গলে কেন? মুসা (আ.) কারণ বর্ণনা করলে আদেশ হল আরো দশদিন রোযা রেখে চল্লিশদিন পূর্ণ কর। কেননা, রোযদারের মুখের দুর্গন্ধ মেশকের সুগন্ধির চেয়েও প্রিয়। দীদার সহ্য করতে পারবে না। আচ্ছা আমি আমার তজল্লী তুর পর্বতে নিক্ষেপ করব। যদি পাহাড়ে তা বরদাশত করতে পারে তবে প্রার্থনা করিও। এরপর আল্লাহ তায়ালা নূরের তজল্লী পাহাড়ে প্রকাশ করলে পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল আর মুসা (আ.) বেঁহুশ হয়ে পড়ে গেলেন।[৪৩২]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন-

۞ وَوَٰعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَٰثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَٰتُ رَبِّهِۦٓ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَٰرُونَ ٱخْلُفْنِى فِى قَوْمِى وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿١٤٢﴾ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰتِنَا وَكَلَّمَهُۥ رَبُّهُۥ قَالَ رَبِّ أَرِنِىٓ أَنظُرْ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَن تَرَىٰنِى وَلَٰكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُۥ فَسَوْفَ تَرَىٰنِى ۚ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُۥ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُۥ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ فَلَمَّآ أَفَاقَ قَالَ سُبْحَٰنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤٣﴾ الأعراف: ١٤٢ - ١٤٣.

"আর আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি মুসাকে ত্রিশ রাত্রির এবং সেগুলোকে পূর্ণ করেছি আরো দশ দ্বারা। বস্তুতঃ এভাবে চল্লিশ রাতের মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গেছে। আর মুসা তাঁর ভাই হারুনকে বললেন, আমার সম্প্রদায়ে তুমি আমার প্রতিনিধি হিসাবে থাক। তাদের সংশোধন করতে থাক এবং হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের পথে চলো না। তারপর মুসা যখন আমার প্রতিশ্রুত সময় অনুযায়ী এসে হাযির হলেন এবং তাঁর সাথে তাঁর প্রভূ কথা বললেন, তখন তিনি বললেন- হে আমার প্রভু, আমাকে আপনার দীদার দিন, যেন আমি আপনাকে দেখতে পাই। তিনি বললেন, তুমি আমাকে কস্মিনকালেও দেখতে পাবেনা। তবে তুমি পাহাড়ের দিকে দেখতে থাক সেটি যদি স্বস্থানে দাঁড়িয়ে থাকে, তবে তুমিও আমাকে দেখতে পাবে। তারপর যখন তাঁর প্রভু পাহাড়ের উপর আপন জ্যোতির বিকিরণ ঘটালেন, সেটিকে বিধ্বস্ত করে দিলেন এবং মুসা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। অতঃপর যখন তাঁর জ্ঞান ফিরে এল, বললেন, হে প্রভু! আপনার সত্তা পবিত্র, আপনার দরবারে আমি তওবা করছি এবং আমিই সর্বপ্রথম বিশ্বাস স্থাপন করছি।" (সূরা আল আ'রাফ, পারা: ৯, আয়াত নং ১৪২ ও ১৪৩)

[৪৩২]. মাওলানা মুহাম্মদ হেফজুর রহমান, (কাসাসুল কুরআন, উর্দু, করাচী, খণ্ড:১ম পৃ:৪৮২

হযরত হিযকীল (আ.)'র মু'জিযা

৩৯৪. মৃতকে জীবিত করা :

তাফসীরে ইবনে কাসীরে কয়েকজন সাহাবীর উদ্ধৃতি সহকারে আল্লামা ইবনে কাসীর (র.) বলেছেন- কোন এক শহরে বনী ইসরাঈল সম্প্রদায় বসবাস করত। তাফসীরে নঈমী গ্রন্থে ঐ শহরের নাম 'ওয়াসেত' বলা হয়েছে। এ শহরে বসবাসকারীর সংখ্যা ছিল দশ হাজার। সেখানে একদা প্লেগ নামক সংক্রামক রোগ মহামারী আকার ধারণ করেছিল। তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে শহর ত্যাগ করে দু'টি পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে গিয়ে বসবাস করতে লাগল। আল্লাহ তায়ালা দু'জন ফেরেস্তা পাঠালেন। তারা দু'জন দুই পাহাড়ে গিয়ে এমন এক বিকট শব্দ করলেন যে, তাদের সবাই একসাথে মৃত্যুবরণ করল। পার্শ্ববর্তী লোকেরা জানতে পারলে এতগুলো মানুষকে একসাথে দাফন-কাপন যেহেতু সহজ ছিলনা তাই তারা লাশের চারিদিকে দেয়াল দিয়ে পরিবেষ্টন করে দিল। যাতে বাইরের কেউ ভিতরে যেতে না পারে আর ভিতরের দুর্গন্ধ যাতে বাইরে আসতে না পারে। ফলে লাশগুলো পচে গেল আর হাড়-হাড্ডিগুলো পড়ে রইল।

দীর্ঘকাল পর বনী ইসরাঈলের নবী হযরত হিযকীল (আ.) সেখান দিয়ে যাওয়ার পথে সেই আবদ্ধ স্থানে বিক্ষিপ্তাবস্থায় পড়ে থাকা হাড়-হাড্ডি গুলো দেখে বিস্মিত হলেন। তখন ওহীর মাধ্যমে তাঁকে সমস্ত ঘটনা অবগত করা হল। তিনি দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! তাদের সবাইকে পুনর্জীবিত করে দিন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর দোয়া কবুল করে সেই বিক্ষিপ্ত হাড়গুলোকে জীবিত করে দিলেন।

হযরত হিযকীল (আ.) বিক্ষিপ্ত হাড়গুলোকে উদ্দেশ্য করে বললেন- হে হাড়সমূহ! আল্লাহর হুকুমে একত্রিত হয়ে যাও। সাথে সাথে হাড়গুলো একত্রিত হয়ে গেল এবং প্রত্যেকটি হাড় নিজ নিজ স্থানে পুনঃস্থাপিত হল। তিনি আবার আদেশ দিলেন, হে জোড়া লাগা হাড্ডি সমূহ! তোমরা মাংস পরিধান কর এবং রগ ও চামড়া দ্বারা সুসজ্জিত হয়ে যাও। সাথে সাথে হাড়ের প্রতিটি কঙ্কাল একেকটি পরিপূর্ণ লাশ হয়ে গেল। পুনরায় আদেশ দিলেন, হে মৃত দেহ সমূহ! তোমরা আমার প্রভুর নির্দেশে উঠে দাঁড়িয়ে যাও। সাথে সাথে সবগুলো লাশ উঠে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা।" এরপর তারা অনেক বছর জীবিত ছিল তবে তাদের চেহারা মুর্দার ন্যায় ছিল। তাদের থেকে সন্তান-সন্ততিও হয়েছিল তাদের থেকে মৃদু মৃতের দুর্গন্ধ ছিল।[৪৩৩]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেন-

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُوا۟ ثُمَّ أَحْيَٰهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٤٣﴾ البقرة: ٢٤٣

[৪৩৩]. রুহুল বয়ান, রুহুল মায়ানী ও তাফসীরে কবীর, সূত্র: মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.) (১৩৯১হি.), তাফসীরে নঈমী, উর্দু, নতুন দিল্লী, খণ্ড:২য়, পৃ:৫৮৮

"আপনি কি তাদেরকে দেখেন নি, যারা মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল? অথচ তারা ছিল হাজার হাজার। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে বললেন, মরে যাও। তারপর তাদেরকে তিনি জীবিত করে দিলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের উপর অনুগ্রহকারী কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা।" (সূরা বাকারা, পারা:২ আয়াত নং ২৪৩)

হযরত দাউদ (আ.)'র মু'জিযা

৩৯৫. পশু-পাখি ও পাহাড়-পর্বতের আনুগত্য :

আল্লাহ তায়ালা অন্যান্য নবীগণের ন্যায় হযরত দাউদ (আ.)কে একাধিক মু'জিযা দান করেছিলেন। তন্মধ্যে অন্যতম হল- তাঁর আওয়াজ অত্যন্ত সুন্দর ছিল। তিনি যাবুর কিতাব তেলাওয়াত করলে শুধু মানবজাতি নয় বরং পশু-পাখি, সমুদ্রের মাছও তা শুনতে চলে আসত। এমনকি পাহাড়-পর্বত পর্যন্ত তাঁর সাথে তাসবীহ পাঠ করত। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন-

وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُۥدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ ﴿٧٩﴾ الأنبياء: ٧٩

"আমি পর্বত ও পক্ষী সমূহকে দাউদের অনুগত করে দিয়েছিলাম। তারা আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত।" (সূরা আম্বিয়া, পারা:১৭, আয়াত নং ৭৯)

অপর আয়াতে বলা হয়েছে- وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ مِنَّا فَضْلًا يَٰجِبَالُ أَوِّبِى مَعَهُۥ وَٱلطَّيْرَ ﴿١٠﴾ سبا: ١٠

"আমি দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম এই আদেশ মর্মে যে, হে পর্বতমালা! তোমরা দাউদের সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং হে পক্ষী সকল! তোমরাও অর্থাৎ হে পাহাড় ও পক্ষীকুল! তোমরাও দাউদের সাথে তাসবীহ পাঠ কর।" (সূরা সাবা, পারা:২২, আয়াত নং ১০)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُۥ يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِىِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ﴿١٨﴾ وَٱلطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُۥٓ أَوَّابٌ ﴿١٩﴾ ص: ١٨ - ١٩

"আমি পর্বতমালাকে তার অনুগামী করে দিয়েছিলাম, তারা সকাল-সন্ধায় তার সাথে পবিত্রতা ঘোষণা করত, আর পক্ষীকুলকেও, যারা তার কাছে সমবেত হত। সবাই তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তনশীল।" (সূরা ছোয়াদ, পারা:২৩, আয়াত নং ১৮ ও ১৯)

৩৯৬. লোহা নরম হয়ে গলে যাওয়া :

আল্লামা আইনী (র.) বলেন, হযরত দাউদ (আ.) আল্লাহর দরবারে দোয়া করেছিলেন, হে আল্লাহ! আমার জন্য এমন একটি ব্যবস্থা করে দিন যাতে নিজের হাতের পরিশ্রমে নিজের ভরণ-পোষণ সহজ হয়ে যায়। বায়তুল মাল থেকে যেন কিছু গ্রহণ করতে না হয়। তাই আল্লাহ তায়ালা তাঁর জন্য লোহার ন্যায় শক্ত ধাতুকেও নরম করে দিয়েছিলেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ﴿١٠﴾ أَنِ ٱعْمَلْ سَٰبِغَٰتٍ وَقَدِّرْ فِى ٱلسَّرْدِ وَٱعْمَلُوا۟ صَٰلِحًا إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ ﴿١١﴾ سبا: ١٠ - ١١

"আমি তার জন্য লৌহকে নরম করেছিলাম। এবং তাকে বলেছিলাম, প্রশস্ত বর্ম তৈরী কর, কড়া সমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত কর এবং সৎকর্ম সম্পাদন কর। তোমরা যা কিছু কর, আমি তা দেখি।" (সূরা সাবা, পারা:২২, আয়াত নং ১০ ও ১১)

৩৯৭. জালুতকে হত্যা করা :

জালুত একজন বড় জালেম বাদশা ছিল। সে এত বিশাল দেহের অধিকারী ছিল যে, তার ছায়া এক মাইল পরিমান লম্বা ছিল। তালুতের সাথে মুসলমান মুজাহিদগণের মাঝে হযরত দাউদ (আ.)ও ছিলেন। মুসলমানগণ উরদুন নদী পার হয়ে জালুতের মোকাবেলার সম্মুখিন হন তখন দাউদ (আ.) ছোট ও অসুস্থ ছিলেন। জালুতের শক্তি-সামর্থ দেখে সকলেই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। কেউ তার মোকাবেলায় যেতে সাহস পাচ্ছিলনা। তখন তালুত ঘোষণা করল যে, যে ব্যক্তি জালুতকে হত্যা করতে পারবে তাকে আমার কন্যাকে বিয়ে দেবো এবং রাজ্যের অর্ধেক দিয়ে দেবো। এতদ্বসত্ত্বেও কেউ সম্মত হলনা, সবাই নিরব রইল। তালুত হযরত শামুঈল (আ.)কে বললেন, আপনি আল্লাহর দরবারে দোয়া করুন যাতে তিনি কোন বিহিত করে দেন। তখন অহীর মাধ্যমে তাঁকে জানিয়ে দেয়া হল যে, দাউদ (আ.)ই জালুতকে হত্যা করবেন।

অতঃপর তালুত দাউদ (আ.)কে তার প্রতিশ্রুতির কথা ব্যক্ত করে জালুতকে হত্যার আবেদন করলে তিনি সম্মতি প্রকাশ করেন এবং যুদ্ধের পোষাক ও অস্ত্র নিয়ে কিছুদুর গিয়ে ভাবলেন যে, যদি আল্লাহর সাহায্য হয় তবে অস্ত্র ছাড়াও কাজ হয়ে যাবে। তাই তিনি যুদ্ধাস্ত্র ফেরৎ দিতে পিছন দিকে যেতে লাগলেন আর জালুত মনে করেছিল তার ভয়ে তিনি চলে যাচ্ছেন। তিনি যাবতীয় যুদ্ধ সরঞ্জাম ফেরৎ দিয়ে শুধুমাত্র একটি কান্টা হাতে নিয়ে রাস্তা থেকে তিনটি পাথর কুড়িয়ে নিলেন। তিনি কান্টা দিয়ে শিকার করতে পারদর্শী ছিলেন, এটি দিয়ে তিনি বড় বড় বাঘ-সিংহ পর্যন্ত শিকার করতেন।

তাঁর হাতে ক্ষুদ্র পাথর দেখে জালুত বলল, তুমি আমার মোকাবেলায় এমন ক্ষুদ্র পাথর নিয়ে আসতেছ যেন কুকুর মারতে এসেছ। তিনি বললেন, তুমি তো কুকুর থেকেও নিকৃষ্ট ও ইতর। অচিরেই তোমার মাংস কাক-চিলে খাবে। তাঁর কথা শুনে জালুত ভীত হল আর বলল, হে অল্পবয়স্ক শিশু! তোমার প্রতি আমার করুণা হচ্ছে তুমি বরং চলে যাও। দাউদ (আ.) তিনটি পাথর কান্টায় রেখে ঘুরিয়ে নিক্ষেপ করলে তা গিয়ে জালুতের কপালে পড়ল। এই পাথরগুলি তার মাথা ছিদ্র করে পিছন দিয়ে বের হয়ে পিছনে অবস্থানরত আরো ত্রিশজন কে মৃত্যু শয্যায় শায়িত করল। দাউদ (আ.) জালুতকে কুকুরের ন্যায় টেনে এনে তালুতের সামনে রেখে দেন।[৪৩৪]

---

[৪৩৪]. হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.), (১৩৯১হি.), তাফসীরে নঈমী, উর্দু, দিল্লী, খণ্ড:২য়, পারা:২য়, পৃ:৬৪০

হযরত শামুঈল (আ.)'র মু'জিযা

৩৯৮. বরকতমণ্ডিত সিন্ধুক ফেরৎ :

বনী ইসরাঈলের অপরাধ ও অবাধ্যতা চরম সীমায় পৌঁছলে আল্লাহ তায়ালা তাদের থেকে রাজত্বও কেড়ে নেন এবং নবীর আগমণও বন্ধ করে দেন। ফেরাউনের ন্যায় জালুত নামক এক জালেম বাদশা তাদের উপর নিয়োগ করে দেন। তার জুলুম অত্যাচার থেকে মুক্তি দানের জন্যে আল্লাহ শামুঈল (আ.)কে নবী হিসেবে প্রেরণ করেন। জালুতের বিরোদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য একজন শক্তিশালী ন্যায়পরায়ন বাদশা'র প্রয়োজন। বনী ইসরাঈলের আবেদনে তিনি আল্লাহর দরবারে একজন বাদশা নিয়োগের প্রার্থনা করেন। তাঁর দোয়া কবুল করে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে একটি লাঠি দিয়ে বললেন, এটি দিয়ে বনী ইসরাঈলকে মেপে দেখ। যার দৈর্ঘ্য এই লাঠির সমান হবে সে-ই হবে তাদের বাদশা। আর বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে এক শিশির তেল ভরে নাও এবং শিশির মুখ বন্ধ করে ঘরে রেখে দাও। যে ব্যক্তির প্রবেশে তৈল উপচে উঠবে এবং অমনি মুখ খুলে যাবে সেই হবে বাদশা।

অতঃপর অনেক তালাশের পরও কাঙ্খিত ব্যক্তিকে পাওয়া গেলনা। ঘটনাক্রমে তালুতের পিতার গাধা হারিয়ে গেলে পিতা তালুত ও একজন গোলামকে গাধা খুঁজতে পাঠান। পথে শামুঈল (আ.)'র বাসস্থান দেখে গোলাম তালুতকে বলল, আসুন, এই নবীর কাছে জিজ্ঞেস করি- আমাদের গাধা কোথায়? কারণ নবীগণের কাছে কোন কিছু গোপন থাকেনা। উভয় ঘরে প্রবেশ করে গাধার ব্যাপারে কথা আরম্ভ করলেন কিন্তু হঠাৎ শিশির মুখ খুলে পড়ে গেল আর তেল উপচে পড়তে লাগল। শামুঈল (আ.) লাঠি দিয়ে তাদেরকে মেপে দেখেন যে, তালুতের মাপ লাঠি বরাবর হল। তখন শামুঈল (আ.) বললেন, আমি তোমাকে বনী ইসরাঈলের বাদশা নিয়োগ করলাম। এখন সৈন্য তৈরী করে জালুতের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি নাও। কিন্তু বনী ইসরাঈল বিভিন্ন অজুহাতে তালুতকে বাদশা হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করল। বাদশা হিসেবে তালুতের নির্বাচন যে আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়েছে, তার প্রমাণস্বরূপ শামুঈল (আ.) বললেন, তোমাদের হারিয়ে যাওয়া সেই বরকত মন্ডিত সিন্ধুক তোমরা পুনরায় ফিরে পাবে।

সিন্ধুকটি ছিল শামশাদ কাঠের তৈরী যার উপর স্বর্ণের চাদর চড়ানো ছিল। যেটির দৈর্ঘ্য ছিল তিন হাত, প্রস্ত দু'হাত। এটিকে আল্লাহ তায়ালা আদম (আ.)'র উপর অবতীর্ণ করেছিলেন। এতে আম্বিয়ায়ে কেরাম ও তাঁদের বাড়ী-ঘরের ছবি অংকিত ছিল। সর্বশেষ নবীর বাসভবন ও তাঁর নামাযে দন্ডায়মানের ছবি লাল বর্ণের ইয়াকুত পাথরে কুদাই করা ছিল। তাঁর চতুর্দিকে সাহাবায়ে কেরামের ছবিও ছিল। এই সিন্ধুক পৈত্রিক সূত্রে হযরত মুসা (আ.) পর্যন্ত পৌঁছেছিল। তিনি তাতে তাওরাত শরীফও রাখতেন এবং নিজের কিছু বিশেষ মাল-পত্রও রাখতেন। তাওরাত অবতীর্ণ কাঠের কয়েকটি টুকরা, তাঁর লাঠি মোবারক, কাপড়, জুতা ও হারুন (আ.)'র পাগড়ি, লাঠি এবং আসমান থেকে অবতীর্ণ সামান্য 'মান্না'ও ছিল। মুসা (আ.) যুদ্ধের সময় এই সিন্ধুককে সম্মুকে রাখতেন এবং এর বরকতে বিজয় লাভ

করতেন। এভাবে এটি বনী ইসরাঈলের নিকট সংরক্ষিত ছিল। তারাও কোন বিপদাপদে পতিত হলে এই সিন্ধুককে সামনে রেখে দোয়া করলে বিপদ মুক্ত হত।

তাদের অন্যায়-অত্যাচার বৃদ্ধি পেলে আমালেকা সম্প্রদায়কে তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হল। তারা বনী ইসরাঈল থেকে সিন্ধুকটি চিনিয়ে নিয়ে নাপাক স্থানে রেখে এর বেহুরমতি করল। এর ফলে আমালেকা সম্প্রদায়ের উপর বিভিন্ন প্রকারের বালা-মুছিবত, রোগ-ব্যাধি এসে তাদের পাঁচটি এলাকা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তারা বুঝতে পারল যে, এই সিন্ধুকের বেহুরমতির কারণে তাদের এ করুণ অবস্থা। তাই তারা একটি গরুর গাড়িতে সিন্ধুকটি রেখে দু'টি গরুর কাঁধে জুড়ে দিয়ে ছেড়ে দিল। এদিকে তারা এ কাজ করল ওদিকে শামুঈল (আ.) বনী ইসরাঈলকে বললেন, তালুতের কাছে বাদশাহীর নিদর্শন স্বরূপ সিন্ধুক আসতেছে। ফেরেস্তারা বলদ দু'টিকে হাঁকিয়ে তালুতের নিকট নিয়ে আসেন। বনী ইসরাঈল সিন্ধুক পেয়ে অত্যন্ত খুশী হল এবং যুদ্ধে জয় লাভের ব্যাপারে নিশ্চিত হল। অতঃপর সবাই তালুতের বাদশাহী মেনে নিয়ে তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করল।[৪৩৫]

হযরত সুলাইমান (আ.)'র মু'জিযা

৩৯৯. পশু-পাখির আনুগত্য :

হযরত সুলাইমান (আ.) একজন প্রসিদ্ধ নবী ছিলেন। তাঁর নবুয়তের স্বপক্ষে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে অনেক মু'জিযা দান করেছেন। তন্মধ্যে অন্যতম হল- এক. তিনি পশু-পাখির কথা ও ভাষা বুঝতেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন-

وَوَرِثَ سُلَيْمَٰنُ دَاوُۥدَ ۖ وَقَالَ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَىْءٍ ۖ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ ﴿١٦﴾ النمل: ١٦

"হযরত সুলাইমান (আ.) হযরত দাউদ (আ.)'র উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। বলেছিলেন, হে লোক সকল! আমাকে উড়ন্ত পক্ষীকুলের ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং আমাকে সব কিছু দেয়া হয়েছে। নিশ্চয় এটা সুস্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব।" (সূরা নমল, আয়াত নং ১৬)

পবিত্র কুরআনে বিশেষভাবে হুদ হুদ পাখির ও পিপীলিকার কথা বলা হলেও তাঁকে যবাতীয় পশু-পাখি ও কীট পতঙ্গের বুলিও শেখানো হয়েছিল। কুরআনে করিমের সূরা নমলের ১৭ থেকে ২৩ নম্বর আয়াত সমূহে পিপীলিকা ও হুদ হুদ পাখির কথা উল্লেখ আছে।

৪০০. বায়ুমণ্ডলের আনুগত্য :

আল্লাহ তায়ালা হযরত সুলাইমান (আ.)'র জন্য প্রবল বায়ুকে অধীনস্ত করে দিয়েছিলেন। তিনি বাতাসকে আদেশ করলে বাতাস তা পালন করত এবং যেখানে নিয়ে যেতে তিনি আদেশ করতেন মুহূর্তে তাঁকে তার বিশালাকার সিংহাসন সহ নিয়ে যেতো। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

---

[৪৩৫]. হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.), (১৩৯১হি.), তাফসীরে নঈমী, উর্দু, দিল্লী, খণ্ড:২য়, পারা:২য়, পৃ:৬২৩

وَلِسُلَيْمَٰنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِى بِأَمْرِهِۦٓ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِى بَٰرَكْنَا فِيهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَىْءٍ عَٰلِمِينَ ﴿٨١﴾ الأنبياء: ٨١

"আমি সুলাইমানের অধীন করে দিয়েছিলাম প্রবল বায়ুকে তা তাঁর আদেশে প্রবাহিত হত ঐ দেশের দিকে। যেখানে আমি কল্যাণ দান করেছি। আমি সব বিষয়েই সম্যক অবগত রয়েছি।" (সূরা আম্বিয়া, আয়াত নং ৮১)

অপর আয়াতে বলা হয়েছে- وَلِسُلَيْمَٰنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ﴿١٢﴾ سبأ: ١٢

"আর আমি সুলাইমানের অধীন করেছিলাম বায়ুকে, যা সকালে একমাসের পথ এবং বিকালে একমাসের পথ অতিক্রম করত।" (সূরা সাবা, আয়াত নং ১২)

এক আয়াতে বলা হয়েছে- فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِى بِأَمْرِهِۦ رُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿٣٦﴾ ص: ٣٦

"অতঃপর আমি বাতাসকে তার অনুগত করে দিলাম। যা তার হুকুমে অবাধে প্রবাহিত হত যেখানে সে পৌঁছতে চাইত।" (সূরা ছোয়াদ, আয়াত নং ৩৬)

৪০১. জ্বিন জাতির আনুগত্য :

আল্লাহ তায়ালা জ্বিন জাতিকে হযরত সুলাইমান (আ.)'র অনুগত করে দিয়েছিলেন। ফলে তিনি তাদের দ্বারা বায়তুল মোকাদ্দাস সহ তৎকালীন আশ্চর্য্যজনক অনেক কাজ সমাধা করেছিলেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেন-

وَمِنَ ٱلشَّيَٰطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُۥ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكَ ۖ وَكُنَّا لَهُمْ حَٰفِظِينَ ﴿٨٢﴾ الأنبياء: ٨٢

"এবং অধীন করেছি শয়তানদের কতেককে (অবাধ্য জ্বিনদেরকে), যারা তাঁর জন্যে ডুবুরীর কাজ করত আর এছাড়া অন্য আরো অনেক কাজ করত। আমি তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখতাম।" (সূরা আম্বিয়া, আয়াত নং ৮২)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে-

وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِۦ ۖ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿١٢﴾ يَعْمَلُونَ لَهُۥ مَا يَشَآءُ مِن مَّحَٰرِيبَ وَتَمَٰثِيلَ وَجِفَانٍ كَٱلْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَٰتٍ ۚ ٱعْمَلُوٓا۟ ءَالَ دَاوُۥدَ شُكْرًا ۚ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِىَ ٱلشَّكُورُ ﴿١٣﴾ سبأ: ١٢ - ١٣

"কতেক জ্বিন তাঁর সামনে কাজ করত তাঁর পালন কর্তার আদেশে। তাদের যে কেউ আমার আদেশ অমান্য করবে, আমি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি আস্বাদন করাব। তারা সুলাইমানের ইচ্ছানুযায়ী দূর্গ, ভাস্কর্য, হাউয সদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং চুল্লির উপর স্থাপিত বিশাল ডেক নির্মাণ করত। হে দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতা সহকারে তোমরা কাজ করে যাও। আমার বান্দাদের মধ্যে অল্প সংখ্যকই কৃতজ্ঞ।" (সূরা সাবা, পারা:২২, আয়াত নং ১২ ও ১৩)

অপর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন-

وَحُشِرَ لِسُلَيْمَٰنَ جُنُودُهُۥ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٧﴾ النمل: ١٧

"সুলাইমানের সামনে জ্বিন, মানুষ ও পক্ষীকূলের সমন্বয়ে গঠিত সেনাবাহিনীকে সমবেত করা হল। অতঃপর তাদেরকে বিভিন্ন ব্যূহে বিভক্ত করা হল।" (সূরা নমল, পারা:১৯, আয়াত নং ১৭)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন-

وَٱلشَّيَٰطِينَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصٍ ﴿٣٧﴾ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِى ٱلْأَصْفَادِ ﴿٣٨﴾ هَٰذَا عَطَآؤُنَا فَٱمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٩﴾ ص: ٣٧ - ٣٩

"আর সকল শয়তানকে তাঁর অধীন করে দিলাম অর্থাৎ, যারা ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী এবং অন্য আরো অনেককে অধীন করে দিলাম, যারা আবদ্ধ থাকত শৃঙ্খলে।" (সূরা ছোয়াদ, পারা:২৩, আয়াত নং ৩৭ ও ৩৮)

৪০২. মৃত্যুর পর এক বছর পর্যন্ত দণ্ডায়মান থাকা :

বায়তুল মোকাদ্দসের নির্মাণ কাজ হযরত দাউদ (আ.) আরম্ভ করলেও তিনি শেষ করতে পারেননি। অবশিষ্ট কাজ তাঁর ছেলে হযরত সুলাইমান (আ.) শেষ করেন। তিনি অবশিষ্ট কাজের দায়িত্ব প্রদান করেন অবাধ্যতা প্রবণ জ্বীনদের উপর। তারা তাঁর ভয়ে কাজ করত। তাঁর মৃত্যু সন্নিকটে হলে তিনি আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন যেন তাঁর মৃত্যুসংবাদ জ্বিনদের কাছে প্রকাশ না করা হয়। যাতে বায়তুল মোকাদ্দসের নির্মাণ কাজ পরিপূর্ণ হয় এবং জ্বিনজাতি যে গায়েব জানেনা তাও প্রমাণিত হয়।

তিনি ইবাদতের উদ্দেশ্যে মেহরাবে প্রবেশ করলেন। মেহরাবটি স্বচ্ছ কাঁচের নির্মিত ছিল। বাইরে থেকে ভেতরের সবকিছু দেখা যেত। নিয়মানুযায়ী তিনি লাঠিতে ভর দিয়ে এবাদতের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন, যাতে রূহ বের হয়ে যাওয়ার পরও দেহ লাঠির সাহায্যে স্বস্থানে অনড় থাকে। যথাসময়ে তাঁর রূহ চলে গেল। কিন্তু লাঠির উপর ভর করে তাঁর দেহ অনড় থাকায় বাইরে থেকে মনে হত, তিনি এবাদতেই মশগুল আছেন। জ্বিনরা তাঁকে জীবিত মনে করে দিনের পর দিন কাজ করতে থাকে। অবশেষে এক বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল আর বায়তুল মোকাদ্দসের নির্মাণ কাজও সমাপ্ত হল।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর লাঠিতে উই পোকা লাগিয়ে দিয়েছিলেন। উই পোকা ভেতরে ভেতরে লাঠিখানা খেয়ে ফেলে। ফলে লাঠি ভেঙ্গে পড়লে হযরত সুলাইমান (আ.)ও মাটিতে পড়ে যান। তখনই জ্বিনরা জানতে পারল যে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল তেপ্পান্ন বছর। তের বছর বয়সে তিনি সিংহাসনে আসীন হন এবং চল্লিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন।[৪৩৬]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন-

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِۦٓ إِلَّا دَآبَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُۥ ۖ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُوا۟ فِى ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿١٤﴾ سبأ: ١٤

৪৩৬. আল্লামা নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী (র.) (১৩৬৭হি.), খাযায়েনুল ইরফান, উর্দু, খানযুল ঈমান এর প্রান্ত টীকা, পৃ:৫১০

"যখন আমি সুলাইমানের মৃত্যু ঘটালাম, তখন ঘুণ পোকাই জ্বিনদেরকে তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করল। সোলাইমানের লাঠি খেয়ে যাচ্ছিল। যখন তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন, তখন জ্বিনরা বুঝতে পারল যে, অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান থাকলে তারা এই লাঞ্ছনাপূর্ণ শাস্তিতে আবদ্ধ থাকতোনা।" (সূরা সাবা, পারা:২২, আয়াত নং ১৪)

৪০৩. হযরত সুলাইমান (আ.)'র লাঠি মোবারকের ইতিহাস :

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম ﷺ এরশাদ করেন, হযরত সুলাইমান (আ.) যে স্থানে নামায আদায় করতেন সেখানে বৃক্ষ উদগত হত। তিনি সেই উদগত বৃক্ষকে জিজ্ঞেস করতেন- তোমার নাম কি? তুমি কি কাজে ব্যবহৃত হও? বৃক্ষ উত্তরে বলত- আমার নাম অমুক এবং আমি অমুক অমুক কাজে ব্যবহৃত হই। যদি ঐ বৃক্ষ কোন ঔষধ জাতীয় কাজের হত তবে তিনি তা লিখে রাখতেন। আর যদি ফলজ বৃক্ষ হত তবে তিনি অন্যত্র নিয়ে বপন করে দিতেন।

নিয়মানুসারে একদা তিনি একটি বৃক্ষ দেখে জিজ্ঞেস করলেন বৃক্ষকে, তোমার নাম কি? আর তুমি কি কাজে ব্যবহৃত হও। বৃক্ষ উত্তরে বলে, আমার নাম হল খারূব, আমি এই রাজ্যকে ধ্বংস করার জন্যে সৃষ্টি হয়েছি। বৃক্ষের উত্তরে তিনি বুঝতে পারলেন যে, স্বীয় প্রভুর সাথে মিলনের সময় সন্নিকট হয়েছে। তখন তিনি আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন- হে আল্লাহ! আমার মৃত্যুকে জ্বিন জাতির নিকট গোপন রাখবেন যাতে মানবজাতি জানতে পারে যে, জ্বিন জাতির কাছে অদৃশ্যের জ্ঞান নেই। আর বায়তুল মোকাদ্দসের নির্মাণ কাজও যেন সমাপ্ত হয়। তখন আল্লাহ তায়ালা বললেন- তাহলে তুমি 'খারূব' বৃক্ষ দিয়ে একটি লাঠি তৈরী করে তাতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে যাও। অতএব এরূপ করলে তার রূহ এ অবস্থায় কব্জ করা হয় আর জ্বিনরা মনে করেছিল তিনি দাঁড়িয়ে নামায পড়তেছেন।[৪৩৭]

৪০৪. তিন মাইল দূর থেকে পিপিলিকার আওয়াজ শ্রবণ :

একদা সুলাইমান (আ.) সিরিয়া থেকে ইয়েমনের দিকে রওয়ানা হলেন। তাঁর নিয়ম ছিল যে, তিনি ভ্রমণে বের হলে সকল জ্বিন, মানুষ, পশু-পক্ষীর দলকেও সঙ্গে নিতেন। এই সফরেও খোদার সকল সৃষ্টি তাঁর সঙ্গে ছিল। 'রুহুল বয়ান' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এই বিশাল সৈন্যদল চতুর্দিকে বার হাজার মাইল এলাকা বিস্তৃত ছিল।

এই সফরের একপর্যায়ে তারা সিরিয়া'র একটি অরণ্যে পৌঁছল যেখানে অধিক হারে পিপীলিকা ছিল। এরা ঐ অরণ্যে বিক্ষিপ্তভাবে ছিল। তিন মাইল দূর থেকে এই বিশাল সৈন্যদলকে দেখে পিপীলিকার সর্দার যার নাম 'মুনযিরাহ' কিংবা 'তাখিয়া' ছিল সে সকল পিপীলিকাকে উদ্দেশ্য করে বলল, হে পিপীলিকারা! তোমরা তাড়াতাড়ী আপন আপন ঘরে (গর্তে) প্রবেশ কর। যাতে তোমরা হযরত সুলাইমান (আ.)'র সৈন্যদলের পদতলে অজ্ঞাতসারে পিষ্ট হয়ে না যাও। তিনি তিন মাইল দূর থেকে পিপীলিকার এই আওয়াজ শ্রবণ করেন এবং পিপীলিকার কথা বুঝেছেন। এই ক্ষুদ্র প্রাণীর বিচক্ষণতায় তিনি অবাক হয়ে মুচকি হাসলেন আর আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।[৪৩৮]

[৪৩৭]. আল্লামা কামাল উদ্দিন দুমাইরী (র.) (৮০৮হি.), হায়াতুল হাইওয়ান, উর্দু, ইউপি, ইন্ডিয়া, খণ্ড:২য়, পৃ:৩৩৪

[৪৩৮]. হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.), (১৩৯১হি.), শানে হাবীবুর রহমান, উর্দু, পৃ:১৪৪

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেন,

حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٨﴾ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا ﴿١٩﴾ النمل: ١٨ - ١٩

"যখন তারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছল, তখন এক পিপীলিকা বলল, হে পিপীলিকা দল, তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর। অন্যথায় সুলাইমান ও তার বাহিনী অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পিষ্ট করে ফেলবে। তার কথা শুনে সুলাইমান মুচকি হাসলেন।" (সূরা আন নমল, পারা:১৯, আয়াত নং ১৮ ও ১৯)

হযরত আইয়্যুব (আ.)'র মু'জিযা

৪০৫. বপদে ধৈর্য্য ধারণ :

আল্লাহ তায়ালা আম্বিয়ায়ে কেরামকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেন। হযরত আইয়্যুব (আ.)'র পরীক্ষার ঘটনা অত্যন্ত কষ্টদায়ক ছিল। এই পরীক্ষায় তিনি অসীম ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়েছিলেন বলেই পৃথিবীতে তিনি ধৈর্য্যধারণকারী হিসেবে উপমা হয়ে আছেন। আল্লাহ তায়ালাও তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا "আমি তাকে পেলাম সবরকারী।" (সূরা ছোয়াদ, পারা: ২৩, আয়াত নং ৪৪)

আল্লাহ তায়ালা হযরত আইয়্যুব (আ.)কে প্রথম দিকে অগাধ ধন-সম্পদ, সহায়-সম্পত্তি, সুরম্য দালান-কোঠা, সন্তান-সন্ততি ও চাকর-নওকর সহ সব ধরণের নেয়ামত দান করেছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাঁকে পরীক্ষায় লিপ্ত করেন। ফলে তাঁর সব সন্তান-সন্ততি, জীবজন্তু ও ক্ষেত-খামার ধ্বংস হয়ে গেল। এসবের ধ্বংসের সংবাদ তাঁর কাছে পৌঁছলে তিনি আল্লাহর প্রশংসা করতেন। এরপর তাঁর শরীরে কুষ্ঠের ন্যায় এক প্রকার দুরারোগ্য ব্যাধি হল। জিহ্বা ও অন্তর ব্যতীত সমস্ত শরীর এই রোগে পচে দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে গেল।

এই ব্যাধির কারণে সব প্রিয়জন, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশী তাঁকে লোকালয়ের বাইরে একটি আবর্জনাময় স্থানে ফেলে রেখে আসে। তাঁর স্ত্রী লাইয়্যা বিনতে মেশ ইবনে ইউসুফ ছাড়া কেউ তাঁর ধারে-কাছেও যেতনা। এ অবস্থায় তিনি দীর্ঘ সাত বছরের অধিক কাল যাপন করেন। এ দীর্ঘ সময় রোগে প্রচন্ড কষ্টভোগ করার পরও কোন সময় অধৈর্য্য, অস্থিরতা ও অভিযোগসূলভ বাক্য মুখে উচ্চারণ করেননি। সতী সাধ্বী স্ত্রী লাইয়্যা একবার আরজ করেছিলেন, আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন তিনি আপনার রোগ মুক্ত করে কষ্ট থেকে মুক্তি দেন। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, আমি সত্তর বছর সুস্থ ও নিরোগ অবস্থায় আল্লাহর অসংখ্য নেয়ামত ও দৌলতের মধ্যে কালযাপন করেছি। এর বিপরীতে বিপদের মাত্র সাত বছর অতিবাহিত করা কঠিন হবে কেন? দুঃখ-কষ্ট লাঘবের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া বৈধ হওয়া সত্ত্বেও সবরের খেলাফ হওয়ার ভয়ে তিনি দোয়া করা থেকে বিরত ছিলেন। অথচ আল্লাহর কাছে দোয়া করা মোটেও সবরের খেলাফ নয়।

অবশেষে আল্লাহর ইঙ্গিতে তিনি রোগ মুক্তির জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন। ফলে আল্লাহ তায়ালা তাঁর দোয়া কবুল করে রোগ মুক্তির ব্যবস্থা করে দেন।

আইয়্যুব (আ.)কে বলা হল- পায়ের গোড়ালি দ্বারা মাটিতে আঘাত করুন। মাটিতে পরিস্কার পানির ঝর্ণা দেখা দেবে। আর তা দিয়ে গোসল করুন। তিনি মাটিতে পায়ের গোড়ালি দিয়ে আঘাত করা মাত্র পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হল। সেই পানি দিয়ে তিনি গোসল করলে শরীরের যাবতীয় জাহেরী রোগ থেকে মুহূর্তে মুক্তি লাভ করলেন। অতঃপর চল্লিশ কদম যাওয়ার পর দ্বিতীয় বার মাটিতে আঘাত করতে বলা হলে তিনি দ্বিতীয় বার আঘাত করা মাত্র মাটি থেকে স্বচ্ছ ও ঠান্ডা পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হল এবং আল্লাহর নির্দেশে উক্ত পানি পান করলে বাতেনী যাবতীয় ব্যাধি থেকেও তিনি আরোগ্য লাভ করলেন। ক্ষত জর্জরিত ও অস্থি চর্মসার দেহ নিমিষেই রক্ত মাংষ ও কেশমন্ডিত দেহে রূপান্তরিত হয়ে গেল। আল্লাহ তায়ালা তাঁর জন্যে জান্নাতী পোশাক প্রেরণ করলেন। এমনকি তাঁর সুস্থ শরীর ও পোশাক দেখে স্বীয় স্ত্রীও তাঁকে চিনতে পারেনি।

ইবনে মসউদ, ইবনে আব্বাস (রা.) ও অধিকাংশ মুফাস্‌সিরীনগণ বলেন, পরীক্ষার সময় তাঁর সন্তান-সন্ততি যারা মারা গিয়েছিল তাঁর সুস্থতার পর আল্লাহ তায়ালা সবাইকে পুনরায় জীবিত করে দেন। ইবনে আব্বাস (রা.)'র অপর বর্ণনায় আছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর স্ত্রীকে দ্বিতীয় বার যৌবন ফিরে দেন এবং তাঁর স্ত্রীর গর্ভে নতুন অনেক সন্তানও জন্মগ্রহণ করে।[৪৩৯]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন-

۞ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥٓ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ﴿٨٣﴾ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ فَكَشَفْنَا مَا بِهِۦ مِن ضُرٍّ ۖ وَءَاتَيْنَٰهُ أَهْلَهُۥ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَٰبِدِينَ ﴿٨٤﴾ الأنبياء: ٨٣ - ٨٤

"এবং স্মরণ করুন, আইয়্যুবের কথা, যখন তিনি তাঁর পালন কর্তাকে আহ্বান করে বলেছিলেন, আমি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের চেয়েও সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান। অতঃপর আমি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলাম, আর তাদের সাথে তাদের সমপরিমাণ আরো দিলাম আমার পক্ষ থেকে কৃপাবশতঃ আর এটা এবাদত কারীদের জন্যে উপদেশ স্বরূপ।" (সূরা আম্বিয়া, পারা:১৭, আয়াত নং ৮৩ ও ৮৪)

অপর আয়াতে বলা হয়েছে-

وَٱذْكُرْ عَبْدَنَآ أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥٓ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلشَّيْطَٰنُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴿٤١﴾ ٱرْكُضْ بِرِجْلِكَ ۖ هَٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿٤٢﴾ وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ أَهْلَهُۥ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٤٣﴾ ص: ٤١ - ٤٣

[৪৩৯]. আল্লামা নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী (র.) (১৩৬৭হি.), খাযায়েনুল ইরফান, উর্দু, খানযুল ঈমান এর প্রান্ত টীকা, পৃ:৩৯২

"স্মরণ করুন, আমার বান্দা আইয়্যুবের কথা, যখন সে তার পালনকর্তাকে আহ্বান করে বলল, শয়তান আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্ট পৌঁছিয়েছে। তুমি তোমার পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত কর, ঝর্ণা নির্গত হল গোসল করার জন্যে, শীতল পানি পান করার জন্যে। আমি তাকে দিলাম তার পরিজনবর্গ ও তাদের মত আরো অনেক আমার পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ এবং বুদ্ধিমানদের জন্যে উপদেশ স্বরূপ।" (সূরা ছোয়াদ, পারা:২৩, আয়াত নং ৪১-৪৩)

হযরত ইউনুস (আ.)'র মু'জিযা

৪০৬. সমুদ্রে মাছের পেটে অক্ষত থাকা :

হযরত ইউনুস (আ.)কে আটাশ বছর বয়সে আল্লাহ তায়ালা নবুয়ত দান করেন। (কাসাসুল কুরআন) তাকে মুসেলের একটি জনপদ নায়নুয়া'র অধিবাসীদের হেদায়েতের জন্যে প্রেরণ করা হয়েছিল। তিনি তাদেরকে দীর্ঘ দিন যাবৎ ঈমান ও সৎকর্মের দাওয়াত দেন। কিন্তু তারা অবাধ্যতা প্রদর্শন করে এবং তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। ফলে তিনি খোদার ইঙ্গিতে তাদেরকে আযাবের সংবাদ প্রদান করেন। তারা পরস্পর বলতে লাগল যে, তিনি কখনো মিথ্যা বলেননি। যদি তিনি রাত্রে এখানে অবস্থান করেন তবে ভয়ের কোন আশংকা নেই। আর যদি তিনি রাত্রে এখানে অবস্থান না করেন তবে নিশ্চিত যে, আযাব আসবে। তিনি রাতেই সেখান থেকে চলে গেলেন। সকালে আযাবের চিহ্ন দেখা গেল এবং তাকে না পেয়ে তারা নিশ্চিত হল যে, আযাবে এলাহী অবতীর্ণ হবে। তাই তারা অনতিবিলম্বে শিরক ও কুফর পরিত্যাগ করে খাঁটি অন্তরে তাওবা করল এবং জনপদের সকল আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা জঙ্গলের দিকে চলে গেল। তারা চতুষ্পদ জন্তু ও বাচ্চাদেরকে সাথে নিয়ে যায় আর বাচ্চাদেরকে মা থেকে পৃথক করে রাখে। এতে তাদের কান্না-কাটির শোরগোল বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাদের খাঁটি তাওবা ও কাকুতি-মিনতি আল্লাহ তায়ালা কবুল করেন এবং তাদের উপর আগত আযাব দূরীভূত করে দেন। এদিকে হযরত ইউনুস (আ.) মনে করেছিলেন যে, আযাবের কারণে তাঁর সম্প্রদায় মনে হয় এতক্ষণ ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু যখন জানতে পারলেন যে, আদৌ আযাব আসেনি তখন তিনি জনপদে ফিরে যাওয়া সমুচিত মনে করেন নি। কারণ তাঁর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণে সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করবে। আর সেখানে কেউ মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হলে মৃত্যুদন্ড দেওয়ার প্রথা ছিল। তাই তিনি ভিন দেশে হিজরত করার মনস্থ করলেন।

অতঃপর তিনি হিজরতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলে পথিমধ্যে একটি নদী পড়লে একটি বোঝাই নৌকায় আরোহণ করেন। নৌকা নদীর মাঝপথে আটকে গিয়ে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হল। মাঝিরা বলল যে, আরোহীদের একজনকে নদীতে ফেলে দিলে বিপদ মুক্ত হওয়া যাবে। এখন কাকে নদীতে নিক্ষেপ করা হবে এ ব্যাপারে লটারী করা হলে একে একে তিনবার হযরত ইউনুস (আ.)'র নাম আসল। তখন তিনি দাড়িয়ে নদীতে ঝাপিয়ে পড়লেন। এদিকে সাগরের এক বড় মাছকে আল্লাহ আদেশ দিলেন যেন তাঁকে উদরে হেফাজত করে। আল্লাহ মাছকে আরো আদেশ দেন যে, যেন তাঁর অস্থি-মাংসের কোন ক্ষতি না হয়। সে তার খাদ্য নয়, বরং তার উদর কয়েকদিনের জন্যে তাঁর কয়েদখানা।

তিনি মতান্তরে এক, তিন, সাত, বিশ ও চল্লিশ দিন মাছের পেটে অবস্থান করেছিলেন। মাছের পেটে তিনি নিজেকে জীবিত ও অক্ষত পেয়ে আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী আসার পূর্বেই হিজরতের সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণে লজ্জিত হন এবং ক্ষমার উদ্দেশ্যে এই দোয়া পাঠ করেন- لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ "আপনি ব্যতিত কোন উপাস্য নেই, আপনি নির্দোষ, আমি সীমালঙ্ঘনকারী।"

আল্লাহ তায়ালা তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং মাছকে আদেশ করলেন তোমার পেটে আমার যে আমানত রয়েছে তুমি তা বের করে দাও। নদীর তীরে গিয়ে মাছ তাঁকে উদর থেকে বের করে দিল। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, মাছের পেটে থাকার কারণে তাঁর শরীর নবজাতক পাখির বাচ্চার ন্যায় খুবই নরম ও দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ তাঁকে ছায়াদানের জন্যে সেখানে লাউ গাছ জন্মালেন। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে পুনরায় তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গিয়ে তাদেরকে হেদায়ত করার নির্দেশ দেন। তিনি স্বীয় সম্প্রদায়ে ফিরে গেলে তাঁকে পেয়ে তারা আনন্দ প্রকাশ করেছিল এবং অনুগত হয়ে জীবন যাপন করেছিল।[৪৪০]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন-

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَٰنُهَآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُوا۟ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْىِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَٰهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٩٨﴾ يونس: ٩٨

"সুতরাং কোন জনপদ কেন এমন হলনা যা ঈমান এনেছে অতঃপর তার সে ঈমান গ্রহণ হয়েছে কল্যাণকর? অবশ্য ইউনুসের সম্প্রদায়ের কথা আলাদা। তারা যখন ঈমান আনে, তখন আমি তাদের উপর থেকে অপমানজনক আযাব তুলে নেই, পার্থিব জীবনে এবং তাদেরকে কল্যাণ পৌঁছাই এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত।" (সূরা ইউনুস, পারা:১১, আয়াত নং ৯৮)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন-

وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَٰضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِى ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبْحَٰنَكَ إِنِّى كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٨٧﴾ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ وَنَجَّيْنَٰهُ مِنَ ٱلْغَمِّ ۚ وَكَذَٰلِكَ نُـْۨجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾ الأنبياء: ٨٧ - ٨٨

"এবং মাছওয়ালা তথা হযরত ইউনুসের কথা স্মরণ করুন, তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিলেন। অতঃপর মনে করেছিলেন যে, আমি তাকে ধৃত করতে পারব না। তারপর তিনি অন্ধকারের মধ্যে আহ্বান করলেন, আপনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, আপনি

৪৪০. আল্লামা নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী (র.) (১৩৬৭হি.), খাযায়েনুল ইরফান, উর্দু, খানযুল ঈমান এর প্রান্ত টীকা, পৃ:২৬২ ও মাওলানা হিফজুর রহমান, কাসাসুল কুরআন, উর্দু, করাচী, পৃ:১৯৮

দোষমুক্ত আমি সীমালঙ্ঘনকারী। অতঃপর আমি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তাঁকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিলাম।" (সূরা আম্বিয়া, পারা: ১৭, আয়াত নং ৮৭ ও ৮৮)

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা আরো এরশাদ করেন-

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٩﴾ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿١٤٠﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴿١٤١﴾ فَٱلْتَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٤٢﴾ فَلَوْلَآ أَنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٣﴾ لَلَبِثَ فِى بَطْنِهِۦٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٤﴾ فَنَبَذْنَٰهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿١٤٥﴾ وَأَنۢبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ ﴿١٤٦﴾ وَأَرْسَلْنَٰهُ إِلَىٰ مِاْئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿١٤٧﴾ الصافات: ١٣٩ - ١٤٧

"আর ইউনুস ছিলেন প্রেরিত নবীগণের একজন। তিনি যখন পালিয়ে বোঝাই নৌকায় গিয়ে পৌঁছে ছিলেন। অতঃপর লটারী করালে তিনি দোষী সাব্যস্ত হলেন। তারপর একটি মাছ তাঁকে গিলে ফেলল। তখন তিনি অপরাধী গন্য হয়েছিলেন। যদি তিনি আল্লাহর তাসবীহ পাঠ না করতেন, তবে তাঁকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত মাছের পেটেই থাকতে হত। অতঃপর আমি তাঁকে এক বিস্তীর্ণ-বিজন প্রান্তরে নিক্ষেপ করলাম, তখন তিনি ছিলেন রুগ্ন। আমি তাঁর উপর লতা বিশিষ্ট এক বৃক্ষ উদগত করলাম এবং তাঁকে এক লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করলাম।" (সূরা আস সাফফাত, পারা:২৩, আয়াত নং ১৪৭)

হযরত উযাইর (আ.)'র মু'জিযা

৪০৭. একশ' বছর পর পুনঃ জীবিত হওয়া :

বায়তুল মোকাদ্দাস শহরকে 'বখতে নসর' নামক এক জালিম বাদশা ধ্বংস করে দিয়েছিল এবং বনী ইস্রাঈলের অসংখ্য লোককে হত্যা করেছিল। অতঃপর হযরত উযাইর (আ.) সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর সাথে একপাত্র খেজুর ও এক পেয়ালা আঙ্গুরের রস ছিল আর তিনি একটি গাধার উপর সওয়ার ছিলেন। পুরো বসতি এলাকা ঘুরে দেখেন কোথাও কোন লোক দৃষ্টিগোচর হয়নি বরং বসতির দালান-কোটার ধ্বংসস্তুপ দেখে অবাক হয়ে বললেন- انى يحى هذه الله بعد موتها "মৃত্যুর পর পুনরায় আল্লাহ কিভাবে এদের জীবিত করবেন?" তারপর তিনি তার গাধাকে বেঁধে বিশ্রাম নিলেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ তায়ালা তাঁর রূহ তুলে নেন এবং গাধাও মরে গেল। এটি সকাল বেলায় সংঘটিত হয়েছিল।

এই ঘটনার সত্তর বছর পরে আল্লাহ তায়ালা পারস্যের এক বাদশাকে এই এলাকা আবাদের জন্য নির্বাচিত করেন। তিনি বায়তুল মোকাদ্দাসকে পূর্বের চেয়েও অধিক উত্তমভাবে আবাদ করেন। আল্লাহ তায়ালা দীর্ঘ একশ' বছর পর্যন্ত হযরত উযাইর (আ.)কে মৃত অবস্থায় অক্ষত রেখেছেন। কেউ তাঁকে দেখতে পায়নি। একশ' বছর অতিক্রম হওয়ার পর আল্লাহ তায়ালা তাঁকে পুন:জীবিত করেন। প্রথমে চোখে প্রাণ সঞ্চার হল। এখনো শরীরের অন্যান্য অংশ মৃত ছিল। তিনি তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রাণ সঞ্চারিত হওয়া নিজের চোখে অবলোকন করেছেন। তিনি সন্ধ্যায় সূর্য অস্তের সময় পুন:জীবন ফেরৎ পান।

আল্লাহ তায়ালা তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি এখানে কতদিন ছিলে? তিনি অনুমানের উপর ভিত্তি করে বললেন, একদিন বা এর চেয়েও কম সময়। তিনি মনে করেছিলেন যেদিন সকালে তিনি বিশ্রাম নিয়েছিলেন সেদিন সন্ধ্যায় জাগ্রত হয়েছিলেন। আল্লাহ বললেন, বরং তুমি একশ দিন এখানে অবস্থান করেছিলে। তোমার খাবার তথা খেজুর ও আঙ্গুরের রসের দিকে দেখ যা আদৌ পচে যায়নি বরং তাজা রয়েছে। আর নিজের গাধার দিকে তাকাও যেটি মরে গলে পচে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো মাটিতে মিশে গিয়েছে আর হাড়গুলো শুকিয়ে সাদা হয়ে গিয়েছে। তাঁর চোখের সামনেই গলে-পচে যাওয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহ পুনরায় নিজ নিজ স্থানে গিয়ে জুড়ে গেল। হাড়ের উপর মাংস আর মাংসের উপর চামড়া বেঁধে গেল। তারপর প্রাণ সঞ্চারিত হয়ে দাঁড়িয়ে শব্দ করতে লাগল। নিজের চোখের সামনে খোদার কুদরত অবলোকন করেন এবং বললেন, আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাশীল। তারপর তাঁর গাধায় আরোহণ করে মহল্লায় চলে গেলেন। তাঁর মাথায় চুল ও দাড়ী সাদা ছিল কিন্তু বয়স ছিল চল্লিশ বছর।

মহল্লায় তাঁকে কেউ চিনতে পারেনি। তিনি অনুমান করে স্বীয় ঘরে পৌঁছলে সেখানে একজন অতিশয় বৃদ্ধার সাক্ষাত হল যার পাদ্বয় অবশ ও চোখ দু'টি অন্ধ ছিল। সেই বৃদ্ধা তাঁর ঘরে দাসী ছিল, তাঁকে দেখেছিল। তিনি তার কাছে জিজ্ঞেস করলেন, এটি কি উযাইরের ঘর? সে বলল, হ্যাঁ, এটি উযাইরের ঘর। কিন্তু তিনি হারিয়ে গিয়েছেন একশ' বছর। এই বলে বৃদ্ধা অজোর নয়নে কাঁদতে লাগল। তিনি বললেন, আমিই হলাম উযাইর। বৃদ্ধা বলল, সুবহানাল্লাহ! এটা কিভাবে সম্ভব? তিনি বললেন, আল্লাহ আমাকে একশ' বছর মৃত রেখেছেন তারপর জীবিত করেছেন। বৃদ্ধা বলল, উযাইর মুস্তাজাবুত দাওয়াত ছিলেন। যদি আপনি উযাইর হয়ে থাকেন তবে আমার দৃষ্টিশক্তি ফেরৎ আসার জন্যে দোয়া করুন যাতে আমি স্বচক্ষে দেখে আপনাকে সনাক্ত করতে পারি।

অতঃপর তিনি দোয়া করলে বৃদ্ধার দৃষ্টিশক্তি ফেরৎ আসে। সে চোখে তাঁকে দেখে চিনতে পারে। তারপর তিনি বৃদ্ধার হাত ধরে বললেন, আল্লাহর হুকুমে উঠে দাঁড়াও। সাথে সাথে পাদ্বয় ভাল হয়ে দাড়িয়ে গেল আর বলতে লাগল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনিই উযাইর। অতঃপর বৃদ্ধা তাঁর হাত ধরে বনী ইস্রাঈলের এক মজলিসে নিয়ে যায় যেখানে উযাইরের ছেলে উপস্থিত ছিল, যার বয়স হয়েছিল একশ' আঠার বছর। ঐ মজলিসে তাঁর পৌত্রও ছিল। বৃদ্ধা তাদের নিকট তাঁর পরিচয় তুলে ধরলে প্রথমে তারা অস্বীকার করে। পরে বৃদ্ধার পা ভাল হওয়া ও দৃষ্টিশক্তি ফেরৎ পাওয়ার মু'জিযা'র কথা বললে এবং তাঁর কাঁধের মধ্যখানে লোমের চিহ্ন দেখে সর্বোপরি পুরো তাওরাত শরীফ মুখস্থ পড়ে শুনালে তারা বিশ্বাস করতে বাধ্য হয় যে, সত্যিই ইনি হযরত উযাইর (আ.)।[৪৪১]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে করীমে এরশাদ করেন-

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ۖ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۖ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ

[৪৪১]. আল্লামা নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী (র.) (১৩৬৭হি.), খাযায়েনুল ইরফান, উর্দু, খানযুল ঈমান এর প্রান্ত টীকা, পৃ:৫০

طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۖ وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ ۖ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٥٩﴾ البقرة: ٢٥٩

"আপনি কি সে লোককে দেখেননি, যে এমন এক জনপদ দিয়ে যাচ্ছিল, যার বাড়ীঘর গুলো ভেঙ্গে ছাদের উপর পড়ে ছিল? সে বলল, কেমন করে আল্লাহ মরণের পর একে জীবিত করবেন? তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে মৃত অবস্থায় রাখলেন একশ' বছর। তারপর তাকে উঠালেন। বললেন, কতকাল এভাবে ছিলে? বলল, আমি ছিলাম, একদিন কিংবা একদিনের কম সময়। বললেন, তা নয়, বরং তুমি তো একশ' বছর ছিলে। এবার চেয়ে দেখ নিজের খাবার ও পানীয়ের দিকে- সেগুলো পচে যায়নি এবং দেখ নিজের গাধাটির দিকে। আর আমি তোমাকে মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বানাতে চেয়েছি। আর হাড়গুলোর দিকে চেয়ে দেখ যে, আমি এগুলোকে কেমন করে জুড়ে দেই এবং সেগুলোর উপর মাংসের আবরণ পরিয়ে দেই। অতঃপর যখন তার উপর এ অবস্থা প্রকাশিত হল, তখন বলে উঠল- আমি জানি, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল।" সূরা বাকারা, পারা:৩, আয়াত নং ২৫৯

হযরত দানিয়াল (আ.)'র মু'জিযা

৪০৮. বাগের আনুগত্য :

হযরত দানিয়াল (আ.) একজন নবী ছিলেন। তিনি জালিম বাদশা বখত নসর'র যুগে জন্মলাভ করেন। হযরত ইবনে আবিদ দুনিয়া (র.) বর্ণনা করেন, জালিম বাদশা বখত নসর দু'টি বাঘকে উত্তেজিত করে একটি কূপে ছেড়ে দিল। তারপর হযরত দানিয়াল (আ.)কে ঐ কূপে নিক্ষেপ করতে আদেশ দেয়। আল্লাহর হুকুমে তিনি সেখানে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত নিরাপদ অবস্থান করেছিলেন। মানবীয় প্রয়োজনে তাঁর ক্ষুধা অনুভব হলে আল্লাহ তায়ালা হযরত আরমিয়া (আ.)কে সিরিয়ায় ওহী মারফত জানিয়ে দিলেন যে, তুমি ইরাকে দানিয়াল (আ.)'র জন্য খাবারের ব্যবস্থা কর।

এই ঘটনা অন্য এক সনদে এরূপ বর্ণিত আছে যে, হযরত দানিয়াল (আ.) যে বাদশার সময়কালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে বাদশার দরবারে একদা গণকগণ উপস্থিত হয়ে সংবাদ দিল যে, অমুক রাতে এমন সন্তান জন্মগ্রহণ করবে যে আপনার ক্ষমতা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলবে। এ কথা শুনে বাদশা আদেশ দিল যে, ঐ রাতে যে সন্তান ভুমিষ্ট হবে তাকে যেন হত্যা করা হয়।

অতঃপর হযরত দানিয়াল (আ.) জন্মগ্রহণ করলে তাঁর মা তাঁকে বাঘের বসবাসকারী এক জঙ্গলে রেখে আসেন। ইত্যবসরে একটি বাঘ ও একটি বাঘিনী এসে তাদের জিহ্বা দিয়ে তাঁকে লেহন করতেছে। এভাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে জালিম বাদশার অত্যাচার থেকে রক্ষা করেন।[৪৪২]

[৪৪২]. আল্লামা কামাল উদ্দিন দুমাইরী (র.) (৮০৮হি.), হায়াতুল হাইওয়ান, উর্দু, ইউপি, ইন্ডিয়া, খণ্ড:১ম, পৃ:৬৬

হযরত যাকারিয়া (আ.)'র মু'জিযা

৪০৯. বৃদ্ধ বয়সে সন্তান লাভ :

হযরত যাকারিয়া (আ.)'র বয়স একশ' বিশ বছর আর তাঁর স্ত্রীর বয়স হয়েছিল আটান্নব্বই বছর। কিন্তু তাঁরা ছিলেন নিঃসন্তান। হযরত যাকারিয়া (আ.) হযরত মরয়ম (আ.)'র লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি প্রায় তাঁকে দেখতে যেতেন। একদা তিনি হযরত মরয়মের সামনে বে-মওসুমী ফল দেখে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে, এগুলো মহান আল্লাহ'র পক্ষ হতে এসেছে। আল্লাহ'র পক্ষ হতে বে মওসুমী ফল আসা, বায়তুল মোকাদ্দসের খেদমতের জন্যে পুরুষের স্থলে নারী গ্রহণ করা, হযরত মরয়ম (আ.)কে শিশুকালে বাকশক্তি দান, ধারণার বাইরে রিযিক দান ইত্যাদি দেখে হযরত যাকারিয়া (আ.)'র অন্তরে আল্লাহর কুদরতের উপর ভরসা আসল যে, নিশ্চয় তিনি আমার ন্যায় বৃদ্ধ ও আমার বন্ধ্যা স্ত্রীকেও সন্তান দিতে সক্ষম। তখন তিনি সেখানেই দাঁড়িয়ে যেখানে মরয়ম (আ.)র' সাথে কথা বলেছিলেন- আল্লাহ'র দরবারে প্রার্থনা করেন। মহররম মাসের সাতাশ তারিখে তিনি দোয়া করেছিলেন। তিনি এভাবে দোয়া করলেন যে, হে আল্লাহ! এই বৃদ্ধ বয়সে আমাকে আপনার পক্ষ থেকে পুত-পবিত্র একজন পুত্র সন্তান দান করুন। আপনি ইতিপূর্বে হান্নার দোয়াও কবুল করেছিলেন। আমার দোয়াও কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি দোয়া কবুল কারী।

তিনি বড় আলেম ছিলেন, আল্লাহ'র জন্য কুরবানী তিনিই দিতেন, মসজিদে তাঁর অনুমতি ব্যতীত কেউ প্রবেশ করতে পারতো না। একদা তিনি নামাযে মশগুল ছিলেন লোকেরা বাইরে প্রবেশের অনুমতির জন্য অপেক্ষা করতেছেন। মসজিদের দরজা বন্ধ ছিল। হঠাৎ একজন সাদা পোষাকধারী লোক দেখলেন, যিনি হলেন হযরত জিব্রাঈল (আ.)। তিনি এমতাবস্থায় তাঁকে সূ সংবাদ দিয়ে বলেন, হে যাকারিয়া! আল্লাহ আপনার দোয়া কবুল করেছেন এবং আপনাকে একজন নেককার, মুত্তাকী সন্তান দান করবেন যার নাম হল ইয়াহিয়া।[৪৪৩]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন-

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٣٩﴾ قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ ۖ قَالَ كَذَٰلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿٤٠﴾ آل عمران: ٣٨ - ٤٠

[৪৪৩]. হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.), (১৩৯১হি.), তাফসীরে নঈমী, উর্দু, দিল্লী, পারা:৩য়, পৃ:৪৭০

"সেখানেই যাকারিয়া তাঁর পালনকর্তার নিকট প্রার্থনা করলেন। বললেন, হে আমার পালন কর্তা! আপনার নিকট থেকে আমাকে পুত-পবিত্র সন্তান দান করুন- নিশ্চয়ই আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী। যখন তিনি মেহরাবে নামাযে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তখন ফেরেস্তারা তাঁকে ডেকে বললেন যে, আল্লাহ আপনাকে সু-সংবাদ দিচ্ছেন ইয়াহিয়া সম্পর্কে, যিনি সাক্ষ্য দেবেন আল্লাহর নির্দেশের সত্যতা সম্পর্কে, যিনি সর্দার হবেন এবং নারীদের সংস্পর্শে যাবেন না। তিনি অত্যন্ত সৎকর্মশীল নবী হবেন। তিনি বললেন, হে পালনকর্তা! কেমন করে আমার পুত্র সন্তান হবে, আমার যে বার্ধক্য এসে গেছে, আমার স্ত্রীও বন্ধ্যা। বললেন, আল্লাহ এমনিভাবেই যা ইচ্ছা করে থাকেন। (সূরা আলে ইমরান, পারা:৩, আয়াত নং ৩৮-৪১)

৪১০. নদীতে নিক্ষিপ্ত কলম ডুবে না যাওয়া :

হযরত হান্না মরয়ম (আ.)'র জন্মের সাথে সাথে একটি কাপড়ে মুড়িয়ে তাঁকে বায়তুল মোকাদ্দসে নিয়ে যান। বায়তুল মোকাদ্দসে চার হাজার খাদেম বসবাস করতেন। তাদের সরদার ছিলেন সাত বিংবা সত্তর জন আর তাদের আমীর ছিলেন হযরত যাকারিয়া (আ.)। হযরত ইমরান (আ.) ছিলেন বনী ইস্রাঈলের ইমাম। সুতরাং ঐ সত্তর জনের প্রত্যেকেই হযরত মরয়ম (আ.)কে লালন-পালনের দায়িত্ব নিতে চান। হযরত যাকারিয়া (আ.) বলেন, যেহেতু মরয়মের খালা আমার স্ত্রী আর খালা মায়ের মতই হয়, সেহেতু তাকে পাওয়ার আমিই অধিক হকদার। তাদের মতানৈক্য নিরসনের লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত হল যে, লটারী দেয়া হবে। লটারীতে যার নাম আসবে সে-ই তাঁকে পাবেন।

সকল সরদার নিজ নিজ ওহী লিখা কলম নিয়ে উর্দুন নদীর তীরে একত্রিত হলেন এবং সিদ্ধান্ত হল যে, প্রত্যেক দাবীদার নিজ নিজ কলম নদীতে নিক্ষেপ করবে যার কলম ডুবে যাবে না কিংবা পানিতে ভেসে যাবে না বরং পানিতে ভেসে স্থির থাকবে তিনিই হযরত মরয়মের দায়িত্বভার গ্রহণের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। আর যার কলম ডুবে যাবে কিংবা পানির স্রোতে ভেসে নিম্নদিকে চলে যাবে তিনি তাঁকে দাবী করতে পারবেন না।

অতঃপর যখন প্রত্যেকেই স্বীয় কলম নিক্ষেপ করলেন তখন সকলের কলম ডুবে গেল শুধু হযরত যাকারিয়া (আ.)'র কলম পানিতে স্থির রইল। সুতরাং হযরত মরয়ম (আ.)কে লালন-পালনের দায়িত্বভার হযরত যাকারিয়া (আ.)কে সোপর্দ করা হল। তিনি বায়তুল মুকাদ্দসের পাশে হযরত মরয়ম (আ.)'র জন্য একটি বালাখানা তৈরী করেন যার দরজা বায়তুল মোকাদ্দসের ভিতর দিয়ে। সেখানে শুধু হযরত যাকারিয়া (আ.)ই প্রবেশ করতেন।[৪৪৪]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন-

وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾ آل عمران: ٣٧

[৪৪৪]. হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.), (১৩৯১হি.), তাফসীরে নঈমী, উর্দু, দিল্লী, পারা:৩য়, পৃ:৪৬০

"তিনি (আল্লাহ) মরয়মকে যাকারিয়া'র তত্ত্বাবধানে সমর্পণ করলেন।" (সূরা আলে ইমরান, পারা:৩, আয়াত নং ৩৭)

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেছেন-

وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَٰمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٤﴾ آل عمران: ٤٤

"হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি তখন তাদের কাছে বিদ্যমান ছিলেন না যখন তারা নিজ নিজ কলম (লটারীর উদ্দেশ্যে নদীতে) নিক্ষেপ করেছিলেন- এ উদ্দেশ্যে যে, তাদের মধ্যে কে মরয়মের অভিভাবক হবেন তা নির্ণয় করা। আর আপনি তখনো তাদের পাশে ছিলেন না যখন তারা মরয়মের অভিভাবকত্ব নিয়ে বিবাদে লিপ্ত ছিলেন।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং ৪৪)

হযরত ঈসা (আ.)'র মু'জিযা

৪১১. শৈশবে কথা বলা :

মুজাহিদ (র.) থেকে তাফসীরে খাযেন ও তাফসীরে রূহুল বয়ান'র উদ্ধৃতি দিয়ে মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.) বলেন- হযরত ঈসা (আ.) জন্মের পর লোকের সাথে স্পষ্ট ও বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলেন। তবে তিনি মাতৃগর্ভে থাকাকালীন সময়ে তাওরাত শরীফ পাঠ করতেন যা তাঁর মা হযরত মরয়ম (আ.) শুনতেন।[৪৪৫]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন-

وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِى ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٤٦﴾ آل عمران: ٤٦

"তিনি (ঈসা) মানুষের সাথে কথা বলবেন শৈশবে মায়ের কোলে থাকাকালীন এবং পূর্ণ বয়স্কে আর তিনি সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।" (সূরা আলে ইমরান, পারা:৩য়, আয়াত নং ৪৬)

৪১২. শৈশবে কথা বলার কারণ :

হযরত ঈসা (আ.) যখন হযরত মরয়ম (আ.) থেকে পিতৃহীন জন্মগ্রহণ করলেন এবং মরয়ম (আ.) তাঁকে নিয়ে লোকালয়ে আগমণ করেন। তখন লোকেরা হযরত মরয়ম (আ.) কে ভৎর্সনা করতে শুরু করে। তখন ঈসা (আ.) মায়ের কোলে দুধ পান করছিলেন। তিনি তাদের ভৎর্সনা শুনে দুধপান ছেড়ে দেন এবং বামদিকে পাশ ফিরে তাদের দিকে মনোযোগ দেন। অতঃপর তর্জনী খাড়া করে বলেন- انى عبدالله "আমি আল্লাহর বান্দা।"

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন-

فَأَتَتْ بِهِۦ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُۥ ۖ قَالُوا۟ يَٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًٔا فَرِيًّا ﴿٢٧﴾ يَٰٓأُخْتَ هَٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ
ٱمْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿٢٨﴾ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا۟ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِى ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿٢٩﴾ قَالَ
إِنِّى عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِىَ ٱلْكِتَٰبَ وَجَعَلَنِى نَبِيًّا ﴿٣٠﴾ مريم: ٢٧ - ٣٠

৪৪৫. হাকীমুল উম্মত মুফ্তি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.) (১৩৯১হি.) তাফসীরে নঈমী, উর্দু, দিল্লী, পৃ:৪৯৯

"অতঃপর তিনি (মরয়ম) সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হলে তারা বলল, হে মরয়ম! তুমি একটি অঘটন ঘটিয়ে বসেছ। হে হারুনের ভাগিনী! তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না এবং তোমার মাতাও ব্যভিচারিনী ছিলেন না। তারপর তিনি হাতে সন্তানের দিকে ইঙ্গিত করলেন। তারা বলল, কোলের শিশুর সাথে আমরা কিভাবে কথা বলবো? সন্তান বলল, আমি আল্লাহ বান্দা, তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন।" (সূরা মরয়ম, পারা:১৬, আয়াত নং ২৭-৩০)

৪১৩. অদৃশ্যের সংবাদ প্রদান :

হযরত ঈসা (আ.) ছোট বেলায় একদা মাতা হযরত মরয়ম (আ.)'র সাথে এক শহর দিয়ে যাওয়ার সময় দেখতে পান যে, লোকেরা তাদের বাদশা'র দরজায় ভীড় করতেছে। ঈসা (আ.) এর কারণ জিজ্ঞেস করে জানতে পারেন যে, বাদশা'র স্ত্রী প্রসব ব্যাথায় ভীষণ কষ্ট পাচ্ছেন কিন্তু বাচ্চা জন্ম হচ্ছেনা। এরা তাদের মূর্তিদের নিকট প্রার্থনা করতে একত্রিত হয়েছে। তিনি তাদেরকে বললেন, বাদশার স্ত্রীর পেটে আমার হাত রাখলেই তাৎক্ষনিক বাচ্চা জন্মলাভ করবে। তারা তাঁর কথা শুনে তাঁকে বাদশা'র নিকট নিয়ে গেল। তিনি বাদশাকে বললেন, আমি এটাও বলতে পারি যে, পেটে ছেলে নাকি মেয়ে। আমি যদি এসব বলে দেই তবে কি আপনি ঈমান আনবেন? বাদশা হ্যাঁ বাচক উত্তর দিলে ঈসা (আ.) বললেন, তার গর্ভে পুত্র সন্তান, তার গালে কাল তিল আর পেটে সাদা তিল আছে। এরপর তিনি গর্ভের সন্তানকে সম্মোধন করে বলেন, হে বাচ্চা! আমি তোমাকে সেই সত্তার শপথ দিচ্ছি যিনি সব মাখলুকের সৃষ্টিকর্তা, তুমি দ্রুত পেট থেকে বেরিয়ে এসো। সাথে সাথে বাচ্চা জন্মগ্রহণ করল এবং তার অগ্রীম সংবাদ সত্য প্রমাণিত হল। এরপর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বাদশা ঈমান আনতে চাইলে সম্প্রদায়ের লোকেরা বলল, এটা তাঁর যাদুকরী কাজ- এই বলে তাকে ঈমান আনা থেকে বিরত রাখল।[৪৪৬]

৪১৪. পাখি সৃষ্টি করা :

হযরত ঈসা (আ.) যখন তাঁর নবুয়তের প্রমাণস্বরূপ মাটি দিয়ে পাখি সৃষ্টি করি, জন্মান্ধ, কুষ্ঠ ও শ্বেত রোগীকে ভাল ও সুস্থ করতে পারি, তোমাদের ঘরে কি খাও আর কি জমা করে রাখ তাও বলতে পারি, এমনকি মৃতকে জীবিতও করতে পারি আল্লাহর হুকুমে- ইত্যাদি মু'জিযার দাবী করলেন তখন তারা বলল, তাহলে আপনি একটি বাদুর সৃষ্টি করে দেখান। বাদুর সৃষ্টি করতে বলার কারণ হল এর এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্য আছে যা অন্য পক্ষীকুলের মধ্যে নেই। যেমন- ১. এর মধ্যে হাড্ডি নেই শুধু মাংস ও রক্ত আছে, ২. এর পালক নেই বরং মাংস দিয়ে উড়ে, ৩. এটি ডিম দেয়না বরং বাচ্চা প্রসব করে অথচ সাধারণ পাখি ডিম দিয়ে বাচ্চা ফুটায়, ৪. এর বুকে দুধের স্তন রয়েছে যা দিয়ে বাচ্চাকে দুধ পান করায়, ৫. এর ঠোঁট নেই বরং মুখ আছে, ৬. এদের মুখে দাঁতও রয়েছে যা দিয়ে চিবিয়ে খায় আর হাসে, ৭. এদের ঋতুস্রাবও হয়, ৮. এরা দিনের আলোতে দেখেনা, ৯. রাতের অন্ধকারেও দেখেনা বরং শুধুমাত্র সূর্য্যোদয়ের এক ঘন্টা পূর্বে ও সূর্য্যাস্তের পর এক ঘন্টা পর্যন্ত দেখতে পায়।

৪৪৬. মাওলানা আবুন নূর মুহাম্মদ বশীর, সাচ্ছি হেকায়াত, উর্দু, খণ্ড:১ম, পৃ:১১৭, সূত্র: নুজহাতুল মাজালীস, ২য় খণ্ড

অতঃপর তিনি বনী ইস্রাঈলদের চোখের সামনে মাটি দ্বারা পাখির আকৃতি তৈরী করে তাতে ফুঁক দিলে আল্লাহর হুকুমে তা পাখি হয়ে উড়ে যায়।[৪৪৭]

৪১৫. মৃতকে জীবিত করা :

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ঈসা (আ.) চারজন মৃতকে জীবিত করেছিলেন। ১. আযর, যিনি তাঁর বন্ধু ছিলেন, ২. এক বৃদ্ধার ছেলে, ৩. মহারেরর চুঙ্গীর ছেলে ও ৪. হযরত নুহ (আ.)'র ছেলে সামকে যিনি চার হাজার ছয় শত বছর পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। হযরত সাম ব্যতীত বাকী তিনজন অনেক দিন জীবিত ছিলেন এবং সংসারও করেছিলেন।

ঘটনা হল- প্রথম ব্যক্তি আযর তাঁর বন্ধু ছিল। যখন সে অসুস্থ হয়ে পড়ল তখন তার বোন হযরত ঈসা (আ.)কে সংবাদ দিল যে, আপনার বন্ধু মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়তেছে কিন্তু তখন তিনি তিন দিনের দূরত্বে অবস্থান করছিলেন। তিন দিন পর তিনি সেখানে পৌঁছে জানতে পারলেন যে, বন্ধুর মৃত্যু হয়েছে আজ তিন দিন হয়ে গেল। তিনি তার বোনকে বললেন, আমাকে বন্ধুর কবরে নিয়ে যাও। তিনি কবরে গিয়ে দোয়া করলে আল্লাহর হুকুমে এবং তাঁর নির্দেশে বন্ধু কবর থেকে জীবিত হয়ে উঠে গেল। সে দীর্ঘ দিন জীবিত ছিল, তাঁর থেকে সন্তান-সন্ততিও জন্মগ্রহণ করেছিল।

দ্বিতীয়ত: বৃদ্ধার ছেলের ঘটনা হল লোকেরা বৃদ্ধার ছেলের জানাযা নিয়ে যাচ্ছিল আর বৃদ্ধ আঝোর নয়নে কান্নাকাটি করতেছে। বৃদ্ধার কান্না দেখে হযরত ঈসা (আ.)'র দয়া আসল। তিনি আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন। সাথে সাথে বৃদ্ধার ছেলে জানাযার খাটের উপর উঠে বসে গেল এবং বহণকারীগণের কাঁধের উপর থেকে নীচে নেমে গেল। অনেক দিন বেঁচে ছিল, সন্তান-সন্ততিও হয়েছিল তার।

তৃতীয় ঘটনা হল- মুহারেরর চুঙ্গী ছিল হাকেমের পক্ষে জনগণ থেকে কর আদায়কারী। তার কন্যা মরে যাওয়ার একদিন পর হযরত ঈসা (আ.) দোয়া করলে সে জীবিত হয়ে যায়। সেও অনেক বছর জীবিত ছিল। সংসার করেছে সন্তান-সন্ততি হয়েছে। চতুর্থ ঘটনা হল- সাম ইবনে নুহ (আ.)'র ঘটনা। কেউ কেউ মনে করত হযরত ঈসা (আ.) যাদেরকে জীবিত করেছিলেন মুলত তারা মৃত ছিলনা। হয়তো মৃত্যুর কাছাকাছি কিংবা রোগে-শোকে মৃতের ন্যায় হয়ে গিয়েছিল। তাই তিনি অনেক পুরাতন একটি কবরস্থানে গেলেন যেখানে চার হাজার ছয়শত বছর পূর্বে মৃত হযরত নুহ (আ.)'র পুত্র সাম'র কবর ছিল। তিনি আল্লাহর দরবারে দোয়া করলে আল্লাহ তায়ালা সামকে জীবিত করে দেন। তিনি যখন দোয়া করছিলেন তখন সাম কবরে শুনতে পান যে, কে যেন বলতেছেন اجب روح الله অর্থাৎ রুহুল্লাহ তথা ঈসা (আ.)'র কথা মান্য কর। এটা শ্রবণ মাত্র তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং মনে করলেন কিয়ামত এসে গিয়েছে। এই ভয়ে তার মাথার অর্ধেক চুল সাদা হয়ে গেল। অথচ নুহ (আ.)'র যুগে মানুষের চুল সাদা হতনা। তিনি উঠে জিজ্ঞেস

৪৪৭. আল্লামা মাহমুদ আলুসী (র.) (১২৭০হি.), তাফসীরে রূহুল মায়ানী, আরবী বৈরুত, খণ্ড:৩য়, পৃ:১৬৮ ও মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.), (১৩৯১হি.), তাফসীরে নঈমী, উর্দু, দিল্লী, খণ্ড:৩য়, পারা:৩য়, পৃ:৫১৫

করলেন, কিয়ামত কি সংঘটিত হয়েছে? উত্তরে ঈসা (আ.) বললেন, না, বরং আমি তোমাকে ইসমে আজম দিয়ে জীবিত করেছি। তখন তিনি ঈসা (আ.)'র নিকট আবেদন করলেন যেন পুনরায় তাকে কবরে পাঠিয়ে দেন, যাতে দ্বিতীয়বার মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগে করতে না হয়। তখন সাথে সাথে তিনি পুনরায় মৃত্যুবরণ করেন।[৪৪৮]

৪১৬. ঘরে লুকিয়ে রাখা খাবারের সংবাদ প্রদান :

হযরত ঈসা (আ.)'র অন্যতম একটি মু'জিযা হল তিনি অদৃশ্যের সংবাদ প্রদান করতেন। লোকদের বলে দিতেন যে, তোমরা গতকাল কি কি খেয়েছ, আজ কি কি খাবে এবং আগামী বেলার জন্য তোমরা কি কি খাবার তৈরী করে রেখেছ। কেননা নিকটে-দূরে, ওপেনে-গোপনে, আলো অন্ধকারে এমনকি পর্দার আড়ালে কি আছে না আছে সব কিছু তাঁর দৃষ্টি গোচরে ছিল। এতে তাঁর একই সাথে অনেকগুলো মু'জিযার বহিঃপ্রকাশ ঘটত। তাঁর চলার সময় পিছে পিছে অসংখ্য ছেলেরা থাকত। তিনি তাদেরকে বলে দিতেন যে, তোমাদের ঘরে অমুখ খাবার বা নাস্তা তৈরী হয়েছে। তোমাদের মা-বাবা তোমাদের জন্য অমুক জিনিস লুকিয়ে রেখেছে। তারা ঘরে গিয়ে তাদের মা-বাবাকে ঐসব বস্তু খুঁজে দিতে বলত, না দিলে কান্না-কাটি করত। অবশেষে তারা তা বের করে দিতে বাধ্য হত। আর জিজ্ঞেস করত- এই সব তথ্য তোমাদেরকে কে দিয়েছে? উত্তরে তারা বলত ঈসা (আ.) আমাদের এসব বিষয়ে বলে দেন।

অতঃপর অভিভাবকগণ পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত করল যে, আমাদের বাচ্চারা এভাবে ঈসা (আ.)'র সাথে থাকলে আমাদের ধর্ম ত্যাগ করে ঈসা'র ধর্ম গ্রহণ করে তার অনুসারী হয়ে যাবে। তাই তারা সব বাচ্চাদেরকে একটি ঘরে আবদ্ধ করে রাখল। বাচ্চাদের অনুপস্থিতি দেখে তাদের খোঁজ নিতে তিনি লোকদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন- বাচ্চারা কোথায়? উত্তরে তারা বলল, তারা এখানে নেই। তিনি প্রশ্ন করলেন তবে ঐ ঘরে কারা? তারা বলল, ঐ ঘরে আমাদের শুকর। তখন তিনি বললেন, আচ্ছা তবে কি তারা সব শুকর হয়ে গিয়েছে? ফলে বাস্তবেই আবদ্ধ ছেলেরা সবাই শুকর হয়ে গিয়েছিল।[৪৪৯]

৪১৭. এক লোভী ইহুদী :

হযরত ঈসা (আ.) এক সফরে বের হলেন পথে তাঁর সঙ্গে একজন ইহুদীও সঙ্গী হল। সেই ইহুদীর নিকট দু'টি রুটি ছিল পক্ষান্তরে ঈসা (আ.)'র কাছে ছিল একটি রুটি। ঈসা (আ.) তাকে বললেন, আস, আমরা উভয় মিলে রুটি খেয়ে নিই। ইহুদী প্রথমে সম্মতি প্রকাশ করল কিন্তু যখন দেখল যে, ঈসা (আ.)'র নিকট একটি মাত্র রুটি অথচ তার কাছে দু'টি রুটি। তখন সে মনে মনে আফসোস করতে লাগল- কেন সম্মত হলাম, আমি তো ঠকবো।

৪৪৮. আল্লামা মাহমুদ আলুসী (র.), (১২৭০হি.) তাফসীরে রূহুল মায়ানী, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:৩য়, পৃ:১৬৯ ও মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.) (১৩৯১হি.), তাফসীরে নঈমী, উর্দু, খণ্ড:৩য়, পারা:৩য়, পৃ:৫১৬

৪৪৯. আল্লামা মাহমুদ আলুসী (র.) (১২৭০হি.), তাফসীরে রূহুল মায়ানী, আরবী, বৈরুত, খণ্ড:৩য়, পৃ:১৭০ ও মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.) (১৩৯১হি.), তাফসীরে নঈমী, উর্দু, খণ্ড:৩য়, পারা:৩য়, পৃ:৫১৭

অতঃপর যখন খাওয়ার সময় হল তখন ইহুদী একটি রুটি গোপন করে ফেলল এবং একটি রুটি বের করল। ঈসা (আ.) বললেন, তোমার কাছে তো দু'টি রুটি ছিল আরেকটি কোথায়? ইহুদী বলল, আমার কাছে তো একটি রুটিই ছিল। উভয় খাবার খাওয়ার পর সামনে অগ্রসর হয়ে পথে একজন অন্ধ ব্যক্তির সাক্ষাৎ হলে ঈসা (আ.) তার জন্য দোয়া করে তাকে দৃষ্টিশক্তি ফেরৎ দেন। ইহুদীকে এই মু'জিযা দেখিয়ে তিনি বললেন, তোমাকে সে খোদার শপথ, যিনি আমার দোয়ায় এই অন্ধের দৃষ্টিশক্তি ফেরৎ দিয়েছেন, সত্যি করে বল তোমার অপর রুটিটি কোথায়? উত্তরে সে বলল, সেই খোদার শপথ, আমার কাছে একটি রুটিই ছিল।

অতঃপর যখন আরো কিছু অগ্রসর হন তখন পথে একটি হরিণ দেখতে পেলেন। তিনি হরিণকে ডাকলে হরিণ কাছে এসে গেল। তিনি হরিণ যবেহ করে রান্না করে খেয়ে হাড্ডি গুলোকে বললেন, قم باذن الله "আল্লাহর হুকুমে উঠে যাও।" সাথে সাথে হরিণ জীবিত হয়ে চলে গেল। তিনি ইহুদীকে বললেন, তোমাকে সেই খোদার শপথ, যিনি হরিণ খাওয়ায়েছেন এবং পুনরায় জীবিত করে দিয়েছেন, সত্যি করে বল, তোমার অপর রুটি কোথায়? উত্তরে সে বলল, সেই খোদার শপথ, আমার কাছে মাত্র একটি রুটিই ছিল।

আরো সামনে অগ্রসর হলে তারা একটি জনবসতি এলাকায় পৌঁছলে ঈসা (আ.) সেখানে অবস্থান করছিলেন। সুযোগ পেয়ে ইহুদী ঈসা (আ.)'র লাঠি মোবারক চুরি করে নিয়ে গেল এবং এটি দিয়ে মৃতকে জীবিত করবে বলে সে অত্যন্ত খুশী হল। এলাকায় সে ঘোষণা করে দিল যে, কোন মৃতকে জীবিত করতে হলে আমার কাছে নিয়ে এসো। লোকেরা তাকে তাদের হাকেমের নিকট নিয়ে গেল যিনি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত ছিলেন। তারা বলল, ইনি অসুস্থ, একে ভাল করে দাও। সেই প্রথমে লাঠি দিয়ে হাকেমের মাথায় আঘাত করা মাত্র হাকেম মৃত্যুবরণ করলেন। তারপর সে লোকদের বলল, দেখ, আমি একে কিভাবে জীবিত করি। সে লাঠি দিয়ে লাশের উপর আঘাত করে বলল, قم باذن الله "আল্লাহর হুকুমে উঠে যাও।" কিন্তু লাশ জীবিত হলনা ফলে সে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। লোকেরা তাকে হাকেম হত্যার দায়ে ফাঁসী দেয়ার জন্যে নিয়ে গেল। ইত্যবসরে ঈসা (আ.) সেখানে পৌঁছে গেলেন এবং বললেন, তোমাদের হাকেমকে আমি জীবিত করে দেবো, তাকে ছেড়ে দাও। অতঃপর তিনি قم باذن الله বলার সাথে সাথে হাকেম জীবিত হয়ে গেলেন আর লোকেরা ইহুদীকে ছেড়ে দিল। তখন ঈসা (আ.) তাকে বললেন, তোমাকে সেই খোদার শপথ, যিনি তোমার প্রাণ রক্ষা করেছেন, সত্যিকরে বল তোমার দ্বিতীয় রুটিটি কোথায়? সে বলল, আমি সেই খোদার শপথ করে বলছি যিনি আমার প্রাণ রক্ষা করেছেন আমার কাছে দ্বিতীয় কোন রুটিই ছিলনা।

তারা উভয়ে কিছুদূর গেলে পথে তিনটি স্বর্ণের ইট পেলেন। ঈসা (আ.) ইহুদীকে বললেন, একটি আমার, দ্বিতীয়টি তোমার আর তৃতীয়টি হল তার যে তৃতীয় রুটি খেয়েছে। ইহুদী বলল, খোদার কসম, তৃতীয় রুটি আমিই খেয়েছি। অর্থাৎ এতক্ষণে সে সত্যকথা বলল, লোভের বশীভূত হয়ে। ঈসা (আ.) তিনটি ইটই তাকে দিয়ে বললেন, এখন তুমি

আমার সঙ্গ ছেড়ে দাও। সেই ইট তিনটি নিয়ে খুশী মনে চলে যাচ্ছিল কিন্তু পথিমধ্যেই ইট সহ তাকে মাটিতে ধ্বসে ফেলা হয়েছে।[৪৫০]

৪১৮. আসমানে উত্তোলন :

মুফ্তি আহমদ ইয়ার খান (র.) তাফসীরে খাযেন, রূহুল মায়ানী ও রূহুল বয়ান ইত্যাদি গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনে আব্বাস (র.)'র সূত্রে বলেন- ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, বনী ইসরাঈল হযরত ঈসা (আ.)'র মোকাবেলায় অক্ষম হয়ে ঈসা (আ.) ও তাঁর মায়ের বিরোদ্ধে অপবাদ ও অশালীন কথা বলে কষ্ট দেওয়া অরম্ভ করল। একদা তিনি শহরের জনপদ দিয়ে যাওয়ার সময় লোকেরা তাঁকে অতীষ্ঠ করে তুলে। তিনি অসহ্য হয়ে আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন- হে আল্লাহ! এদেরকে শুকর বানিয়ে দিন। তাঁর মুখ থেকে একথা বের হতে না হতে তারা সবাই শুকর হয়ে গেল। এতে লোকেরা অত্যন্ত দুঃশ্চিন্তা গ্রস্ত হয়ে পড়ল। কারণ এরূপ হতে থাকলে ভবিষ্যতে তাদের বেলায়ও ঘটতে পারে। তাই তারা তৎকালীন বাদশাকে তাঁর বিরোদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলল এবং বলল, এভাবে হয়ত একদিন আপনার অবস্থাও এরূপ করে দেবে।

অতঃপর তারা তাত্ইয়ানুস নামক একজন মুনাফিক ব্যক্তিকে ঠিক করল। সে বাহ্যিকভাবে ঈসা (আ.)'র প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করত। কিন্তু মূলত ইহুদীদের দোসর ছিল। তিনি তাদের ষড়যন্ত্রের কথা অনুভব করে তাঁর হাওয়ারীদেরকে বললেন, আজ সকালের আগেই জনৈক ব্যক্তি মাত্র কয়েক দেরহামের বিনিময়ে আমাকে বিক্রয় করে দেবে। সর্বদা ফুলের সাথে কাঁটাও থাকে আর মুখলিসের সাথে মুনাফিকও থাকে। অতঃপর তাত্ইয়ানুসকে ইহুদীদের পক্ষ থেকে ত্রিশ দেরহাম তথা সাড়ে সাত টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিল, ঈসা (আ.)কে শহীদ করার শর্তে। তাত্ইয়ানুস ইহুদীদের একটি দল নিয়ে রাতের বেলায় ঈসা (আ.)'র ঘরের দিকে গিয়ে সঙ্গীদেরকে ঘরের বাইরে রেখে সে নিজে ঘরের ভিতর প্রবেশ করল। সে ঘরে গিয়ে দেখল যে, ঈসা (আ.) জানালা দিয়ে আসমানে চলে গেলেন। বাইরে অপেক্ষমান লোকেরা মনে করেছিল, সে হয়ত ঈসা (আ.)'র সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে ফলে বের হতে বিলম্ব হচ্ছে। ইত্যবসরে আল্লাহ পাক তাত্ইয়ানুসকে ঈসা (আ.)'র আকৃতি করে দেন। অতঃপর সে ঘরের বাইরে আসা মাত্র লোকেরা তাকে ঈসা (আ.) মনে করে ধরে শুলির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। সে তাদেরকে শত চেষ্টা করেও বুঝাতে পারেনি যে, সে মূলত ঈসা (আ.) নয়। বরং উল্টো তারা বলতে লাগল, তুমি আমাদের সেই লোককে হত্যা করেছ যে তোমাকে হত্যা করতে গিয়েছিল। এখন আমাদের সাথে প্রতারণা করতেছ, এই বলে তারা তাদের লোককে শুলিতে লটকিয়ে হত্যা করল। আজ পর্যন্ত খৃষ্টানরা মনে করে যে, ঈসা (আ.)কে শুলিতে হত্যা করা হয়েছে। তাই তারা শুলিকে নিজেদের গুনাহের কাফফারা মনে করে।

অতঃপর হযরত মরয়ম যখন শুনলেন যে, ঈসা (আ.)কে শুলিতে তুলে হত্যা করা হয়েছে তখন তিনি অপর এক মহিলাকে নিয়ে সেই শুলিতে লটকানো লাশের সামনে বসে

---

[৪৫০]. মাওলানা আবুন নুর মুহাম্মদ বশীর, সাচ্ছি হেকায়াত, উর্দু, খণ্ড:১ম, পৃ:১১৯, সূত্র: আব্দুর রহমান সফুরী (র.), নুজহাতুল মাজালিস, খণ্ড:২য়, পৃ:২০৭

বসে কান্না-কাটি করতে লাগলেন। এভাবে কয়েকদিন যাওয়ার পর সপ্তম দিনে ঈসা (আ.)কে কে আল্লাহ আদেশ দিলেন যে, তুমি গিয়ে তোমার মাকে সান্তনা দিয়ে এসো। তখন তিনি একটি পাহাড়ে রাতের বেলায় অবতীর্ণ হয়ে তাঁর মা ও তাঁর হাওয়ারীগণকে ডেকেছেন। তাঁর মা তাঁকে জড়িয়ে ধরে কান্না করে বলতে লাগলেন, হে ঈসা! তুমি কোথায় আছ? উত্তরে বললেন, মা, আমি খুব ভাল আছি। যাকে শুলিতে দেওয়া হয়েছে সে অন্য ব্যক্তি, আমি নই। আপনি ধৈর্য্য ধারণ করুন। আর হাওয়ারীগণকে দ্বীনি দাওয়াতের দায়িত্ব দেন এবং কে কোথায় দায়িত্ব পালন করবেন তাও বন্টণ করে উপরের দিকে চলে যেতে লাগলেন। মরয়ম বললেন, তুমি কোথায় যাচ্ছ? বললেন আল্লাহর কাছে যাচ্ছি। মরয়ম বললেন, আবার কখন সাক্ষাৎ হবে? বললেন, কিয়ামত দিবসে- এই বলে তিনি অদৃশ্য হয়ে যান। তেত্রিশ বছর বয়সে হযরত ঈসা (আ.)কে রমযান মাসের সাতাশ তারিখে তথা কদরের রাতে আসমানে তুলে নেয়া হয়েছিল। তিনি পুনরায় কিয়ামতের পূর্বে পৃথিবীতে আগমণ করবেন এবং আরো চল্লিশ বছর জীবন-যাপন করে ইন্তেকাল করেবেন। এভাবে তাঁর মোট বয়স হবে ৭২ বছর। মদীনা শরীফে রাসূল ﷺ'র পাশে দাফন হবেন।[৪৫১]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন-

وَمَكَرُوا۟ وَمَكَرَ ٱللَّهُ ۖ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَٰكِرِينَ ﴿٥٤﴾ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَٰعِيسَىٰٓ إِنِّى مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ
وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ﴿٥٥﴾ آل عمران: ٥٤ - ٥٥

"তারা (ইহুদীরা ঈসা (আ.)'র বিরোদ্ধে) নানাবিধ ষড়যন্ত্র ও গোপন কৌশল করেছিল। আল্লাহও সুক্ষ্ম গোপন কৌশল অবলম্বন করেন। অর্থাৎ তাদেরই একজনকে ঈসা (আ.)'র আকৃতি দিয়ে তাদের দ্বারা হত্যা হয় আর আল্লাহ ঈসা (আ.) কে জীবিত আসমানে তুলে নেন। আর স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ বলেছিলেন, হে ঈসা! আমি তোমার হায়াত পূর্ণ করবো এবং তোমাকে আমার দিকে তুলে নেবো আর কাফেরদের থেকে তোমাকে পাবিত্র করে দেবো।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং ৫৪ ও ৫৫)

আল্লাহ পাক আরো বলেন-

فَقَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ لَفِى شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱتِّبَاعَ
ٱلظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًۢا ﴿١٥٧﴾ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٥٨﴾ النساء: ١٥٧ - ١٥٨

"তারা তাকে না হত্যা করেছে, না শুলীতে চড়িয়েছে বরং তারা এরূপ ধাঁধায় পতিত হয়েছিল। বস্তুতঃ তারা এ ব্যাপারে নানারকম কথা বলে। তারা এক্ষেত্রে সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে। শুধুমাত্র অনুমান করা ছাড়া এ বিষয়ে তাদের কোন নিশ্চিত জ্ঞান নেই। নিশ্চয় তারা তাকে হত্যা করেনি। বরং তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছেন আল্লাহ নিজের কাছে। আর আল্লাহ হচ্ছেন মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা আন নিসা, আয়াত নং ১৫৭ ও ১৫৮)

সমাপ্ত

[৪৫১]. মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.) (১৩৯১হি.), তাফসীরে নঈমী, উর্দু, দিল্লী, খণ্ড:৩য়, পারা:৩য়, পৃ:৫৩৫

তথ্যপঞ্জি

১.	আল্-কুরআন	
২.	সহীহ বুখারী শরীফ	মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র.) (২৫৬হি.)
৩.	সহীহ মুসলিম শরীফ	মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ (র.) (২৬১হি.)
৪.	তিরমিযি শরীফ	ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযি (র.) (২৭৯হি.)
৫.	দালায়েলুন নবুয়ত	আবু নঈম ইস্পাহানী (র.) (৪৩০হি.)
৬.	আল খাসায়েসুল কুবরা	জালাল উদ্দি সুয়ূতী (র.) (৯১১হি.)
৭.	শাওয়াহেদুন নবুয়ত	আব্দুর রহমান জামী (র.) (৮৯৮হি.)
৮.	শেফা শরীফ	কাযী আয়ায (র.) (৫৪৪হি.)
৯.	হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন	ইউসূফ নাবহানী (র.) (১৩৫০হি.)
১০.	আন্ নিবরাস	আব্দুল আজিজ ফারহারী (র.)
১১.	কিতাবুত তা'রীফাত	আলী ইবনে মুহাম্মদ জুরজানী (র.) (৮১৬হি.)
১২.	শরহুল আকাঈদে নসফিয়্যাহ	আল্লামা সা'দ উদ্দিন তাফতাযানী (র.) (৭৯১হি.)
১৩.	মেশকাত শরীফ	শেখ অলি উদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ (র.) (৭৪০হি.)
১৪.	মা'আরিজুন্নবুয়্যত	মোল্লা মুঈন ওয়ায়েজ আল হারবী (র.) (৯০৭হি.)
১৫.	হায়াতুল হাইওয়ান	আল্লামা কামাল উদ্দিন দুমাইরী (র.) (৮০৮হি.)
১৬.	তাফসীরে রূহুল মায়ানী	আল্লামা মাহমুদ আলূসী (র.) (১২৭০হি.)
১৭.	মেশকাত শরীফের প্রান্ত টীকা	-
১৮.	কাওয়ায়েদুল ফিক্হ	মুফতি আমীমুল ইহসান (র.) (১৯৭৪খৃ.)
১৯.	আল মুনজাদ (বৈরুত)	-
২০.	আল মু'জামুল ওয়াসীত	-
২১.	মাদারেজুন নবুয়্যত	আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র.) (১০৫২হি.)
২২.	নুজহাতুল মাজালীস	আব্দুর রহমান সফূরী (র.) (৮৯৪হি.)
২৩.	খানযুল ঈমান	আহমদ রেযা খান (র.) (১৩৪০হি.)
২৪.	খাযায়েনুল ইরফান	নঈম উদ্দিন মোরাদাবাদী (র.) (১৩৬৭হি.)
২৫.	কাসাসুল কুরআন	মাওলানা হেফজুর রহমান
২৬.	বাহারে শরীয়ত	মুহাম্মদ মুফতি আমজাদ আলী (র.) (১৩৬৭হি.)
২৭.	শরহে সহীহ মুসলিম	গোলাম রাসূল সাঈদী
২৮.	মু'জিযাতুর রাসূল ﷺ	ড. মুস্তফা মুরাদ
২৯.	সাচ্ছি হেকায়াত	মাওলানা আবুন নূর বশীর (র.)
৩০.	তাফসীরে নঈমী	মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (র.) (১৩৯১হি.)
৩১.	মাওয়ায়েজে রেজভীয়্যাহ	মাওলানা নুর মোহাম্মদ
৩২.	দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত
৩৩.	মোযেযায়ে আম্বীয়া ও আউলিয়া-কেরামের হাজার ঘটনা	মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল আজিজ